কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

ফাযায়েলে আমল

আব্দুল্লাহ বিন খালিদ

সহীহ
ফাযায়েলে আমল

সহীহ
ফাযায়েলে আমল

সংকলনে

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

পিস সম্পাদনা পর্ষদ

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা।

সহীহ
ফাযায়েলে আমল

প্রকাশক

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : নভেম্বর- ২০১৪ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বর্ণবিন্যাস ও অলংকরণে : মোঃ জহিরুল ইসলাম

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

peacerafiq56@yahoo.com

peacerafiq@gmail.com

মূল্য : ৪৫০.০০ টাকা।

ISB NO. 978-984-8885-51-2

প্রকাশকের কথা

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

আল্লাহ তায়ালার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা ও ইবাদত, যিনি আমাদেরকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফাযায়েলে আমল নামক গ্রন্থটি সংকলন, গ্রন্থনা, সম্পাদনা ও প্রকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ এ কাজটি সম্পন্ন করার তাওফিক দান করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় প্রচলিত কতিপয় ইবাদত সম্বলিত ধর্মের নাম নয়। ইসলাম গতিশীল, আধুনিক ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। তাই সর্বকালের, সর্বযুগের ও সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবন চলার গাইড। যার কারণে আজও পৃথিবীর কোন মতবাদ বা দর্শন ইসলামের কোন বিধান সম্পর্কে যৌক্তিক প্রশ্ন তুলতে পারেনি।

পিস পাবলিকেশন ইসলামের মৌলিক চেতনাকে সামনে রেখে কুরআন ও সহীহ হাদীস প্রকাশনার কাজ করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখছে। তারই ধারাবাহিকতায় কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ফাযায়েলে আমল গ্রন্থটি।

ছোটকাল থেকেই দেখে আসছি বাজারে বিভিন্ন ধরনের ফাযায়েল কেন্দ্রিক আমলের গ্রন্থ। যার অধিকাংশই সনদের মাপকাঠিতে সহীহ্ হাদীস বলে স্বীকৃত নয়। আমাদের কেউ কেউ বলে থাকেন যে, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল বা মাউযু হাদীস গ্রহণযোগ্য। যা সনদ বিশারদের নিকট কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তাই সহীহ হাদীস ছাড়া কোন আমল করলে তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না। কেননা রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন-

عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

অর্থাৎ আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার উপর আমাদের কোন নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। (মুসলিম-৪৫৯০)

সুতরাং আমরা এ হাদীস দ্বারা জানতে পারলাম যে, কোন আমল গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য তা কুরআন ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে।

আমরা এ গ্রন্থটি বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। প্রথমত বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করে তারপর কুরআন ও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করেছি। সাথে সাথে আমরা বিশ্বব্যাপী বহুল ব্যবহৃত মাকতাবাতুশ শামেলাহ্ থেকে হাদীসের সূত্রগুলো দিয়েছি। যাতে করে গবেষকদের গবেষণা কাজে ফলপ্রসূ হয়।

আশা করি এ গ্রন্থটি পাঠে আমাদের পাঠক সমাজে আমল সহীহ্ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আল্লাহ্ আমাদের রাসূল ﷺ-এর দেখানো পদ্ধতিতে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন॥

সূচীপত্র

ফাযায়িলে কালেমা

ফাযায়িলে ইলম

ফাযায়িলে সালাত

ফাযায়িলে যাকাত

ফাযায়িলে হজ্জ ও উমরাহ্

ফাযায়েলে সিয়াম

ফাযায়িলে দা'ওয়াত ও তাবলীগ

ফাযায়িলে ইখলাস

কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার ফযিলত

ফাযায়িলে জিহাদ

ফাযায়িলে দরূদ

ফাযায়িলে কুরআন

রোগ ও রোগী দেখার ফযিলত

ফাযায়িলে লিবাস (পোশাক ও সাজসজ্জার ফযিলত)

ফাযায়িলে আতইমা (খাদ্য বিষয়ক ফযিলত)

সমাজ বিষয়ক ফাযায়িল

ফাযায়িলে যুহদ

ফাযায়িলে তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার

ফাযায়িলে নিকাহ্

ফাযায়িলে তিজারাত

বারটি (১২) চন্দ্র মাসের ফযিলত ও আমল

ফাযায়িলে দু'আ ও যিকির

ফাযায়িলে কালেমা

ঈমান আনার ফযিলত

ঈমানের পরিচিতি

اِيْمَانُ - এর আভিধানিক **অর্থ** : اَلْاِيْمَانُ শব্দটি বাবে اِفْعَالُ - এর মাসদার। এটি اَلْاَمْنُ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা اَلْخَوْفُ -এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা বিশ্বাস করা, ২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা,

৩. اَلْاِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া, ৪. اَلْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা,

৫. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া, ৬. اَلْاِطْمِئْنَانُ তথা প্রশান্তি।

(اَلْاَمْنُ শব্দের অর্থ طَمَانِيْنَةُ النَّفْسِ وَزَوَالُ الْخَوْفِ অন্তরের আস্থা, প্রশান্তি ও (অন্তরের) ভয়হীনতা। (মুফরাদাতে ইমাম রাগেব ইস্পাহানি)

আর اِيْمَانٌ শব্দের অর্থ হলো- اَلثِّقَةُ وَاِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَقُبُوْلُ الشَّرِيْعَةِ আত্মবিশ্বাস; বিনয় প্রকাশ নতি/ আনুগত্য/ অধিনতা বা বশ্যতা স্বীকার এবং শরীয়ত তথা ইসলাম ধর্ম কবুল (গ্রহণ) করা বা মেনে নেয়া।

(اَلْقَامُوْسُ الْمُحِيْطُ لِاِمَامِ اَهْلِ اللُّغَةِ الْعَلَّامَةِ الْفِيْرُوْزَا بَادِىْ)

اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ নামক প্রামাণ্য অভিধানে اِيْمَانُ শব্দের অর্থ লিখিত হয়েছে-

اَلْاِيْمَانُ : اَلتَّصْدِيْقُ وَ (الْاِيْمَانُ) شَرْعًا : اَلتَّصْدِيْقُ بِالْقَلْبِ, وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ

সত্যায়ন, প্রত্যায়ন, অনুমোদন বা বিশ্বাস করা এবং শরীয়তের (ইসলামি) পরিভাষায় (اِيْمَانٌ) এর অর্থ হলো অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা ও মৌখিকভাবে স্বীকার করা।

اَلرَّائِدُ নামক প্রামাণ্য অভিধানে اِيْمَانٌ শব্দের ৩টি অর্থ লিখিত হয়েছে-

اِعْتِقَادٌ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَوَحْيِهٖ

আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি ও তাঁর অহী এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করা।

اَلْمُنْجِدُ নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে লিখিত আছে-

اَلْاِيْمَانُ : اَلتَّصْدِيْقُ مُطْلَقًا, نَقِيْضُ الْكُفْرِ

সাধারণভাবে ঈমান অর্থ বিশ্বাস করা, প্রত্যয় ও সত্যায়ন করা, এটি কুফরীর বিপরীত (অর্থবোধক) শব্দ।

ঈমান (শব্দ) সম্বন্ধে মুফরাদাতে ইমাম রাগেব ইস্পাহানিতে লিখিত আছে-

وَالْاِيْمَانُ يُسْتَعْمَلُ تَارَةً اِسْمًا لِلشَّرِيْعَةِ الَّتِيْ جَاءَ بِهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ وَعَلٰى ذٰلِكَ : (اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ).

وَتَارَةً يُسْتَعْمَلُ عَلٰى سَبِيْلِ الْمَدْحِ وَيُرَادُ بِهٖ اِذْعَانُ النَّفْسِ لِلْحَقِّ عَلٰى سَبِيْلِ التَّصْدِيْقِ وَذٰلِكَ بِاِجْتِمَاعِ ثَلَاثَةِ اَشْيَاءِ : تَحْقِيْقٌ بِالْقَلْبِ, وَاِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِحَسْبِ ذٰلِكَ بِالْجَوَارِحِ وَعَلٰى هٰذَا قَوْلُهٗ : (وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ.

অর্থ : মুহাম্মদ ﷺ যে শরীয়ত তথা ধর্ম নিয়ে এসেছেন সে ধর্মের নাম বুঝাতে আবার কখনো ঈমান শব্দ ব্যবহৃত হয় এ অর্থে যে (আল্লাহ তায়ালা বলেছেন) : (যারা ঈমান এনেছে অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, যারা ইহুদি হয়েছে আর যারা সাবেঈ...) (সূরা মায়িদাহ : ৬৯)

আবার কখনো (ঈমান শব্দ) ব্যবহৃত হয় গুণবাচক অর্থে, আর এর দ্বারা উদ্দশ্যে হল- বিশ্বাস, সত্যায়ন ও প্রত্যায়ন করার পদ্ধতিতে সত্যের প্রতি আত্মসর্মণ করা। আর তা সম্পাদিত হয় তিনটি বিষয়ের সমম্বয়ে (আর তা হল):

১. অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করা,
২. মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া এবং
৩. তদনুপাতে দৈহিকভাবে আমল (কাজ বা বাস্তবায়ন) করা।

আর এ অর্থেই আল্লাহ বলেছেন : (আর যারা আল্লাহর প্রতি ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে, তারাই সিদ্দীক (সত্যায়নকারী)

(সূরা হাদীদ : ১৯)

হাদীসে জিবরাঈলে ঈমানের পরিচয়ে ছয়টি বিষয়ের কথা উল্লেখ আছে:

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

অর্থ : আমাকে ঈমান সম্পর্কে সংবাদ দিন। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং তাকদীরের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

إِيْمَانٌ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. জমহুর ওলামার মতে-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالٰى وَالْاِقْرَارُ بِهٖ.

অর্থাৎ, মহানবী ﷺ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে إِيْمَانُ বলা হয়।

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ ﷺ بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ

অর্থ : নবী করীম ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করত: তা বিশ্বাস করাকে إِيْمَانٌ বলা হয়।

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন-

هُوَ تَصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَالْاِقْرَارُ بِهٖ جَمِيْعًا.

অর্থ : রাসূল (সা) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়।

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ وَحْدَهٗ

অর্থ : শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়।

৫. ইমামত্রয়ের মতে-

هُوَ تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ.

অর্থ : অন্তরের বিশ্বাসম, মুখে স্বীকারোক্তি এবং দৈহিকভাবে আমল করাকে ঈমান বলা হয়।

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ بِمَا جَاءَ بِهٖ بِاِعْتِمَادٍ بِالْاَرْكَانَ.

৭. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) বলেন-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا عُلِمَ مُجِيُّ النَّبِيِّ ﷺ بِهٖ اِجْمَالاً وَتَفْصِيْلاً.

৮. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ الْعَمَلُ بِالْمَاْمُوْرَاتِ وَالْاِجْتِنَابُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَنْهِيَاتِ

৯. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে-

اَلْاِيْمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ.

অর্থ : কথা ও কাজকে ঈমান বলা হয়। তথা অন্তরের বিশ্বাস, মুখে স্বীকারোক্তী এবং অন্তরের কর্ম, জবানের কর্ম এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মকে ঈমান বলা হয়। (মাজমুউল ফাতওয়া ৭ম খণ্ড ৬৩৮ প:)

১০. ইমাম বুখারীর মতে-

اَلْاِيْمَانُ قَوْلٌ وَفِعْلٌ

তথা কথা ও কাজকে ঈমান বলা হয়।

উক্ত মতগুলির মাঝে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এবং ইমাম বুখারী মত। উক্ত দুটি সংজ্ঞাকেই ইমামগন প্রকাশ করেছেন-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ وَالْاِقْرَرُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْجَوَارِحِ وَالْاَرْكَانِ.

অর্থাৎ ঈমান হলো- অন্তর দ্বারা সত্যায়ন, (বিশ্বাস ও আমলে) মুখে স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করাকে ঈমান বলে। এর

একটি অনুসরন করা ওয়াজীব। কোন একটি বাদ দেয়া হলে তার ঈমান থাকবে না। বিশেষ অবস্থা ছাড়া। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকটেও এরূপ পাওয়া যায় যে,

اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ وَالْاِقْرَاءِ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْجَوَارِحِ وَالْاَرْكَانِ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ

তথা ঈমান হলো অন্তর দ্বারা সত্যায়ন মুখে স্বীকারোক্তি ও আমলে বাস্তবায়নের নাম এবং ঈমান আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি হয় এবং নাফরমানী করলে ঈমান কমে যায়।

ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا * غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

অর্থ : রাসূল বিশ্বাস করেছেন যা তার রবের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এবং ঈমানদাররাও। প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং তারা বলেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা চাই। আর আপনার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৮৫)

وَالْعَصْرِ . اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ . اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

১. কসম যুগের,

২. নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত;

৩. কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎ আমল করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে ধৈর্যের।

(সূরা আসর-১-৩)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন যে,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

অর্থ : মুমিন কেবল তারাই যাদের নিকটে আল্লাহর কথা বলা হলে ভয়ে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। যখন তাদের নিকটে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তাদের প্রভুর উপরে তারা একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়। (সূরা আনফাল : আয়াত-২)

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

অর্থ : তিনিই সে সত্তা, যিনি মুমিনদের অন্তরে সান্তনা দান করেছেন, যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে আরো এক ঈমান বাড়িয়ে নেয়। আসমান ও জমিনের সব সেনাবাহিনী আল্লাহর হাতেই রয়েছে এবং আল্লাহ সব কিছু জানেন ও সুকৌশলী। (সূরা ফাতহ : আয়াত-৪)

হাদীস

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন- ঈমানের সত্তরের অধিক অথবা ষাটের অধিক শাখা রয়েছে। আর লজ্জাশীলতা হলো ঈমানের অঙ্গ। (মুসলিম-১৬১,৩৫)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ فِي الْخُطْبَةِ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ.

অর্থ : আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে খুতবা দিলেন এবং তাতে বললেন যারা আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই আর যে অঙ্গিকার রক্ষা করে না তার কোন ধর্ম নেই। (সহীহ ইবনে হিব্বান-১৯৪)

যার মধ্যে সর্বোত্তম فَأَفْضَلُهَا হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সর্বনিম্ন أَدْنَاهَا হল রাস্তা হতে কষ্ট (বাধা) দূর দায়ক বস্তু করা। অন্য বর্ণনায় এসেছে সত্তরের অধিক দর্জা রয়েছে, তন্মধে সর্বোচ্চ أَعْلَاهَا হল।

ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পৃথিবীর সকল মুমিনের ঈমান আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঈমানের সাথে ওযন করা হলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঈমানের ওযন বেশি হবে।

ইমাম হুসাইন বিন মাসউদ বাগাভী (৪৩৬-৫১৬ হিঃ) বলেন, সকল সাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তীকালে সুন্নাহর পণ্ডিতগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছেছেন যে, আমল ঈমানের অঙ্গ। তারা সকলেই বলেন যে, ঈমান আনুগত্যের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গুনাহের দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

খারেজী মুতাযিলীগণ আমলকে ঈমানের অঙ্গ মনে করলেও তারা ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধিতে বিশ্বাসী নন। খারেজীদের মতে কবীর গুনাহগার ব্যক্তি কাফির এবং মুতাযিলীদের নিকটে সে মুমিনও নয় কাফিরও নয় বরং দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ ফাসিক। মুর্জিয়াদের নিকটে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে মুত্তাক্বী ও ফাসিক্ব সকলের ঈমান সমান।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে কোন বান্দা সন্দেহাতীতভাবে এই বাক্য দু'টির ওপর ঈমান আনবে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে না। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-২৭)

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ.

অর্থ : ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে খাত্তাবের পুত্র! যাও, লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, কেবলমাত্র ঈমানদার লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। 'ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, অতঃপর আমি বের হলাম এবং ঘোষণা করলাম : শুনে রাখো, ঈমানদার ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম : হাদীস-১১৪)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ.

অর্থ : উবাদাহ ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বলে : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, আর নিশ্চয়ই ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা, তাঁর বান্দীর (মারইয়ামের) পুত্র ও তাঁর সেই কালেমা যা তিনি মারইয়ামকে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত একটি রূহ মাত্র, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য"– তাকে জান্নাতের আটটি দরজার যেটি দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে, প্রবেশ করাবেন। (মুসলিম : হাদীস-২৮)

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ.

অর্থ : আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। এক. ঐ ব্যক্তি যে আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নিজের নবীর উপর ঈমান এনেছে আবার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরও ঈমান এনেছে। দুই. ঐ ক্রীতদাস যে মহান আল্লাহর হক আদায় করার পাশাপাশি স্বীয় মুনিবের হকও আদায় করে। তিন. ঐ ব্যক্তি যার কোন ক্রীতদাসী রয়েছে যার সাথে সে মেলামেশা করে। আর তাকে সে উত্তম আদব শিখিয়েছে এবং উত্তমরূপে ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে, তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৯৭)

عَنْ مَاعِزٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ ثُمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ اِلَى مَغْرِبِهَا.

অর্থ : মাঈয রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সকল আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, যিনি একক। এরপর আল্লাহর পথে জিহাদ করা, অতঃপর কবুল হজ্জ। এ 'আমলগুলো ও অন্যান্য আমলের মধ্যে ফযিলতের দিক দিয়ে এ পরিমাণ ব্যবধান রয়েছে যে পরিমাণ ব্যবধান রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার দূরত্বের মাঝে।" (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৯০৩২)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

অর্থ : উবাদাহ ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল" আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। (নাসায়ী : হাদীস-১৫১)

عَنْ اَبِيْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَشْهَدُ عِنْدَ اللّٰهِ لَا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهِمَا اِلَّا حُجِبَتَاهُ عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আবু আমরাহ আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল, আমি আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন বান্দা এ (কালেমা) দু'টির প্রতি ঈমান রেখে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, এ দুটো অবশ্যই তার জন্য কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল হবে। (ইবনে হিব্বান : হাদীস-২২১)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ وَهِيَ تَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَرْجِعُ ذَاكَ اِلٰى قَلْبٍ مُوْقِنٍ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا.

অর্থ : মু'আয ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে কোন ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, সে খাঁটি অন্তরে এ সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল" আল্লাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২২০৫১)

ইসলাম গ্রহণে অতীতের গুনাহ্ ক্ষমা হয়

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوْا قَدْ قَتَلُوْا وَاَكْثَرُوْا وَزَنَوْا وَاَكْثَرُوْا فَاَتَوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ الَّذِيْ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْ اِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا نَزَلَتْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِاللهِ اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদা কিছু সংখ্যক মুশরিক লোক যারা মুশরিক অবস্থায় ব্যাপকহারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে এবং যেনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো : আপনি যা বলেন এবং যে দিকে আহ্বান করেন তা খুবই উত্তম। তবে আমাদেরকে বলুন, অতীত জীবনে আমরা যে সমস্ত মন্দ কাজ করেছি তা মুছে যাবে কি-না? (তাহলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো)। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : "যে সমস্ত লোক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ মানেনা, আল্লাহর হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণে হত্যা করে না এবং যেনা করে না। যারা ঐসব কাজে লিপ্ত হবে তারা নিজেদের পাপের প্রতিফল পাবে"। (সূরা আল-ফুরক্বান : ৬৮)

আরো অবতীর্ণ হলো : "হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো, তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন, তিনি তো ক্ষমাশীল।"

(সূরা আয-যুমার : ৫৩) (সহীহ বুখারী : ৪৮১০)

عَنِ ابْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِيْ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ. فَبَكَى طَوِيْلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ اِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُوْلُ يَا اَبَتَاهُ اَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِكَذَا اَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِكَذَا قَالَ فَاَقْبَلَ بِوَجْهِهِ. فَقَالَ اِنَّ اَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ اِنِّيْ قَدْ كُنْتُ عَلَى اَطْبَاقٍ ثَلاَثٍ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ وَمَا اَحَدٌ اَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنِّيْ وَلاَ اَحَبَّ اِلَيَّ اَنْ اَكُوْنَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْاِسْلاَمَ فِيْ قَلْبِيْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلاُبَايِعْكَ.

فَبَسَطَ يَمِينَهُ قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِى. قَالَ « مَا لَكَ يَا عَمْرُو ». قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ « تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ». قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِى. قَالَ « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ». وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلاَ أَجَلَّ فِى عَيْنِى مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلأَ عَيْنَىَّ مِنْهُ إِجْلاَلاً لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لأَنِّى لَمْ أَكُنْ أَمْلأُ عَيْنَىَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِى مَا حَالِى.

অর্থ : ইবনে শামাসাহ আল-মাহরী রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনে 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে কাঁদলেন এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাবছিলেন। তার ছেলে বলতে লাগলো, হে বাবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাকে এ সুসংবাদ দেননি! রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাকে এরূপ সুসংবাদ দেননি! বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, অবশ্যই আমরা যা কিছু পুঁজি সঞ্চয় করেছি তম্মধ্যে "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল" সবচেয়ে উত্তম সঞ্চয়। আমি আমার জীবনে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে এসেছি। (প্রথম পর্যায়) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আমার চেয়ে অধিক বিদ্বেষ পোষণ করতে আর কাউকে দেখিনি। তখন আমার ইচ্ছা ছিল যে, যদি আমি সুযোগ পাই তাহলে তাঁকে হত্যা করে মনের ঝাল মেটাব। আর আমি যদি ঐ অবস্থায় মারা যেতাম তাহলে অবশ্যই আমি জাহান্নামী হতাম। (দ্বিতীয় পর্যায় হলো) অতঃপর যখন আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলামের প্রেরণা ঢেলে দিলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করবো। তিনি তাঁর ডান হাত প্রসারিত করলে আমি আমার হাতখানা টেনে নিলাম।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমর! তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম, আমি কিছু শর্ত করতে চাই। তিনি বললেন : তুমি কি শর্ত করতে

চাও? আমি বললাম, আমি এ শর্ত করতে চাই যে, আমাকে ক্ষমা করা হোক। তিনি বললেন : হে আমর! তুমি কি জান না ইসলাম পূর্বেকার সমস্ত অপরাধ ধ্বংস করে দেয়? অনুরূপভাবে হিজরত ও হজ্জের দ্বারাও পূর্বের সমস্ত অপরাধ ধ্বংস হয়ে যায়? তখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে অন্য কোন ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিলো না। বস্তুত আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন কোন সৃষ্টি ছিলো না। তার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার এমনি এক প্রভাব ছিলো যে, আমি কখনো তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে স্থির থাকতে পারতাম না। যদি কেউ আমাকে তাঁর দৈহিক চেহারার বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করতো, তাও আমার দ্বারা সম্ভব হতো না। কেননা, আমি কখনো তার চেহারার দিকে তাকিয়ে স্থির থাকতে পারতাম না। যদি এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হতো তাহলে আমি আশা করতে পারতাম যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। (তৃতীয় পর্যায় হলো) অতঃপর আমার ওপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব ন্যাস্ত হলো। আমি অবগত নই যে, এগুলোর মধ্যে আমার অবস্থা কেমন? (মুসলিম : ৩৩৬/১২১)

ইসলাম গ্রহণে অতীতের সৎ আমল নষ্ট হয় না

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَىْ رَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ اُمُورًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ اَوْ عَتَاقَةٍ اَوْ صِلَةِ رَحِمٍ اَفِيْهَا اَجْرٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلَى مَا اَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ.

অর্থ : হাকিম ইবনে হিযাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বলুন, জাহিলী যুগে ভালো কাজ মনে করে আমি যে দান-খয়রাত করেছি, দাস মুক্ত করেছি বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছি, তার জন্য কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি অতীত জীবনে যে সব সাওয়াবের কাজ করেছো তা সহকারেই তুমি মুসলিম হয়েছো। (মুসলিম : হাদীস-৩৩৯/১২৩)

ইসলাম গ্রহণ নিরাপত্তার বিধান দেয়

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

অর্থ : ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, এবং তারা সালাত আদায় করবে এবং যাকাত দিবে। তারা যদি ইহা করে তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদের নিরাপত্তার ঘোষণা রইল। তবে ইসলামের হক্ব ব্যতীত। তাদের হিসাব আল্লাহর উপর। (সহীহ বুখারী : হাদীস-২৫)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে না দেখে ঈমান আনার ফযিলত

عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُهَنِىِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَلَعَ رَاكِبَانِ فَلَمَّا رَاٰهُمَا قَالَ كِنْدِيَّانِ مَذْحِجِيَّانِ حَتّٰى اَتَيَاهُ فَاِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذْحِجٍ قَالَ فَدَنَا اِلَيْهِ اَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ قَالَ فَلَمَّا اَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ مَنْ رَاٰكَ فَاٰمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ قَالَ طُوْبٰى لَهُ قَالَ فَمَسَحَ عَلٰى يَدِهِ فَانْصَرَفَ ثُمَّ اَقْبَلَ الْاٰخَرُ حَتّٰى اَخَذَ بِيَدِهِ لِيُبَايِعَهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ مَنْ اٰمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ قَالَ طُوْبٰى لَهُ ثُمَّ طُوْبٰى لَهُ ثُمَّ طُوْبٰى لَهُ قَالَ فَمَسَحَ عَلٰى يَدِهِ فَانْصَرَفَ.

অর্থ : আবু আব্দুর রহমান জুহানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় দুজন আরোহীকে আসতে দেখা গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে বললেন, এদেরকে কিন্দা ও মাযহিজ গোত্রের মনে হচ্ছে। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলো, তখন তাদের সাথে মাযহিজ গোত্রের কিছু লোকও ছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর দুই আগন্তুকের মধ্যকার একজন বাই'আত গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটবর্তী হলো। যখন তিনি তাঁর হাত নিজের হাতে নিলেন তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করলো এবং আপনার উপর ঈমান আনলো, আপনাকে সত্য বলে মানলো এবং আপনার অনুসরণ করলো সে কি পাবে? রাসূল ﷺ বললেন : তার জন্য সুসংবাদ (মোবারকবাদ)। অতঃপর লোকটি তাঁর হাতের উপর হাত বুলিয়ে বাই'আত গ্রহণ করে চলে গেলো।

অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি অগ্রসর হলো। সেও বাই'আত গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত নিজের হাতে রেখে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি আপনাকে না দেখে আপনার উপর ঈমান আনলো, আপনাকে সত্য বলে মানলো এবং আপনার অনুসরণ করলো সে কি পাবে? রাসূল ﷺ বললেন : তার জন্য সুসংবাদ, তার জন্য সুসংবাদ, তার জন্য সুসংবাদ। অতঃপর এ লোকটিও তাঁর হাতের উপর নিজের হাত বুলিয়ে বাই'আত গ্রহণ করে চলে গেলো। (আহমদ-১৭৪২৬)

যে আমলের দ্বারা ঈমানের স্বাদ পাওয়া যায়

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ.

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন: তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ সে পাবে : এক. তার অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা অন্য সবকিছুর চাইতে বেশি হবে। দুই. যে কোন ব্যক্তির সাথে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে। তিন. ঈমানের পর কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া তার কাছে এরূপ অপছন্দনীয় যেরূপ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপছন্দনীয়।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৯৪১)

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً.

অর্থ : আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করেছে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৬০)

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) বলার ফযিলত

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(কানজুল উম্মাল : হাদীস-১৪১৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈমানের সত্তর বা ষাটের অধিক শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো এ কথা বলা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি (বিশেষ) শাখা।

(আবু দাউদ : হাদীস-৪৬৭৮, মুসলিম-৩৫)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ.

অর্থ : জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম দু'আ হলো 'আল-হামদুলিল্লাহ'। (তিরমিযী : হাদীস-৩৩৮৩)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلَام لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَا ابْنَيْهِ فَقَالَ اِنِّي قَاصِرٌ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ اٰمُرُكُمَا بِاثْنَتَيْنِ وَاَنْهَاكُمَا عَنِ اثْنَتَيْنِ اَنْهَاكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ وَاٰمُرُكُمَا بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فَاِنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا فِيْهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِيْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ وَوُضِعَتْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فِي الْكِفَّةِ الْاُخْرٰى كَانَتْ اَرْجَحَ وَلَوْ اَنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ عَلَيْهِمَا لَفَصَمَتْهَا اَوْ لَقَصَمَتْهَا وَ اٰمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ فَاِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নূহ আলাইহিস সালাম স্বীয় ইন্তিকালের সময় তাঁর দুই ছেলেকে ডেকে বলেছেন : আমি তো অক্ষম হয়ে পড়েছি। তাই আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করে যাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে দু'টি বিষয়ে আদেশ করছি এবং দু'টি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদেরকে শিরক এবং অহংকার থেকে নিষেধ করছি। আর যে দুটি বিষয়ে আদেশ করছি তার একটি হলো : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" কেননা সমস্ত আসমান ও যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সবকিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' রাখা হয়, তাহলে কালেমার পাল্লা ঝুলে যাবে (ভারি হবে)। আর যদি সমস্ত আসমান-যমীন (সাত আকাশ ও সাত যমীন) এবং এর মধ্যকার যা কিছু আছে, একটি হালকা বা গোলাকার করে তার উপর এ কালেমাকে রাখা হয় তাহলে ওজনের কারণে তা ভেঙ্গে যাবে। আর আমি তোমাদেরকে আদেশ করছি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' (পাঠ করার জন্য), কেননা এটা প্রত্যেক বস্তুর তাসবীহ, এর দ্বারাই প্রত্যেক বস্তুকে রিযিক দেয়া হয়। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৭১০১)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَنْ لَا يَسْاَلُنِىْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَحَدٌ اَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَاَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهٖ اَوْ نَفْسِهٖ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলা হলো- হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনার শাফা'আত দ্বারা কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হাদীসের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তোমার আগে এ বিষয়ে কেউ জিজ্ঞেস করবে না। (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন) : কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত দ্বারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে ঐ (ভাগ্যবান) ব্যক্তি যে অন্তরে ইখলাসের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৯৯)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهٖ يُصِيْبُهُ قَبْلَ ذٰلِكَ مَا اَصَابَهُ

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে একদিন না একদিন এ কালেমা অবশ্যই তার উপকারে আসবে। যদিও ইতোপূর্বে তাকে কিছুটা শাস্তি ভোগ করতে হয়। (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ : হাদীস-১৩)

عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَبِلَ مِنِّى الْكَلِمَةَ الَّتِىْ عَرَضْتُ عَلَى عَمِّىْ فَرَدَّهَا عَلَىَّ فَهِىَ لَهُ نَجَاةٌ.

অর্থ : আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সেই কালেমা গ্রহণ করবে যা আমি আমার চাচার (আবু তালিবের) কাছে পেশ করেছিলাম এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই কালেমা এ ব্যক্তির নাজাতের উপায় হবে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২০)

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে এবং তার অন্তরে যবের দানার ওজন পরিমাণও কল্যাণ (ঈমান) থাকবে। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে এবং তার অন্তরে গমের দানার ওজন পরিমাণও কল্যাণ থাকবে। অতঃপর এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণও কল্যাণ থাকবে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৭৪১০)

عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَخْلِصُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِيْ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا اَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُوْنَ قَالَ لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اَلَكَ عُذْرٌ اَوْ حَسَنَةٌ فَيُبْهَتُ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ فَتُخْرَجُ لَهٗ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَيَقُوْلُ اَحْضِرُوْهُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلَّاتِ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِيْ كَفَّةٍ قَالَ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ وَلَا يَثْقُلُ شَيْءٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলবেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে সমস্ত হাশরবাসীর সামনে আলাদা করে এনে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে ৯৯টি 'আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি কি এসব 'আমলনামার কোন কিছুকে অস্বীকার করো? আমলনামা লিখার কাজে নিয়োজিত আমার ফেরেশতারা কি তোমার উপর কোন জুলুম করেছে? সে বলবে, না। অতঃপর তিনি বলবেন, এ সমস্ত গুনাহের পক্ষে তোমার কাছে কোন ওজর আছে কি? অথবা তোমার কোন ভালো কাজ আছে কি? ফলে সে লোক হতভম্ব হয়ে যাবে, তখন সে বলবে না কোন ওজর নেই। তখন তিনি বলবেন, তোমার একটি নেকী আমার কাছে রয়েছে। আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হবে না। অতঃপর একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে, যাতে লিখা থাকবে : 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' তিনি বলবেন, যাও এটাকে ওজন করে নাও। সে আরজ করবে, এতোগুলো দফতরের মোকাবেলায় এই সামান্য কাগজের টুকরা কি কাজে আসবে। বলা হবে, আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হবে না। অতঃপর ঐ দফতরগুলোকে এক পাল্লায় রাখা হবে এবং অপর পাল্লায় কাগজের ঐ টুকরাটি রাখা হবে। তখন দফতরগুলো পাল্লাটির মোকাবেলায় ঐ কাগজের টুকরার পাল্লাটি ওজনে ভারি হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহর নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারি হতে পারে না।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৬৯৯৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ عَبْدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى تُفْضِيَ اِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ .

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : এমন কোন বান্দা নেই যে একনিষ্ঠভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে আর তার জন্য আকাশসমূহের দরজাগুলো খুলে যায় না। এমনকি এ

কালেমা সোজা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে শর্ত হচ্ছে, এর পাঠকারী কবীরাহ্ গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকবে। (তিরমিযী : হাদীস-৩৫৯০)

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْرُسُ الْاِسْلَامِ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ . حَتّٰى لَايُدْرٰى مَاصِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ . وَلَيُسْرٰى عَلٰى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِىْ لَيْلَةٍ . فَلَا يَبْقٰى فِى الْاَرْضِ مِنْهُ اٰيَةٌ . وَتَبْقٰى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ وَالشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوْزُ . يَقُوْلُوْنَ اَدْرَكْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى هٰذِهِ الْكَلِمَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ . فَنَحْنُ نَقُوْلُهَا فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِىْ عَنْهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَهُمْ لَا يَدْرُوْنَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ ؟ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا . كُلَّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ . ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِ فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَاصِلَةُ تُنْجِيْهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا.

অর্থ : হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কাপড়ের কারুকার্য যেমন মুছে যায় তেমনি ইসলামও এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমনকি লোকেরা এটাও জানবে না যে, সিয়াম কী, সলাত কী, কুরবানী কী এবং সদকাহ কি জিনিস। একটি রাত আসবে যখন অন্তরসমূহ থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে এবং যমীনের উপর কুরআনের একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। তখন মানুষদের মধ্যে একদল বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অবশিষ্ট থাকবে। তারা বলবে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে (পূর্ব পুরুষের) এ কালেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” এর উপর পেয়েছিলাম, সেজন্য আমরাও সে কালেমা পাঠ করি। তখন সিলাহ্ বিন যুফার হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জিজ্ঞেস করলো, তারা যেহেতু ঐ সময় সালাত, সিয়াম, কুরবানী এবং সদকাহ্ সম্পর্কে অবহিত থাকবে না, তাহলে কালেমাটি তাদের কী উপকারে আসবে? হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোন জবাব দিলেন না। তিনি একই প্রশ্ন করলেন, প্রতিবারেই হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জবাব দিলেন না। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, প্রতিবারেই হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জবাব দিলেন না।

অতঃপর তৃতীয়বারের পর (অনুরোধ করলে) তিনি বলেন, হে সিলাহ! এ কালেমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবে ইহা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবে। ইহা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবে।
(ইবনে মাযাহ-৪০৪৯)

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ رضي الله عنه يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْاِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيزٍ اَوْ ذُلِّ ذَلِيْلٍ اَمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا

অর্থ : মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যমীনের উপর এমন কোন মাটির ঘর বা তাঁবু অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে মহান আল্লাহ ইসলামের কালেমা (হুকুমাত) প্রবেশ করাবেন না। যারা মানবে তাদেরকে কালেমার অধিকারী (অনুসারী) হিসেবে সম্মানিত করবেন এবং যারা মানবে না তাদেরকে অপদস্থ করবেন। অতঃপর তারা (জিযিয়া দিয়ে) মুসলিমদের অধীনস্থ হয়ে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২৩৮১৪/২৩৮৬৫)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

অর্থ : ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, কাবা ঘরের হজ্জ্ব করা এবং রমযানের রোযা পালন করা। (বুখারী-৮)

মৃত্যুর সময় কালেমা পাঠের ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ فَاِنَّهُ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের মৃত্যু পথযাত্রীকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' তালকীন করাও। কেননা যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় শেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ ইবনে হিব্বান-৩০০৪)

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্তরে এ বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করলো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৩০/২৬)

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَاِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ عَلَى رَغْمِ اَنْفِ اَبِيْ ذَرٍّ.

অর্থ : আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে দেখি তিনি সাদা কাপড় জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছেন, এরপর আবার এসেও তাকে ঘুমন্ত দেখতে পাই। অতঃপর আবার এসে দেখি তিনি জাগ্রত হয়েছেন। ফলে আমি তাঁর পাশে বসে পড়ি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে কোন বান্দা এ কথা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং এর উপরই মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কথা শুনে আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি বললাম : যদি সে যেনা করে, এবং চুরি করে তবুও? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও। আবার আমি বললাম : যদি সে যেনা করে, চুরি করে তবুও? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও (সে জান্নাতে প্রবেশ করবে)। আবু যর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্নটি তিনবার করেন আর প্রতিবারই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই জবাব দেন। অতঃপর চতুর্থবারে বললেন, আবু যরের নাক ধুলো মলিন হোক। (বুখারী : হাদীস-৫৮২৭)

عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ رضي الله عنه عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ . قَالَتْ : مَرَّ عُمَرُ . بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : مَا لَكَ مُكْتَئِبًا ؟ أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ : لَا وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا لِصَحِيْفَتِهِ وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوْحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ . وَلَمْ أَسْأَلْهُ فَقَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا الَّتِيْ أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ . وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ .

অর্থ : ইয়াহইয়া ইবনে তালহা হতে তার মাতা সু'দা আল-মুরায়্যাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর একদা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তালহার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তালহাকে বিষণ্ন দেখে বললেন : কি ব্যাপার, তোমাকে বিষণ্ন দেখছি যে? তোমার চাচাতো ভাইয়ের খিলাফত কি তোমার অপছন্দ হচ্ছে? তালহা বললেন, না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : এমন একটি কালেমা আমি জানি, তা যে কোন বান্দা মৃত্যুর সময় পাঠ করলে তার 'আমলনামার' জন্য সেটা নূর হবে এবং নিঃসন্দেহে তার দেহ ও আত্মা মৃত্যুর সময় সেটার দ্বারা স্বস্তি লাভ করবে। কিন্তু উক্ত কালেমা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। (এ সময়ের মধ্যে তিনিও ইন্তিকাল করেছেন) ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার সে কালেমা জানা আছে। এটা সে কালেমা যা তিনি তাঁর চাচার কাছে আশা করেছিলেন (অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু)। তার চাচার মুক্তির জন্য ইহা ছাড়া অন্য কিছু যদি তিনি জানতেন তাহলে তাকে সেটারই আদেশ দিতেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান-২০৫)

শিরক না করার ফযিলত

عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ

شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا.

অর্থ : মুআয ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ পিছনে উফাইর নামক গাধার পিঠে সওয়ার ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে মুআয! তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর কি হক রয়েছে এবং আল্লাহর উপর বান্দার কি হক রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। রাসূল ﷺ বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হচ্ছে : তারা আল্লাহর 'ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হচ্ছে, যে বান্দা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না তিনি তাকে আযাব দিবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দিবো না? রাসূল ﷺ বললেন : তাদেরকে এ সুসংবাদ দিও না। কেননা তারা এর উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দিবে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-২৮৫৬)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

অর্থ : জাবির ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা রাসূল ﷺ বললেন, দুটি জিনিস ওয়াজিব হয়ে গেছে)। এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দুটি জিনিস ওয়াজিব হয়ে গেছে? রাসূল ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা গেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে মারা গেছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুসলিম : হাদীস-২৭৯/৯৩)

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ لَمَّا اُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِنْتُهِىَ بِهٖ اِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِىَ فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ وَاِلَيْهَا يَنْتَهِىْ مَا عُرِجَ بِهٖ مِنْ تَحْتِهَا وَاِلَيْهَا يَنْتَهِىْ مَا اُهْبِطَ بِهٖ مِنْ فَوْقِهَا حَتّٰى يُقْبَضَ مِنْهَا قَالَ اِذْ

يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى) قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأُعْطِيَ ثَلَاثًا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يُغْفَرُ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিরাজ করানো হয় তখন তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন যা ষষ্ঠ আকাশে রয়েছে। যে জিনিস উপরে উঠে তা এখান পর্যন্ত পৌঁছে। আর যে জিনিস অবতরণ করে তা এখান পর্যন্ত অবতারিত, তারপর এখান থেকে গ্রহণ করা হয়। অতঃপর তিনি আয়াত পাঠ করেন (বৃক্ষটি দ্বারা যা ঢাকার তা ঢেকেছিল)। ঐ গাছের উপর সোনার ফড়িং চেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺকে তৃতীয়বার পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এবং সুরাহ বাকারার শেষের অংশ দেয়া হয় এবং তার উম্মতের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছে অথচ শিরক করে নি তাদের কবীরাহ গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। (নাসায়ী : হাদীস-৪৫০/৪৫১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। যে সব অপরাধী আল্লাহর সাথে শিরক করেনি তাদেরকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি সম্পর্কে (আল্লাহ বলেন) : এদেরকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না এরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে । একথাটি তিনবার বলা হয়।(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৭০৯/২৫৬৫)

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا اَوْ اَزِيْدُ وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَجَزَاؤُهَا مِثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْاَرْضِ خَطِيْئَةً ثُمَّ لَقِيَنِيْ لَا يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً.

অর্থ : আবু যর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন : কেউ একটি নেক 'আমল করলে এর বিনিময়ে তাকে এর দশগুণ বা আরো অধিক দিবো। কেউ যদি একটি গুনাহ্ করে তাহলে এর বিনিময়ে কেবল একটি গুনাহ (লিখা) হবে অথবা আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। আর কেউ যদি আমার কাছে পৃথিবীর সমান গুনাহ্সহ উপস্থিত হয় এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাকে তাহলে আমিও ঠিক পৃথিবীর সমান ক্ষমা নিয়ে তার কাছে এগিয়ে যাবো।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২১৪৪৮/২১৩৯৮)

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَلَمْ تَضُرَّ مَعَهُ خَطِيْئَةٌ كَمَا لَوْ لَقِيَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ بِهِ دَخَلَ النَّارَ وَلَمْ تَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ.

অর্থ : আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ করলো যে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেনি, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার অন্যান্য পাপ তার কোন ক্ষতি করবে না। যেমন কোন ব্যক্তি শিরক করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলে, সে জাহান্নামে যাবে এবং তার অন্যান্য সাওয়াব তার কোন উপকারে আসবে না।

(মুসনাদের আহমদ : হাদীস- ৬৫৮৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِىٍّ دَعْوَتَهُ وَاِنِّىْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِىْ فَهِىَ نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই প্রত্যেক নবীর জন্য বিশেষ একটি দু'আ আছে যা কবুল করা হবে। প্রত্যেক নবীই তাঁর সে দু'আ আগে ভাগে (দুনিয়াতেই) করে ফেলেছেন আর আমি আমার সে দু'আ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্য (দুনিয়াতে) মুলতবি রেখেছি। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি শিরক না করে মৃত্যুবরণ করবে, ইনশাআল্লাহ্ সে তা লাভ করবে।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৯৫০৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؓ اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّىْ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا شَيْئًا اَبَدًا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো : আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। ফরয সালাত প্রতিষ্ঠিত করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে এবং রমযানের সওম পালন করবে। একথা শুনে লোকটি বললো, সে সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আমি এর চেয়ে কখনো বেশিও করবো না এবং কমও করবো না। অতঃপর লোকটি যখন চলে যেতে লগলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেউ কোন জান্নাতী লোক দেখে আনন্দিত হতে চাইলে সে যেন এ লোকটিকে দেখে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৮৫১৫/৮৪৯৬)

ফাযায়িলে কালেমা সম্পর্কে যঈফ ও দুর্বল হাদীসসমূহ

১. আদম আলাইহিস সালাম যখন গুনাহ করে ফেললেন, তখন তিনি বললেন : হে আমার প্রভু! তোমার নিকট মুহাম্মদকে সত্য জেনে প্রার্থনা করছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ বললেন : হে আদম! তুমি মুহাম্মদকে কীভাবে চিনলে? অথচ আমি তাকে সৃষ্টি করিনি? আদম বললেন : হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে যখন আপনার হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন এবং আমার মধ্যে আপনার রূহ থেকে রূহ প্রবেশ করালেন, তখন আমি আমার মাথা উঁচু করেছিলাম। অতঃপর আমি আরশের খুঁটিতে লিখা দেখেছিলাম "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ।" আমি জেনেছি যে, আপনার কাছে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসার সৃষ্টিছাড়া অন্য কাউকে আপনি আপনার নামের সাথে সম্পৃক্ত করবেন না। (আল্লাহ বললেন), হে আদম! তুমি সত্যিই বলেছো। নিশ্চয় তিনি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসার সৃষ্টি। তুমি তাকে হক্ব ও সত্য জানার দ্বারা আমাকে ডাক। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিবো। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি না হতো আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

বানোয়াট : হাকিম, তার সূত্রে ইবনে আসাকির, এবং বায়হাক্বী 'দালায়িলুন নবুয়্যাহ গ্রন্থে মারফু' হিসেবে আবুল হারিস 'আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম আল-ফিহরীর সূত্রে 'আবদুর রহমান ইবনে যায়িদ ইবনে আসলাম হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বর্ণিত আছে তাবলীগী নিসাবের বহুল প্রচলিত 'ফাযায়েলে আমাল' গ্রন্থে (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ২৮)। ইমাম হাকিম বলেন : সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার বিরোধিতা করে বলেন : বরং হাদীসটি মিথ্যা ও বানোয়াট। সনদে আবদুর রহমান দুর্বল। আর আবদুল্লাহ ইবনে আল-ফিহরী, তিনি কে তা জানি না।

শায়খ আলবানী বলেন : সম্ভবত হাদীসটি ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে এসেছে। ভুল করে 'আবদুর রহমান ইবনে যায়িদ মারফু' করে ফেলেছেন। কারণ আলোচিত ফিহরীর সূত্রেই হাদীসটি মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আবু বকর আজুরী 'আশ-শারী'আহ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪২৭) তা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আবু মারওয়ান 'উসমানীর সূত্রে 'উসমান ইবনে খালিদ হতে মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তারা দু'জনই দুর্বল। ইবনে আসাকিরও অনুরূপভাবে মদীনাবাসী এক শায়খ

হতে ইবনে মাস'উদের সাথী থেকে বর্ণনা করেছেন। সেটির সনদে একাধিক মাজহুল (অজ্ঞাত) বর্ণনাকারী রয়েছে।

মোটকথা, নবী ﷺ হতে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। হাদীসটিকে দুই হাফিয তথা ইমাম যাহাবী এবং ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বাতিল বলে হুকুম লাগিয়েছেন। দেখুন সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৫।

নিচের হাদীসটিও এ হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ করে। তা হলো :

"আদম হিন্দুস্থানে অবতরণ করার সময় স্থানটিকে ভয়াবহ মনে করলেন, তখন জিবরাঈল অবতরণ করলেন। অতঃপর আযানের মাধ্যমে ডাকলেন : আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (দুইবারে), আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ (দুইবার)। আদম বললেন : মুহাম্মদ কে? জিবরাঈল বললেন : তিনি নবীকুলের মধ্যহতে আপনার শেষ সন্তান।" (হাদীসটি দুর্বল : ইবনে আসাকির। এর সনদ দুর্বল। শায়খ আলবানী বলেন : এর সনদে 'আলী ইবনে বাহরামকে আমি চিনি না। এছাড়া সনদে মুহাম্মদ ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান নামে দুইজন বর্ণনাকারী আছেন। একজন কূফী; তার সম্পর্কে ইবনে মান্দাহ বলেন : তিনি মাজহুল।

আর দ্বিতীয়জন হলেন খুরাসানী। ইমাম যাহাবী তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন। এ হাদীসটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও উল্লিখিত জাল হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী। কারণ ঐ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে অবতরণের পূর্বে জান্নাতেই নবী ﷺ-কে চিনতেন। অথচ এটি প্রমাণ করছে যে, তিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে দুনিয়াতে অবতরণের পরেও চিনেন নি। এ দুর্বল হাদীস পূর্বের জাল হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।

দেখুন সিলসিলায়ে যঈফাহ হা/৪০৩)

২. তোমরা বেশি বেশি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ও ইস্তিগফার পাঠ করো। কেননা শয়তান বলে, আমি মানুষকে গুনাহ দ্বারা ধ্বংস করেছি আর মানুষ আমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও ইস্তিগফার দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছে।

বানোয়াট : আবু ইয়ালা, দূররে মানুসর ও জামিউস সাগীর। শায়খ আলবানী হাদীসটি বানোয়াট বলেছেন যঈফ জামিউস সাগীর গ্রন্থে। হাদীসটি বর্ণিত আছে তাবলীগী নিসাবের 'ফাসায়েলে আমাল'

(অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ২১)।

৩. শিশুরা কথা বলতে শিখলে প্রথমেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা শিখাও। আর যখন মৃত্যুর সময় আসে তখনও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর' তালকীন করাও। যে ব্যক্তির প্রথম কালেমা' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে এবং শেষ কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হবে' যদি সে হাজার বছরও জীবিত থাকে তাকে কোন গুনাহের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে না।

বানোয়াট : এর সনদে ইবনে মাহমুদীয়্যাহ এবং তার পিতা দু'জনেই মাজহুল (অজ্ঞাত)। এবং সনদে ইবরাহীম ইবনে মুহাজিরকে ইমাম বুখারী দুর্বল বলেছেন। হাদীসটি রয়েছে তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমল' (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ৩৮)

৪. যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! কারো যদি পঞ্চাশ বছরের গুনাহ না থাকে তাহলে? তিনি বললেন : তাহলে মা-বাবা, তার আত্মীয়স্বজন ও সাধারণ মুসলমানদের গুনাহ মাফ হবে।

বানোয়াট : দায়লামী ও ইবনে নাজ্জার। হাদীসটি উল্লেখ করার পর মাওলানা যাকারিয়্যাহ লিখেছেন : আল্লামা সুয়ুতী বলেন : হাদীসটির সবগুলো সূত্রই অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং এর বর্ননাকারীরা মিথ্যুক। হাদীসটি রয়েছে তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে যিকির হা/৩০।

৫. যে ব্যক্তি খালিস অন্তরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং সম্মানের সাথে তা বাড়ায় আল্লাহ তার চল্লিশ বছরের কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। বলা হলো : যদি তার চল্লিশ বছরের গুনাহ না থাকে তাহলে? তিনি বললেন : তাহলে তার পরিবার ও প্রতিবেশীদের গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

বানোয়াট : হাদীসটি রয়েছে তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে যিকির হা/৩০। হাদীসটি বর্ণনার পর নীচে আরবীতে লিখা রয়েছে : মুহাদ্দিসগণ হাদীসটির উপর জাল হবার হুকুম লাগিয়েছেন। অথচ উক্ত কিতাবে এসব জাল হবার হুকুম বাংলায় অনুবাদ করা হয় নি।

৬. যে ব্যক্তি সবকিছুর পূর্বে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং সবকিছুর শেষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইউবকী ওয়া ইউফসী কুল্লা শাইয়িন' বলবে, তাকে চিন্তা-ভাবনা থেকে নিরাপদ রাখা হবে।

বানোয়াট : ত্বাবরানী কাবীর গ্রন্থে আব্বাস ইবনে বাক্কার যাব্বী হতে ...। শায়খ আলবানী বলেন : এর সনদটি জাল। সনদে আব্বাসকে ইমাম দারেকুতনী বলেন : তিনি মিথ্যুক। হাফিয ইবনে হাজারও তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। (সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ হা/৪২৭।

৭. যে ব্যক্তি কোন শিশুকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা পর্যন্ত লালন পালন করবে, আল্লাহ তার হিসাব কিতাব নিবেন না।

বানোয়াট : ইবনে আদী, ইবনে নাজ্জার। শায়খ আলবানী বলেন : এর সনদ জাল। সনদে বর্ণনাকারী 'আবদুল কাবীর ও তার ওস্তাদ শাযকুনী তারা উভয়ে মিথ্যার দোষে দোষী। হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার মাওযু'আত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন : হাদীসটি সহীহ নয়। এ হাদীস আরেকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সে সনদে আশ'আস ইবনে কালাঈ রয়েছে। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেন : তিনি জাল হাদীস নিয়ে এসেছেন। বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ হা/১১৪।

৮. ইবনে আব্বাস হতে মারফুসূত্রে বর্ণিত : মহান আল্লাহর একটি নূরের খুঁটি আছে। যার নিচের অংশ সাত যমীনের নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মাথার অংশ আরশের নীচে অবস্থিত। কোন বান্দা যখন বলে : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল" তখন সে খুঁটি দুলতে থাকে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ বলেন : শান্ত হও। খুঁটি বলে : হে রব্ব! কেমন করে শান্ত হবো অথচ আপনি এর পাঠককে ক্ষমা করেন নি, তখন আল্লাহ বলেন : তুমি শান্ত হও, কেননা আমি এর পাঠককে ক্ষমা করে দিয়েছি। ইবনে আব্বাস বলেন : অতঃপর নবী ﷺ বলেন : যে ঐ খুঁটি দুলাতে চায় সে যেন বেশি বেশি তা পাঠ করে।

বানোয়াট : ইবনে শাহীন হা/২। এর সনদে 'উমর ইবনে সাবাহে খুরাসানী হাদীস বর্ণনায় মাতরূক। ইবনে হিব্বান বলেন : সে নির্ভরযোগ্যদের সূত্রে হাদীস জাল করতো। আর ইসহাক্ব ইবনে রাহওয়াই তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। হাদীসটি ইবনুল জাওয়ী বর্ণনা করেছেন তার 'আল-মাওযু'আত' গ্রন্থে (৩/১৬৬) দারেকুতনীর সনদে। অতঃপর বলেন : ইমাম দারেকুতনী বলেছেন, এতে 'উমর ইবনে সাবাহ একক হয়ে গেছে। ইবনুল জাওযী আরো বলেন, হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে ইয়াহইয়া ইবনে আবূ উনাইস হচ্ছে ইয়াহইয়ার ভাই। তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়। ইমাম আহমদ ও ইমাম নাসায়ী বলেন : ইয়াহইয়া মাতরূক। আল্লামা সুয়ূতী 'লাআলী মাসনুআহ' গ্রন্থে এর কতিপয় সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রত্যেকটি সাক্ষ্যই দুর্বল। ইবনে আরাক্ব এর দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন 'তানযীয়াতুশ শারী'আহ গ্রন্থে (২/৩১৯)

৯. যে কোন ব্যক্তি দিনে রাতের যে কোন সময় 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে তার আমলনামা হতে গুনাহসমূহ মিটে যায় এবং তার স্থলে নেকীসমূহ লিখে দেয়া হয়।

খুবই দুর্বল : ইবনে শাহীন হা/৫, আবূ ইয়ালা, অনুরূপ তারগীব। এর সনদ খুবই দুর্বল। সনদে উসমান ইবনে আবদুর রহমান ওক্কাসী হাদীস বর্ণনায় মাতরূক। আল্লামা হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়িদ (১০/৮২) গ্রন্থে বলেন : হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ ইয়ালা। এর সনদে উসমান ইবনে আবদুর রহমান মাতরূক।

এটি বর্ণিত আছে তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমাল'

(অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীন নং ১১)

১০. যে ব্যক্তি দশবার এ দোয়া পাঠ করবে তার জন্য চল্লিশ হাজার নেকী লিখা হবে : "লা ইলাহা আল্লাল্লাহ ওয়াহিদান আহাদান সামাদন লাম ইয়াত্তাখিস সহিবাতান ওয়াল ওয়ালাদান ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।" তিরমিযীর বর্ণনায় চল্লিশ লাখ নেকীর কথা রয়েছে।

খুবই দুর্বল : ইবনে শাহীন হা/৬। এর সনদে খলীল ইবনে মুররাহ দুর্বল। বরং ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর গ্রন্থে (৩/১৯৯) বলেন : তার ব্যাপারে আপত্তি আছে (ফীহি নাযরুন)। এছাড়া সনদে আযহার ইবনে 'আবদুল্লাহ এবং তামীম আদ দারীর মাঝে ইনকতিা (বিচ্ছিন্নতা) হয়েছে। যেমন রয়েছে আত-তাহযীব গ্রন্থে (১/২০৫)। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী তার জামি গ্রন্থে এবং তিনি বলেন : এ হাদীসটি গরীব, হাদীসটির এ সনদ ছাড়া অন্য কোন সনদ সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। খলীল ইবনে মুররাহ হাদীসবিশারদ ইমামগণের নিকটে শক্তিশালী নন। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

১১. কোন বান্দা ইখলাসের সাথে 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলে তা সাথে সাথে উপরে উঠে যায় কোন বাধাই তাকে প্রতিহত করতে পারে না। যখন তা আল্লাহর নিকট পৌঁছে যাবে' তখন আল্লাহ তা পাঠকারীর প্রতি দৃষ্টি দেন। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিলেই তাকে দয়া করা আল্লাহর উপর অপরিহার্য হয়ে যায়।

মুনকার : ইবনে শাহীন হা/১০। এর সনদে আলী ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়া হাদীস বর্ণনায় মুনকার। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন খতীব বাগদাদী 'তারীখে বাগদাদ' (১১/৩৯৪) আবূ হুরাইরাহ হতে।

হাদীসটিকে শায়খ আলবানী বর্ণনা করেছেন সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ গ্রন্থে হা/৯১৯, এবং তিনি বলেছেন : হাদীসটি মুনকার। সুয়ুতী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন জামিউল কাবীর এবং ইবনে বিশরান আর আমালী গ্রন্থে।

১২. জান্নাতের চাবিসমূহ হলো 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য প্রদান করা।

দুর্বল : আহমাদ, মিশকাত, জামিউস সাগীর, তারবীর। তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমল' (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ১০)।

বাযযার বলেন, শাহর হাদীসটি মু'আয থেকে শুনেননি। শায়খ আলবানী বলেন : এ সনদটি দুর্বল। শাহ এর স্মৃতি খারাপ হওয়ার কারণে দুর্বল। অতঃপর সনদটি মুনকাতি। শাহর ও মু'আযের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। এছাড়া সনদে ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি শামবাসীদের ছাড়া অন্যদের সূত্রে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

আর এটি তারই অন্তর্ভুক্ত। কেননা তার শায়খ ইবনে আবু হুসাইন মাক্কী। যঈফাহ হা/১৩১১। আহমদ মুহাম্মদ শাকির বলেন : এর সনদ মুনকাতি। হায়সামীও তাই বলেছেন। তবে হাদীসের অর্থ সহীহ। মুসনাদে আহমাদ হা/২২০০১, তাহক্বীক আহমাদ শাকির।

১৩. আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমরা আপন ঈমানকে তাজা করতে থাকো। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপন ঈমানকে কীভাবে তাজা করবো? তিনি বললেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বেশি বেশি পড়তে থাকো।

দুর্বল : বাযযার, হাকিম, আবূ নু'আইম, আহমাদ হা/৮৭১০- তাহক্বীক শু'আইব : সনদ দুর্বল, যঈফ আত-তারগীব হা/৯২৫- তাহক্বীক আলবানী : যঈফ। হাদীসের সনদে রয়েছে সাদাকাহ ইবনে মুসা। তাকে ইবনে মাঈন, ইমাম আবূ দাউদ, নাসায়ী ও অন্যান্যরা যঈফ বলেছেন। আবু হাতিম রাযী বলেন : তার হাদীস লিখা হতো, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হতো না, সে শক্তিশালী নয়।

১৪. আবূ দারদা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর আজমত নিজের অন্তরে বসাও তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন।'

দুর্বল : আহমাদ হা/২১৭৩৪ : তাহক্বীক শু'আইব : সনদ দুর্বল। সনদে আবূ আজরা অজ্ঞাত রাবী।

ফাযায়িলে ইল্‌ম

ইলমের পরিচিতি

اَلرَّائِدُ নামক প্রসিদ্ধ আরবি অভিধানে عِلْمٌ সম্বন্ধে আছে

عِلْمٌ . ١. مص. عَلِمَ. ٢. اِدْرَاكُ الشَّيْءِ وَوِجْدَانُهُ بِحَقِيْقَتِهِ. ٣. مَعْرِفَةٌ.

১. عِلْمٌ শব্দটি عَلِمَ ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল বিশেষ্য।

২. কোনো কিছুকে সঠিকভাবে জানা, বুঝা ও চিনাকে ইলম বলে।

৩. পরিচয় লাভ করা।

اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ নামক সুপ্রসিদ্ধ অভিধানে আছে :

اَلْعِلْمُ : اِدْرَاكُ الشَّيْءِ بِحَقِيْقَتِهِ وَالْيَقِيْنُ وَنُوْرٌ يَقْذِفُهُ اللهُ فِيْ قَلْبِ مَنْ يُحِبُّ وَالْمَعْرِفَةُ

কোনো কিছুকে সঠিকভাবে জানা, বুঝা ও চিনা; (জ্ঞাতপ্রসূত) দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রিয় ব্যক্তির অন্তরে প্রদত্ত নূর বা জ্ঞানালোক এবং (কোনো কিছুর) সঠিক পরিচয় লাভ করা।

মুফরাদাতে ইমাম রাগেব ইস্পাহানিতে আছে:

اَلْعِلْمُ اِدْرَاكُ الشَّيْءِ بِحَقِيْقَةٍ.

কোনো কিছুকে সঠিকভাবে জানা, বুঝা, চিনা বা পরিচয় লাভ করা।

اَلْمِصْبَاحُ الْمُنِيْرُ নামক একটি ভালো আরবি অভিধানে আছে :

اَلْعِلْمُ الْيَقِيْنُ, يُقَالُ عَلِمَ يَعْلَمُ اِذَا تَيَقَّنَ وَجَاءَ بِمَعْنَى الْمَعْرِفَةِ اَيْضًا.

এলেম অর্থ হল (জ্ঞান প্রসূত) দৃঢ় বিশ্বাস, যখন কেউ দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করে তখন বলা হয় সে জ্ঞানার্জন করেছে এবং কোনো কিছুর পরিচয় লাভ করা অর্থেও এলেম শব্দটি আসে।

اَلْعِلْمُ (مص) ج عُلُوْمٌ اِدْرَاكُ الشَّيْءِ بِحَقِيْقَتِهِ. اَلْيَقِيْنُ وَالْمَعْرِفَةُ.

اَلْعِلْمُ শব্দটি اِسْمِ مَصْدَرِ বা ক্রিয়ামূল বিশেষ্য এবং এর বহুবচন হলো عُلُوْمٌ এবং এর অর্থ হলো কোনো কিছুকে প্রকৃত অর্থে জানা, বুঝা বা চিনা। জ্ঞান প্রসূত দৃঢ় বিশ্বাস ও কোনো কিছুর পরিচয় লাভ করা।

কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করার ফযিলত

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ. الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

১. পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন
২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।
৩. পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহান দয়ালু,
৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,
৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সূরা আলাক : আয়াত-১-৫)

اَلرَّحْمٰنُ. عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

১. পরম দয়াময়(আল্লাহ),
২. তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন,
৩. তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ,
৪. তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে। (আর-রহমান : আয়াত-১-৪)

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

অর্থ : বলো, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বলো, 'আল্লাহ।' বলো, 'তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়?' বলো, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?' তবে কী তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের নিকট সাদৃশ্য মনে হয়েছে? বলো, 'আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।'(সূরা রা'দ : আয়াত-১৬)

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

অর্থ : তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকশক্তিসম্পন্নগণই। (সূরা রা'দ : আয়াত-১৯)

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ۚ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

অর্থ : মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়।

(সূরা আত-তাওবা : আয়াত-১২২)

وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ.

অর্থ : অনুরূপভাবে কতিপয় মানুষ জন্তু ও চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে যাদের রং ভিন্ন ভিন্ন বস্তুত আল্লাহকে ভয় করে তার বান্দাদের মধ্য হতে যারা আলেম। আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাকারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

অর্থ : হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় ঃ মজলিসের মধ্যে স্থান প্রশস্ত করে দাও; তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন বলা হয় ঃ তোমরা উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা আরও উন্নত করে দিবেন। তোমরা যা কিছু কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

(সূরা আল-মুজাদালাহ : আয়াত-১১)

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَ اِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থ : বলুনঃ এ জ্ঞান শুধু আল্লাহরই নিকট আছে; আমি স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (সূরা মূলক : আয়াত-২৬)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-২৮৮৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন পথ ধরে আল্লাহ তার জন্য এর দ্বারা জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৮৩১৬ /৮২৯৯)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ؓ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيْدُ اِلَّا اَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا اَوْ يَعْلَمُهٗ كَانَ لَهٗ كَاَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهٗ.

অর্থ : আবু উমামাহ ؓ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কল্যাণকর ইল্‌ম শিখার জন্য অথবা জানার উদ্দেশ্যে সকাল বেলায় মসজিদে যায়, তার জন্য এমন একজন হাজীর সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে, যিনি তার হজ্জকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন।

(আল মু'জামুল কাবীর : হাদীস-৭৪৮৯ /৭৪৭৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِىْ هٰذَا لَمْ يَاْتِهٖ اِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهٗ اَوْ يُعَلِّمُهٗ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে আসলো। তার আসার উদ্দেশ্যটা যদি কেবলমাত্র কল্যাণকর ইল্‌ম শিখা অথবা শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তার মর্তবা আল্লাহর পথে মুজাহিদগণের স্থানে পরিগণিত হবে। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-২২৭)

عَنِ الْحَسَنِ ؓ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ

الْخَيْرَ وَالْاٰخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِى يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ رَجُلاً .

অর্থ : হাসান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বনী ইসরাঈলের দু' ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যাদের একজন ছিলেন আলিম, তিনি ফরয সালাত আদায় করতেন, অতঃপর বসে লোকদেরকে উত্তম জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। পক্ষান্তরে অপরজন (ছিলেন আবেদ, তিনি) দিনে রোযা রাখতেন এবং রাতে ক্বিয়ামুল লাইল করতেন (অর্থাৎ নফল রোযা ও নফল সালাত আদায় করতেন)। এদের মধ্যে কে অধিক উত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে আবেদ সারাদিন রোযা রাখে এবং সারারাত সালাত আদায়ে রাত কাটিয়ে দেয় তার চাইতে এ আলিমের মর্যাদা বেশি যিনি শুধু ফরয সালাত আদায় করেন, অতঃপর বসে লোকদের ইল্‌ম শিক্ষা দেন- তার মর্যাদা এরূপই যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর। (সুনানে দারেমী : হাদীস-৩৪৯/৩৪০)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْاٰخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ . ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرَضِيْنَ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ حُجْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ .

অর্থ : আবু উমামাহ আল-বাহিলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দু' ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তাদের একজন ছিল আবেদ এবং অপরজন আলিম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার যতখানি মর্যাদা, ঠিক তেমনি একজন আলিমের মর্যাদা একজন আবেদের উপর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান-যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং (পানির) মাছ পর্যন্ত সে ব্যক্তির জন্য দু'আ করে যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়। (সুনানে দারেমী : হাদীস-৩৯৫/২৬৮৫)

عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ ﷺقَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ وَلَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

অর্থ : আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিলের উদ্দেশ্যে পথ চলে আল্লাহ এর দ্বারা তাকে জান্নাতের পথ পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইল্‌ম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা পেতে দেন। অনন্তর আলিমদের জন্য আসমান যমীনের সকল প্রাণী ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানি জগতের মাছসমূহ। সমস্ত নক্ষত্ররাজির উপর পূর্ণিমার চাঁদের যে প্রাধান্য, ঠিক তেমনি (সাধারণ) আবেদের উপর আলিমদের মর্যাদা বিদ্যমান। আলিমগণ নবীদের ওয়ারিস। আর নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম এর উত্তরাধিকার বানিয়ে যাননি, বরং তাঁরা মীরাস হিসেবে রেখে গেছেন ইল্‌ম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে। (আবু দাউদ : হাদীস-৩৬৪৩)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّاَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করার লক্ষ্যে কোন পথ অবলম্বন করে

আল্লাহ এর দ্বারা তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যখনই কোন একটি দল আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং পরস্পরে তা নিয়ে আলোচনায় রত থাকে তখনই আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে রহমত ঢেকে ফেলে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে ফেলেন এবং মহান আল্লাহ ফেরেশতাগণের নিকট তাদের কথা উল্লেখ করেন।
(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭০২৮ /২৬৯৯)

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَذْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفُ الْغَالِيْنَ وَاِنْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلُ الْجَاهِلِيْنَ.

অর্থ : ইব্‌রাহীম ইবনে আবদুর রহমান আল-আজরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভালো লোকেরাই (কিতাব ও সুন্নাহর) এ ইলমকে গ্রহণ করবেন। তারা এর থেকে সীমালঙ্ঘনকারী, বাতিলপন্থীদের রদবদল ও মূর্খদের অযথা তাবীলকে দূর করবেন। (তাহক্বীক মিশকাত-২৪৮)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দুই ব্যক্তি ছাড়া কারো সাথে হিংসা করা জায়েয নয়। প্রথম ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সাথে সাথে সৎ কাজে ব্যয় করার প্রচুর মনোবলও দিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ হিকমাত দান করেছেন, আর সে কাজে লাগায় এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।
(সহীহ বুখারী : হাদীস-৭৩)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ « اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল ছাড়া। তা হলো : সদক্বায়ে জারিয়া, এমন ইল্‌ম যা দ্বারা উপকৃত হয়, এমন নেক সন্তান যে তাদের জন্য দুআ করে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৪৩১০ /১৬৩১)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতের (কল্যাণের) জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদের দ্বীনকে 'তাজদীদ' (সংস্কার) করবেন।
(আবু দাউদ : হাদীস-৪২৯৩ /৪২৯১)

عَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ. اِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : (শেষ যামানায়) মহান আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে এক টানে ইলম উঠিয়ে নিবেন না। বরং আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে তিনি যখন কোন আলিমই অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন লোকেরা অজ্ঞ জাহিলদের নেতারূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে ফাতাওয়াহ চাওয়া হবে। আর তারা ইলম ছাড়াই ফাতওয়াহ দিবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৯৭১/২৬৭৩)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : (দ্বীন ইসলামের) জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-২২৪)

ফাযায়িলে ইল্ম সম্পর্কে যঈফ ও দুর্বল হাদীসসমূহ

১. আমার উম্মতের যে ব্যক্তি চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত রাখবে সে ক্বিয়ামতের দিন একজন ফকীহ্ আলিম হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।

বানোয়াট : ইবনে 'আবদুল বার বলেন, হাদীসটি জাল। কেউ বলেছেন, বাতিল। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, কথাগুলো হাদীস হিসেবে খুবই পরিচিত। অথচ এর কোন সহীহ্ সনদ নেই।

২. আমার উম্মতের মত পার্থক্য রহমত স্বরূপ।

ভিত্তিহীন : ইমাম নববী বলেন, মুহাদ্দিসগণের নিকট এর কোন ভিত্তি নেই। বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ ১/৭৬-৭৮।

৩. আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছে।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব।

৪. আলিমগণের কলমের কালি শহীদের রক্তের চাইতে উত্তম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : 'আলিমের কালি ও শহীদের রক্ত ওজন করা হবে। কালির ওজন রক্তের ওজনের চাইতে বেশি হবে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে : আলিমের দোয়াতের এক ফোটা কালি আল্লাহর কাছে শহীদের শত কাপড়ের রক্তের চাইতে অধিক পছন্দনীয়।

বানোয়াট : যঈফ ও মাওযু হাদীস সংকলন, পৃঃ ১৮৫।

৫. কোন জাতির পীর বুযুর্গ বা মুরব্বী, সে জাতির নবী সাদৃশ্য।

বানোয়াট : ইবনে হাজার বলেন, এটি নির্লজ্জ মিথ্যা হাদীস।

৬. আমার উম্মতের আলিমগণ বাণী ইসরাঈলের নবীগণের মতো।

ভিত্তিহীন : ইবনে হাজার ও ইমাম যারকানী বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই।

৭. এক প্রশ্নকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইলমে বাতিন (গোপন ইলম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন : এ ইলম আমার এবং আমার বন্ধু-বান্ধব, ওলীয়ে কামেল, সূফী-দরবেশদের মধ্যকার এক গোপন রহস্য। তাদের অন্তকরণে এ ইলম এমন সযত্নে রাখা

হয়েছে যে, কেউ এ সম্পর্কে অবহিত নয়। এমনকি নিকটবর্তী ফিরিশতা এবং প্রেরিত নবীও জানেন না।

বানোয়াট : হাফিয ইবনে হাজার বলেন, হাদীসটি মিথ্যা ও জাল। যঈফ ও মাওযু হাদীস সংকলন, পৃঃ ১৮০।

৮. আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বিষয়ের ফযীলত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর যদি কেউ ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় তা পালন করে; তাহলে আল্লাহ তাকে সওয়াব দান করবেন যদিও বিষয়টি মূলত ঃ ফযীলতপূর্ণ নয়।

বানোয়াট : ইবনুল জাওযীর মাওযু'আত। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়। এর সনদে আবূ রিজা একজন মিথ্যুক। হাফিয সাখাবী বলেন, সে অজ্ঞাত লোক।

৯. কোন ব্যক্তি জ্ঞানের অনুসন্ধানে বের হলে যে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে অবস্থানরত থাকে।

দুর্বল : তিরমিযী, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কোন কোন বর্ণনাকারী এ হাদীসটি মারফুভাবে বর্ণনা করেন নি। তাহক্বীক আলবানী : যঈফ।

১০. যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে, এটা তার জন্য পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফফারাহ হয়ে যায়।

বানোয়াট : তিরমিযী, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এর সনদ দুর্বল। সনদে বর্ণনাকারী আবূ দাউদের নাম নুফাই। তিনি দুর্বল। তাহক্বীক আলবানী : মাওযু।

১১. একজন ফকীহ শয়তানের জন্য হাজার (মূর্খ) আবেদ অপেক্ষা বিপদজ্জনক।

বানোয়াট : তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আলবানী একে খুবই দুর্বল বলেছেন।

১২. প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো ধন। সুতরাং যে যেখানেই তা পাবে, সে হবে তার অধিকারী।

খুবই দুর্বল : তিরমিযী, ইবনে মাযাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনে ফাদল হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

১৩. মুমিন কখনো কল্যাণকর কথা শুনে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তৃপ্তি লাভ করতে পারে না।

দুর্বল : তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। তাহক্বীক আলবানী : যঈফ।

১৪. চীন দেশে গিয়ে হলেও ইলম অন্বেষণ করো।

বাতিল : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৪১৬।

১৫. ইলম দুই প্রকারের। এক. ঐ ইলম যা অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে উপকারী ইলম। দুই. ঐ ইলম, যা কেবল জিহ্বার উপর থাকে, এটি আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৬৮।

১৬. যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করে এবং তা অর্জন করে নেয়, মহান আল্লাহ তার জন্য দুইটি নেকী লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করে কিন্তু তা হাসিল করতে পারে না, মহান আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন।

খুবই দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/৫০।

১৭. একদা নবী ﷺ বলেন : হে আবূ যার! তুমি যদি সকালবেলায় গিয়ে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত শিক্ষা করো তাহলে সেটা তোমার জন্য একশো রাক'আত সালাত আদায়ের চাইতে উত্তম। আর যদি সকালবেলায় ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করো, চাই ঐ সময় তা আমল করা হোক বা না হোক, তাহলে সেটা এক হাজার রাক'আত (নফল) সালাত আদায়ের চাইতে উত্তম।

দুর্বল : ইবনে মাযাহ ও অন্যান্য। তাহক্বীক আলবানী : যঈফ।

১৮. 'আলিমের মৃত্যু এমন মুসীবত যার কোন প্রতিকার নেই এবং এমন ক্ষতি যা অপূরণীয়। আর আলিম এমন এক তারকা যে (মৃত্যুর কারণে) আলোহীন হয়ে গেছে। একজন আলিমের মৃত্যু অপেক্ষা একটি সম্প্রদায়ের মৃত্যু অতি তুচ্ছ ব্যাপার।'

খুবই দুর্বল : বায়হক্বী, যঈফ আত-তারগীব হা/৭৩।

১৯. যখন মহান আল্লাহ কোন বান্দার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তাকে দীনের বুঝ দান করেন এবং সঠিক কথা তার অন্তরে ঢেলে দেন।

মুনকার : বাযযার, ত্ববারানী, যঈফ আত-তারগীবহা/৪৪ ।

২০. ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ যখন আপন বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য নিজের কুরসীতে উপবেশন করবেন তখন আলিমদেরকে বলবেন : আমি নিজ ইলম ও হিলম থেকে তোমাদের এজন্য দান করেছিলাম যে, আমি চাচ্ছিলাম তোমাদের ভুলত্রুটি সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবো এবং আমি এ ব্যাপারে কোন পরওয়া করি না ।

বানোয়াট : ত্ববারানী, যঈফ আত-তারগীবহা/৬১ ।

২১. উলামার দৃষ্টান্ত ঐসব তারকার মত যাদের দ্বারা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথের দিশা পাওয়া যায় । যখন তারকাসমূহ আলোহীন হয়ে যায় তখন পথচারীর পথ হারানোর সম্ভাবনা থাকে ।

দুর্বল : আহমাদ, যঈফ আত-তারগীব হা/৬০ ।

২২. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লোকদের শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছায় ইলমের একটিমাত্র অধ্যায় শিখে আল্লাহ্ তাকে সত্তরজন নবীর প্রতিদান দেন । **বানোয়াট** ।

২৩. যে ব্যক্তি কোন বান্দাকে কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা দেয় সে তার গোলাম হয়ে যায় ।

জাল : ইবনে তাইমিয়াহ্ বলেন : এটি জাল ।

ফাযায়িলে সালাত

ফাযায়িলে ত্বাহারাত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে এবং তোমাদের মাথা মাসহ করবে এবং পা টাখনু পর্যন্ত ধুবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসহ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৬)

হাদীস

উযু করার ফযিলত

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

অর্থ : আবু মালিক আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। (মুসলিম -৫৫৬/২২৩)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.

অর্থ : ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না। (তিরমিযী-১)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ اَبِيْهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرِ.

অর্থ : মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পবিত্রতা (উযু) হলো সালাতের চাবি।
(মুসনাদে আহমদ : ৬১৮/১০০৬)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً.

অর্থ : উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এভাবে (উত্তমরূপে) উযু করে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। ফলে তার সালাত ও মসজিদে যাওয়া অতিরিক্ত আমল বলে গণ্য হয়। (সহীহ মুসলিম-৫৬৬/২২৯)

اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় আহ্বান করা হবে যে, পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করার কারণে তাদের ওযুর অঙ্গগুলো উজ্জ্বল থাকবে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সক্ষম সে যেন তার উজ্জ্বলতাকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৩৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرِدُ عَلَيَّ اُمَّتِي الْحَوْضَ وَاَنَا اَذُوْدُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ اِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ اِبِلِهِ. قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّيْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ فَلَا يَصِلُوْنَ

فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ هٰؤُلَاءِ مِنْ اَصْحَابِيْ فَيُجِيْبُنِيْ مَلَكٌ فَيَقُوْلُ وَهَلْ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوا بَعْدَكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মত (কিয়ামতের দিন) আমার নিকট সাক্ষাত করবে হাওযে কাওসারের নিকট। আর আমি লোকদেরকে তা (হাওয) থেকে এমনভাবে আলাদা করবো, যেভাবে কোন ব্যক্তি তার উটের পাল থেকে অন্যের উটকে আলাদা করে থাকে। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তোমাদের এক নিদর্শন হবে যা অন্য কারো হবে না। উযুর প্রভাবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত-পায়ের উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়বে। উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত অবস্থায় তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হবে। আর তোমাদের একদল লোককে জোর করে আমার থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। তখন আমি বলবো, হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মত। জবাবে ফেরেশতারা আমাকে বলবে, আপনি জানেন না আপনার অবর্তমানে তারা কি নতুন কাজ (বিদআত) করেছে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬০৫/২৪৭)

উযুর পানির সাথে গুনাহসমূহ ঝরে যায়

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলিম বান্দা উযুর সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চেহারা

থেকে যা সে তার দুই চোখ দিয়ে দেখে অর্জিত গুনাহ্ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বেরিয়ে যায়। যখন সে দু হাত ধৌত করে তখন তার দু হাত থেকে সব গুনাহ্ যা তার অর্জন করেছিল তা পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে তার পা দু'খানা ধৌত করে তখন তার দু পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ্ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়, এভাবে সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬০০/২৪৪)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

অর্থ : উসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : উযু করার সময় কেউ যদি উত্তমরূপে উযু করে তাহলে তার শরীরের সমস্ত গুনাহ্ ঝরে যায়। এমনকি তার নখের নীচের গুনাহ্ও বের হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬০১/২৪৫)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা জানাবো না, যা করলে আল্লাহ (বান্দার) গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল আপনি বলুন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : কষ্টকর অবস্থায় থেকেও পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করা, সালাতের জন্য বারবার মসজিদে যাওয়া এবং এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা। আর এ কাজগুলোই হলো রিবাত তথা প্রস্তুতি। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬১০/২৫১)

উযু করে সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থ : উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি আমার এ উযুর ন্যায় উযু করার পর একাগ্রচিত্তে দু'রাকআত সালাত আদায় করবে এবং এ সময় অন্য কোন ধারণা তার অন্তরে উদয় হবে না। তাহলে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সহিহ বুখারী : হাদীস-১৫৯)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا لَوْلَا اٰيَةٌ فِيْ كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ فَيُصَلِّيْ صَلَاةً اِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا.

অর্থ : উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদা তিনি মসজিদ প্রান্তরে বসা ছিলেন, তখন তার কাছে আসরের সময় মুয়াজ্জিন আসলো। তিনি ওযুর পানি আনতে বললেন, অতঃপর তিনি ওযু করলেন এবং বললেন আল্লাহর শপথ আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বর্ণনা করবো। যদি আল্লাহর কিতাবে সে ব্যাপারে কোন আয়াত থাকলে আমি তোমাদেরকে তা বর্ণনা করতাম না। নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : কোন মুসলিম উত্তমরূপে উযু করে সালাত আদায় করলে পরবর্তী ওয়াক্তের সালাত পর্যন্ত তার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।
(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫৬২/২২৭)

عَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا اِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

অর্থ : উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যখন কোন মুসলিমের ফরয সালাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন যদি উত্তমরূপে উযু করে এবং একান্ত বিনীতভাবে সালাতের রুকু সেজদাহ ইত্যাদি আদায় করে তাহলে সে পুনরায় কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর এরূপ পুরো বছরই হতে থাকে।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫৬৫)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَالصَّلوَاتُ الْمَكْتُوْبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ.

অর্থ : উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ্ যেভাবে আদেশ করেছেন যদি কোন ব্যক্তি সেভাবে উযু করে (এবং ফরয সালাতসমূহ আদায় করে) তাহলে তার ফরয সালাতসমূহের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা হওয়ার জন্য ইহা কাফফারা স্বরূপ হবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫৬৯/২৩১)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ رَاَيْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يَنْهَزُهُ اِلَّا الصَّلاَةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلاَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থ : উসমান ইবনে আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখলাম যে তিনি সুন্দররূপে ওযু করলেন এবং বললেন : যে ব্যক্তি এভাবে উযু করে সালাতের জন্য মসজিদের দিকে যায় এবং তার মসজিদের যাওয়া যদি সালাত ছাড়া অন্য কোন কারণে না হয় তবে তার অতীত জীবনের সব গুনাহ মাফ করা হবে।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫৭০/২৩২)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الاِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَاَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَاَدْرَكْتُ

مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

অর্থ : উক্ববাহ ইবনে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের উপর উঠের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল। আমার দায়িত্ব আসলে আমি বিকালের দিকে আসলাম। অতঃপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাঁড়িয়ে মানুষের মাঝে কথা বলা অবস্থায় পেলাম। তাকে আমি এই কথা বলা অবস্থায় পেলাম যে, কোন মুসলিম যখন উত্তমরূপে উযূ করে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দিকে রজু হয়ে দাঁড়িয়ে দুরাক'আত সালাত আদায় করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫৭৬/২৩৪)

উযুর শেষে যে দু'আ পড়া ফযিলতপূর্ণ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوْئِهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ.

অর্থ : উকবাহ ইবনে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি উত্তমরূপে উযু করার পর বলে : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে ইচ্ছে করলে এর যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

(আবু দাউদ : হাদীস- ১৬৯)

উযু করে মসজিদে যাওয়ার ফযিলত

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ حَضَرَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ الْمَوْتُ فَقَالَ اِنِّيْ مُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا مَا اُحَدِّثُكُمُوْهُ اِلَّا احْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ

قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ اَحَدُكُمْ اَوْ لِيُبَعِّدْ فَإِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى مَا اَدْرَكَ وَاَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذٰلِكَ فَإِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَاَتَمَّ الصَّلَاةَ كَانَ كَذٰلِكَ.

অর্থ : সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী সাহাবীর মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট কেবল সাওয়াব লাভের আশায় একটি হাদীস বর্ণনা করবো। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে উযু করে সালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন সে তার ডান পা উঠাতেই মহান আল্লাহ তার জন্য একটি সাওয়াব লিখে দেন। এরপর বাম পা রাখার সাথে সাথেই মহান আল্লাহ তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এখন তোমাদের ইচ্ছা হলে (মসজিদের) নিকটে থাকবে অথবা দূরে। অতঃপর সে যখন মসজিদে গিয়ে জামাআতে সালাত আদায় করে তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। যদি জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ার পর মসজিদে উপস্থিত হয় এবং অবশিষ্ট সালাতে শামিল হয়ে সালাতের ছুটে যাওয়া অংশ পূর্ণ করে, তাহলেও তাকে অনুরূপ (জামাআতে পূর্ণ সালাত আদায়কারীর সমান) সাওয়াব দেয়া হয়। আর যদি সে (মসজিদে এসে) জামাআত সমাপ্ত দেখে একাকী সালাত আদায় করে নেয় তবুও তাকে ঐরূপ (ক্ষমা করে) দেয়া হয়। (নাসায়ী : হাদীস-৫৬৩)

عَنْ اَبِي ثُمَامَةَ الْحَنَّاطِ اَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ اَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ اَدْرَكَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ فَوَجَدَنِي وَاَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَاِنَّهُ فِي صَلَاةٍ.

অর্থ : আবু সুমামাহ আল-হান্নাত বলেন, একদা মসজিদে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে কা'ব ইবনে উজরাহ -এর সাথে তার সাক্ষাত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে আমার দু' হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে মট্‌কাতে দেখতে পেয়ে আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের কেউ উত্তমরূপে উযু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলে সে যেন তার দু' হাতের আঙ্গুল না মট্‌কায়। কেননা সে তখন সালাতের মধ্যেই থাকে (অর্থাৎ উযু করা অবস্থায় তাকে সালাত আদায়কারী হিসেবেই গণ্য করা হয়)। (নাসায়ী : হাদীস-৫৬২)

উযুসহ রাতে ঘুমানোর ফযিলত

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِيْ شِعَارِهِ مَلَكٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ اِلَّا قَالَ الْمَلَكُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٌ فَاِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন : কেউ উযু করে রাত্রি যাপন করলে তার কাছাকাছি একজন ফেরেশতা রাত্রি যাপন করেন। সে জাগ্রত হওয়ার আগ পর্যন্ত (বা জাগ্রত হলে) ঐ ফেরেশতা তার জন্য এ বলে দু'আ করেন : হে আল্লাহ! আপনার বান্দাকে ক্ষমা করে দিন, কেননা সে পবিত্রতা অর্জন করে রাত্রিযাপন করেছেন। (ইবনে হিব্বান : হাদীস-১০৫৭/১০৫১)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْاَلُ اللهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ.

অর্থ : মুআয ইবনে জাবাল হতে বর্ণিত। নবী বলেছেন : কোন মুসলিম যদি পবিত্র অবস্থায় রাত্রিযাপন করে, অতঃপর রাতে উঠে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাই দান করেন। (আবু দাউদ : হাদীস-৫০৪৪/৫০৪২)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ.

অর্থ : বারাআ ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের উযুর মতো উযু করে নেবে। তারপর ডান পাশে শুয়ে বলবে : "হে আল্লাহ! আমার (জীবন) আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার সকল কাজ আপনার কাছে সমর্পণ করলাম এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম আপনার প্রতি আগ্রহ ও ভয় নিয়ে। আপনি ছাড়া প্রকৃত কোন আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণের স্থান নেই। হে আল্লাহ! আমি ঈমান আনলাম আপনার অবতীর্ণ কিতাবের উপর এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর।" অতঃপর যদি সে রাতেই তোমার মৃত্যু হয় তবে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হবে। কাজেই এ কথাগুলো তোমার সর্বশেষ কথায় পরিণত করো। (সহীহ বুখারী : ২৪৭)

মিসওয়াক করার ফযিলত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মিসওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উপায়। (নাসায়ী : হাদীস-৫)

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ وَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْاٰنَ فَلَا يَزَالُ عَجَبُهُ

بِالْقُرْاٰنِ يُدْنِيْهِ مِنْهُ حَتّٰى يَضَعَ فَاهُ عَلٰى فِيْهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا صَارَ فِيْ جَوْفِ الْمَلَكِ فَطَهِّرُوْا اَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْاٰنِ.

অর্থ : আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি মিসওয়াক করার আদেশ দিয়ে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দা যখন মিসওয়াক করে, অতঃপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তখন তার পিছনে একজন ফেরেশতা দাঁড়ায় এবং মনোযোগ দিয়ে তার কিরাআত শুনে। অতঃপর ফেরেশতা তার অতি নিকটবর্তী হয় এমনকি ফেরেশতা নিজের মুখ তার মুখের উপর রাখেন। তখন তার মুখ থেকে কুরআনের যা কিছু তিলাওয়াত বের হয় তা ফেরেশতার উদরে প্রবেশ করে। কাজেই তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র রাখো কুরআনের জন্য। (কানযুল উম্মাল-২৬৯৮৩)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ اَوْ عَلَى النَّاسِ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবার সম্ভাবনা না থাকলে আমি প্রত্যেক সালাতের জন্য মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।" (সহীহ বুখারী : হাদীস-৮৮৭

ফাযায়িলে আযান

আযান ও ইক্বামাতের ফযিলত

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : মু'আবিয়াহ ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ক্বিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনদের ঘাড় সর্বাধিক লম্বা হবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৮৭৮/৩৮৭)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ. قَالَ سُلَيْمَانُ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ. فَقَالَ هِيَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةٌ وَّثَلَاثُوْنَ مِيْلاً.

অর্থ : জাবির ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : শয়তান সালাতের আযানের শব্দ শুনে পলায়ন করতে করতে রাওহা পর্যন্ত ভেগে যায়। সুলাইমান বলেন, আমি রাওহা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, স্থানটি মাদীনা হতে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৮৮০/৩৮৮)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ اِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আবু সাঈদ ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। যেকোন মানুষ, জ্বিন অথবা যে কোন বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুয়াজ্জিনের আওয়ায শুনবে, সে কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৩২৯৬/৫৮৪)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّاْذِيْنَ فَاِذَا قَضَى النِّدَاءَ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا

ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قَضَى التَّثْوِيْبَ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى.

অর্থ : আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যখন সালাতের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বাতকর্ম করতে করতে (দ্রুত) পলায়ন করে, যেন সে আযানের শব্দ শুনতে না পায়। আযান শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে আসে। আবার যখন ইকামত দেয়া হয় তখন সে পলায়ন করে। ইকামত শেষে পুনরায় ফিরে আসে এবং মুসল্লীর মনে সংশয় সৃষ্টি করতে থাকে। সে তাকে বলে, এটা স্মরণ করো, ওটা স্মরণ করো। অথচ এ কথাগুলো (সালাতের) পূর্বে তার স্মরণেও ছিলো না। শেষ পর্যন্ত মুসল্লী এক বিভ্রাটে পড়ে গিয়ে আর বলতে পারে না, সে কত রাকআত সালাত আদায় করেছে। (বুখারী : হাদীস-৬০৮)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَذَّنَ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَاْذِيْنِهٖ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ اِقَامَةٍ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً.

অর্থ : ইবনে ওমর হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি বার বছর আযান দেয় তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার জন্য প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ষাট নেকী লিখা হয় এবং প্রত্যেক ইকামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী লিখা হয়। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-৭২৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدٰى صَوْتِهٖ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ صَلَاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। নবী বলেছেন : মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর যতদূর পর্যন্ত যায় তাকে ততদূর ক্ষমা করে দেয়া হয়। তাজা ও

শুষ্ক প্রতিটি জিনিসই (ক্বিয়ামতের দিন) তার জন্য সাক্ষী হয়ে যাবে। আর কেউ জামাআতে হাজির হলে তার জন্য পঁচিশ ওয়াক্ত সালাতের সাওয়াব লিখা হয় এবং এক সালাত থেকে আরেক সালাতের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ : হাদীস-৫১৫)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ وَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ.

অর্থ : বারাআ ইবনে আযিব হতে বর্ণিত। আল্লাহর নবী বলেছেন : মুয়াজ্জিন ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব পায় যে তার সাথে সালাত আদায় করে। (সুনানে নাসায়ী : হাদীস-৬৪৬)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ বলেছেন : ইমাম হচ্ছেন যিম্মাদার এবং মুয়াজ্জিন (ওয়াক্তের) আমানতদার। হে আল্লাহ! ইমামদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং মুয়াজ্জিনদের ক্ষমা করে দিন। (সুনানে নাসায়ী : হাদীস-৫১৭/আবু দাউদ-৫১৭)

মুয়াজ্জিনের আযানের জবাবে যা বলা ফযিলতপূর্ণ

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي اِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِاللهِ تَعَالَى وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَاَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস হতে বর্ণিত। তিনি নবী -কে বলতে শুনেছেন : তোমরা আযান শুনতে পেলে মুয়াজ্জিন যেরূপ বলে তোমরাও তদ্রূপ বলবে। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা কেউ আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তার প্রতি

দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসিলাহ প্রার্থনা করবে। ওয়াসিলাহ হচ্ছে জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদার আসন, যার অধিকারী হবেন আল্লাহর একজন বিশিষ্ট বান্দা। আমি আশা করছি, আমিই হবো সেই বান্দা। কেউ আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসিলাহ প্রার্থনা করলে সে আমার শাফা'আত পাবে।

(আবূ দাউদ : হাদীস-৫২৩, মুসলিম-৩৮৪)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে দু'আ করে: (অর্থ) : "হে আল্লাহ এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের তুমিই রব! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওয়াসিলাহ ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সেই মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দিন যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন"– ক্বিয়ামতের দিন সে আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৪৭১৯)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَاِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মুয়াজ্জিনরা তো আমাদের উপর মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুয়াজ্জিনরা যেরূপ বলে থাকে তোমরাও সেরূপ বলবে। অতঃপর আযান শেষ হলে (আল্লাহর নিকট) দু'আ করবে। তখন তোমাকেও তাই দেয়া হবে (অর্থাৎ, তোমার দু'আ কবুল হবে।)

(আবূ দাউদ : ৫২৪)

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

অর্থ : সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মদ ﷺ কে রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট"– তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৮৭৭/৩৮৬)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ فَاِذَا قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلَّا اللهُ . قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلَّا اللهُ . فَاِذَا قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ قَالَ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لاَ اِلَهَ اِلَّا اللهُ قَالَ لاَ اِلَهَ اِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : ওমর ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি একনিষ্ঠভাবে মুয়াজ্জিনের আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার-এর জওয়াবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে এবং আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর জওয়াবে আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-এর জওয়াবে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলে, অতঃপর হাইয়্যা আলাস্সালাহ-এর জওয়াবে যদি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলে, তারপর হাইয়্যা আলাল-ফালাহ এর জওয়াবে যদি লা হাওলা ওলা

কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ বলে, তারপর যদি আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এর জওয়াবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জওয়াবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ : হাদীস-৫২৭)

আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আর ফযিলত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না। (আবু দাউদ : হাদীস-৫২১)

عَنْ جَابِرٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ.

অর্থ : জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন সালাতের ইকামত দেয়া হয় তখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং দু'আ কবুল করা হয়। (মুসনাদে আহমদ-১৪৭৩০)

ফাযায়িলে মাসাজিদ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ.

অর্থ : মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে–এমন হতে পারে না। তারা এমন যাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। (সূরা তাওবা : আয়াত-১৭)

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ : হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি তাদের পুণ্যের সমজ্ঞান করো, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর নিকট তারা সমতুল্য নয়। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা তাওবা : আয়াত-১৯)

হাদীস

মসজিদ নির্মাণের ফযিলত

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِىْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ.

অর্থ : উসমান ইবনে আফ্ফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য) একটি মসজিদ নির্মাণ করে, বুকাইর বলেন : আমার বিশ্বাস নিশ্চয় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : এর দ্বারা সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করে,

আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি অনুরূপ ঘর নির্মাণ করবেন। (মুসলিম : হাদীস-১২১৭/৫৩৩)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لَا يُرِيْدُ بِهٖ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

অর্থ : আয়েশা হতে বর্ণিত। নবী বলেছেন : যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করলো এবং মসজিদ নির্মাণ তার লোক দেখানো বা সুনাম অর্জনের কোন ইচ্ছা না থাকলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (সহীহ আত-তারগীব-১৯৪২, মুজামুল আওসাত-৭০০৫)

সকাল সন্ধ্যায় মসজিদে যাওয়ার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ اَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। নবী বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে এবং সন্ধ্যায় সালাত আদায় করতে মসজিদে যায় এবং যতবার যায় আল্লাহ তায়ালা ততবারই তার জন্য জান্নাতের মধ্যে মেহমানদারীর উপকরণ প্রস্তুত করেন। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৬২)

মসজিদে লেগে থাকার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ الْاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَاَ فِيْ عِبَادَةِ رَبِّهٖ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اَخْفٰى حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। নবী বলেছেন : আল্লাহ সাত শ্রেণির লোককে ক্বিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না।

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক ।

২. যে যুবক আল্লাহর ইবাদাতে রত থাকে ।

৩. যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে ।

৪. এমন দু'ব্যক্তি যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্যই কেবল পরস্পরে ভালোবাসায় মিলিত অথবা পৃথক হয়,

৫. ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন সুন্দরী উচ্চ বংশী ভদ্র মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে বলে, আমি আল্লাহর আযাবকে ভয় করি ।

৬. যে ব্যক্তি গোপনে সদকাহ করে । এমনকি তার বাম হাত জানে না ডান হাত কি খরচ করছে,

৭. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর স্মরণকালে তার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয় ।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৬০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُوَطِّنُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ اِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ بِهِ حَتّٰى يَخْرُجَ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ اِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যতক্ষণ কোন মুসলিম ব্যক্তি মসজিদে সালাত ও যিকিরে মশগুল থাকে, যতক্ষণ না সে বের হয়েছে (মসজিদ থেকে) ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার প্রতি এরূপ সন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন, যেরূপ প্রবাসী তার প্রবাস থেকে ফিরে এলে তার ঘরের লোকেরা তাকে পেয়ে খুশি হয়ে থাকে ।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৮৩৫০/৮৩৩২)

মসজিদ পরিষ্কার করার ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ اَسْوَدَ رَجُلًا اَوْ اِمْرَاَةً كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمُ النَّبِىُّ ﷺ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذٰلِكَ الْاِنْسَانُ . قَالُوْا مَاتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَفَلَا اٰذَنْتُمُوْنِىْ فَقَالُوْا اِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ قَالَ فَحَقَرُوْا شَاْنَهُ قَالَ فَدُلُّوْنِىْ عَلٰى قَبْرِهٖ. فَاَتٰى قَبْرَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। একজন কালো বর্ণের পুরুষ অথবা কালো বর্ণের মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিতো। অতঃপর সে মারা গেলো। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা জানতেন না। একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, তার খবর কী? সাহাবীগণ বলেন, সে মারা গেছে, হে আল্লাহর রাসূল! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? তারা লোকটির কাহিনী বলে বললো, সে তো এরূপ এরূপ ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা তাকে যেন খাটো করলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কবরের নিকট গেলেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-১২৭২)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوَرِ وَاَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ.

অর্থ : আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ করেছেন : মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে ও মসজিদকে পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখতে।

(আবু দাউদ : হাদীস-৪৫৫)

মসজিদে বসে থাকার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ اَنْ يَنْقَلِبَ اِلَى اَهْلِهِ اِلَّا الصَّلاَةُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত আদায়রত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে, যতক্ষণ সালাত (অর্থাৎ সালাতের অপেক্ষা) তাকে আটকে রাখবে। তাকে তো তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যেতে কেবল সালাতই বারণ করছে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৫৪২/৬৪৯)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلاَةٍ مَا كَانَ فِيْ مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ وَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ حَتّٰى يَنْصَرِفَ اَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُوْ اَوْ يَضْرِطُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাত আদায়ের স্থানে (জায়নামাযে) সালাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পুরো সময় সে সালাতেই থাকে। তার প্রত্যাবর্তন না করা অথবা উযু ছুটে না যাওয়া পর্যন্ত মালায়িকাহ (ফেরেশতারা) তার জন্য এই বলে দুআ করতে থাকে : হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন। আমি বললাম, উযু ছুটে যাওয়ার অর্থ কী? তিনি বললেন : (পায়খানার রাস্তা দিয়ে) নিঃশব্দে অথবা সশব্দে বায়ু নির্গত হওয়া। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৫৪১/৬৪৯)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ কোন উদ্দেশ্যে মসজিদে এলে, সে ঐ উদ্দেশ্য অনুপাতেই (প্রতিদান) পাবে। (আবু দাউদ : হাদীস-৪৭২)

সালাত আদায়ের জন্য পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার ফযিলত

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْاَبْعَدُ فَالْاَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَعْظَمُ اَجْرًا.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মসজিদ থেকে যার (বাসস্থান) যত বেশি দূরে, সে তত বেশি সাওয়াবের অধিকারী। (আবু দাউদ : হাদীস-৫৫৬)

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اَبْعَدَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ. فَقَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّ مَنْزِلِي اِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَنُمِيَ الْحَدِيْثُ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ ذٰلِكَ فَقَالَ اَرَدْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْ يُكْتَبَ

لِيْ اِقْبَالِيْ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِيْ اِلَى اَهْلِيْ اِذَا رَجَعْتُ. فَقَالَ اَعْطَاكَ اللّٰهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ اَنْطَاكَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَزَّ مَا احْتَسَبْتَ كُلَّهُ اَجْمَعَ.

অর্থ : উবাই ইবনে কা'ব ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানা মতে মাদীনার সালাত আদায়কারীদের মধ্যে এক ব্যক্তির বাসস্থান মসজিদ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থিত ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি সর্বদা পায়ে হেঁটে জামা'আতে উপস্থিত হতেন। আমি তাকে বললাম, আপনি একটি গাধা খরিদ করে নিলে গরম ও অন্ধকারের রাতে সাওয়ার হয়ে আসতে পারতেন। তিনি বললেন, আমার ঘর মসজিদের নিকটবর্তী হোক, তা আমি অপছন্দ করি। একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মসজিদে আসা ও মসজিদ থেকে ঘরে ফেরার বিনিময়ে সাওয়াব লাভের প্রত্যাশা করি (তাই এরূপ বলেছি)। রাসূল ﷺ বললেন : তুমি যা পাওয়ার আশা করেছো, আল্লাহ তোমাকে তাই দিয়েছেন। তুমি যে সাওয়াবের প্রত্যাশা করেছো আল্লাহ তা পূর্ণরূপেই তোমার জন্য মঞ্জুর করেছেন। (আবু দাউদ : হাদীস-৫৫৭)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؓ قَالَ كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَاَرَدْنَا اَنْ نَبِيْعَ بُيُوْتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً.

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বাড়ি মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। আমরা মসজিদের আশেপাশে বাড়ি নির্মাণের জন্য ঐ বাড়ি-ঘর বিক্রি করার মনস্থ করলে রাসূলুল্লাহ : (সালাতের উদ্দেশ্যে) নিষেধ করলেন। তিনি (আমাদেরকে) বললেন : (সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসার) প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে মর্যাদা ও সাওয়াব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৫৫০/৬৬৪)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؓ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَاَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ اَنْ يَنْتَقِلُوْا اِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ

اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ. قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَرَدْنَا ذٰلِكَ. فَقَالَ يَا بَنِىْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ.

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বনু সালিম গোত্রের লোকেরা মসজিদের সামনে বসতি স্থাপন করতে মনস্থ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন : হে বনু সালিম গোত্রের লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঐ বাড়িতেই থাকো। কারণ তোমাদের সালাতের জন্য মসজিদে আসার প্রতিটি পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হয়। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে) এ কথা শুনে তারা বললো : আমরা এতে এতো খুশি হলাম যে, আমাদের বাড়ি-ঘর স্থানান্তরিত করে মসজিদের কাছে আসলে এতোটা খুশি হতাম না। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৫৫১/৬৬৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَطَهَّرَ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَشٰى اِلٰى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ لِيَقْضِىَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ اِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْاُخْرٰى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে পাক পবিত্র হয়ে (উযু করে) তারপর কোন ফরয সালাত আদায়ের জন্য আল্লাহর কোন ঘরে (মসজিদে) যায় তার প্রতিটি পদক্ষেপের একটিতে গুনাহ ঝরে পড়ে এবং অপরটিতে মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৫৫৩/৬৬৬)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنَّهُ قَالَ اِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ اَوْ كَاتِبُهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ.

অর্থ : উক্ববাহ ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি পবিত্রতা হাসিল করে সালাতের জন্য

মসজিদে আসে, তখন তার জন্য দু'জন কিংবা একজন লিখক (ফেরেশতা) মসজিদের উদ্দেশ্যে প্রতিটি কদমের বিনিময়ে দশটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করেন। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৭৪৪০/১৭৪৭৬)

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

অর্থ : আবু উমামাহ আল-বাহিলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়, তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার দায়িত্বশীল। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমাতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে মসজিদে যায়, আল্লাহ তার দায়িত্বশীল। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমাতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। তৃতীয়ত, যে ব্যক্তি নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হয়ে সালাম বিনিময় করে, আল্লাহ তার জিম্মাদার।

(আবু দাউদ : হাদীস-২৪৯৬-২৪৯৪)

عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ تَوَضَّاَ فِيْ بَيْتِهِ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرُ اللهِ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ اَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ .

অর্থ : সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে সুন্দরভাবে উযু করে মসজিদে আসে সে আল্লাহর যিয়ারতকারী। আর যাকে যিয়ারতকারী করা হয় তার উপর হক যে, তিনি যিয়ারতকারীকে সম্মানিত করবেন। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৩১৭/৩২২)

মহিলাদের বাড়িতে সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلَاةَ مَعِيْ وَصَلَاتُكِ فِيْ بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلَاتُكِ فِيْ حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِيْ دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِيْ قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِيْ أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّيْ فِيْهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ : উম্মু হুমাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে সালাত আদায় করতে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি জানি যে, তুমি আমার সাথে সালাত আদায় করতে ভালোবাসো। কিন্তু (জেনে রেখো), তোমার ঘরে সালাত আদায় তোমার কক্ষে সালাত আদায়ের চাইতে উত্তম, তোমার কক্ষে সালাত আদায় তোমার বাড়িতে সালাত আদায় হতে উত্তম এবং তোমার বাড়িতে সালাত আদায় আমার এ মসজিদে সালাত আদায় হতে উত্তম। অতঃপর ঐ মহিলার নির্দেশে তার বাড়ি থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী ও অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হলো। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ মসজিদে সালাত আদায় করতেন।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২৭০৯০/২৭১৩৫)

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةٍ تُصَلِّيْهَا الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ فِيْ أَشَدِّ مَكَانٍ فِيْ بَيْتِهَا ظُلْمَةً.

অর্থ : আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন নারী তার বাড়ির সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে বসে যে সালাত আদায় করে, সেই সালাত আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৩৪৩)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ للهِ ﷺ لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করবে না। অবশ্য তাদের ঘর তাদের জন্য উত্তম। (আবু দাউদ : হা-৫৬৭)

মসজিদুল হারামে সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ جَابِرٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : صَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.

অর্থ : জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মসজিদুল হারামে সালাত আদায় অন্য যে কোন মসজিদে সালাতের চেয়ে একলক্ষ গুণ বেশি ফযিলত রয়েছে। (ইবনে মাজাহ : হাদীস-১৪০৬)

মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ে ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هَذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) এক রাক'আত সালাত আদায় অন্য মসজিদে একহাজার রাক'আত সালাত আদায়ের চাইতেও উত্তম। কিন্তু মসজিদুল হারাম ব্যতীত। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৩৪৪৫/১৩৯৫)

বাইতুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سَاَلَ اللهَ ثَلاَثًا حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَلَّا يَاْتِىَ هٰذَا الْمَسْجِدَ اَحَدٌ لَا يُرِيْدُ اِلَّا الصَّلَاةَ

فِيْهِ اِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ اُعْطِيَهُمَا وَاَرْجُوْ اَنْ يَّكُوْنَ قَدْ اُعْطِيَ الثَّالِثَةَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুলাইমান ইবনে দাউদ বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদের কাজ সম্পন্ন করে আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেন : আল্লাহর বিধানের অনুরূপ সুবিচার, এমন রাজত্ব যা তার পরে আর কাউকে দেয়া হবে না, এবং যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসে শুধুমাত্র সালাত আদায়ের জন্য আসবে, সে তার গুনাহ হতে সদ্য প্রসূত সন্তানের মত নিষ্পাপ অবস্থায় বের হবে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রথম দু'টি তাঁকে দেয়া হয়েছে। আর আমি আশা করি তৃতীয়টি আমাকে দান করা হবে। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-১৪০৮)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (সাওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না। এ মসজিদগুলো হলো : মসজিদুল হারাম, রাসূলুল্লাহর মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১০৪)

মসজিদে কুবায় সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهٖ ثُمَّ اَتٰى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلّٰى فِيْهِ صَلَاةً كَانَ لَهٗ كَاَجْرِ عُمْرَةٍ.

অর্থ : সাহল ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন করার পর মসজিদে কুবায় এসে সালাত আদায় করে, তার জন্য একটি 'উমরার সাওয়াব রয়েছে। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-১৪১২)

ফাযায়িলে সালাত

সালাতের পরিচিতি

اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ নামক প্রামাণ্য অভিধানে লিখিত আছে-

اَلصَّلَاةُ : اَلدُّعَاءُ ... وَالْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ الْمُبَيِّنَةُ حُدُوْدُ اَوْقَاتِهَا فِي الشَّرِيْعَةِ وَالرَّحْمَةُ وَبَيْتُ الْعِبَادَةِ لِلْيَهُوْدِ.

اَلصَّلَاةُ অর্থ :

১. দু'আ (দোয়া) বা প্রার্থনা,

২. নির্দিষ্ট বিশেষ ইবাদত শরীয়তে যার সময়সীমা বর্ণিত আছে,

৩. রহমত (অনুগ্রহ, করুণা, অনুকম্পা ও দয়া)

৪. ইহুদীদের এবাদতখানাহ।

এখানে চারটি অর্থ পাওয়া গেল। এর মধ্যে দ্বিতীয় অর্থটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এ অর্থে 'সালাত' আমাদের দেশে 'নামাজ' নামে প্রসিদ্ধ। اَلرَّائِدُ নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে লিখিত আছে :

صَلَاةٌ ج صَلَوَاتٌ ۱. مص صَلَّى.

۲. كَلَامٌ فِيْهِ دُعَاءٌ وَتَسْبِيْحٌ وَاِسْتِغْفَارٌ وَسُجُوْدٌ وَنَحْوُ ذٰلِكَ يَتَوَجَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنُ اِلٰى رَبِّهِ. ۳. حُسْنُ الثَّنَاءِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ ۴. بَيْتُ الْعِبَادَةِ عِنْدَ الْيَهُوْدِ.

صَلَاةٌ শব্দের বহুবচন হল صَلَوَاتٌ এবং এর অর্থ

১. صَلَّى ক্রিয়ার مَصْدَرٌ (ক্রিয়ামূল বিশেষ্য)

২. এমন কথা বা বাণী যাতে থাকে দোয়া (প্রার্থনা) তাসবীহ (আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান) ইস্তিগফার (আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা) সিজদাহ এবং এ জাতীয় এবাদত যার মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তি তার প্রভুর দিকে (প্রতি) অভিমুখী (মনোযোগী) হয়।

৩. সুপ্রশংসা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত,

৪. ইহুদিদের মতে এবাদতের ঘর।

এখানেও صَلَاةٌ শব্দের চারটি ব্যবহার বা অর্থ দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় অর্থটি আমাদের আলোচ্য বিষয়।

اَلْمُنْجِدُ فِي اللُّغَةِ وَالْاَعْلَامِ নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে লিখিত আছে :

اَلصَّلَاةُ ج. صَلَوَاتٌ اَوِ الصَّلٰوةُ بِالْوَاوِ : اِرْتِفَاعُ الْعَقْلِ اِلَى اللهِ لِكَيْ نَسْجُدَ لَهُ وَنَشْكُرَهُ وَنَطْلُبَ مَعُنَتَهُ اَلدُّعَاءُ. التَّسْبِيْحُ. مِنَ اللهِ : الرَّحْمَةُ وَالثَّنَاءُ عَلَى عِبَادِهِ

اَلصَّلَاةُ বা وَاوٌ দ্বারা (গঠিত) اَلصَّلٰوةُ শব্দের বহুবচন হল صَلَوَاتٌ এবং এর অর্থ হল :

১. আল্লাহকে সিজদাহ করার জন্য, তার শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) জ্ঞাপন করার জন্য এবং তার সাহায্য চাওয়ার জন্য বিবেককে তার অভিমুখে সমোন্নত করা।
২. দোয়া (প্রার্থনা)।
৩. তাসবীহ (আল্লাহর প্রশংসা ও গুনগান করা)।
৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে (বান্দার প্রতি সালাতের অর্থ হল) তার বান্দার প্রতি রহমত (দয়া, করুণা, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা) এবং প্রশংসা।

এখানে প্রথম অর্থটি আমাদের আলোচ্য বিষয়।

اَلْمُنْجِدُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ নামক অভিধানে ص.ل.و মূল অক্ষরে অধীনে লিখিত আছে :

صَلَاةٌ ج صَلَوَاتٌ : عِبَادَةٌ مَخْصُوْصَةٌ مُوَقَّتَةٌ مُوَجَّهَةٌ اِلَى اللهِ.......

صَلَاةٌ শব্দের বহুবচন صَلَوَاتٌ এবং এর অর্থ সুনির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর অভিমুখী হয়ে সুনির্দিষ্ট বিশেষ এবাদত (এ অর্থই আমাদের আলোচ্য বিষয় (এর পরবর্তী অংশে যা লিখিত আছে তা নয়)।

পৃথিবী বিখ্যাত অভিধান মুফরাদাতে ইমাম রাগেব ইস্পাহানিতে লিখিত আছে :

وَالصَّلَاةُ قَالَ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ اللُّغَةِ : هِيَ الدُّعَاءُ وَالتَّبْرِيْكُ وَالتَّمْجِيْدُ, .. وَصَلَوَاتُ الرَّسُوْلِ وَصَلَاةُ اللهِ لِلْمُسْلِمِيْنَ هُوَ فِي التَّحْقِيْقِ تَزْكِيَتُهُ اِيَّاهُمْ .. وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ هِيَ الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ اَصْلُهَا الدُّعَاءُ وَسُمِّيَتْ هٰذِهِ الْعِبَادَةُ بِهَا كَتَسْمِيَةِ الشَّيْئِ بِاِسْمِ بَعْضِ مَا يَتَضَمَّنُهُ

صَلَاةٌ সম্বন্ধে (আবরী) ভাষাবিদ অনেকেই বলেন- তা হল দোয়া (প্রার্থনা); আশীর্বাদ, শুভকামনা বা বরকত কামনা করা এবং উচ্চ প্রশংসা, গুণকীর্তন, মহিমা বা মর্যাদা বর্ণনা করা। মুসলিমদের জন্য রাসূল ﷺ এর صَلَاةٌ ও আল্লাহর صَلَاةٌ প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তার (আল্লাহর ও তার রাসূলের) পবিত্রকরণ মাত্র। ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে صَلَاةٌ এর অর্থ দোয়া প্রার্থনা ও ক্ষমা প্রার্থনা যেমনটি মানুষের পক্ষ থেকেও صَلَاةٌ এর অর্থ অর্থাৎ মানুষের পক্ষ থেকেও صَلَاةٌ এর অর্থ দোয়া প্রার্থনা ও ক্ষমা প্রার্থনা। صَلَاةٌ হল দোয়া। আর এ এবাদতকে (নামাজকে) صَلَاةٌ বা দোয়া নামে নামকরণ করার উদাহরণ হল কোন কিছুকে তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নামে নামকরণ করার অনুরূপ। (মুফরাদাতে ইমাম রাগেব ইস্পাহানি)

জগদ্বিখ্যাত আরবি ভাষাবিদ আল্লামা ফীরূজ আবাদি (রহ:) তার জগদ্বিখ্যাত اَلْقَامُوْسُ الْمُحِيْطُ নামক অভিধানে লিখেন :

وَالصَّلَاةُ : اَلدُّعَاءُ وَالرَّحْمَةُ وَالْاِسْتِغْفَارُ وَحُسْنُ الثَّنَاءِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ وَعِبَادَةٌ فِيْهَا رُكُوْعٌ وَسُجُوْدٌ .....

صَلَاةٌ অর্থ দোয়া (প্রার্থনা), রহমত (করুণা, দয়া) ও (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার রাসূলের প্রতি সুপ্রশংসা। আর রুকূ ও সেজদা বিশিষ্ট (বিশেষ) এবাদত (নামাজ)..

এই শেষোক্ত অর্থটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى * وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ.

অর্থ : তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও। আর (যত্নবান হও) মধ্যম নামাযের প্রতি। আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাড়াও।

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৮)

নোট : এ আয়াত দ্বারা আসরের সালাতের ফরযিয়াত প্রমাণিত হয়।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

অর্থ : তুমি সালাত কায়েম করো দিবসের দু' প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য এক উপদেশ। (সূরা হূদ : আয়াত-১১৪)

নোট : এ আয়াত দ্বারা ইশা, ফজর ও মাগরিবের সালাত প্রমাণিত হয়।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

অর্থ : সূর্য হেলিয়ে পড়ার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়। (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-৭৮)

নোট : এ আয়াত দ্বারা যোহর, মাগরিব ও ফজরের সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

'সালাত' বিষয়ক পবিত্র কুরআন এর ৮২টি আয়াত

সূরা	আয়াত	সংখ্যা
বাকারাহ	৩, ৪৩, ৪৫, ৮৩, ১১০, ১২৫, ১৫৩, ১৭৭, ২৩৮, ২৭৭	১০
ইমরান	৩৯, ৪৩	২
নিসা	৪৩, ৭৭, ১০২, ১০৩, ১৬২	৫
মায়েদাহ	৬, ১২, ৫৫, ৫৮, ৯১, ১০৬	৬
আনআম	৭২, ৯২, ১৬২	৩
আ'রাফ	২৯, ৩১, ১৭০, ২০৬	৪
আনফাল	৩	১
তওবাহ	৫, ১১, ১৮, ৫৪, ৭১, ৮৪, ৯৯ , ১০৩, ১১২	৯
হুদ	১১৪	১
ইবরাহীম	৩১, ৩৭	২
বনী ইসরাঈল	৩১, ৩৭	২
মারইয়াম	৩১, ৫৫, ৫৯	৩
ত্বোয়া-হা	১৪, ১৩০, ১৩২	৩
আম্বিয়া	৭৩	১
হজ্জ	২৬, ৩৫, ৪০, ৪১, ৭৭, ৭৮	৬
মু'মিনুন	২, ৯	২
নুর	১৮, ৫৬, ৫৮	৩
নামল	৩	১
আনকাবূত	৪৫	১
রূম	৩১	১
লোকমান	৪	১
আহযাব	৩৩	১
ফা-তির	১৮, ২৯	২
শূরা	৩৮	১
মুজাদালাহ	১৩	১
মা'আরিজ	২৩, ৩৪	২
জুম'আ	৯	১
মুযযাম্মিল	২, ২০	২
মুদ্দাসসির	৪৩	১
মুরসালাত	৪৭	১
আলাক্ব	১০	১
বাইয়্যানাত	৫	১
মাউন	৪	১
কাউসার	২	১
সর্বমোট আয়াত সংখ্যা		৮২

হাদীস

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফযিলত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِيْنَ ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُوْدِىَ يَا مُحَمَّدُ ، اِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ ، وَاِنَّ لَكَ بِهٰذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِيْنَ .

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মি'রাজের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্তে সীমাবদ্ধ করা হয়। অতঃপর ঘোষণা করা হয় : হে মুহাম্মদ! আমার কাছে কথার কোন পরিবর্তন নেই। তোমার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী : হাদীস-২১৩)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠিত করা, যাকাত দেয়া, বাইতুল্লাহর হজ্জ করা এবং রমযানের সওম পালন করা। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৬০১৫)

عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ .

অর্থ : আবু মালিক আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সালাত হচ্ছে আলো। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫৫৬২২৩৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوْعٍ فَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرْ .

অর্থ : আবু হুরায়রা ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সালাত কল্যাণের জন্য প্রবর্তিত। অতএব কেউ তা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলে সে যেন তা বৃদ্ধি করে। (আত-তারগীব : হাদীস-৩৮৩/৩৯০)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ عَلِمَ اَنَّ الصَّلَاةَ حَقٌّ وَاجِبٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : উসমান ইবনে আফ্‌ফান ؓ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাতকে হাক্ব ও ওয়াজিব জানবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আহমদ : হাদীস৪২৩)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ؓ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমুআহ হতে পরবর্তী জুমু'আহ এবং এক রমযান হতে অপর রমযান পর্যন্ত তার মাঝখানে সংঘটিত গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো, কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫৭৪/২৩৩)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُوْلُ ذٰلِكَ يُبْقِيْ مِنْ دَرَنِهِ قَالُوْا لَا يُبْقِيْ مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা ؓ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার শরীরে কোনরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন। (বুখারী-৫২৮)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا ذَا اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

অর্থ : আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, (রমযান) মাসের সিয়াম পালন করো, তোমাদের মালের যাকাত প্রদান করো এবং তোমাদের কর্মকর্তার অনুগত থাকো তাহলে তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে আহমদ : ২২১৬১/২২২১৫)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ.

অর্থ : আবু যার ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ একদা শীতকালে বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরছিল। এ সময় তিনি একটি গাছ থেকে দুটি ডাল ধরে নাড়া দিলেন। ফলে সেই পাতা আরো ঝরতে লাগলো। আবু যার বলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন, হে আবু যার! আমি উত্তরে বললাম, আমি হাজির হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : নিশ্চয় মুসলিম বান্দা যখন সালাত আদায় করে এবং সালাতের দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তখন তার থেকে তার পাপসমূহ এমনভাবে ঝরতে থাকে যেমনভাবে এই গাছ থেকে পাতাসমূহ ঝরছে।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২১৫৯৬)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ

عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ﷺ হতে নবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত। একদিন তিনি সালাতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন : যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করবে, ক্বিয়ামতের দিন তা তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করবে না, তা তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে না। কিয়ামতের দিন তার হাশর হবে কারূন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৬৫৭৬)

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ফারত ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্ব প্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি সালাতের হিসাব ভালো হয় তাহলে তার সমস্ত আমল ঠিক থাকবে। আর যদি সালাত নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৩৬৯/৩৭৬)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ اِنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَهُ عَنْ اَفْضَلِ الْاَعْمَالِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ ثُمَّ قَالَ مَهْ قَالَ الصَّلَاةُ ثُمَّ قَالَ مَهْ قَالَ الصَّلَاةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সালাত। লোকটি বললো, তারপর কোনটি?

রাসূল ﷺ বললেন : সালাত। লোকটি বললো, তারপর কোনটি? রাসূল ﷺ বললেন : সালাত। (তিনি তিনবার এরূপ বললেন) লোকটি বললো, তারপর কোনটি? রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা।
(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৬৬০২)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَكًا يُنَادِيْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يَا بَنِيْ اٰدَمَ قُوْمُوْا اِلٰى نِيْرَانِكُمُ الَّتِيْ اَوْقَدْتُمُوْهَا فَاَطْفِئُوْهَا.

অর্থ : আনাস ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর এমন এক ফেরেশতা আছে যিনি প্রত্যেক সালাতের সময় এ বলে আহ্বান করেন : হে আদম সন্তান! তোমরা তোমাদের এমন আগুনের দিকে দাঁড়াও যা তোমরাই জ্বালিয়েছো। সুতরাং তোমরা তা (সালাতের মাধ্যমে) নিভিয়ে দাও। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৩৫৩/৩৫৮)

عَنْ جَابِرٍ ؓ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

অর্থ : জাবির ؓ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ছেড়ে দেয়া। (তিরমিযী : হাদীস-২৬১৮)

খুশুখুযুর সাথে সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؓ قَالَ اَشْهَدُ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ اَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

অর্থ : উবাদাহ ইবনে সামিত ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি সালাতসমূহের উযু উত্তমরূপে করবে এবং সঠিক সময়ে সালাত আদায় করবে এবং সালাতের রুকু, সেজদাহ ও খুশুকে পরিপূর্ণ করবে, তার জন্য আল্লাহর উপর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি

তাকে ক্ষমা করবেন। আর যে এরূপ করবে না, তার জন্য আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন।
(আবু দাউদ : হাদীস-৪২৫)

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ؓ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ اِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا.

অর্থ : আম্মার ইবনে ইয়াসির ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : এমন লোকও আছে (যারা সালাত আদায় করা সত্ত্বেও সালাতের রুকন ও শর্তগুলো সঠিকভাবে আদায় না করায় এবং সালাতে পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও খুশু-খুযু না থাকায়) যারা সালাতের পরিপূর্ণ সাওয়াব পায় না। বরং তারা দশ ভাগের এক ভাগ, নয় ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের একভাগ বা অর্ধাংশ সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। (আবু দাউদ : হাদীস-৭৯৬)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ؓ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ وَيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

অর্থ : উক্ববাহ ইবনে আমির আল-জুহানী ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে দু' রাক'আত সালাত খালেস অন্তরে (মন ও ধ্যান একনিষ্ঠ করে) আদায় করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। (আবু দাউদ : হাদীস-৯০৬)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوَ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থ : যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী ؓ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে কোন বেখেয়াল না হয়ে পূর্ণ মনোযোগের সাথে দু' রাকআত সালাত আদায় করলো, তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ : হাদীস-৯০৫)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ فِيْ صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُوْلُ اِلَّا انْفَتَلَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.

অর্থ : উক্ববাহ ইবনে 'আমির আল-জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। যদি কোন মুসলিম উত্তমরূপে উযু করে, অতঃপর সালাতে দাঁড়ায় এবং সালাতে সে যা কিছু বলে (তিলাওয়াত, তাসবীহ, দু'আ, দরূদ ইত্যাদি) যদি সে জেনে বুঝে পড়ে থাকে, তাহলে সালাত শেষে সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যায় যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছেন। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-১৯০)

ফজর ও ইশা সালাতের ফযিলত

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ اَشَاهِدٌ فُلَانٌ . قَالُوْا لاَ. قَالَ اَشَاهِدٌ فُلَانٌ. قَالُوْا لاَ. قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ اَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَاِنَّ الصَّفَّ الْاَوَّلَ عَلٰى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوْهُ وَاِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللهِ تَعَالٰى.

অর্থ : উবাই ইবনে কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে ফজরের সালাত আদায় করার পর বললেন : অমুক হাযির আছেন কি? সাহাবীগণ বললেন : না। তিনি আবার বললেন অমুক হাযির আছে কি? সাহাবীগণ বললেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ দু' ওয়াক্ত (ফজর ও ইশা) সালাতই মুনাফিকদের জন্য বেশি ভারী হয়ে থাকে। তোমরা যদি এ দু' ওয়াক্ত সালাতে কী পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে তা জানতে তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তোমরা অবশ্যই এতে শামিল হতে। (আবূ দাউদ : হাদীস-৫৫৪)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

অর্থ : উসমান ইবনে আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করল সে যেন অর্ধরাত 'ইবাদতে কাটালো। আর যে ব্যক্তি 'ইশা ও ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন সারারাতই ইবাদতে কাটালো। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৫২৩/৩৫৬)

عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ رحمه الله قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِاللهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ.

অর্থ : আনাস ইবনে সীরীন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ফজরের সালাত আদায় করলো সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে গেলো। সুতরাং (হে আল্লাহর বান্দারা) আল্লাহ যেন নিজ দায়িত্বের কোন বিষয়ে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কেননা তিনি নিজ দায়িত্বের বিষয়ে যখন কারোর বিপক্ষে বাদী হবেন তাকে অবশ্যই ধরতে পারবেন। অতঃপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৫২৫/৬৫৭)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি লোকেরা জানতো যে আযান দেয়া ও সালাতের প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর

মধ্যে কী পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে তাহলে কোন উপায় না পেয়ে তারা লটারী করতো। আর তারা যদি জানতো সালাতের জন্য সকাল সকাল যাওয়ার মধ্যে কী পরিমাণ সাওয়াব, তাহলে তারা সেদিকে অন্যের আগে পৌঁছবার চেষ্টা করতো। আর তারা যদি জানতো ইশা ও ফজরের সালাতের মধ্যে কী রয়েছে, তাহলে তারা এর জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসতো। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬১৫)

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যারা অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পূর্ণজ্যোতির সুসংবাদ দাও। (আবু দাউদ : হাদীস-৫৬১)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ صَلَاةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ اٰخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَاُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ اِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুনাফিকদের জন্য ফজর ও ইশা সালাতের চাইতে ভারী কোন সালাত নেই। যদি তারা জানতো এতে কী পরিমাণ কল্যাণ রয়েছে, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসতো। আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি মুয়াজ্জিনকে ইকামত দিতে আদেশ করি এবং কোন এক ব্যক্তিকে ইমামতি করতে নির্দেশ দিয়ে যারা সালাতের জন্য বের হয়নি আগুনের মশাল দিয়ে তাদেরকে জ্বালিয়ে দেই। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৫৭)

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَوْ حَبْوًا فَلْيَفْعَلْ.

অর্থ : আবুদ্ দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। তোমাদের মধ্যে যারা সক্ষম তারা যেন দুটি সালাতে উপস্থিত হয় : ইশা ও ফজরের সালাতে। যদি হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হয় তবে সে যেন তাই করে। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৪১২/৪১৮)

قَالَ عُمَرُ لَهُ لَاَنْ اَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِيْ جَمَاعَةٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَقُوْمَ لَيْلَةً.

অর্থ : 'ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন : ফজরের সালাত জামা'আতে উপস্থিত হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয় রাতে তাহজ্জুদ সালাত আদায় অপেক্ষা (যদি তাহজ্জুদের কারণে ছুটে যায়)। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৪১৮/৪২৩)

ফজর ও আসর সালাতের ফযিলত

عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ اَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا. يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ اُنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنِّيْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَمِعَتْهُ اُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ.

অর্থ : আবু বকর ইবনে ওমরাহ ইবনে রুওয়াইবাহ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : এমন ব্যক্তি কখনোই জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সুর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করে (অর্থাৎ ফজর ও আসর সালাত।) একথা শুনে বসরার অধিবাসী একটি লোক তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট একথা শুনেছো? সে বললো, হ্যাঁ। তখন লোকটি বলে উঠলো আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নিজে এই হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছ থেকে শুনেছি। আমার দুই কানও তা শুনেছে এবং আমার অন্তর ও তা স্মরণ রেখেছে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৪৬৮/৬৩৪)

عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : আবু বকর ইবনে আবু মূসা হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা সময়ে সালাত আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ্ বুখারী : হাদীস-৫৭৪)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُوْنَ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَفِيْ صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ فَيَقُوْلُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ فَقَالُوْا تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّوْنَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মাঝে পর পর রাতে একদল এবং দিনে একদল ফেরেশতা আসে এবং উভয় দল মিলিত হয় ফজর সালাতে এবং আসর সালাতে। অতঃপর তোমাদের মাঝে ফেরেশতাদের যে দলটি ছিল তারা উঠে যান। তখন তাঁদের প্রভু তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন- (অথচ তিনি বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত) তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে সালাত আদায়রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং যখন তাদের নিকট পৌছেছি তখনও তারা সালাত আদায় করছিল। (সহীহ্ বুখারী : হাদীস-৩২২৩)

عَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا اَحْبَطَ اللّٰهُ عَمَلَهُ.

অর্থ : বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আসরের সালাত ছেড়ে দেয় আল্লাহ তার আমলকে নষ্ট করে দেন। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২৩০৪৫/২৩০৯৫)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِىْ الْبَدْرَ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ فَاِنْ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَاَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ.

অর্থ : জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমা রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : শোন! এটি যেমন দেখতে পাচ্ছো, তোমাদের প্রতিপালককেও তোমরা তেমনি দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই তোমরা যদি সূর্য উঠার পূর্বের সালাত ও সূর্য ডুবার পূর্বের সালাত আদায়ে সমর্থ হও, তাহলে তাই কর। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ পাঠ করুন।"

(সূরা ক্বফ : ৩৯) (সহীহ বুখারী : হাদীস-৫৫৪)

যুহ্‌র সালাতের ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আওয়াল ওয়াক্তে যুহরের সালাতে যাওয়ার কী ফযিলত তা যদি মানুষ জানতো তাহলে এর জন্য তারা অবশ্যই সর্বাগ্রে যেত। (বুখারী : হাদীস-৬১৫)

সঠিক সময়ে সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট কোন কাজটি অধিক প্রিয়? রাসূল ﷺ বললেন : সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৫২৭)

প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اَفْضَلِ الْعَمَلِ فَقَالَ الصَّلَاةُ لِاَوَّلِ وَقْتِهَا.

অর্থ : উম্মু ফারওয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে বাই'আত গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করা। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২৭১০৩/২৭১৪৮)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلٰى اَصْحَابِهٖ يَوْمًا فَقَالَ لَهُمْ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَا يُصَلِّيْهَا اَحَدٌ لِوَقْتِهَا اِلَّا اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَلَّاهَا بِغَيْرِ وَقْتِهَا اِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهٗ وَاِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهٗ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন : তোমরা কি জানো তোমাদের বরকতময় মহান প্রতিপালক কি বলেন? তারা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক অবগত (এ কথা তিনবার বললেন)। তিনি বলেন : "আমার ইজ্জত ও মর্যাদার কসম! যে কেউ সঠিক সময়ে সালাত আদায় করলে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে সালাতকে সঠিক সময়ে আদায় না করে অন্য সময়ে করে, আমার ইচ্ছে হলে তাকে দয়া করবো এবং ইচ্ছে হলে তাকে আযাব দিবো। (আত-তারগীব-৩৯৫/৫৮৩)

عَنْ اَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اَنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ اُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَاِلَّا كُنْتَ قَدْ اَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ.

অর্থ : আবু যার ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : হে আবু যার! আমার পর এমন সব আমীর ক্ষমতায় আসবে যারা সালাতকে মেরে ফেলবে (শেষ ওয়াক্তে আদায় করবে)। সুতরাং তুমি সময়মত (প্রথম ওয়াক্তে) সালাত আদায় করে নিও। তুমি যদি সালাতকে নির্ধারিত সময়ে (একাকী) আদায় করে নাও, তাহলে পরে ইমামের সাথে আদায় করাটা তোমার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় (তুমি যদি পরে ইমামের সাথে সালাত আদায় না করো) তুমি নিজের সালাতের হিফাযত করলে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৪৯৮/৬৪৮)

তাকবীরে উলার সাথে সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীরের) সাথে জামাআতে সালাত আদায় করতে পারলে তাকে দুটি মুক্তি সনদ দেয়া হয় : জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি এবং মুনাফিকী থেকে নিস্কৃতি। (তিরমিযী : হাদীস-২৪১)

প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ اَشَاهِدٌ فُلاَنٌ. قَالُوْا لاَ. قَالَ اَشَاهِدٌ فُلاَنٌ. قَالُوْا لاَ. قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ اَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا

لَاتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَاِنَّ الصَّفَّ الْاَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوْهُ وَاِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللهِ تَعَالَى.

অর্থ : উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন, অতঃপর বললেন : অমুক ব্যক্তি উপস্থিত আছে কী? তারা বললেন : না, তিনি (সাঃ) বললেন : অমুক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে কী? তারা বললেন : না। তিনি (সাঃ) বলেন : নিশ্চয় এই দুই ওয়াক্তের সালাত মুনাফিকদের জন্য অত্যন্ত ভারী সালাত। যদি তারা জানতো যে (এই দুই সালাতে) এতে কি ফযিলত আছে। তবে তারা হাটুতে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এতে আসতো। আর নিশ্চয় মুসল্লীদের প্রথম কাতার ফেরেশতাদের কাতারের সমতুল্য। তোমরা যদি এর (প্রথম কাতারের) ফযিলত সম্পর্কে জানতে তাহলে তোমরা এজন্য প্রতিযোগিতা করতে। নিশ্চয় দু'জনের জামা'আত একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। তিনজনের জামা'আত দু'জনের জামা'আতের চেয়ে উত্তম। জামা'আতে লোক সংখ্যা যত বেশি হবে মহান আল্লাহর নিকট তা ততই বেশি পছন্দনীয়। (আবু দাউদ : হাদীস-৫৫৪)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : পুরুষ লোকদের জন্য উত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার আর অনুত্তোম কাতার হলো সর্বশেষ কাতার। নারীদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো শেষ কাতার এবং অনুত্তোম কাতার হলো প্রথম কাতার।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-১০১৩/৬৭৮)

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি লোকেরা জানতো যে আযান দেয়া ও সালাতের প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কী পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে তাহলে লটারী করা ছাড়া কোন উপায় না পেয়ে তারা লটারী করতো। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬১৫)

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِیْ مَرَّةً.

অর্থ : ইরবাদ ইবনে সারিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম কাতারের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, আর দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৭১৪১/১৭১৮১)

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِیْ قَالَ وَعَلَى الثَّانِیْ.

অর্থ : আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় প্রথম কাতারের উপর আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দ্বিতীয় কাতার? রাসূল ﷺ বলেন : এবং দ্বিতীয় কাতারের উপর। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২২২৬৩/২২৩১৭)

জামা'আতে সালাত আদায় ও সে জন্য অপেক্ষা করার ফযিলত

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির একাকী সালাত আদায়ের চাইতে জামা'আতে সালাত আদায় সাতাশগুণ বেশি মর্যাদা রাখে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৪৫)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

অর্থ : আবু সাঈদ আল-খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : কোন ব্যক্তির জামাআতের সালাত আদায় তার একাকী সালাতের তুলনায় পঁচিশগুণ বেশি (সাওয়াব) বৃদ্ধি পায়।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১১৫২১/১১৫৩৮)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ فِتْيَانِيْ اَنْ يَسْتَعِدُّوْا لِيْ بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوْتٌ عَلٰى مَنْ فِيْهَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি মনস্থ করেছি যে, লোকদেরকে জ্বালানী কাঠের স্তূপ করতে বলি। তারপর একজনকে সালাতের ইমামতি করতে আদেশ করি এবং লোকজনসহ গিয়ে তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই, যারা জামা'আতে উপস্থিত হয় না।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৫১৫/৬৫১)

عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ ﷺ قَالَ قَالَ عَبْدُاللهِ لَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ اِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ اَوْ مَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى يَاْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ.

অর্থ : আবুল আহওয়াস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন : আমাদের ধারণা হলো মুনাফিক ও রুগ্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউই সালাতের জামাআত পরিত্যাগ করে না। এ ধরনের লোকের মুনাফিকী স্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় রুগ্ন ব্যক্তিও দুইজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে সালাতের জামা'আতে শরীক হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হিদায়াত শিখিয়েছেন। হিদায়াতের কথা ও পদ্ধতির মধ্যে এটাও একটি যে, যে মসজিদে আযান দিয়ে জামাআত অনুষ্ঠিত হয় সেই মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৫১৯)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ اَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ. فَسَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ. فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ فَاَجِبْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর এক অন্ধ সাহাবী নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসার মত কেউ নেই। তাকে বাড়িতে সালাত আদায়ের অনুমতি দেয়ার জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বাড়িতে সালাত আদায়ের অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকটি যে সময় ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন নবী ﷺ তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও? সে বললো, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, তাহলে তুমি মসজিদে আসবে।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৫১৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِىْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِىْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذٰلِكَ بِاَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَاَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ اِلَّا الصَّلاَةَ وَلاَ يَنْهَزُهُ اِلَّا الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِىْ صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِىَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مَجْلِسِهِ الَّذِىْ صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ اَوْ يُحْدِثْ فِيهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি ঘরে ও বাজারে (একাকী) সালাত আদায় অপেক্ষা

জামাআতে সালাত আদায় করলে পঁচিশ গুণ বেশি সাওয়াব পাবে। কেননা তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে উযু করে শুধুমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায় এবং একমাত্র সালাতই তাকে (ঘর থেকে) বের করে, তাহলে মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটি করে গুনাহ্ ক্ষমা হয়। মসজিদে প্রবেশ করার পর সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতের জন্য অবস্থান করবে ততক্ষণ তাকে সালাতের মধ্যেই গণ্য করা হবে। সে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সালাত আদায়ের স্থানে অবস্থান করে ফেরেশতাগণ তার জন্য এই বলে দুআ করতে থাকেন : হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। হে আল্লাহ! তার তাওবাহ কবুল করুন।" যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় অথবা তার উযু না ভাঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত মালায়িকাহ (ফেরেশতাগণ) তার জন্য এরূপ দু'আ করতে থাকে। (আবু দাউদ : হাদীস-৫৫৯)

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا اِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ اِلَى تَسْبِيْحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلَى اِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِيْ عِلِّيِّيْنَ.

অর্থ : আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফরয সালাতের জন্য উযু করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরামধারী হাজীর সমান সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি চাশতের সালাত আদায় করার জন্য বের হবে, সে একজন উমরাকারীর সমান সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর থেকে আরেক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন অনর্থক কথা বা কাজ করবে না, তাকে ইল্লিয়্যুন-এ লিপিবদ্ধ করা হবে (অর্থাৎ তার মর্যাদা সুউচ্চ হবে)। (আবু দাউদ : হাদীস-৫৫৮)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذَلِكَ اَنَّهُ

اِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ اِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَاِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কোন ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় করলে তা তার বাড়িতে ও দোকানে সালাত আদায়ের চেয়ে পঁচিশ গুণেরও অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। কারণ কোন লোক যখন সালাতের জন্য উযূ করে এবং ভালোভাবে উযূ করে মসজিদে আসে তাকে সালাত ছাড়া কোন কিছুই মসজিদে আনে না। আর সে সালাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যও পোষণ করে না। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে সে যখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করে তখন থেকে মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপের বদলে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ সে সালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ সে সালাতরত থাকে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৪৭)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ اَنْ يَنْقَلِبَ اِلَى اَهْلِهِ اِلَّا الصَّلَاةَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের জন্য অপেক্ষা করে এবং শুধু সালাতের কারণেই সে ঘরে ফিরে যায় না ততক্ষণ পর্যন্ত সে যেন সালাতরত অবস্থায়ই থাকে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১০৩০৮/১০৩১৩)

عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَنَامُ.

অর্থ : আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাতের জন্য অপেক্ষা করে ইমামের সাথে (জামাআতে) সালাত আদায় করে সে ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিক সাওয়াবের অধিকারী যে একাকী সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৫২)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشٰى اِلٰى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَصَلَّاهَا مَعَ الْاِمَامِ غُفِرَ لَهٗ ذَنْبُهٗ.

অর্থ : উসমান ইবনে আফফান ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে ফরয সালাতের জন্য পায়ে হেটে মসজিদে এসে ইমামের সাথে সালাত আদায় করে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা হয়ে যায়। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৪০১/৩০০)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِى الْجَمِيْعِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। মহান আল্লাহ অবশ্যই খুশি হন জামাআতবদ্ধ সালাতে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৫১১৩/৫১১২)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَلْمَغْرِبَ . فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ . وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ . فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ اَبْشِرُوْا . هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ اَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ . يَقُوْلُ اُنْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِىْ قَدْ قَضَوْا فَرِيْضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ اُخْرٰى.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমার ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। অতঃপর কিছু লোক চলে গেলেন এবং কিছু লোক রয়ে গেলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুতবেগে এলেন যে, তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ হয়ে গেলো। তিনি তাঁর দু' হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসলেন এবং বললেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের প্রভু আকাশের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং তিনি ফেরেশতাদের কাছে তোমাদের বিষয়ে গর্ব করে বলছেন : তোমরা আমার এ সকল বান্দার দিকে তাকাও, তারা এক ফরয আদায় করার পর অন্য ফরযের জন্য অপেক্ষা করছে। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-৮০১)

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ ثَلاَثٌ كَفَّارَاتٍ وَثَلاَثٌ دَرَجَاتٍ وَثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٍ وَثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٍ. فَامَّا الْكَفَّارَاتُ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِي السَّبَرَاتِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَنَقْلُ الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَاَمَّا الدَّرَجَاتُ فَاِطْعَامُ الطَّعَامِ وَاِفْشَاءُ السَّلاَمِ وَالصَّلاَةُ بِا للَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَامَّا الْمُنْجِيَاتُ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَخَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَّةِ وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনটি জিনিস গুনাহ মাফের নিশ্চয়তা দেয়, তিনটি জিনিস মর্যাদা বৃদ্ধি করে, তিনটি জিনিস মুক্তির সহায়ক এবং তিনটি জিনিস সর্বনাশ ডেকে আনে।

যে তিনটি জিনিস গুনাহ মাফের নিশ্চয়তা দেয় তা হচ্ছে : প্রচণ্ড শীতে নিখুঁতভাবে উযু করা এক সালাতের পর পরবর্তী সালাতের অপেক্ষায় থাকা এবং জামা'আতে গমন করা।

যে তিনটি জিনিস মর্যাদা বৃদ্ধি করে তা হলো : মানুষকে আহার করানো, বেশি বেশি সালামের প্রচলন করা এবং রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় করা।

যে তিনটি জিনিস মুক্তির সহায়ক তা হলো : রাগ ও সন্তোষ উভয় অবস্থায় ন্যায়বিচার করা, দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য উভয় অবস্থায় মধ্যম ধরনের জীবন যাপন করা এবং গোপন ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা।

আর যে তিনটি জিনিস সর্বনাশ ডেকে আনে তা হলো : কৃপণতার নীতি অনুসরণ করা, প্রবৃত্তির খেয়াল খুশি অনুযায়ী চলা এবং অহংকার করা।

(সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৪৫০/৪৫৩)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ كَفَارِسٍ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَلٰى كَشْحِهِ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ اللهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ اَوْ يَقُوْمُ وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْاَكْبَرِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তি ঐ ঘোড় সওয়ারীর ন্যায় যে তার ঘোড়াকে আল্লাহর পথে শক্তভাবে তার পেটের সাথে বেঁধে নিয়েছে (শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য) আর এটাই হচ্ছে বড় বীরত্ব। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৮৬২৫/৮৬১০)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلٰى قُلْتُ فِي الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَفِيْ نَقْلِ الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَاِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ فِي الْمَكْرُوْهَاتِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : উর্ধ জগতের অধিবাসীরা মর্যাদা বৃদ্ধি, কাফফারাহ লাভ, বেশি বেশি পদক্ষেপে (পায়ে হেঁটে) মসজিদে যাওয়া, প্রচণ্ড শীতের সময়ও উত্তমরূপে উযু করা এবং এক সালাতের পর অপর সালাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা ইত্যাদি বিষয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা সম্পর্কে বিতর্ক করছে। যে ব্যক্তি এগুলোর হিফাযত করবে তার জীবন হবে সুখময়, মৃত্যু হবে আনন্দময় এবং সে তার পাপরাশি থেকে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন তার মা তাকে জম্ম দিয়েছে। (তিরমিযী : হাদীস-৩২৩৪)

কেউ জামাআতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয়েও জামা'আত না পেলে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا اَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَجْرِهِمْ شَيْئًا.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে মসজিদে গিয়ে দেখতে পেল লোকেরা সালাত আদায় করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তাকেও জামাআতে শামিল হয়ে সালাত আদায়কারীদের সমান সাওয়াব দান করবেন। অথচ তাদের সাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।
(আবু দাউদ : হাদীস-৫৬৪)

জামা'আতে লোক সংখ্যা অধিক হওয়ার ফযিলত

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ وَاِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللهِ تَعَالَى.

অর্থ : উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন, অতঃপর বললেন : নিশ্চয় দু'জনের জামা'আত একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। তিনজনের জামা'আত দু'জনের জামা'আতের চেয়ে উত্তম। জামা'আতে লোক সংখ্যা যত বেশি হবে মহান আল্লাহর নিকট তা ততই বেশি পছন্দনীয়। (আবু দাউদ : হাদীস-৫৫৪)

খোলা ময়দানে বা জঙ্গলে সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلصَّلاَةُ فِيْ جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً فَاِذَا صَلاَّهَا فِيْ فَلاَةٍ فَاَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلاَةً.

অর্থ : আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জামাআতের সাথে সালাত আদায়ে পঁচিশগুণ সাওয়াব রয়েছে। কেউ যখন কোন খোলা মাঠে (জামাআতের সাথে) পূর্ণরূপে রুকু-সেজদাহ সহকারে সালাত আদায় করবে সে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সাওয়াব পাবে। (আবু দাউদ : হাদীস-৫৬০)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِيْ غَنَمٍ فِيْ رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا اِلَى عَبْدِيْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ : উক্ববাহ ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : তোমার প্রভু খুশি হন সেই ছাগল চালকের উপর যে একা পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে আযান দেয় এবং সালাত আদায় করে। তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন : তোমরা আমার এ বান্দার প্রতি দেখো সে আযান দেয় এবং সালাত কায়েম করে এবং আমাকে ভয় করে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করলাম। (সুনানে নাসায়ী : হাদীস-৬৬৫/৬৬৬)

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِاَرْضٍ قِيٍّ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ وَلْيُقِمْ فَاِنْ اَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَانِ وَاِنْ اَذَّنَ وَاَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ خَلْقِ اللهِ مَالَا يُرَى طَرَفَاهُ.

অর্থ : সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন খোলা ময়দানে থাকে অতঃপর সালাতের সময় ঘনিয়ে এলে উযু করে। যদি উযুর পানি না পায় তবে তায়াম্মুম করে এবং ইকামত দেয়। যদি সে ইকামত দেয় তাহলে তার সাথে ফেরেশতা সালাত আদায় করে। যদি সে আযান ও ইকামত দেয় তাহলে তার পিছনে আল্লাহর সৈনিকেরা সালাত আদায় করে যাদেরকে দেখা যায় না। (কানযুল উম্মাল-২০৯৩১)

কাতার সোজা করা ও দু'জনের মাঝখানের ফাঁক বন্ধ করে পরস্পর কাঁধে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোর ফযিলত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ.

অর্থ : 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ দু'আ করেন তাদের জন্য যারা কাতার মিলায়। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২৪৩৮১/২৪৪২৬)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْاُوْلَى وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ.

অর্থ : জাবির ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফেরেশতাগণ যেরূপ তাদের প্রতিপালকের নিকট কাতারবদ্ধ হয়ে থাকে তোমরা কি সেরূপ কাতারবদ্ধ হবে না? রাবী বলেন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট কিরূপে কাতারবদ্ধ হয়? তিনি বলেন, সর্বাগ্রে তারা প্রথম কাতার পূর্ণ করে, তারপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তী কাতারগুলো এবং তারা কাতারে পরস্পর মিলে মিলে দাঁড়ায়। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২১০২৪/২১০৬২)

عَنْ اَبِى الْقَاسِمِ الْجُدَلِىِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوا صُفُوْفَكُمْ. ثَلَاثًا وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ. قَالَ فَرَاَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

অর্থ : নুমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত লোকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন : তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর। আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করে দাঁড়াও। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের অন্তরে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিবেন। বর্ণনাকারী নু'মান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর আমি এক লোককে দেখলাম, সে তার সঙ্গীর কাঁধের সাথে নিজের কাঁধ, তার হাঁটুর সাথে নিজের হাঁটু এবং তার গোড়ালির সাথে নিজের গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে। (আবু দাউদ : হাদীস-৬৬২)

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ ﷺ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا حَتَّى كَاَنَّمَا يُسَوِّىْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَاَى اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَاَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَاللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

অর্থ : সিমাক বিন হারব হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নুমান বিন বশীর ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি তিনি বলেন। নবী ﷺ আমাদেরকে কাতারবদ্ধ করতেন এমন সোজা করে যেরূপ তীরের ফলা সোজা করা হয়। এমনকি তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা এ সম্পর্কে তাঁর তা'লীম আত্মস্থ করেছি ও বুঝেছি। অতঃপর একদিন তিনি বের হলেন এবং সালাতের জন্য দাঁড়ালেন, তিনি তাকবীর দিয়ে সালাত শুরু করতে উদ্যত হচ্ছিলেন এমন সময় তিনি (আমাদের দিকে) ঘুরে দেখতে পেলেন, একজনের বুক সামনের দিকে এগিয়ে আছে। তিনি বললেন : তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারায় বৈপরিত্য সৃষ্টি করে দিবেন। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১০০৭/৪৩৬)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ. وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَعْنَى وَلِيْنُوْا بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ. اِذَا جَاءَ رَجُلٌ اِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيْهِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُلِيْنَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِى الصَّفِّ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করে নাও, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও এবং উভয়ের মাঝখানে ফাঁক বন্ধ কর আর তোমাদের ভাইয়ের হাতে নরম হয়ে যাও। শয়তানের জন্য কাতারের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রেখে দিও না। যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহও তাকে তাঁর

রহমত দ্বারা মিলাবেন। আর যে ব্যক্তি কাতার ভঙ্গ করবে, আল্লাহও তাকে তাঁর রহমত হতে কর্তন করবেন।

ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও" এর অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি এসে কাতারে প্রবেশ করতে চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার জন্য নিজ নিজ কাঁধ নরম করে দেবে, যেন সে সহজে কাতারে শামিল হতে পারে। (আবু দাউদ : হাদীস-৬৬৬)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خِيَارُكُمْ اَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلَاةِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট হচ্ছে ঐসব লোক, যারা সালাতের মধ্যে নিজেদের কাঁধ বেশি নরম করে দেয়। (আবু দাউদ-৬৭২)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ رُصُّوا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهَا الْحَذَفُ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা (সালাতের) কাতারসমূহে মিলে মিশে দাঁড়াবে। এক কাতারকে অপর কাতারের নিকটে রাখবে। পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি, কাতারে খালি (ফাঁকা) জায়গাতে শয়তান যেন একটি বকরীর বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করছে। (আবু দাউদ : হাদীস-৬৬৭)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কাতারসমূহ সোজা করবে। কারণ কাতারসমূহ সোজা করার দ্বারাই সালাত পূর্ণতা পায়। (আবু দাউদ : হাদীস-৬৬৮)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا تُخْطِى عَبْدٌ خُطْوَةً اَعْظَمُ اَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ اِلَى فُرْجَةٍ فِى الصَّفِّ فَسَدَّهَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দার কোন পদক্ষেপই ঐ পদক্ষেপের চাইতে অধিক সাওয়াবপূর্ণ নয়, যে পদক্ষেপে কোন ব্যক্তি কাতারের খালি জায়গা পূরণের জন্য এগিয়ে যায় এবং কাতারের ফাঁকা বন্ধ করে। (মুজামুল আওসাত-৫২৪০)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نَقُوْمُ فِى الصُّفُوْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَوِيْلاً قَبْلَ اَنْ يُكَبِّرَ قَالَ اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْاُوْلٰى وَقَالَ وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ اَحَبَّ اِلَى اللهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا.

অর্থ : বারাআ ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তাকবীর বলার পূর্বে লম্বা কাতারবদ্ধ হতাম। রাবী বলেন, তিনি বলেন নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টিতে তাকান ও ফেরেশতাগণ মাগফিরাত কামনা করে ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য যারা প্রথম কাতারে শামিল হয়। আর যেকোন কদমের চাইতে আল্লাহর কাছে ঐ কদম (পায়ে চলা) অধিক পছন্দনীয় যে পদক্ষেপে (বান্দা) কাতার মিলায়। (আবু দাউদ : হাদীস-৫৪৩)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِى صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।

(মুজামুল আওসাত-৫৭৯৭, আত-তারগীব : হাদীস-৫০২)

সশব্দে আমীন বলার ফযিলত

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইমাম যখন আমীন বলবে তোমরাও তখন আমীন বলবে। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাগণের আমীন বলার সাথে হবে তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৭৮০)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ.

অর্থ : সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম যখন 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দল্লীন' বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৪৪৭৫/৭৪৯)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّاْمِيْنِ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইয়াহুদীরা তোমাদের অন্য কিছুতে এতোটা হিংসা করে না যতটা হিংসা করে তোমাদের সালাম ও আমীন বলাতে। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-৮৫৬)

'আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ'– বলার ফযিলত

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলেন তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে। কেননা যার এ উক্তি ফেরেশতার উক্তির সঙ্গে একই সময়ে উচ্চারিত হয়, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৭৯৬)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ.

অর্থ : রিফা'আহ ইবনে রাফিয 'যুরাকীয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন, তখন পিছন থেকে এক সাহাবী 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ হামদান কাসীরান ত্বায়্যিবান মুবারাকান ফীহি' বললেন। সালাত শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কে এরূপ বলেছে? উক্ত সাহাবী বললেন, আমি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখলাম ত্রিশ জনের অধিক ফেরেশতা এর সাওয়াব কে আগে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৭৯৯)

সেজদার ফযিলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوْا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِآثَارِ السُّجُوْدِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাহান্নামীদের মধ্যকার যাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা রহমত করার ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের নির্দেশ করবেন যে, যারা আল্লাহর ইবাদত করতো তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়।

ফেরেশতারা তাদেরকে বের করে আনবেন এবং সেজদার নিদর্শন থেকে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের জন্য সেজদার নিদর্শন মিটিয়ে দেয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কাজেই সেজদার নিদর্শন ছাড়া জাহান্নামের আগুন বনী আদমের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে তাদেরকে অঙ্গার পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের উপর 'আবে হায়াত' ঢেলে দেয়া হবে, তারা স্রোতে প্রবাহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মত সজীব হয়ে উঠবে। (বুখারী : হাদীস-৮০৭/৮০৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা তখন তার মহান প্রতিপালকের সবচেয়ে নিকটবর্তী হন যখন সে সেজদার অবস্থানে থাকে। সুতরাং তোমরা সিজদাহ হতে অধিক পরিমাণে দু'আ করো। (সহীহ মুসলিম - ১১১১/৪৮২)

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِىِّ ﷺ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ اَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِى اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ. اَوْ قَالَ قُلْتُ بِاَحَبِّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللهِ. فَسَكَتَ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَاَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ فَاِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً.

অর্থ : মা'দান ইবনে আবু তালহা আল-ইয়া'মারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবানের সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা করলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথবা আমি তাকে প্রিয় ও পছন্দনীয় কাজের কথা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। রাসূল ﷺ বলেছেন : তুমি

আল্লাহর জন্য অবশ্যই বেশি বেশি সিজদাহ করবে। কেননা তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সিজদাহ করবে, মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (সহীহ মুসলিম-১১২১/৪৮৮)

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الاَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ. فَقُلْتُ اَسْاَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ اَوَغَيْرَ ذٰلِكَ. قُلْتُ هُوَ ذَاكَ. قَالَ فَاَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

অর্থ : রবী'আহ ইবনে কা'ব আল-আসলামী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রাত কাটিয়ে ছিলাম। আমি তাঁর উযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি কিছু চাও? আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আরও কিছু? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সেজদা করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য কর। (সহীহ মুসলিম-১১২২/৪৮৯)

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ اَحَبَّ اِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَاَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِيْ خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاَمَّا الْاَثَرَانِ فَاَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

অর্থ : আবু উমামাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহর কাছে দুটি ফোঁটা ও দুটি নিদর্শনের চাইতে প্রিয় বস্তু আর কিছু নেই। ফোঁটা দুটি হলো : আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুবিন্দু এবং আল্লাহর পথে প্রবাহিত রক্তবিন্দু। আর নির্দশন দুটি হলো : আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষত এবং আল্লাহর ফরযসমূহের কোন ফরয আদায় করতে গিয়ে যে ক্ষত হয় (যেমন কপালে সেজদার দাগ)। (সহীহ তিরমিযী-১৬৬৯)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ اُمَّتِيْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَاَنَا اَعْرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فِيْ كَثْرَةِ الْخَلَائِقِ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ دَخَلْتَ صَبْرَةً فِيْهَا خَيْلٌ دُهْمٌ بُهْمٌ

وَفِيْهَا فَرَسٌ اَغَرُّ مُحَجَّلٌ اَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا قَالَ بَلَى قَالَ فَاِنَّ اُمَّتِيْ يَوْمَئِذٍ غُرٌّ مِنَ السُّجُوْدِ مُحَجَّلُوْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র আল-মাযিনী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মতের যে কাউকে আমি কিয়ামতের দিন চিনতে পারবো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতো সৃষ্টির মাঝে আপনি তাদেরকে কীভাবে চিনবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আচ্ছা, যদি তোমার কোন সাদা কপাল ও সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া অন্য কালো ঘোড়ার মাঝে একত্রে থাকে তাহলে তুমি কি তোমার ঘোড়া চিনতে পারবে না? তিনি বললেন হ্যাঁ, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মুখমণ্ডল সেজদার কারণে আলো উদ্ভাসিত হবে এবং উযুর কারণে হাত ও মুখ চমকাবে।
(মুসনাদে আহমদ-১৭৬৯৩/১৭৭২৯)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا.

অর্থ : আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : আমার প্রতিপালক (কিয়ামতের দিন) তাঁর পদনালী খুলে দিবেন। তখন প্রত্যেক মুমিন নর ও নারী সেজদা করবে। তবে দুনিয়াতে যারা লোক দেখানোর জন্য ও শুনানোর উদ্দেশ্যে সেজদা করতো তারাও সেজদাহ করতে উদ্যত হবে কিন্তু তাদের কোমর তক্তার মত হয়ে যাবে। ফলে তারা সেজদাহ করতে পারবে না। (সহীহ বুখারী-৪৯১৯, ৪৬৩৫)

রুকুর ফযিলত

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً اَوْ سَجَدَ سَجْدَةً رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ.

অর্থ : আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি একবার রুকু করে কিংবা একবার সেজদাহ করে এর দ্বারা তার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসনাদে আহমদ-২১৩০৮/২১৩৪৬)

ফাযায়িলে জুমু'আহ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন নামাজের জন্যে আহবান (আযান প্রদান) করা হবে তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্যে শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (সূরা জুমআ : আয়াত-৯)

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا ۨ انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ۭ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

অর্থ : যখন তারা কোন ক্রয়-বিক্রয় বা খেল- তামাশা দেখে তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যায়। (হে মুহাম্মাদ) বল: আল্লাহর নিকট যা আছে তা খেল-তামাশা ও ক্রয়-বিক্রয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। (সূরা জুমআ : আয়াত-১১)

হাদীস

জুমু'আহর দিনের ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমুআহর দিন সর্বোত্তম। এই দিন আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিন তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, জুমুআহর দিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (মুসলিম-২০১৪/৮৫৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِىْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَنَا اللهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ فَالْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা সর্বশেষ আগত উম্মত। কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরাই হবো সকলের অগ্রবর্তী তবে তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের আগে এবং আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পরে। এটি সেইদিন যা তাদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এই দিনটি সম্পর্কে মতভেদে লিপ্ত হলো। আল্লাহ আমাদেরকে এ দিনটির ব্যাপারে হিদায়াত দান করেছেন। অতএব তারা আমাদের পশ্চাদগামী। ইয়াহুদীদের জন্য পরের দিন (শনিবার) এবং খৃষ্টানদের জন্য তার পরের দিন (রবিবার)। অর্থাৎ (কিয়ামতের দিন জুমু'আহর ফযিলতের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদী পূর্ববর্তীদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস -২০১৮/৮৫৫)

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ يَبْعَثُ الْاَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى هَيْئَتِهَا وَيَبْعَثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيْرَةً اَهْلُهَا يَحُفُّوْنَ بِهَا كَالْعُرُوْسِ تَهْدِىْ اِلٰى كَرِيْمِهَا تُضِىْءُ لَهُمْ يَمْشُوْنَ فِىْ ضَوْئِهَا اَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا وَ رِيْحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ يَخُوْضُوْنَ فِىْ جِبَالِ الْكَافُوْرِ يَنْظُرُ اِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ مَا يُطْرِقُوْنَ تَعَجُّبًا حَتّٰى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا يُخَالِطُهُمْ اَحَدٌ اِلَّا الْمُؤَذِّنُوْنَ الْمُحْتَسِبُوْنَ.

অর্থ : আবু মূসা আল-আশ'আরী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ কিয়ামতের দিনসমূহকে তার আকৃতিতে পুনরুত্থান করবেন। সেদিন জুমু'আহর দিনকে উত্থিত করা হবে উজ্জ্বল আলোকময় করে। যারা জুমু'আহর সালাত আদায় করেছে তারা তাকে ঘিরে রাখবে নববধূর মতো, যেন তার বরকে হাদিয়া দেয়া হবে। সে তাদেরকে আলো দান করবে। তারা তার আলোতে চলবে। তাদের রং

হবে বরফের মত সাদা এবং তাদের ঘ্রাণ মিশকের ঘ্রাণের মতো ছড়িয়ে পড়বে, তারা কর্পূরের পাহাড়ে আরোহণ করবে। জ্বিন এবং মানুষেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে যতক্ষণ না তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে মুয়াজ্জিন সাওয়াবের আশায় আযান দিয়েছে তারা ব্যতীত অন্য কেউ তাদের সাথে মিলিত হতে পারবে না। (ইবনে খুযাইমাহ-১৭৩০)

জুমু'আহ্ সালাতের জন্য উযু ও গোসল করে সকাল সকাল মসজিদে যাওয়ার ফযিলত

عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَاَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ اَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ اِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ اَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ اَنْصَتَ اِذَا خَرَجَ اِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا. قَالَ وَيَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَيَقُوْلُ اِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا.

অর্থ : আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করবে, তার কাছে সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করবে, তারপর জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাবে, সেখানে (সামনে যাওয়ার জন্য) লোকদের ঘাড় টপকাবে না এবং মহান আল্লাহ নির্ধারিত সালাত আদায় করে ইমামের খুতবাহ্র জন্য বের হওয়া থেকে সালাত শেষ করা পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করবে-তাহলে এটা তার জন্য এ জুমু'আহ ও তার পূর্ববর্তী জুমু'আহর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহ্র কাফ্ফারাহ হয়ে যাবে। আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, আরো তিন দিনের গুনাহেরও কাফফারাহ হবে। কেননা নেক কাজের সাওয়াব কমপক্ষে দশ গুণ হয়। (আবু দাউদ : হাদীস-৩৪৩)

عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ الثَّقَفِيِّ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ

الْاِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ اَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

অর্থ : আওস ইবনে আওস আস-সাক্বাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন গোসল করবে এবং (স্ত্রীকেও) গোসল করাবে, প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগবে এবং জাগাবে, জুমু'আহর জন্য বাহনে চড়ে নয় বরং পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে এবং কোনরূপ অনর্থক কথা না বলে ইমামের নিকটে বসে খুতবাহ শুনবে, তার (মসজিদে যাওয়ার) প্রতিটি পদক্ষেপ সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে এক বছর যাবত সিয়াম পালন ও রাতভর সালাত আদায়ের (সমান) সাওয়াব পাবে। (আবু দাউদ-৩৪৫)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اَنَّهُ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ امْرَاَتِهِ اِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন গোসল করবে, তার স্ত্রীর সুগন্ধি থাকলে তা থেকে ব্যবহার করবে এবং উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে (মসজিদে এসে) লোকদের ঘাড় না টপকিয়ে খুতবাহ্র সময় কোন নিরর্থক কথাবার্তা না বলে চুপ থাকবে, তা তার দু' জুমু'আর মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গুনাহর জন্য কাফফারাহ হবে। আর যে ব্যক্তি নিরর্থক কথা বলবে এবং লোকদের ঘাড় টপকাবে সে জুমু'আর (সাওয়াব পাবে না) কেবল যুহরের সালাতের সম পরিমাণ (সাওয়াব পাবে)। (আবু দাউদ : হাদীস-৩৪৭)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ

فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন জানাবাতের গোসলের ন্যায় গোসল করে সর্বপ্রথম জুমু'আহর সালাতের জন্য মসজিদে চলে আসবে, সে যেন একটি উট কুরবানীর সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি তারপরে আসবে সে একটি গাভী কুরবানীর সাওয়াব পাবে। তারপর তৃতীয় নম্বরে যে আসবে সে একটি ছাগল কুরবানীর সাওয়াব পাবে। তারপর চতুর্থ নম্বরে যে আসবে সে একটি মুরগী কুরবানীর সাওয়াব পাবে। তারপর পঞ্চম নম্বরে যে আসবে সে আল্লাহর পথে একটি ডিম সদকাহ করার সাওয়াব পাবে। অতঃপর ইমাম যখন খুত্‌বাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন, তখন ফেরেশতারা খুতবাহ শোনার জন্য উপস্থিত হন। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৮৮১)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর জুমু'আহর সালাত আদায় করতে আসে, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে মনোযোগ সহকারে নীরবে খুৎবাহ্ শুনে তার এ জুমু'আহ্ হতে পরবর্তী জুমু'আহ পর্যন্ত এবং আরো তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি কাঁকর, বালি ইত্যাদি নাড়াচাড়া করলো সে অনর্থক কাজ করলো। (আবু দাউদ : হাদীস-১০৫২/১০৫০)

জুমু'আহর দিনে যে সময়ে দু'আ কবুল হয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ يَسْاَلُ اللهَ تَعَالٰى شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَاَشَارَ بِيَدِهٖ يُقَلِّلُهَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : জুমু'আর দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই তিনি তাকে দান করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সেই সময়টি খুবই সংক্ষিপ্ত। (সহীহ্ বুখারী : হাদীস-৯৩৫)

নফল সালাতের ফযিলত

নফল সালাতের বিশেষ ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنْ اِنْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوِ ذٰلِكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম তার ফরয সালাতের হিসাব নিবেন। যদি ফরয সালাত পরিপূর্ণ ও ঠিক থাকে তাহলে সে সফলকাম হবে ও মুক্তি পাবে। আর যদি ফরয সালাতে কোন ঘাটতি দেখা যায় তখন ফেরেশতাদের বলা হবে, দেখো তো আমার বান্দার কোন নফল সালাত আছে কি-না? অতঃপর তার নফল সালাত দিয়ে ফরযের এ ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য আমলগুলোও (যেমন-সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি) এভাবে গ্রহণ করা হবে।

(নাসায়ী : হাদীস-৪৬৪/৪৬৫)

সুন্নাত ও নফল সালাত বাড়িতে আদায়ের ফযিলত

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

অর্থ : যায়িদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফরয সালাত ছাড়া তোমাদের বাড়িতে আদায়কৃত সালাতই অতি উত্তম।

(সহীহ তিরমিযী : হাদীস-৪৫০)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «اجْعَلُوا فِىْ بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا».

অর্থ : ইবনে ওমর ؓ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের কিছু সালাত তোমাদের বাড়িতে আদায় করো। তাকে কবরস্থানে পরিণত করো না। (আবু দাউদ : হাদীস-১০৪৫/১০৪৩)

عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ اِذَا قَضَى اَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهٖ نَصِيْبًا مِنْ صَلَاتِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهٖ مِنْ صَلَاتِهٖ خَيْرًا.

অর্থ : জাবির ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারোর মসজিদে সালাত আদায় শেষ হলে সে যেন কিছু সালাত বাড়িতে আদায়ের জন্য রেখে দেয়। কেননা আল্লাহ তার এ সালাতের জন্য তার বাড়িতে কল্যাণ দান করবেন।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৮৫৮/৭৭৮)

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لَا يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

অর্থ : আবু মূসা ؓ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে বাড়িতে আল্লাহর যিকির হয় আর যে বাড়িতে আল্লাহর যিকির হয় না তার উদাহরণ হলো, জীবিত ও মৃতের উদাহরণ। (বুখারী-৫৯২৮ মুসলিম-৭৭৯)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

অর্থ : যায়িদ ইবনে সাবিত ؓ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের কর্মসমূহ হতে যা দেখেছি তা চিনেছি। হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করো। কেননা ফরয সালাত ব্যতীত কোন ব্যক্তির অন্যান্য সালাত তার বাড়িতে আদায় করা অধিকউত্তম। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৭৩১)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا اَفْضَلُ ؟ اَلصَّلاَةُ فِىْ بَيْتِىْ اَوِ الصَّلاَةُ فِى الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ اَلاَ تَرٰى اِلٰى بَيْتِىْ ؟ مَا اَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاَنْ اُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِىْ اَحَبُّ اِلَىَّ مَنْ اَنْ اُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ . اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার ঘরে এবং মসজিদে সালাত আদায়ের মধ্যে কোনটি অধিক উত্তম তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ﷺ বলেন : তুমি কি দেখছো না যে, আমার ঘর মসজিদের কত কাছে হওয়া সত্ত্বেও আমি ফরয সালাত ছাড়া অন্যান্য সালাত মসজিদের তুলনায় নিজের ঘরে আদায় করা অধিক পছন্দ করি। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-১৩৭৮)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهٖ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

অর্থ : যায়িদ ইবনে সাবিত ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ফরয সালাত ছাড়া কোন ব্যক্তির অন্যান্য সালাত তার ঘরে আদায় করা আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) আদায় করার চাইতেও উত্তম।
(আবু দাউদ : হাদীস-১০৪৬/১০৪৪)

عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فَضْلُ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهٖ عَلٰى صَلاَتِهٖ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ كَفَضْلِ الْفَرِيْضَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ.

অর্থ : দামরাহ ইবনে হাবীব (র) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনসম্মুখে (সুন্নাত ও নফল) সালাত আদায়ের চাইতে কোন ব্যক্তির নিজ বাড়িতে আদায় করাটা বেশি ফযিলতপূর্ণ যেমন ফযিলত রয়েছে নফলের উপর ফরযের।
(শু'আবুল ঈমান : হাদীস-৩২৫৯)

লোক চক্ষুর অন্তরালে নফল সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : الصَّلَاةُ تَطَوُّعًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ مِثْلُ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ صَلَاةً عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ.

অর্থ : সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : লোক চক্ষুর অন্তরালে নফল সালাত আদায়ে পঁচিশ গুণ বেশি ফযিলতপূর্ণ ঐ নফল সালাতের চাইতে যা মানুষের চোখের সামনে (জনসম্মুখে) আদায় করা হয়। (সহীহ জামিউস সাগীর-২৫৪)

দৈনিক বার রাকআত সুন্নাত সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

অর্থ : উম্মু হাবীবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দিন রাতে বার রাকআত সালাত রয়েছে। এগুলো আদায়কারীর জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হয়। যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের (ফরযের) পরে দুই রাকআত, ইশার (ফরযের) পরে দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরয সালাতের) পূর্বে দুই রাকআত। (তিরমিযী : হাদীস-৪১৫)

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাতের ফযিলত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নাত দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চাইতেও উত্তম। (তিরমিযী : হাদীস-৪১৬)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বে দুই রাক‘আতের চেয়ে অধিক দৃঢ় প্রত্যয় অন্য কোন নফল সালাতে রাখতেন না। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৭১৯/৭২৪)

যুহরের পূর্বে ও পরে সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ اُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلَى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ.

অর্থ : আনবাসাহ ইবনে আবু সুফিয়ান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি যুহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাক‘আত ও তারপরে চার রাক‘আত সালাতের হিফাযত করে, আল্লাহর তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। (আবূ দাউদ হাদীস-১২৭১)

عَنْ اَبِيْ اَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ.

অর্থ : আবু আইয়ূব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যুহরের পূর্বে এক সালামে চার রাক‘আত সালাত আছে, এগুলোর জন্য আকাশের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয়। (আবূ দাউদ : হাদীস-১২৬৯)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ اَرْبَعًا بَعْدَ اَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاُحِبُّ اَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে সায়িব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুহরের পূর্বে সূর্য ঢলার পর চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তিনি বলতেন : এটা এমন একটি মুহূর্ত, যে সময় আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। আর আমি পছন্দ করি যে, এ সময় আমার নেক আমল উঠানো হোক। (আহমাদ : হাদীস-২৩৫৫১)

'আসরের পূর্বে সালাত আদায়

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا.

অর্থ : ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : আল্লাহর এমন ব্যক্তির উপর দয়া প্রদর্শন করেন, যে আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকআত সালাত পড়ে। (আবু দাউদ : হাদীস-১২৭১)

রাতের তাহাজ্জুদ সালাতের ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ফরয সালাতের পর সর্বোৎকৃষ্ট সালাত হলো রাতের (তাহাজ্জুদের) সালাত। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৮১২/১১৬৩)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَاَيْقَظَ امْرَاَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত প্রদর্শন করেন, যে রাতে উঠে নিজেও সালাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও সজাগ করে আর সেও

সালাত আদায় করে। সে উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয় আল্লাহ এমন নারীর প্রতিও রহমত বর্ষণ করেন, যে রাতে উঠে নিজেও সালাত আদায় করে এবং তার স্বামীকেও সজাগ করে দেয়। আর সে উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।

(আবু দাউদ : হাদীস-১৪৫২/১৪৫০)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا اَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِى الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ.

অর্থ : আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে নিজে জাগ্রত হলো এবং তার স্ত্রীকেও জাগ্রত করলো। অতঃপর তারা উভয়ে একত্রে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলো, তাদের উভয়কে আল্লাহর অধিক যিকিরকারী ও অধিক যিকিরকারীনীর তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

(আবু দাউদ : হাদীস-১৩১১/১৩০৯)

عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا اَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَلَانَ الْكَلَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

অর্থ : আবু মালিক আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতের একটি কক্ষ আছে। যার ভেতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভেতর দেখা যায়। আল্লাহ তা তৈরি করেছেন এমন ব্যক্তির জন্য যে মানুষকে খাদ্য খাওয়ায়, উত্তম কথা বলে, সিয়ামের অনুসরণ করে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় করে।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২২৯০৫/২২৯৫৬)

عَنْ زِيَادٍ اَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا-

অর্থ : যিয়াদ হতে বর্ণিত। তিনি মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এতো বেশি সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার তো আগের ও পরের ভুলত্রুটি মাফ করে দেয়া হয়েছে। নবী ﷺ বললেন : তবে কি আমি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?।

(বুখারী : হাদীস-৪৮৩৬)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর নিকট নবী দাউদ আলাইহিস সালাম-এর সালাতই অধিক পছন্দনীয় সালাত এবং দাউদ আলাইহিস সালাম-এর সওম পালনই বেশি প্রিয় সওম। তিনি রাতের অর্ধেক ঘুমাতেন এবং এক তৃতীয়াংশ জেগে সালাত আদায় করতেন। কখনো বা তিনি এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন সওম পালন করতেন এবং একদিন পানাহার করতেন।

(বুখারী : হাদীস-১১৩১)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

অর্থ : জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : রাতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে কোন মুসলিম ঐ সময়ে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন কল্যাণ প্রার্থনা করুক না কেন তাকে তা দেয়া হবে। আর প্রতিটি রাতেই এরূপ মুহূর্ত হয়ে থাকে।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৮০৬/৭৫৭)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ دَاَبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ اِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ.

অর্থ : আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের উচিত, রাতের নফল সালাত আদায় করা। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলদের অনুসৃত রীতি, তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায়। কৃত গুনাহসমূহের কাফফারাহ এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সহায়ক। (তিরমিযী-৩৫৪৯)

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ وَيَضْحَكُ اِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ وَالَّذِىْ لَهُ امْرَاَةٌ حَسَنَةٌ وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِىْ وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ .

অর্থ : আবুদ্ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তাদের দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং তাদের দেখে আনন্দিত হন। (তাদের দ্বিতীয়জন হলো) সেই ব্যক্তি যার সুন্দরী স্ত্রী ও নরম সুন্দর বিছানা থাকা সত্ত্বেও রাতে ঘুম থেকে জাগে। আল্লাহ তাকে লক্ষ্য করে বলেন : সে আরাম-আয়েশ ও প্রবৃত্তির লালসা ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করেছে। ইচ্ছে করলে সে ঘুমিয়ে থাকতে পারতো। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৬২৩/৬২৯)

রাতে জেগে উঠে যে দুআ পাঠ করা ফযিলতপূর্ণ

عَنْ عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ اَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فَاِنْ تَوَضَّاَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

অর্থ : উবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে জেগে উঠে এ দু'আ পাঠ করে : (অর্থ) "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই, তিনিই সবকিছুর উপর শক্তিমান। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যই, আল্লাহ্ পবিত্র, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ্ মহান, গুনাহ্ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই আল্লাহ্র তাওফিক ছাড়া।" অতঃপর বলে : "হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন।" বা অন্য কোন দু'আ করে, তার দু'আ কবুল হয়। অতঃপর যদি উযূ করে সালাত আদায় করে তবে তার সালাত কবুল হয়। (বুখারী : হাদীস-১১৫৪)

বিতর সালাতের ফযিলত

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رضي الله عنه اَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلَى اَنْ يَّطْلُعَ الْفَجْرُ.

অর্থ : খারিজাহ ইবনে হুজাফাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ একটি সালাত দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন। এটা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম, তা হলো বিতরের সালাত। তোমাদের জন্য এটা ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায়ের জন্য নির্ধারিত করেছেন।

(সহীহ তিরমিযী : হাদীস-৪৫২)

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَاَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ.

অর্থ : আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ বিতর (বিজোড়), তিনি বিতরকে ভালোবাসেন। হে কুরআনের বাহকগণ (মুমিনগণ)! তোমরা বিতর আদায় কর।

(মুসনাদে আহমদ হাদীস-১২২৫/১২২৪)

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ خَافَ اَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ اَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ اَنْ يَقُوْمَ اٰخِرَهُ فَلْيُوتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَاِنَّ صَلاَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذٰلِكَ اَفْضَلُ.

অর্থ : জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারবে না বলে আশঙ্কা করে, সে যেন রাতের প্রথম দিকেই বিতর সালাত আদায় করে নেয়। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষরাতে (সালাত) দাঁড়ানোর আগ্রহ পোষণ করে , সে যেন শেষ রাতেই বিতর আদায় করে। কেননা শেষরাতে (কুরআন পাঠ করায়) ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। আর এটাই উত্তম।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৮০২/৭৫৫)

রাতে ও দিনে তাহিয়্যাতুল উযূর সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِيْ بِاَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلاَمِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِى الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجَى عِنْدِيْ اَنِّيْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةِ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اِلاَّ صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ اَنْ اُصَلِّيَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ফজরের সালাতের সময় বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক সন্তুষ্টমূলক যে আমল তুমি করেছ, সেটা কি তা আমাকে বলো। কেননা, (মিরাজের রাতে) জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার কাছে এর চেয়ে সন্তুষ্টমূলক কোন আমল আমি করিনি। দিন রাতের যে কোন সময়েই আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই আমি সে তাহারাত দ্বারা সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাকদীরে লিখা ছিল।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-১১৪৯)

সালাতুয যুহা বা চাশতের সালাতের ফযিলত

উল্লেখ্য চাশত ফারসী শব্দ। হাদীসে বর্ণিত সালাতুয যুহা এ উপমহাদেশে চাশতের সালাত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আরবি যুহা শব্দের অর্থ সূর্যের ঔজ্জ্বল্য খুব ভালোভাবে প্রস্ফুটিত হওয়া। যা সূর্যোদয়ের প্রায় ৩ ঘণ্টা পর প্রকাশ পায় এবং যাকে প্রথম প্রহরও বলা হয়। এ সালাত প্রথম প্রহরের পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা হয় বলে এর নাম যুহা রাখা হয়েছে।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَى الضُّحَى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَامَ

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতি মাসে তিনদিন সওম পালন করতে, দু' রাকআত সালাতুয যুহা আদায় করতে এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সালাত আদায় করতে উপদেশ দিয়েছেন। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৯৮১)

عَنْ اَبِي ذَرٍّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

অর্থ : আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের শরীরের প্রত্যেকটি গ্রন্থির সংযোগস্থল বাবদ প্রতিদিন সদকাহ্ দেয়া উচিত। প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করা একটি সদকাহ্, প্রত্যেক 'আল্-হামদুলিল্লাহ' বলা একটি সদকাহ্, প্রতিটি 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' বলা একটি সদকাহ্, প্রতিটি তাকবীর পাঠ একটি সদকাহ্, সৎ কাজের আদেশ একটি সদকাহ্, অসৎ কাজে নিষেধ করা একটি সদকাহ্, আর চাশতের (অর্থাৎ পূর্বাহ্ন) দুই রাক'আত সালাত এসব কিছুর পরিপূরক হতে পারে।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৭০৪/৭২০)

عَنْ اَبِىْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى الْاِنْسَانِ سِتُّوْنَ وَثَلَاثُ مِائَةِ مَفْصِلٍ فَعَلَيْهِ اَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا صَدَقَةً قَالُوْا فَمَنِ الَّذِىْ يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا اَوْ الشَّىْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ فَاِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْكَ.

অর্থ : বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: তিনি বলেছেন মানুষের দেহে তিনশত ষাটটি গ্রন্থি রয়েছে। কাজেই প্রত্যেকটি গ্রন্থির জন্য সদকাহ করা ওয়াজিব। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এসব সদকাহ কী? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মসজিদে কোন ময়লা দেখলে তা পুঁতে ফেলো, রাস্তায় কোন আবর্জনা দেখলে তা সরিয়ে ফেলো। এটাও যদি না পারো তাহলে সালাতুয যুহার (দুপুরের পূর্বের) দু' রাকআত সালাত তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২২৯৯৮/২৩০৪৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُحَافِظُ عَلٰى صَلَاةِ الضُّحٰى اِلَّا اَوَّابٌ قَالَ: وَهِىَ صَلَاةُ الْاَوَّابِيْنَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যুহার (চাশতের) সালাত কেবলমাত্র আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দারাই হিফাযত করে থাকেন। এটাতো আওয়াবীন (তথা তাওবাহকারীদের) সালাত। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৬৭৩/৬৭৬)

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَا تُعْجِزْنِىْ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِىْ اَوَّلِ نَهَارِكَ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ.

অর্থ : নুয়াইম ইবনে হাম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমার দিনের পূর্বাহ্নের মধ্যে চার রাকআত সালাত থেকে আমাকে পরিত্যাগ করো না। তাহলে আমি তোমার পরকালের জন্য যথেষ্ট বা যিম্মাদার হবো। (আবু দাউদ : হাদীস-১২৯১/১২৮৯)

ইশরাকের সালাত আদায়ের ফযিলত

ইশরাক শব্দের অর্থ হলো আলোকিত হওয়া। সূর্য উঠার পর জগৎ আলোকিত হয় বলে সূর্যোদয়ের পর যে সালাতের ইঙ্গিত বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায় মুহাদ্দিসীনে কিরামের পরিভাষায় তা সালাতুল ইশরাক বা ইশরাকের সালাত। কেউ কেউ চাশত ও ইশরাকের মধ্যে পার্থক্য না করতে পেরে দুটোকে এক করে ফেলেছেন। আসলে 'যুহা' সম্পর্কে হাদীসগুলোর মধ্যে যেসব বর্ণনায় ফজরের সালাত আদায়ের পর থেকে সূর্য উঠা পর্যন্ত ঐ জায়গাতেই বসা থেকে না উঠে যুহার সালাত আদায়ের কথা বলা আছে। কেবল সে বর্ণনাগুলোকেই মুহাদ্দিসগণ ইশরাক বলে অভিহিত করেছেন। এর রাকআত সংখ্যা দুই। এ সালাত সূর্য উঠার ২০/২৫ মিনিট পর পড়তে হয়। এর ফযিলত সম্পর্কিত সহীহ হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হলো-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামআতের সাথে আদায় করার পর সেখানে বসে বসে আল্লাহর যিকির করে যতক্ষণ না সূর্য উঠে। তারপর সে দু' রাকআত সালাত আদায় করে। তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ হজ্জ ও উমরাহর সাওয়াবের সমান নেকী হয়। বর্ণনাকারী বলেন যে, নবী ﷺ তিনবার বলেছেন পূর্ণাঙ্গভাবে। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৪৬১/৪৬৪)

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِيْ اِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِيْ عِلِّيِّيْنَ.

অর্থ : আবু উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক সালাতের পরে আর এক সালাত (ধারাবাহিক সালাত) যার মাঝখানে কোনো গুনাহ হয়নি, তা ইল্লীয়্যিনে (উচ্চ মর্যাদায়) লিপিবদ্ধ হয়।

(আবু দাউদ হাদীস-১২৯০/১২৮৮)

সালাতুত তাসবীহের ফযিলত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ اَلاَ اُعْطِيْكَ اَلاَ اَمْنَحُكَ اَلاَ اَحْبُوْكَ اَلاَ اَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَاَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ اَنْ تُصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَاُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِيْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمْرِكَ مَرَّةً.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)-কে বললেন : হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে উপঢৌকন দিবো না? আমি কি আপনার দশটি মহৎ কাজ করে দিবো না? সুতরাং যখন আপনি সেগুলো বাস্তবায়ন করবেন, তখন আল্লাহ আপনার প্রথম ও শেষ, অতীত ও বর্তমান, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, ছোট ও বড়, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। সে দশটি মহৎ কর্ম হচ্ছে এই

: আপনি চার রাকআতের (সালাতে প্রত্যেকটিতে) কিরআত পড়া থেকে অবসর হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় বলবেন, "সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" পনের বার, পরে রুকু করুন এবং রুকু অবস্থায় তা বলুন দশবার, আবার রুকু থেকে মাথা তুলে তা দশবার বলুন, পরে সেজদাহ্ অবস্থায় তা বলুন দশবার, এবার সেজদাহ্ থেকে মাথা তুলে তা বলুন দশবার। আবার সেজদাহ্ করুন, সেখানে তা বলুন দশবার। অতঃপর সেজদাহ্ থেকে মাথা তুলে তা বলুন দশবার, এ নিয়মে প্রত্যেক রাকআতে তাসবীহর সংখ্যা হবে পঁচাত্তর বার এবং তা করতে থাকুন পূর্ণ চার রাকআতে (ফলে গোটা সালাতে তাসবীহর সংখ্যা দাঁড়াবে তিনশ বার)। যদি আপনার সাধ্য থাকে তাহলে উক্ত সালাত পড়ুন দৈনিক একবার। যদি তা না হয়, তাহলে অন্তত সপ্তাহে একবার, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত মাসে একবার, আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে বছরে একবার, আর যদি তাও না হয় তাহলে অন্তত গোটা জীবনে একবার। (আবু দাউদ : হাদীস-১২৯৯/১২৯৭)

সালাতুত তাওবাহ্ বা তাওবাহ্র সালাতের ফযিলত

عَنْ اَبُوْ بَكْرٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ اِلَّا غُفِرَ لَهُ ثُمَّ قَرَاَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

অর্থ : আবু বকর ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি যখন গুনাহ্ করে। অতঃপর উঠে দাঁড়ায় ও পবিত্রতা অর্জন করে দু' রাকআত সালাত আদায় করে। অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন : (অর্থ) "যারা কোন পাপ কাজ করার পর অথবা নিজেদের উপর জুলুম করার পর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ ছাড়া কে আছে তাদের গুনাহ্ ক্ষমা করার? অতঃপর জেনেশুনে কৃত গুনাহের পুনরাবৃত্তি করে না।" (তিরমিযী হাদীস-৩০০৬)

সালাতুল হাজাত এর ফযিলত

عَنْ عُثْمَانِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه اَنَّ اَعْمٰى اَتَى اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اُدْعُ اللهَ اَنْ يَكْشِفَ لِيْ عَنْ بَصَرِيْ قَالَ اَوْ اَدَعُكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّهُ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ ذِهَابُ بَصَرِيْ قَالَ فَانْطَلِقْ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّيْ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّيْ اَتَوَجَّهُ اِلَى رَبِّيْ بِكَ اَنْ يَّكْشِفَ لِيْ عَنْ بَصَرِيْ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ وَشَفِّعْنِيْ فِيْ نَفْسِيْ فَرَجَعَ وَقَدْ كَشَفَ اللهُ عَنْ بَصَرِهٖ.

অর্থ : উসমান ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদা এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন আমার দৃষ্টি খুলে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার এ বিষয়টা কি আমি বাদ দিবো? (অর্থাৎ তুমি ধৈর্য ধরো)। লোকটি বললো, হে আল্লাহ রাসূল! আমার অন্ধ হয়ে যাওয়াটা আমার জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বেশ, তাহলে যাও এবং উযু করো। অতঃপর দু' রাকআত সালাত আদায় করো। তারপর বলো : (অর্থ) হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং রহমতের নবী আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে আপনার দিকে মনোনিবেশ করছি। হে মুহাম্মদ! আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করছি এবং প্রার্থনা করছি, যেন আমার দৃষ্টি খুলে দেন। হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করুন। অতঃপর সে ফিরে এলো। তখন আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

(সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৬৭৮/৬৮১)

ইস্তিখারার সালাত এর ফযিলত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْاُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ

بِعِلْمِكَ وَاَسْتَعِيْنُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ اَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهِ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ اَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهِ قَالَ وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ.

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন অনুরূপভাবে ইস্তিখারাও শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ কোন মহৎ কিংবা বিরাট কাজের মনস্থ করে, তখন সে যেন ফরয ছাড়া দু রাকআত নফল সালাত আদায় করে এবং বলে :

অর্থ: " হে আল্লাহ! আপনার অবগতি দ্বারা আপনার কাছে পরামর্শ চাই। আপনার কুদরত দ্বারা আমি শক্তি কামনা করি। আমি আপনার মহান অনুগ্রহ কামনা করি। আপনিই ক্ষমতাবান, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আপনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত, আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর আপনিই অদৃশ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। হে আল্লাহ! আপনি অবগত যে আমার এ কাজ (সে নির্দিষ্ট কাজের নাম নিবে) আমার দ্বীন, পার্থিব জীবন, পরকাল এবং সর্বোপরি আমার পরিণামে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হলে তা আমাকে হাসিল করার শক্তি দিন, আমার জন্য তা সহজতর করে দিন এবং আমার জন্য তাতে বরকত দান দরুন। আর যদি আপনি জানেন যে, সেটা আমার যাবতীয় কাজে অকল্যাণকর ও অমঙ্গলজনক, তাহলে আমাকে তা থেকে দূরে রাখুন এবং সেটিকেও আমার থেকে ফিরিয়ে নিন, আর যা আমার জন্য মঙ্গলজনক তাই আমাকে হাসিল করার তাওফীক দিন, তা যেখান থেকেই হোক না কেন। অতঃপর সে বিষয়ে আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, বর্ণনাকারী বলেন, পাঠক তার প্রয়োজনের নাম নিবে। (নাসায়ী-৩২৫৩)

ফাযায়িলে সালাত সম্পর্কে যঈফ ও দুর্বল হাদীসসমূহ

উযুর ফযীলাত

১. কোন বান্দা উত্তমরূপে উযু করলে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়।

২. কোন ব্যক্তি সালাতের জন্য উযু করলে আল্লাহ এর দ্বারা তার গুনাহসমূহ দূর করে দেন। বাকী রইলো তার সালাত, সেটা নফল হিসেবে গণ্য হবে।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১৩৩।

৩. আবু গুত্বায়িফ আল-হুযালী (রাহ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবনে 'ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ছিলাম। যুহরের আযান দেয়া হলে তিনি উযু করে সালাত আদায় করলেন। আবার আসরের আযান দেয়া হলে তিনি পুনরায় উযু করলেন। আমি তাকে নতুন করে উযু করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : যে ব্যক্তি উযু থাকাবস্থায় উযু করে, তার জন্য দশটি নেকি লিপিবদ্ধ করা হয়।

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে রয়েছে : হাদীসের মূল বিষয় বর্তায় 'আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইফরীক্বীর উপর। তিনি দুর্বল। এছাড়াও বায়হাক্বীর 'সুনানুল কুবরায়', তিনি বলেন : আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইফরীক্বী শক্তিশালী নন। আর আপনারা তো লক্ষ্য করেছেন যে, হাদীসের মূল বিষয় তার উপরই বর্তাচ্ছে। হাফিয 'আত তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি স্মরণ শক্তিতে দুর্বল। মিশকাতের তাহক্বীত্বে আবু গুতাইফকে অজ্ঞাত বলা হয়েছ।

৪. উযু থাকাবস্থায় উযু করা নূরে উপর নূর।

ভিত্তিহীন : যঈফ আত-তারগীব হা/১৪০।

৫. ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। তোমরা খিলাল করো। কেননা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের দিকে ডাকে। আর ঈমান তার সাথীকে নিয়ে জান্নাতে থাকবে।

খুবই দুর্বল : যঈফ আত তারগীব হা/১৫৩। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : যে ব্যক্তি পানি দ্বারা আঙ্গুলগুলো খিলাল করে না আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন সেগুলো জাহান্নামের আগুন দ্বারা খিলাল করাবেন। (খুবই দুর্বল, যঈফ আত-তারগীব হা/১৫৪

৬. গর্দান মাসেহ করা নিরাপত্তা বিধান করে বন্দী হওয়া থেকে।

বানোয়াট : যঈফাহ হা/৬৯।

মিসওয়াক করার ফযীলত

৭. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। মিসওয়াক ছাড়া সালাত আদায়ের উপর মিসওয়াক করে সালাত আদায়ের ফযীলাত সত্তর গুণ বেশি।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১৪৮

৮. ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মিসওয়াক করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করা আমার নিকট বিনা মিসওয়াকে সত্তর রাক'আত সালাত আদায়ের চেয়ে প্রিয়।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১৪৯

৯. জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে বর্ণিত। মিসওয়াক করে দু রাক'আত সালাত বিনা মিসওয়াকে সত্তর রাক'আত সালাতের চেয়ে উত্তম।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১৫০

পাগড়ী পরে সালাত আদায়ের ফযীলাত

১০. পাগড়ী পরে একটি সালাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে পঁচিশবার সালাত আদায়ের সমতুল্য। পাগড়ীসহ একটি জুমু'আহ পাগড়ী ছাড়া সত্তরটি জুমু'আহর সমতুল্য। ফিরিশতাগণ পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় জুমু'আতে উপস্থিত হন এবং পাগড়ীধারীদের প্রতি সূর্যাস্ত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে রহমত কামনা করেন।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১২৭। আলবানী বলেন, হাদীসটি জাল। আলী আল-ক্বারী মাওযু'আত গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি বাতিল।

১১. পাগড়ী সহ দুই রাক'আত সালাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে সত্তর রাক'আত সালাত আদায় করার চাইতেও উত্তম।

বানোয়াট : জামিউস সাগীর, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১২৮। এটি দুর্বল ও মিথ্যুক বর্ণনাকারীদের দ্বারা বর্ণিত হাদীস। শায়খ আলবানী বলেন, হাদীসটি জাল। ইমাম আহমাদ বলেন, এ হাদীসটি বাতিল।

১২. পাগড়ীসহ সালাত আদায় করা দশ হাজার ভালো কর্মের সমতুল্য

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১২৯। হাদীসটিকে শায়খ আলবানী, ইমাম সাখাবী, ইবনে হাজার আসকালানী, শায়খ আল-ক্বারী এবং ইমাম সুয়ূতী জাল বলেছেন। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন : এ হাদীসসহ উপরের হাদীসটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আমার কাছে কোন সন্দেহ নেই। কারণ জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের চাইতেও পাগড়ী পরে সালাত আদায়ে অধিক সওয়াব হওয়ার বিষয়টি বোধগম্য নয়। কারণ পাগড়ী সম্পর্কে সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে এটি মুস্তাহাব। এমনকি পাগড়ী পরা অভ্যাসগত সুন্নাত, ইবাদাতগত সুন্নাত নয়। কাজেই এরূপ ফযীলাতের হাদীস বাতিল হওয়ারই উপযোগী।

১৩. নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতারা জুমু'আহর দিনে পাগড়ীধারীদের উপর দয়া করেন।

বানোয়াট : ত্বাবারানী, যঈফাহ হা.১৫৯।

আযানের ফযীলত

১৪. যে ব্যক্তি আযানের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক না নিয়ে সঠিক নিয়তে এক বছর আযান দিবে তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজার উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলা হবে : তুমি যার জন্য ইচ্ছে সুপারিশ করো।

বনোয়াট : যঈফাহ হা/৮৪৮। অন্য বর্ণনায় রয়েছে-

১৫. মুয়াজ্জিনের মাথার উপর রহমানের হাত রয়েছে ....। (খুবই দুর্বল, যঈফ আত তারগীব হা/১৫৮)।

১৬. লোকেরা যদি জানতো আযান দেয়ার মধ্যে কী (ফযীলত) রয়েছে তাহলে এজন্য তারা তরবারী দ্বারা পরস্পর লড়াই করতো। (দুর্বল, যঈফ আত তারগীব হা/১৫৭)।

১৭. নিশ্চয় মুয়াজ্জিন তার ক্ববর থেকে আযান দিতে দিতে উঠবে। (খুবই দুর্বল, যঈফ আত-তারগীব হা/১৬০)

১৮. যখন কোন অঞ্চলে আযান দেয়া হয়, সেদিন ঐ অঞ্চলকে আল্লাহ আযাব থেকে নিরাপদে রাখেন। (দুর্বল, যঈফ আত-তারগীব হা/১৬৫)।

১৯. যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এক বছর আযান দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।

বানোয়াট : যঈফাহ হা/৮৪৯।

২০. যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে সাত বছর আযান দিবে তার জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি নির্ধারিত।

দুর্বল : তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৮৫০। শায়খ আলবানী একে দুর্বল বলেছেন। ত্বাবারানী, ইবনে বিশরান, খাতীব। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। অর্থাৎ দুর্বল। 'উকাইলী 'আয-যাইফা' গ্রন্থে বলেন : সনদে দুর্বলতা আছে। ইমাম বাগাবীও সনদটিকে দুর্বল বলেছেন। সনদে জাবির হলো ইবনে ইয়াযীদ আল জোফী। সে দুর্বল উপরন্তু কোন কোন ইমাম বলেছেন : সে মিথ্যাবাদী ও রাফিযী ছিল।

২১. তিন ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন মিশকের উপর থাকবে। (১) যে গোলাম আল্লাহর এবং নিজ মুনিবের হক্ব ঠিকমত আদায় করে। (২) যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করে এবং তারা তার উপর সন্তুষ্ট। (৩) যে ব্যক্তি দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য আযান দিবে।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/ ১৬১।

২২. ক্বিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনদেরকে জান্নাতী উটনীগুলোর উপর আরোহণ করিয়ে একত্র করা হবে, তাদের সবার আগে থাকবে বিলাল। তারা আযানের দ্বারা তাদের আওয়াজ উঁচু করবে। সকলে তাদের দিকে তাকাবে। বলা হবে, তারা কারা? তাদের উত্তরে বলা

হবে, তারা উম্মাতে মুহাম্মদীর মুয়াজ্জিন। লোকেরা ভয় পাবে কিন্তু তারা ভয় পাবে না। লোকেরা চিন্তিত হবে কিন্তু তারা চিন্তিত হবে না।

বানোয়াট : যঈফাহ হা/৭৭৪।

২৩. ক্বিয়ামতের দিন বিলাল একটি আরোহীর উপর আরোহণ করে আসবে। যার গদী হবে স্বর্ণের আর লাগাম হবে মতি ও ইয়াকুতের। মুয়াজ্জিনরা তার অনুসরণ করবে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে। এমনকি যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন আযান দিবে তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে।

বানোয়াট : যঈফাহ হা/৭৭৫।

২৪. আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখলাম, তাতে মতির তৈরি বহু উঁচু টিলা, যার মাটি মিশকে আম্বার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার জন্য হে জিবরাঈল? তিনি বললেন, এটি মুয়াজ্জিন ও আপনার উম্মতের ইমামদের জন্য।

বানোয়াট : যঈফাহ হা/৮২৬।

২৫. যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশা নিয়ে আযান দিবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশা নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে তার সাথীদের ইমামতি করবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

দুর্বল : যঈফাহ হা/৮৫১।

২৬. সওয়াব প্রত্যাশী মুয়াজ্জিন রক্তে রঞ্জিত শহীদের ন্যায়। সে আযান ও ইক্বামতের মধ্যে যা চায় তা আল্লাহর নিকট কামনা করে।

দুর্বল : যঈফাহ হা/৮৫২।

২৭. সওয়াব প্রত্যাশী মুয়াজ্জিন রক্তে রঞ্জিত শহীদের ন্যায় যতক্ষণ পর্যন্ত আযান শেষ না করবে। তার জন্য কাঁচা ও শুকনা বস্তু সাক্ষ্য দিবে। সে যখন মারা যাবে তখন তার কবরে কীট জন্মাবে না।

খুবই দুর্বল : যঈফাহ হা/৮৫৩।

২৮. যে ব্যক্তি তর্জনী অঙ্গুলি দুটির ভিতরের অংশ দ্বারা মুয়াজ্জিন কর্তৃক আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ ... বলার সময় দুই চোখ মাসাহ করবে; তার জন্য রাসূলের সুপারিশ অপরিহার্য হয়ে যাবে।

দুর্বল : যঈফাহ হা/৭৩।

২৯. যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের মুখে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি শুনে বলে : মারহাবা বিহাবীবী ওয়া কুররাতি আইনী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ-অতঃপর সে তার বুড়ো আঙ্গুল দুটো চুমু খায় এবং ঐ দুটো চোখে ঠেকায় সে অন্ধ হবে না এবং তার চোখ উঠবে না।

ভিত্তিহীন : ইমাম সাখারী বলেন, উল্লিখিত দুটি হাদীসই সহীহ নয় এবং একটির সনদও নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছায়নি-(ফিকহুস সুন্নাহ)।

আবদুল হাই লাখনোভী হানাফী বলেন : আযান ইক্বামতের সময় এবং যখনই নবী ﷺ-এর নাম শুনা যায় তখনই দুই নখে চুমু খাওয়া হাদীসে কিংবা সাহাবীদের আসারে প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই ঐরূপ করার কথা যে বলে সে ডাহা মিথ্যুক আর একাজ জঘন্য বিদআত। (যাহরাতু রিয়াযিল আবরার পৃঃ ৭৬)

সুতরাং আযান ও ইক্বামতে 'মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ' শুনে বিশেষ দোয়া সহ আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রগড়ানো বর্জনীয়।

মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

৩০. আবূ উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন : সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাওয়া আল্লাহর পথে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

বানোয়াট : যঈফ আত-তারগীব হা/১৯৭। ১৯৮-২০০

৩১. নবী ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তিকে তোমরা মসজিদে আসা-যাওয়া করতে দেখলে তার ঈমানদারীর সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন : "মসজিদ তারাই নির্মাণ করে যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/২০০।

৩২. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেন ঃ মসজিদ নির্মাণকারীরা আল্লাহর পরিবারভুক্ত।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/২০৪।

মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখা

৩৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের সওয়াবসমূহ আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, এমনকি কোন ব্যক্তি কর্তৃক মসজিদ থেকে ময়লা-আবর্জনা দূর করার সওয়াবও। অপর দিকে আমার উম্মতের পাপরাশিও আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি তাতে কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত শেখার পর তা ভুলে যাওয়ার চাইতে বড় গুনাহ আর দেখি নি।

দুর্বল : আবূ দাউদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমযী বলেন, হাদীসটি গরীব, এ সূত্র ছাড়া হাদীসটির অন্য কোন সূত্র সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। ইবনে খুযায়মাহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি দুর্বল।

সালাতের ফযীলত

৩৪. সালাত জান্নাতের চাবি।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/২১২।

জাম'আতের সাথে সালাত আদায়ের ফযীলত

৩৫. যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত মসজিদে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করবে এমনভাবে যে তার 'ইশার সালাতের প্রথম রাক'আত ছুটে যায় নি। এর বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির ফরমান লিখে দেন।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/২২৩।

৩৬. যে ব্যক্তি অন্যের কষ্ট ভেবে প্রথম কাতারে দাঁড়ায় না আল্লাহ তাকে প্রথম কাতারের সওয়াবই দান করবেন।

বানোয়াট : যঈফ আত-তারগীব হা/২৬০।

ফজর সালাতের ফযীলত

৩৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের সালাতের দিকে গেলো, সে ঈমানের পতাকা হাতে নিয়ে গেলো। আর যে ভোরে (সালাত আদায় না করে) বাজারের দিকে গেলো, সে শয়তানের পতাকা হাতে নিয়ে গেলো।

খুবই দুর্বল : ইবনে মাজাহ, যঈফ আত-তারগীব হা/২২৯।

জুমু'আহর ফযীলত

৩৮. বরকতময় মহান আল্লাহ জুমু'আহর দিন কোন মুসলিমকে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।

বানোয়াট : যঈফ আত-তারগীব হা/৪২৬, যঈফাহ হা/৩৮৪।

৩৯. প্রত্যেক জুমু'আহর দিন আল্লাহ ছয় লক্ষ লোককে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। যাদের সবার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিলো।

মুনকার : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৬১৪।

৪০. যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিনে রোযা অবস্থায় সকাল করবে, রোগীর সেবা করবে, একজন মিসকীনকে পানাহার করাবে এবং মৃত ব্যক্তিকে বিদায় দেয়ার জন্য কিছু দূর পর্যন্ত খাটিয়ার পিছনে যাবে, চল্লিশ বছর গুনাহ তার অনুসরণ করবে না।

বানোয়াট : ইবনে আদী, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৬২০।

৪১. যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন গোসল করবে তার সমস্ত গুনাহ ও ত্রুটি মিটিয়ে দেয়া হবে।

বানোয়াট : যঈফ আত-তারগীব হা/৪৩১।

৪২. জুমু'আহ হচ্ছে ফকীরদের হজ্জ। অন্য বর্ণনা মতে, মিসকীনদের হজ্জ।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১৯১।

* সালাতের প্রথম ও শেষ ওয়াক্তের ফযীলত

৪৩. সালাতের প্রথম ওয়াক্তে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর শেষ ওয়াক্তে রয়েছে ক্ষমা লাভের সুযোগ।

বানোয়াট হাদীস : তিরমিযী, বায়হাক্বী। আলবানী হাদীসটিকে বানোয়াট বলেছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

৪৪. মাঝের ওয়াক্তে রয়েছে রহমত। এটিও বানোয়াট। যঈফ আত তারগীব হা/২১৭, ২১৮।

৫৭. সালাতের শেষের ওয়াক্তের উপর প্রথম ওয়াক্তের ফযীলত ঠিক তেমন যেমন দুনিয়ার উপর আখিরাতের ফযীলত।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/২১৯।

*** ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত সালাতের ফায়ীলাত**

৪৫. ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমরা ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত ছেড়ে দিও না। কেননা তাতে রাগায়িব আছে। আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে : ফজরের পূর্বের দুই রাক'আতের হিফাযত করবে কেননা তাতে রাগায়িব আছে।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩১৬।

*** যুহরের পূর্বে চার রাক'আতের ফযীলত**

৪৬. আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত। যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত রয়েছে সালাম ছাড়া। এগুলোর জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩২০।

৪৭. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখছি, আপনি এ সময়ে (যুহরের পূর্বে) সালাত আদায় করতে ভালোবাসেন, কিন্তু কেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ সময় আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, বরকতময় আল্লাহ এ সময় তার সৃষ্টির দিকে রহমতের নজরে তাকান এবং এ সালাতকে আদম নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা আলাইহিস সালাম হিফাযত করতেন।

খুবই দুর্বল : যইফ আত-তারগীব হা/৩২১।

৪৮. যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করলো সে যেন সেগুলো দ্বারা রাতের তাহজ্জুদ পড়লো আর যে তা ইশা সালাতের পর আদায় করলো তা কদরের রাতে আদায় করার মতোই। আরেক বর্ণনায় রয়েছে : যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত 'ঈশার পরে চার রাক'আতের মতোই আর ইশার পরে চার রাক'আত সালাত আদায় করা ক্বদরের রাতে সাত রাকআত আদায় করার মতোই।

খুবই দুবর্ল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩২২, ৩৩৬।

আসরের পূর্বে সালাত আদায়ের ফযীলত

৪৯. যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাক'আত সালাতের হিফাযত করলো তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩২৭।

৫০. যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাক'আত আদায় করবে, তার দেহকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দিবেন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে : তাকে আগুন স্পর্শ করবে না।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩২৮, ৩২৯।

৫১. আমার উম্মতের লোকেরা যতদিন পর্যন্ত আসরের পূর্বে এ চার রাক'আত সালাত আদায় করবে, এজন্য তারা জমিনের বুকে নিশ্চিত ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় চলাফেরা করবে।

বানোয়াট : যঈফ আত-তারগীব হা/৩৩০।

মাগরিব ও ইশার মাঝখানে সালাতের ফযীলত

৫২. কোন ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাক'আত সালাত আদায় করলে এবং এর মাঝে কোনরূপ মন্দ কথা না বললে তাকে এর বিনিময়ে বার বছরের 'ইবাদতের সওয়াব দেয়া হবে।

আরেক বর্ণনায় রয়েছে : পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

উভয়টি খুবই দুর্বল : ইবনে মাজাহ, রাওযুন নাযীর, তা'লীকুর রাগীব, যঈফাহ্ হা/৪৬৯, তিরমিযী, ইবনে নাসর, ইবনে শাহীন 'আত-তারগীব'। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। আমরা এটিকে 'ওমর ইবনে আবূ খাস'আম' ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে অবহিত নই। আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি, 'ওমর ইবনে আবূ খাস'আম' হাদীস বর্ণনায় মুনকার। তিনি তাকে খুবই দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার জীবনীতে বলেছেন, তার দুটি মুনকার হাদীস রয়েছে। যার অন্যতম এ হাদীসটি। আর দ্বিতীয় হাদীসের সনদে মুহাম্মদ ইবনে গাযওয়ান রয়েছে। তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম আবূ যুর'আহ বলেন : তার হাদীস বানোয়াট হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সিলীসলাহ যঈফাহ হা/৪৬৮, ৪৬৯।

ইশার সালাতের পর সালাত

৫৩. যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ইশার সালাত আদায় করার পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই চার রাক'আত সালাত আদায় করলো, তা ক্বদরের রাতে সালাত আদায় করার মতোই হলো।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩৩৭।

বিতর সালাতের ফযীলত

৫৪. যে ব্যক্তি মুকীম ও সফর উভয় অবস্থায় বিতর সালাত ছেড়ে দেয় না তার জন্য শহীদের সমান সওয়াব লিখা হয়।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩৩৮। এক বর্ণনায় একে লাল উটের চাইতে উত্তম বলা হয়েছে। যঈফ আত-তারগীব হা/৩৩৯। এক বর্ণনায় রয়েছে : বিতর হক্ব বা সত্য, যে বিতর পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর সত্য, যে বিতর পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর সত্য, যে বিতর পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

যঈফ আত-তারগীব হা/৩৪০ ।

* তাহাজ্জুদ সালাতের ফযীলত

৫৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দিনের নফল সালাতের চাইতে রাতের নফল সালাতের মর্যাদা বেশি। যেমন প্রকাশ্য দানের চাইতে গোপন দানের মর্যাদা বেশি।

দুর্বল ঃ ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/৩৬০।

৫৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে হালকা পানাহার করে রাত জেগে সালাত আদায় করবে, সকাল পর্যন্ত তার নিকট সুন্দরী হুরেরা অবস্থান করবে।

বানোয়াট : ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/৩৬৯।

৫৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে যার উপর থেকে এক ধরনের পোশাক বের হয়। তার নীচ থেকে এমন একদল স্বর্ণের ঘোড়া বের হয়, যার লাগাম ও আসন মনিমুক্তা খচিত। ঐ ঘোড়া পেশাব পায়খানা করে না। তার ডানা ততদূর বিস্তৃত যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। জান্নাতের অধিবাসীরা সে ঘোড়ায় আরোহণ করবে এবং তারা যেখানে যেতে চায় তাদেরকে নিয়ে ঘোড়া সেখানেই উড়ে যাবে। তখন তাদের চাইতে কম মর্যাদার লোকেরা জিজ্ঞেস করবে, হে আমাদের রব! তোমার এ বান্দারা এতো উঁচু মর্যাদার অধিকারী হলো কী করে? তাদেরকে জবাবে বলা হবে : ওরা যখন রাত জেগে সালাত আদায় করতো তোমরা তখন ঘুমাতে, ওরা যখন (নফল) সওম পালন করতো তোমরা তখন পানাহার করতে, ওরা যখন দান

করতো তোমরা তখন কার্পণ্য করতে আর ওরা যখন লড়াই করতো তোমরা তখন কাপুরুষতা দেখাতে।

বানোয়াট : ইবনে আবদু দুনিয়া। যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৫৫।

৫৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামতের দিন সকল মানুষকে একই মাঠে সমবেত করা হবে। তখন বলা হবে : তারা কোথায় যারা বিছানা ত্যাগ করতো? তখন ঐ লোকেরা উঠে দাঁড়াবে, তবে তাদের সংখ্যা কম হবে। তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর অবশিষ্ট লোকদের হিসাবের জন্য ডাকা হবে।

দুর্বল : বায়হাক্বী। যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৫৬।

ইশরাক ও চাশতের সালাতের ফযীলত

৫৯. যে ব্যক্তি বারো রাক'আত যুহার (চাশতের) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি স্বর্ণের প্রাসাদ বানিয়ে দিবেন।

দুর্বল : তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। শায়খ আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

৬০. জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে, যার নাম যুহা। ক্বিয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে : যারা নিয়মিত যুহার সালাত আদায় করতো তারা কোথায়? এটা তোমাদের দরজা। আল্লাহর অনুগ্রহে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।

খুবই দুর্বল : ত্বাবারানী। শায়খ আলবানী একে দুর্বল বলেছেন যঈফ আত-তারগীব' গ্রন্থে। যঈফ আত-তারগীব হা/৪০৮।

৬১. সাহল ইবনে মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করার পর যুহার (ইশরাকের) সালাত আদায় পর্যন্ত তার জায়গাতেই বসে থাকলে এবং এ সময়ে কেবল উত্তম কথা ছাড়া অন্য কিছু না বললে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়, গুনাহের পরিমাণ সমুদ্রের ফেনারাশির চেয়ে অধিক হলেও।

দুর্বল : যঈফ আবূ দাউদ হা/১২৮৭, মিশকাত।

৬২. নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সূর্য একটু উপরে উঠার পর ভালো করে উযূ করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে তার গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয় অথবা সে ঐরূপ নিষ্পাপ হয়ে যায় যখন তার মা তাকে জন্ম দেয়।

দুর্বল : আহমাদ, দারিমী। যঈফ আত-তারগীব হা/৪০৪।

কতিপয় বিদআতী ও ভিত্তিহীন সালাত

রজব মাসে সালাতুর রাগায়িব

৬৩. ইমাম গাযযালী এবং আবদুল কাদির জিলানী বর্ণনা করেছেন যে, রজব মাসের প্রথম জুমু'আর দিন মাগরিব ও ইশার মাঝখানে কেউ যদি ১২ রাক'আত সালাত (তাদের বর্ণিত বিশেষ নিয়মে) আদায় করে তাহলে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা, গাছের পাতা ও বালুকারাশির মত অসংখ্য হয়।

বানোয়াট : (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন ১/৩৫১, গুনিয়াতুত ত্বালিবীন ১/১৫৩-১৫৪)

এ সালাতের নাম সালাতুর রাগায়িব। এ সম্পর্কে নাওয়াব খান বলেন : এ সালাত কোন সহীহ কিংবা হাসান অথবা যঈফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই-(বাযলুল মানফা'আহ ৪৩ পৃষ্ঠা)। বরং মুহাক্কিক আলিমগণ একে বিদ'আত বলেছেন।

মুহাদ্দিস আবূ শা-মাহ 'আলবা-য়িস' নামক গ্রন্থে বলেন : ইয়াহইয়াউল উলূমে এ সালাতের বর্ণনা থাকায় অনেকে ধোঁকায় পড়েছেন। কিন্তু হাদীসের হাফিযগণ এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে জাল ও বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হাফিয আবুল খাত্তাব বলেন : সালাতুর রাগায়িবের হাদীসটি জাল করার অপবাদ আলী ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে জাহযামের উপর দেয়া হয়। (ইসলা-হুল মাসজিদ, উর্দূ অনুবাদ ১২৭ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা সুয়ূতী বলেন : এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট। (আল-লাআলিল মসনুআহ ২য় খণ্ড ৫৬ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা শামী হানাফী বলেন : এ সালাত আদায় করা বিদআত। মনুয়্যার দুই ব্যাখ্যাকার বলেন : এ ব্যাপারে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার সবই জাল হাদীস। (রদ্দুল মুহতার ১/৬৪২)।

এ সালাত ৪৮০ হিজরীর পর আবিস্কৃত হয়েছে। (ঐ ৬৬৪ পৃষ্ঠা)

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী, হাফিয যাহাবী, হাফিজ ইরাক্বী, ইবনুল জাওযী, ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইমাম নববী ও সুয়ূতী প্রমুখ ইমামগণ উক্ত হাদীসকে জাল বলেছেন। (আমরু বিল ইত্তিবা আননাইয়্ আনিল ইবতিদা-আ ১৬৭ পৃষ্ঠা ২নং টীকা আসসুনান অলমুরতাদাআত ১২৪ পৃষ্ঠা)

আরো কিছু বিদআতী সালাত

সপ্তাহের প্রত্যেক দিন ও রাতে ইমাম গাযযালী এবং আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) কতিপয় বিশেষ সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন রবিবার দিনে ৪ অথবা ২০ রাকআত, সোমবার দিনে ২ অথবা ১২ এবং রাতে ৪ অথবা ২০ রাকআত, সোমবার দিনে ২ অথবা ১২ এবং রাতে ৪ রাকআত, মঙ্গলবার দিনে ১০ রাতে ২ কিংবা ১২ রাকআত, বুধবার দিনে ১২ এবং রাতে ২ অথবা ১৬ রাকআত, বৃহস্পতিবার দিনে ২ রাকআত এবং রাতেও ২ রাকআত, শুক্রবার দিনে ২ কিংবা ৪ এবং রাতে ১২ কিংবা ১৩ রাকআত এবং শনিবার দিনে ৪ এবং রাতে ১২ রাকআত সালাত। (ইয়াহ্ইয়াউল উলমুদ্দীন, মাওঃ ফযলুল করীম অনূদিত ১/৩৪৫-৩৪৮, গুনিয়াতুত ত্বালিবীন মাওঃ মেহরুল্লা অনূদিত ২/৫৯-৬৭)

উক্ত দুই মনীষী বলেন, উপরিউক্ত সালাতসমূহ তাদের গ্রন্থে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী পড়লে বহু অকল্পনীয় নেকী পাওয়া যাবে। কিন্তু মজার কথা এই যে, ঐসব সালাত এবং ওর সওয়াবের প্রমাণে তারা একটি সহীহ হাদীসও পেশ করেন নাই। তাই আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ) উক্ত দুই মনীষীর বর্ণিত সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের বিশেষ সালাত সম্পর্কে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন : সব হাদীসগুলোই জাল ও বানোয়াট। (আল-লাআলিল মাসনুআহ ২/৪৮-৫২)

তাই হিজরী তের শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন : ঐ সালাতগুলো কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না-(বাযলুল মানফা'আহ লিয়ীযাহিল আরকা-নিল আরবা'আহ ৪২ পৃষ্ঠা)। তিনি আরো বলেন : এসব সালাত সূফী ও সাধকগণ সময়

কাটাবার জন্য আবিষ্কার করেছেন। তারপর তারা ঐসবের জন্য এমন সব নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য তৈরি করেন যে, মুহাক্কিক ও গবেষক আলিমগণ ওগুলোকে বিদ'আত বলতে বাধ্য হয়েছেন-(ঐ-৪৪ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা সুয়ূতী ১০ই মুহাররমের আশূরার রাতে ৪ রাকআত এবং ঈদুল ফিতরের রাতে ১০ রাকআত ও দিনে ৪ রাকআত এবং হজ্জের দিন যুহর ও আসরের মাঝে ৪ রাকআত ও দিনের যে কোন সময় ২ রাকআত এবং ঈদুল আযহার রাতে ২ রাকআত সালাত আদায়ের অকল্পনীয় ফযীলতপূর্ণ হাদীস পেশ করে প্রমাণসহ মন্তব্য করেছেন যে, সবগুলো হাদীসই জাল ও বানোয়াট। (আল-লাআলিল মাসনুআহ পৃঃ ৫৪, ৬০-৬৩, সূত্র : আইনী তুহফা সালাতে মুস্তফা)

ফাযায়িলে যাকাত

যাকাতের পরিচিতি

اَلرَّائِدُ নামক প্রসিদ্ধ আরবি অভিধানে যাকাত সম্বন্ধে আছে :

زَكَاةٌ. زَكًا وَزَكَوَاتٌ . ١. مص. زَكَا. ٢. فِي الْإِسْلَامِ : مَالٌ يَفْرِضُهُ الشَّرْعُ عَلَى الْمَرْءِ لِبَيْتِ الْمَالِ. ٣. بَرَكَةٌ وَزِيَادَةٌ. ٤. طَهَارَةٌ . ٥. صَلَاحٌ . ٦. صَفْوَةُ الشَّيْءِ اَفْضَلُهُ. ٧. طَاعَةُ اللهِ.

যাকাত শব্দের বহুবচন হল زَكًا এবং زَكَوَاتٌ এবং এর অর্থ হল

১. زَكَا ক্রিয়ার اِسْمِ مَصْدَر বা ক্রিয়ামূল বিশেষ্য।

২. ইসলামী পরিভাষায় কোন ব্যক্তির উপরে সাব্যস্ত শরীয়ত কর্তৃক অবশ্য পালনীয় বিধান যা বাইতুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) প্রদান করা হয়।

৩. বরকত ও বৃদ্ধি।

৪. পবিত্রতা.

৫. উপকারিতা।

৬. কোন কিছুর সর্বোত্তম অংশ এবং

৭. আল্লাহর আনুগত্য।

زَكَا অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া যেমন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন اَلْعِلْمُ يَزْكُوْ অর্থাৎ এলেম (দান করা হলে) বৃদ্ধি পায়।ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, (কিতাবুল ইলম, ইমামা গাজ্জালি রহ.)

اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ নামক প্রসিদ্ধ আরবী অভিধানে আছে :

اَلزَّكَاةُ : اَلْبَرَكَةُ وَالنَّمَاءُ وَالطَّهَارَةُ وَالصَّلَاحُ وَصَفْوَةُ الشَّيْءِ.

وَفِي الشَّرْعِ حِصَّةٌ مِنَ الْمَالِ وَنَحْوِهٖ يُوْجِبُ الشَّرْعُ بَذْلَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ بِشُرُوْطٍ خَاصَّةٍ.

যাকাত অর্থ বরকত, বৃদ্ধি, পবিত্রতা, উপকারিতা ও কোন কিছুর সর্বোত্তম অংশ। এবং শরীয়তের পরিভাষায় ধন-সম্পদের বা এ জাতীয় কিছুর অংশ বিশেষ ইসলামী শরীয়ত বিশেষ শর্তসাপেক্ষে দরিদ্র বা এ জাতীয় লোকদের জন্য ব্যয় করতে যা ফরজ (অবশ্য পালনীয়) করেছে তাই যাকাত।

মুফরাদাতে ইমাম রাগেব ইস্পাহানীতে আছে :

اَصْلُ الزَّكَاةِ النُّمُوُّ الْحَاصِلُ عَنْ بَرَكَةِ اللهِ تَعَالٰى .... وَمِنْهُ الزَّكَاةُ لِمَا يُخْرِجُ الْاِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالٰى اِلَى الْفُقَرَاءِ.

যাকাতের মূল অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতস্বরূপ অর্জিত প্রবৃদ্ধি এবং এ অর্থানুসারেই যাকাত বলা হয় ঐ জিনিসকে যা মানুষ আল্লাহর আরোপিত অধিকার আদায় করার জন্য দরিদ্রদেরকে প্রদান করে।

نُوْرُ الْاِيْضَاحِ নামক প্রসিদ্ধ কিতাবে আছে :

تَعْرِيْفُ الزَّكَاةِ : هِيَ تَمْلِيْكُ مَالٍ مَخْصُوْصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوْصٍ

যাকাত হল নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক (অধিকারী) বানিয়ে দেয়া।

اَلْفِقْهُ الْمُيَسَّرُ নামক প্রসিদ্ধ ফেকার কিতাবে আছে :

وَالزَّكَاةُ التَّعْرِيْفِ الْفِقْهِيِّ. هِيَ تَمْلِيْكُ مَالٍ مَخْصُوْصٍ لِمُسْتَحِقِّهِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ.

ফিকহি পরিভাষায় যাকাতের অর্থ হল : নির্দিষ্ট (বিশেষ) শর্তসাপেক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক (অধিকারী) বানিয়ে দেয়া।

ফিকহের পরিভাষায় যাকাত হচ্ছে একটি আর্থিক ইবাদত। পরিভাষায় নিজের ধনসম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীব মিসকীন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বণ্টন করাকে যাকাত বলা হয়। সালাতের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারাতে যাকাত ফরয হয়। রোজায় ন্যায় যাকাত সকল মুসলমানের ওপর ফরয নয়। যাকাত ধনীদের জন্য ফরয করা হয়েছে। যাদের কাছে বাৎসরিক যাবতীয় খরচের পর ৭.৫০ (সাড়ে সাত) তোলা পরিমাণ স্বর্ণের সমমূল্যের সম্পদ কিংবা ৫২.৫০ তোলা পরিমাণ রৌপ্য বা রৌপ্যের সমমূল্যের সম্পদ গচ্ছিত থাকে, তাদের ওপরই যাকাত ফরয। গচ্ছিত

সম্পদের ২.৫ শতাংশ যাকাত দিতে হয়। নিকটাত্মীয়দের মাঝে যারা গরিব তাদের যাকাত প্রদান করা উত্তম।

মোটকথা দরিদ্র অভাবী জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অন্যতম হচ্ছে যাকাত। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির অনন্য রক্ষা কবচ।

বুখারীতে ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে বর্ণিত হাদীসে ইসলামের ৫টি ভিত্তির মধ্যে যাকাত তৃতীয় স্থানে। অথচ যাকাতভিত্তিক অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে আজকে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করার জন্য যাকাতকে তৃতীয় স্থান থেকে পঞ্চম স্থানে নিক্ষেপ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত। অথচ হাদীসের ধারাবাহিকতা হলো কালেমা, নামাজ, যাকাত, হজ্জ ও রোযা।

আল কুরআনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরাশি আয়াতে যাকাতের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যাকাত (اَلزَّكٰوةُ) - শব্দ দ্বারা ৩০ বার এছাড়া (اَلْاِنْفَاقُ) - শব্দ দ্বারা ৪৩ বার এবং (اَلصَّدَقَةُ) - শব্দ দ্বারা ০৯ বার। মোট ৩০+ ৪৩+ ০৯= ৮২ বার।

'যাকাত' বিষয়ক পবিত্র কুরআন এর ৮২টি আয়াত

(اَلزَّكٰوةُ) - শব্দ দ্বারা ৩০ আয়াত

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
১. বাকারা	৪৩	২. বাকারা	৮৩	৩. বাকারা	১১০
৪. বাকারা	১৭৭	৫. বাকারা	২৭৭	৬. নিসা	৭৭
৭. নিসা	১৬২	৮. মায়েদা	১২	৯. মায়েদা	৫৫
১০. আ'রাফ	১৫৬	১১. তাওবা	৫	১২. তাওবা	১১
১৩. তাওবা	১৮	১৪. তাওবা	৭১	১৫. মারইয়াম	৩১
১৬. মারইয়াম	৫৫	১৭. আম্বিয়া	৭৩	১৮. হাজ্জ	৪১
১৯. হাজ্জ	৭৮	২০. মু'মিনুন	০৪	২১. নূর	৩৭
২২. নূর	৫৬	২৩. নামল	০৩	২৪. রূম	৩৯
২৫. লোকমান	০৪	২৬. আহযাব	৩৩	২৭. হামিম সাজদা	০৭
২৮. মুজাদালাহ	১৩	২৯. মুজ্জাম্মিল	২০	৩০. বাইয়েনাহ	০৫

(اَلْاِنْفَاقُ) - শব্দ দ্বারা ৪৩ বার

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
৩১. বাকারা	০৩	৩২. বাকারা	১৯৬	৩৩. বাকারা	২১৫
৩৪. বাকারা	২১৯	৩৫. বাকারা	২৫৪	৩৬. বাকারা	২৬১
৩৭. বাকারা	২৬২	৩৮. বাকারা	২৬৪	৩৯. বাকারা	২৬৫
৪০. বাকারা	২৬৭	৪১. বাকারা	২৭০	৪২. বাকারা	২৭২
৪৩. বাকারা	২৭৩	৪৪. বাকারা	২৭৪	৪৫. আলে ইমরান	৯২
৪৬. আলে ইমরান	১১৭	৪৭. ইমরান	১৩৪	৪৮. নিসা৩৮	
৪৯. নিসা	৩৯	৫০. আনফাল	০৩	৫১. আনফাল	৩৬
৫২. তাওবা	৩৪	৫৩. তাওবা	৫৩	৫৪. তাওবা	৫৪
৫৫. তাওবা	৯৮	৫৬. তাওবা	৯৯	৫৭. তাওবা	১২১
৫৮. রা'আদ	২২	৫৯. ইবরাহীম	৩১	৬০. নাহল	৭৫
৬১. কাহাফ	৪২	৬২. হাজ্জ	৩৫	৬৩. কাসাস	৫৪
৬৪. সেজদা	১৬	৬৫. সাবা	৩৯	৬৬. ফাতির	২৯
৬৭. ইয়াসিন	৪৭	৬৮. শূরা	৩৮	৬৯. মুহাম্মদ	৩৮
৭০. হাদীদ	০৭	৭১. হাদীদ	১০	৭২. তাগাবূন	১৬
৭৩. তালাক	০৭				

(اَلصَّدَقَةُ) - শব্দ দ্বারা ০৯ আয়াত

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
৭৪. বাকারা	২৭১	৭৫. বাকারা	২৭৬	৭৬. নিসা	১১৪
৭৭. তাওবা	৫৮	৭৮. তাওবা	৬০	৭৯. তাওবা	৭৫
৮০. তাওবা	৭৯	৮১. তাওবা	১০৩	৮২. তাওবা	১০৪

হাদীস

যাকাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ اِذَا اَدّٰى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَدّٰى زَكَاةَ مَالِهٖ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهٗ.

অর্থ : জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কেউ যাকাত দিলে এতে তার কী লাভ হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করেছে, তার কাছ থেকে আপদ-বিপদ দূর হয়ে গেলো।

(সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৭৪০/৭৪৩)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى بَيْتِهٖ.

২৪৮. রাফি ইবনে খাদীজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী মহান আল্লাহর পথে জিহাদকারী সৈনিকের সমান (মর্যাদা সম্পন্ন) যে পর্যন্ত না সে বাড়িতে ফিরে আসে। (আবু দাউদ : হাদীস-২৯৩৮/২৯৩৬)

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ رضي الله عنه اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهٗ مَا لَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَرَبٌ مَا لَهٗ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

অর্থ : আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললো : আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, বাহ! সুন্দর প্রশ্ন তো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে, চমৎকার প্রশ্ন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কোন প্রকার শিরক ব্যতীত আল্লাহর ইবাদত করবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৫৯৮২/৫৯৮৩)

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَضَاعَةَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ شَهِدْتُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ وَصَلَّيْتُ الصَّلاَةَ الْخَمْسَ وَاَدَّيْتُ الزَّكَاةَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ فَمَنْ اَنَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَاتَ عَلَى هٰذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

অর্থ : আমর ইবনে মুররাহ আল-জুহানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুযাআহ সম্প্রদায়ের এক লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললো : আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি এবং যাকাত প্রদান করি। রমযান মাসের সওম পালন করি ও রমযানের তারাবীহ্ সালাত আদায় করি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : " যে ব্যক্তি এর ওপর মৃত্যুবরণ করবে সে সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত।"

(কানযুল উম্মাল হাদীস-১৪৪৫)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُنِيَ الْاِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

অর্থ : ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। যথা এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বাইতুল্লাহর হজ্জ্ব করা এবং রমযানের সওম পালন করা। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১২২/১৬)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفَى رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اٰلِ فُلاَنٍ فَاَتَاهُ اَبِيْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اٰلِ اَبِيْ اَوْفَى.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন কোনো সম্প্রদায় তাদের সদকাহ (যাকাত) নিয়ে আসতো তখন তিনি বলতেন : "হে আল্লাহ! অমুক পরিবারের উপর কল্যাণ বর্ষণ করুন। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার পিতা তার সদকাহ নিয়ে তাঁর নিকট আসলে তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করুন। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৪৯৭)

দান-খয়রাতের ফযিলত

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সাথে হিংসা করা জায়েয নয়। একজন হলো, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে আল্লাহর পথে খরচ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা দান করেছেন। আরেকজন হলো , যাকে আল্লাহ জ্ঞান ও বিচার শক্তি দান করেছেন এবং সে তার সাহায্যে বিচার ফায়সালা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী : হাদীস-১৪০৯)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

অর্থ : আদী ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে আত্মরক্ষা করো যদিও তা এক টুকরা খেজুর দ্বারাও হয়। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৪১৭/১৩৫১)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : প্রতিদিন সকালে বান্দা যখন উঠে তখন দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। একজন বলেন : হে আল্লাহ! দানশীলকে তার প্রতিদান দাও। অপরজন বলেন : হে আল্লাহ! কৃপণ লোককে শীঘ্র ধ্বংস করো। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৪৪২)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اَنْفِقْ عَلَيْكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন : হে আদম সন্তান! খরচ করো, তাহলে তোমাদের প্রতিও খরচ করা হবে (অর্থাৎ তুমি দান করো। তাহলে আমিও তোমাকে দান করবো)। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৫৩৫২)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَاُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন ইসলাম (ইসলামের কোন কাজটি) সর্বোত্তম? তিনি ﷺ বললেন : (সর্বোত্তম ইসলাম হলো) কাউকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১২)

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَاَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلٰى كَفَافٍ وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى.

অর্থ : আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করো, তাহলে এটা তোমার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তা ধরে রাখো, তাহলে সেটা হবে তোমার জন্য কোন ধরনের অনিষ্টকর। তোমার জন্য যে পরিমাণ সম্পদ যথেষ্ট, তা ধরে রাখাতে তোমার জন্য তিরস্কার নেই। আর (দান) শুরু করবে তোমার নিকট আত্মীয়দের থেকে। কারণ, উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-২৪৩৫/১০৩৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দানে সম্পদ কমে যায় না। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৭৫৭/২৫৮৮)

عَنْ اَبِيْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّمَا الدُّنْيَا لِاَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِاَفْضَلِ الْمَنَازِلِ.

অর্থ : আবু কাবশাহ আল-আনমারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : দুনিয়া চার শ্রেণী লোকের জন্য। (প্রথম জন হলো) যে বান্দাকে আল্লাহ সম্পদ ও ইলম দান করেছেন সে এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলে, এগুলোর সাহায্যে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলে এবং এর সাথে জড়িত আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকে, এ ব্যক্তি উৎকৃষ্টতম মর্যাদার অধিকারী। (আত-তারগীব : হাদীস-৮৫৯)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ اِلَّا الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّيْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে (বলা বাহুল্য আল্লাহর হালাল বস্তু ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না) তবে আল্লাহ সে দান তার ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর ঐ দানকে তার জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করতে থাকে। অবশেষে তা একদিন পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৪১০)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللهَ لَيُرَبِّيْ لِاَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّيْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْ فَصِيْلَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ اُحُدٍ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ বান্দার দানকৃত একটি খেজুর ও লোকমা প্রতিপালন করতে থাকেন, এমনকি এক পর্যায়ে তা উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য হয়ে যায়।

(মুসনাদে আহমদ হাদীস-২৬১৩৫/২৬১৭৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ فَسَمِعَ
صَوْتًا فِىْ سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ. فَتَنَحَّى ذٰلِكَ السَّحَابُ فَاَفْرَغَ مَاءَهُ فِىْ
حَرَّةٍ فَاِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ
الْمَاءَ فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِىْ حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا
عَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ. لِلْاِسْمِ الَّذِىْ سَمِعَ فِى السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا
عَبْدَ اللّٰهِ لِمَ تَسْاَلُنِىْ عَنِ اسْمِىْ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ صَوْتًا فِى السَّحَابِ الَّذِىْ
هٰذَا مَاؤُهُ يَقُوْلُ اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ لِاِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا قَالَ اَمَّا اِذَا
قُلْتَ هٰذَا فَاِنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَاٰكُلُ اَنَا وَعِيَالِىْ
ثُلُثًا وَاَرُدُّ فِيْهَا ثُلُثَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একদা এক লোক রোদ্রের প্রখরতায় ফেটে চৌচির এক প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে সে মেঘ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলো : অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ করো। এটা শুনে মেঘ খণ্ডটি একদিকে এগিয়ে গেলো এবং প্রস্তরময় ভূখণ্ডে পানি বর্ষণ করলো। আর পানি ছোট ছোট নালাসমূহ থেকে বড় একটি নালার দিকে অগ্রসর হলো। এমনকি পানি পুরো বাগানকে বেষ্টন করে নিলো। লোকটি ঐ পানির পিছনে যেতে লাগলো। এমন সময় সে দেখতে পেল, এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বেলচা দিয়ে এদিক সেদিক পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলো : হে আল্লাহর বান্দা! আপনার নাম কী? সে বললো, আমার নাম অমুক। অর্থাৎ ঐ নামই বললো, যা সে মেঘ থেকে শুনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক বললো, হে আল্লাহর বান্দা! আমার নাম তুমি

কেন জানতে চাইছো? সে বললো, যে মেঘ থেকে এ পানি বর্ষিত হয়েছে তা থেকে আমি শুনতে পেয়েছিলাম। আওয়াজ ছিল এটিই যে, অমুকের বাগানে গিয়ে পানি বর্ষণ করো। আপনার নামই তাতে বলা হয়েছিল। আচ্ছা, আপনি এ বাগানে এমন কি 'আমল করছেন? সে বললো, তুমি যখন জানতে চাইলে তাহলে শুনো : এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ দান করে দেই। আরেক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার খেয়ে থাকি। আর এক তৃতীয়াংশ পুনরায় এতে লাগিয়ে দেই। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭৬৬৪/২৯৮৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا اِلَى تَرَاقِيْهِمَا فَاَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ اِلَّا سَبَغَتْ اَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ وَاَمَّا الْبَخِيْلُ فَلَا يُرِيْدُ اَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا اِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে এমন দু' ব্যক্তির মতো যাদের গায়ে দুটি লোহার বর্ম রয়েছে। যা তাদের বুক হতে কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত। দাতা ব্যক্তি যখন দান করে তখন বর্মটি তার সম্পূর্ণ দেহে বিস্তৃত হয়ে যায়। এমনকি হাতের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন যৎসামান্যও দান করতে চায়, তখন সে বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে সেঁটে যায়, সে তা প্রশস্ত করতে চেষ্টা করলেও তা প্রশস্ত হয় না। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৪৪৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِىْ اَنْ لَا تَمُرَّ عَلَىَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِىْ مِنْهُ شَىْءٌ اِلَّا شَيْئًا اَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি আমার কাছে উহুদ পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ থাকতো, তবে আমি তখনই সন্তুষ্ট হবো যখন তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়, তার সামান্য পরিমাণ ছাড়া, যা আমি দেনা পরিশোধের জন্য রেখে দিতাম। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৪৪৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দান সাওয়াবের দিকে দিয়ে বড়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তুমি সুস্থ থাকো, সম্পদের প্রতি তোমার লোভ থাকে, তুমি দারিদ্র্যের ভয় করো এবং ধনী হওয়ার আশা রাখো, তখনকার দান। সুতরাং তুমি দান করার জন্য তোমার মৃত্যু আসার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। তখন তো তুমি বলবে : এ সম্পদ অমুকের জন্য, আর এ সম্পদ অমুকের জন্য অথচ তখন তো সম্পদ অমুকের হয়েই গেছে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-২৭৪৮/১৩৫৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُوْ بِاِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِاٰخَرَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উত্তম দান হলো, দুধালী উটনী ও দুধালী ছাগী, যা দুধ পানের জন্য কাউকে ধার দেয়া হয়। যা সকালে এক ভাণ্ড দুধ দেয় এবং বিকালে এক ভাণ্ড। (অর্থাৎ ধার দেয়াও সদকাহ)। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৫৬০৮)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا رَاٰنِىْ قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. قَالَ فَجِئْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ فَلَمْ اَتَقَارَّ اَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالًا اِلَّا مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ.

অর্থ : আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছলাম। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরের ছায়ায় সমাসীন ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন : কা'বার প্রতিপালকের কসম! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁর নিকট বসে স্থির হওয়ার পূর্বেই জিজ্ঞেস করলাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! তারা কারা? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যাদের সম্পদ বেশি তারা : তবে ঐ ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে এরূপ করে, এরূপ করে, এরূপ করে (অর্থাৎ হাতের তালু ভর্তি করে দান-খয়রাত করে) নিজের সামনের দিক দিয়ে দান করে, পিছন দিকে, বাম দিকে ও ডান দিক দিয়ে দান করে। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। (সহীহ মুসলিম : হাদীস ২৩৪৭/৯৯০)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اَيُّنَا اَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا قَالَ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَاَخَذُوْا قَصَبَةً يَذْرَعُوْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ اَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ اَنَّمَا كَانَتْ طُوْلَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ اَسْرَعَنَا لُحُوْقًا بِهٖ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে প্রথমে আপনার সাথে মিলিত হবেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের মধ্যে যার হাত বড় সে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তখন তারা কাঠের টুকরা নিয়ে নিজেদের হাত মাপতে লাগলেন। দেখা গেল, বিবি সওদার হাতই সবার চাইতে বড় কিন্তু আমরা

পরে বুঝতে পারলাম যে, বড় হাত দ্বারা এখানে বড় দানশীলকেই বুঝানো হয়েছে। আমাদের মধ্যে তিনিই প্রথম তাঁর সাথে মিলিত হবেন। তিনি দানকে অধিক ভালোবাসতেন। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৪২০)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ اَبْوَابٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মাল থেকে এক জোড়া আল্লাহর পথে দান করবে তাকে (কিয়ামতের দিন) জান্নাতের সকল দরজা হতে আহ্বান করা হবে অথচ জান্নাতের অনেকগুলো (আটটি) দরজা রয়েছে।

(মুসনাদে আহমদ হাদীস-৭৬৩৩ /৭৬২১)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ؓ اَنَا. قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ؓ اَنَا. قَالَ فَمَنْ اَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ؓ اَنَا. قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ؓ اَنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا اجْتَمَعْنَ فِيْ امْرِئٍ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ সওম পালন অবস্থায় সকাল করেছে? জবাবে আবু বাকর ؓ বললেন, আমি। এরপর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন জানাযার সালাতে শরীক হয়েছে? জবাবে আবু বকর ؓ বললেন, আমি। রাসূল ﷺ আবার জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন দরিদ্রকে খাবার দিয়েছে? জবাবে আবু বকর ؓ বললেন, আমি। এটা শুনে নবী ﷺ বললেন : এতগুলো সৎ গুণ যার মধ্যে একত্রিত হবে সে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৩৩৩ /১০২৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে মুসলিম নারীগণ! তোমাদের মধ্যে কোন প্রতিবেশিনী যেন নিজ প্রতিবেশিনীকে উট বা ছাগলের একটি খুর দান করাকেও তুচ্ছ মনে না করে (অর্থাৎ সামান্য হলেও যেন দান করে।) (সহীহ বুখারী : হাদীস-২৫৬৬)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهُمْ ذَبَحُوْا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا اِلَّا كَتِفُهَا قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا.

২৭৩. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তাঁরা একটি বকরী জবাই করলেন (এবং তা থেকে মুসাফির মেহমানদের খাওয়ালেন)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বকরীর কতটুকু আছে? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, এর একটি বাহু ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এর সবই অবশিষ্ট আছে ঐ বাহুটি ছাড়া। (সহীহ তিরমিযী : হাদীস-২৪৭০)

عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার দান-সদকাহ।
(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৮০৪৩ /১৮০৭২)

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

অর্থ : হাকিম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম। আর উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু করো। (মুসলিম : হাদীস-২৪৩৩ /১০৩৪)

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى اَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

অর্থ : আবু মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যখন কোন মুসলিম নিজ পরিবারের প্রতি কোন খরচ করে এবং এর সাওয়াবের আশা রাখে সেটা তার পক্ষে সদকাহ্ স্বরূপ। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৫৩৫১)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِيْ اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একটি দীনার যা তুমি আল্লাহর পথে খরচ করেছো, একটি দীনার যা তুমি গোলাম আযাদ করতে খরচ করেছো, একটি দীনার যা তুমি একজন গরীবকে সদকাহ করেছো এবং একটি দীনার যা তুমি তোমার পরিবারের প্রতি খরচ করেছো। এগুলোর মধ্যে যেটি তুমি তোমার পরিবারের প্রতি খরচ করেছো। সেটিই হলো সাওয়াবের দিক দিয়ে অধিক বড়। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-২৩৫৮ /৯৯৫)

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى اَصْحَابِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থ : সাওবান ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ব্যক্তি যত দীনার খরচ করে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দীনার হচ্ছে ঐ দীনার যা সে নিজ পরিবারের প্রতি খরচ করে এবং ঐ দীনার যা সে জিহাদের জন্য পালিত বাহনের জন্য খরচ করে এবং ঐ দীনার যা সে আপন জিহাদী সহচরদের প্রতি খরচ করে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-২৩৫৭ /৯৯৪)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! কোন দান শ্রেষ্ঠ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : গরিবের কষ্টের দান। আর তুমি নিজ আত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু করো।
(আবু দাউদ : হাদীস-১৬৭৯/১৬৭৭)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِيْ دِيْنَارٌ. فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى نَفْسِكَ. قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ. قَالَ تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى وَلَدِكَ. قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ. قَالَ تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى زَوْجَتِكَ. اَوْ قَالَ زَوْجِكَ. قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ. قَالَ تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى خَادِمِكَ. قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ. قَالَ اَنْتَ اَبْصَرُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাহ করার আদেশ করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে একটি দীনার আছে, আমি তা কিসে ব্যয় করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা তোমার নিজের জন্য ব্যয় করো। লোকটি পুনরায় বললো, আমার কাছে আরেকটি দীনার আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা তোমার সন্তানদের জন্য ব্যয় করো। লোকটি আবার বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করো। লোকটি বললো, আমার কাছে আরো একটি আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা তুমি তোমার খাদিমকে দান করো। অতঃপর লোকটি বললো, আমার নিকট আরো একটি আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমিই ভালো জান সেটা কোথায় ব্যয় করবে। (আবু দাউদ : হাদীস-১৬৯৩/১৬৯১)

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ

يَدْعُوْهُ اِلَى مَا عِنْدَهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ اِنْ كَانَتْ اِبِلًا فَبَعِيْرَيْنِ وَاِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ.

অর্থ : আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন মুসলিম বান্দা তার প্রত্যেক মালের এক জোড়া আল্লাহর পথে দান করবে নিশ্চয় জান্নাতের দ্বাররক্ষীগণ তাকে স্বাগতম জানাবেন এবং প্রত্যেকেই তাকে নিজের কাছে যা আছে সেদিকে আহ্বান করবেন। আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেটা কীভাবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললে : যদি কারো উট থাকে তাহলে দুটি উট দান করবে আর যদি গরু থাকে তবে দুটি গরু দান করবে। (নাসায়ী : হাদীস-৩১৮৫)

যে কাজে সদকার সাওয়াব হয়

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ.

অর্থ : জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক ভালো কাজই একটি সদকাহ। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬০২১)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِيْنُ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفِ قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَاْمُرُ بِالْخَيْرِ اَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوْفِ قَالَ فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

অর্থ : সাঈদ ইবনে আবু বুরদাহ হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক মুসলিমেরই সদকাহ করা উচিত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : যদি সদকাহ করার কিছু না পায়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তখন সে যেন নিজ হাতে কাজ করে, অতঃপর তদ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অন্যকেও সদকাহ করে। সাহাবীগণ বললেন : যদি সে এটা করার ক্ষমতা না রাখে কিংবা এটা করতে না পারে? নবী

ﷺ বললেন : তখন সে উৎপীড়িত অভাবগ্রস্তের (শারীরিক) সাহায্য করবে। সাহাবীগণ বললেন : যদি এটাও করতে না পারে? নবী ﷺ বললেন : তখন সে যেন ভালো কাজের উপদেশ হলেও দেয়। সাহাবীগণ বললেন : যদি সে এটাও করতে না পারে? নবী ﷺ বললেন : তখন সে যেন অন্তত মন্দ কাজ হতে বিরত থাকে। এটাই তার জন্য সদকাহ্।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৬০২২)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূর্য উদিত হয় এমন প্রত্যেক দিনে মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির বদলে একটি সদকাহ হওয়া উচিত। দু' ব্যক্তির মাঝে ন্যায় বিচার করাও একটি সদকাহ। কোন ব্যক্তিকে তার সওয়ারীতে উঠতে সাহায্য করা, তাকে তার সওয়ারীতে উঠিয়ে দেয়া অথবা তার কোন আসবাব পত্র সওয়ারীর উপর উঠিয়ে দেয়াও একটি সদকাহ। কারো সাথে উত্তম কথা বলাও একটি সদকাহ। সালাতের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ একটি সদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করাও একটি সদকাহ্।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-২৯৮৯)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِىْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيَاْتِىْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ فَكَذٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ.

অর্থ : আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ বলা একটি সদকাহ, প্রত্যেক 'আল্লাহু আকবার' বলা একটি সদকাহ, প্রত্যেক 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' বলা একটি সদকাহ, প্রত্যেক 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু' বলা একটি সদকাহ, সৎ কাজের আদেশ দেয়া একটি সদকাহ, অসৎ কাজে নিষেধ করা একটি সদকাহ, এমনকি নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকাহ। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ তার কামপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে আর তাতেও সাওয়াব হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আচ্ছা বলো তো দেখি, যদি তোমাদের কেউ তা হারাম জায়গায় স্থাপন করতো তবে তার জন্য তাতে গুনাহ হতো কি-না? এভাবেই সে তখন তাতে হালাল স্থাপন করলো তাতেও তার সাওয়াব হবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস -২৩৭৬)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةَ لَبَنٍ اَوْ وَرِقٍ اَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ.

অর্থ : বারাআ ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কাউকে একটি দুধের গাভী বা দুধের ছাগী দুধ খাওয়ার জন্য ধার দিবে কিংবা কিছু চাঁন্দি (টাকা পয়সা) ধার দিবে অথবা কোন পথহারাকে পথ দেখিয়ে দিবে– এটা তার জন্য একটি গোলাম আজাদ করার সমতুল্য। (তিরমিযী-১৯৫৭)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন মুসলিমই একটি বৃক্ষ রোপণ করবে অথবা কোন শস্য বপণ করবে অতঃপর তা থেকে পাখি, মানুষ কিংবা জীবজন্তু কিছু খায়, নিশ্চয়ই এটা তার জন্য সদকাহরূপে পরিগণিত হবে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-২৩২০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِىْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِى النَّاسَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি এক ব্যক্তিকে একটি গাছের কারণে জান্নাতে বেড়াতে দেখেছি। সে গাছটি কেটে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলেছিল যা মানুষকে কষ্ট দিতো।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৮৩৭ /১৯১৪)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَبَسُّمُكَ فِىْ وَجْهِ اَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَاَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَاِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِىْ اَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيْئِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَاِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَاِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ دَلْوِ اَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ

অর্থ : আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একটি সদকাহ, কাউকে সৎ কাজের আদেশ দেয়াও একটি সদকাহা, অসৎ কাজে থেকে নিষেধ করাও একটি সদকাহ, পথ হারানোর জায়গায় কাউকে পথ দেখিয়ে দেয়াও একটি সদকাহ, কোন অন্ধ ব্যক্তিকে সাহায্য করাও একটি সদকাহ, রাস্তা থেকে কাঁটা বা হাঁড় সরানোও একটি সদকাহ, তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইকে বালতি ভরে দেয়াও একটি সদকাহ।

(সহীহ তিরমিযী : হাদীস-১৯৫৬)

গোপনে দান করার ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ....وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اَخْفَى حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না তখন আল্লাহ সাত

শ্রেণির লোককে তাঁর ছায়া দান করবেন : (তাদের একজন হলেন), যে ব্যক্তি এতো গোপনে সদকাহ্ করে যে, ডান হাত যা দান করে বাম তা টের পায় না। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৬০)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

অর্থ : মুআবিয়া ইবনে হায়্যিদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গোপন দান আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধকে নির্বাপিত করে।

(সহীহ্ আত-তারগীব : হাদীস-৮৭৫/৮৮৮)

নিকটাত্মীয়দেরকে দান করার ফযিলত

عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَتْ : كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ . وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلٰى عَبْدِ اللهِ وَاَيْتَامٍ فِىْ حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ سَلْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَيَجْزِىْ عَنِّىْ اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَيْتَامِىْ فِىْ حَجْرِىْ مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ سَلِىْ اَنْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِىْ فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِىَّ ﷺ اَيَجْزِىْ عَنِّىْ اَنْ اُنْفِقَ عَلٰى زَوْجِىْ وَاَيْتَامٍ لِىْ فِىْ حَجْرِىْ وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا . قَالَ زَيْنَبُ قَالَ اَىُّ الزَّيَانِبِ . قَالَ امْرَاَةُ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ.

অর্থ : 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি একবার মসজিদে নববীতে ছিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখলাম যে, তিনি (মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন : তোমরা তোমাদের গহনা থেকে হলেও দান কর। আর যাইনাব (তার স্বামী) আবদুল্লাহ এবং যেসব ইয়াতীম তার প্রতিপালনে ছিল তাদের জন্য খরচ

করতেন। একদা যাইনাব আবদুল্লাহকে বললেন : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আপনার এবং যে ইয়াতীমরা আমার পোষ্য আছে তাদের জন্য খরচ করছি তা কি দান হিসেবে আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, তুমি গিয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস কর। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং দরজার নিকট জনৈকা আনসারী মহিলাকে দেখতে পেলাম। তার প্রয়োজনটাও ছিল আমার প্রয়োজনের মতো। তখন বিলাল ؓ আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি আমার স্বামী ও যেসব ইয়াতীম আমার তত্ত্বাবধানে রয়েছে তাদের জন্য সদকাহ করছি তা কি (দান হিসেবে) আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? আমরা (তাকে) আরও বললাম, নবী ﷺ-এর কাছে আমাদের নাম বলবেন না। বিলাল ؓ নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ঐ নারী দু'জন কে কে? বিলাল ؓ বললেন, যাইনাব । তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন যাইনাব? বিলাল ؓ বললেন, আবদুল্লাহর স্ত্রী। নবী ﷺ বললেন : হ্যাঁ, তার দ্বিগুণ সাওয়াব হবে। সদাকাহর সাওয়াব এবং আত্মীয়তা রক্ষা করার সাওয়াব। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৩৯৭)

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَّصِلَةٌ.

অর্থ : সালমান ইবনে আমির ؓ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তিকে সদকাহ দিলে কেবল সদকাহর সাওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়কে সদকাহ করলে সদকাহও হবে, আত্মীয়তাও রক্ষা হবে। (সুনানে নাসায়ী হাদীস-২৩৬৩)

عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ ؓ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.

অর্থ : উম্মে কুলসূম বিনতে উক্ববাহ রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মনে মনে শত্রুতা পোষণ করে এমন রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়কে সদকাহ করাই হলো সর্বোত্তম সদকাহ।

(মুসনাদে হুমায়দী : হাদীস-৩২৮)

স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান করলে তার ফযিলত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.

অর্থ : আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কোনো নারী কোন বস্তু নষ্ট না করে স্বামীর ঘর (সম্পদ) থেকে কিছু দান-খয়রাত করে তবে সে পুণ্য লাভ করবে দান করার কারণে এবং তার স্বামীও অনুরূপ পুণ্যের অধিকারী হবে উপার্জন করার কারণে। আর ভাণ্ডার রক্ষকও অনুরূপ পুণ্য পাবে। কিন্তু এতে কারোর সাওয়াবে কমতি হবে না। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৪২৫)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيْبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ لَهَا مَا نَوَتْ حَسَنًا وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.

অর্থ : আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মহিলা কোনরূপ অপচয় না করে খুশিমনে স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান করে সে স্বামীর সমান সাওয়াব পাবে। তার সৎ উদ্দেশ্যের কারণে সে সাওয়াব লাভ করে এবং রক্ষণাবেক্ষণকারীও সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।

(সহীহ তিরমিযী হাদীস-৬৭২)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যদি স্ত্রী তার স্বামীর উপার্জিত সম্পদ থেকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে দান-খয়রাত করে তবে সেও (স্বামী) অর্ধেক পুণ্যের অধিকারী হবে। (বুখারী : হাদীস-২০৬৬)

মৃতের পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করার ফযিলত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ اُمِّىْ تُوُفِّيَتْ اَفَيَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ لِىْ مَخْرَفًا فَاُشْهِدُكَ اَنِّىْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন। আমি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করলে তার কোন উপকার হবে কি? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : হ্যাঁ। সে বললো, আমার একটি বাগান আছে। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে তার পক্ষ থেকে তা দান করে দিলাম। (তিরমিযী হাদীস-৬৬৯)

ঋণ দেয়ার ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ.

অর্থ : ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : প্রত্যেক ঋণ দানই সদকাহ। (মু'জামুস সাগীর : হাদীস-৪০২)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنَحَ مَنِيْحَةَ لَبَنٍ اَوْ وَرِقٍ اَوْ هَدٰى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ.

অর্থ : বারাআ ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কাউকে কোন জিনিস ধার দিবে, কিংবা কাউকে পথ দেখিয়ে দিবে তার জন্য এ কাজটি একজন ক্রীতদাস মুক্ত করার শামিল হবে। (তিরমিযী : হাদীস-১৯৫৭)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলিম অপর মুসলিমকে দুবার ঋণ দিলে সে একবার (অথবা দুবার ঐ পরিমাণ) সদকাহ্ করার সাওয়াব পাবে। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-২৪৩০)

ঋণ গ্রহীতাকে সময় দেয়া ও দেনা মওকুফ করার ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ اِنِّيْ مُعْسِرٌ. فَقَالَ وَاللهِ قَالَ وَاللهِ. قَالَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আবু ক্বাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। আবু ক্বাতাদাহ তার এক দেনাদারের খোঁজ করলেন। কিন্তু সে তার থেকে আত্মগোপন করে ছিল। পরে তিনি তাকে পেয়ে গেলেন। তখন (দেনাদার) বললো, আমি অভাবী। আবু ক্বাতাদাহ বললেন, আল্লাহর শপথ! সত্যিই কি তুমি অভাবী? সে বললো, আল্লাহ শপথ! (হ্যাঁ)। তখন আবু ক্বাতাদাহ বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এতে খুশি হতে চায় যে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে তার বিপদাপদ থেকে নাজাত দিবেন তবে যেন কোন অভাবীর অভাব দূর করে দেয় অথবা তাকে অব্যাহতি দেয়। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৪০৮৩/১৫৬৩)

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ اِلَّا اَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَاْمُرُ غِلْمَانَهُ اَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ اَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ.

অর্থ : আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এক লোকের হিসাব নেয়া হলো। কিন্তু তার কোন ভালো আমল পাওয়া গেল না। তবে সে জনগণের সাথে মেলামেশা করতো এবং সে ধনী ছিল। সে তার চাকরদেরকে, দরিদ্র

ঋণ গ্রহীতার ঋণ মওকুফ করার নির্দেশ দিতো। মহান আল্লাহ বললেন, ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার তো আমারই বেশি। অতএব ওকে অব্যাহিত দাও। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৪০৮০/১৫৬১)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ قُلْتُ سَمِعْتُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَقُوْلُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ اَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَاِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَاَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ.

অর্থ : সুলাইমান ইবনে বুরাইদাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : পাওনাদার দেনাদারকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিলে সে প্রতিদিনের জন্য অনুরূপ একটি সদকাহ করার সাওয়াব পাবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : পাওনাদার দেনাদারকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিলে সে প্রতিদিনের জন্য অনুরূপ দুটি সদকাহ করার সাওয়াব পাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে বলতে শুনেছি : পাওনাদার দেনাদারকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিলে সে প্রতিদিনের জন্য অনুরূপ একটি সদকাহ করার সাওয়াব পাবে। অতঃপর আমি আপনাকে বলতে শুনলাম যে, পাওনাদার দেনাদারকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিলে সে প্রতিদিনের জন্য অনুরূপ দুটি সদকাহ করার সাওয়াব পাবে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন : ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের দিন এসে যাওয়ার আগে সময় বাড়িয়ে দিলে প্রতিদিনের জন্য একটি করে সদকাহর সাওয়াব পাবে। আর ঋণ পরিশোধের দিন এসে যাওয়ার পরে সময় বাড়িয়ে দিলে প্রতিদিনের জন্য দুটি করে সদকাহর সাওয়াব দেয়া হবে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২৩০৪৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দুনিয়ার বিপদসমূহের মধ্যহতে কোন একটি বিপদ দূর করে দিবে, মহান আল্লাহ কিয়ামত দিবসে বিপদাপদের মধ্যে থেকে একটি বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন অভাবী লোকের অভাব দূর করে দিবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় অভাব দূর করে দিবেন। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭০২৮/২৬৯৯)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ لَهُ اَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন অভাবী (ঋণ গ্রহীতা)-কে সময় দিবে অথবা অব্যাহতি দিবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।

(সুনানে তিরমিযী : হাদীস-১৩০৬)

খাবার খাওয়ানো ও পানি পান করানোর ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَاُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন ধরনের ইসলাম উত্তম? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াবে এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দিবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১২)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَافْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রহমানের ইবাদত করবে, (ক্ষুধার্তকে) খাবার খাওয়াবে এবং বেশি বেশি সালাম দিবে, তাহলে শান্তির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী : হাদীস-১৮৫৫)

عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِمَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَلَانَ الْكَلَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

অর্থ : আবু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় জান্নাতে একটি ঘর আছে। যার ভেতর থেকে বাইরের অংশ দেখা যায় এবং বাইরে থেকে ভেতরের অংশ দেখা যায়। মহান আল্লাহ এটা ঐ ব্যক্তির জন্য তৈরি করেছেন যে ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াবে, উত্তম কথা বলে, রোজা পালন করে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন দাঁড়িয়ে তাহজ্জুদ সালাত আদায়রত অবস্থায় রাত কাটায়।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২২৯০৫/২২৯৫৬)

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ فِيْكَ سَرَفٌ فِى الطَّعَامِ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : خِيَارُكُمْ مَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ.

অর্থ : হামযাহ ইবনে সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সুহাইবকে বললেন, তোমার মধ্যে খাদ্য অপচয়ের স্বভাব রয়েছে। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে (অপরকে) খাদ্য খাওয়ায়।

(সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৯৩৬/৯৪৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ

رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ. قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا اِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন : হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন ছিলাম, তুমি আমার সেবা করনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কীভাবে আপনার সেবা করবো আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, কিন্তু তুমি তার সেবা করনি? তুমি জানোনা যে, তুমি তার সেবা করলে তুমি তার কাছে আমাকেই পেতে? আল্লাহ্ আবার বলবেন : হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে বলবে, আপনি তো বিশ্বগজতের প্রতিপালক। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাওয়াওনি? তুমি কি জানোনা যে, তাকে খাওয়ালে তা তুমি আমার কাছে পেতে? আল্লাহ্ আবার বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি আপনাকে কীভাবে পানি পান করাবো? আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল? কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি? তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তাহলে তা আমার কাছেই পেতে।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৭২১/২৫৬৯)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِىْ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِثْلُ الَّذِىْ بَلَغَ بِىْ فَمَلَاَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ ثُمَّ رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا قَالَ فِىْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় প্রচণ্ড গরম অনুভব করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কূপ পেলো এবং তার ভেতরে নেমে পানি পান করলো। অতঃপর বেরিয়ে এলো। সহসা দেখলো, একটি কুকুর পিপাসায় হাঁপাচ্ছে এবং মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি মনে মনে ভাবলো, পিপাসায় আমার যেমন অবস্থা হয়েছিল। এ কুকুরটিরও সেরূপ অবস্থা হয়েছে। অতঃপর সে কূপের মধ্যে নামলো এবং নিজের মোজা ভরে পানি তুললো। তারপর মোজাটা মুখ দিয়ে চেপে ধরে উঠে এলো এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তায়ালা তার এ কাজে এতোটা সন্তুষ্ট হলেন যে, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! পশুর উপকার করলেও কি আমাদের সওয়াব হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : প্রত্যেক আর্দ্র কলিজাধারীর (জীবন্ত প্রাণীর) উপকার করলে সাওয়াব হয়। (সহীহ বুখারী : হাদীস-২৩৬৪/২৩৬৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ صَدَقَةٌ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنْ مَاءٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : পানি পান করানোর চাইতে বেশি নেকী আর কোন সদকাহতে নেই।

(সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৯৪৫/৯৬০)

কোষাধ্যক্ষের সওয়াব

عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی ﷺ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْاَمِیْنَ الَّذِیْ یُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ یُعْطِی مَا اُمِرَ بِهٖ فَیُعْطِیْهٖ کَامِلًا مُوَفَّرًا طَیِّبَةً بِهٖ نَفْسُهٗ فَیَدْفَعُهٗ اِلَی الَّذِیْ اُمِرَ لَهٗ بِهٖ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَیْنِ.

অর্থ : আবু মূসা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষ তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্টচিত্তে কাজে পরিণত করে, এমনকি (যা দান করতে বলা হয়েছে তা) দান করে এবং যাকে যা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে তাকে তা দেয় সেও দানকারীদ্বয়ের একজন (অর্থাৎ সেও সাওয়াব পাবে।) (সহীহ মুসলিম : হাদীস-২৪১০/১০২৩)

সাদা বকরী সদকাহ্ করার ফযিলত

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَمُ عَفْرَاءَ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَیْنِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুটি কালো বকরী আল্লাহর রাস্তায় জবেহ্ করার চাইতে একটি সাদা বকরী জবেহ্ করা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৯৪০৪/৯৩৯৩)

ফাযায়িলে সদক্বাহ সম্পর্কে যঈফ ও দুর্বল হাদীসসমূহ

১. নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন দান সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন? তিনি বললেন, রমযান মাসের দান-খয়রাত।

দুর্বল : তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। এর বর্ণনাকারী ইবনে মূসা হাদীস বিশারদগণের মতে দুর্বল। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি দুর্বল।

২. দান-খয়রাত আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রশমিত করে এবং লাঞ্ছিত মৃত্যু রোধ করে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : সত্তর ধরনের অপমৃত্যু রোধ করে।

দুর্বল : তিরমিযী। তিনি একে গরীব বলেছেন। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি দুর্বল। তাহক্বীক মিশকাত হা/১৯০৯।

৩. কারো নিজ জীবদ্দশায় একদিরহাম দান করা তার মৃত্যুকালে একশো দিরহাম দান করার চাইতে অধিক উত্তম।

দুর্বল : আবূ দাউদ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি দুর্বল। তাহক্বীক মিশকাত, যঈফাহ।

৪. তোমরা দানের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে। কেননা, বিপদাপদ এটাকে অতিক্রম করতে পারে না।

দুর্বল : ত্বাবারানী, রাজীন। আলবানী এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। তাহক্বীক মিশকাত হা/১৮৮৭।

৫. তোমাদের যাকাত আদায় করার মধ্যেই ইসলামের পূর্ণতা রয়েছে।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৪৫৭।

৬. যাকাত হলো ইসলামের সেতু।

দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/৪৫৪।

৭. মুসলিমের সদক্বাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করে, অপমৃত্যু রোধ করে এবং এর দ্বারা আল্লাহ তার অহংকার দূর করে দেন।

খুবই দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ তারগীব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : "সদক্বাহ সত্তরটি মন্দ দরজার প্রতিবন্ধক।" (দুর্বল, যঈফ আত-তারগীব হা/৫২১)

৮. যে ব্যক্তি তার ভাইকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবে, পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে সাত খন্দক দূরে সরিয়ে

রাখবেন। এর প্রত্যেকটি খন্দকের অপর খন্দক থেকে দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ।

বানোয়াট : ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, হাকিম, বায়হাক্বী। যঈফ তারগীব হা/৫৫৩।

৯. একদা সা'দ ইবনে উবাদাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন, তার জন্য কোন দান উত্তম হবে? তিনি ﷺ বললেন, পানি। সুতরাং সা'দ একটি কূপ খনন করলেন এবং বললেন, এটা সা'দের মায়ের জন্য।

সনদ দুর্বল : আবূ দাউদ, নাসায়ী। শায়খ আলবানী বলেন : এর সনদ দুর্বল। তাহক্বীক মিশকাত হা/১৯১২।

১০. কোন মুসলিম অপর মুসলিমকে একটি কাপড় পরালে সে আল্লাহর হিফাযতে থাকবে যে পর্যন্ত না উহার একটি টুকরাও তার গায়ে থাকবে।

সনদ দুর্বল : আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ। শায়খ আলবানী বলেন : সনদ দুর্বল। তাহক্বীক মিশকাত হা/১৯২০।

১১. যে কোনো মুসলমান বস্ত্রহীন মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। যে কোনো মুসলমান অভুক্ত মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল-ফলাদি খেতে দিবেন। আর যে কোনো মুসলমান পিপাসু মুসলমানকে পানি পান করাবে, মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে জান্নাতের 'সীলমোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয়' পান করাবেন।

সনদ দুর্বল : আবূ দাউদ, তিরমিযী। শায়খ আলবানী বলেন : এর সনদ দুর্বল। তাহক্বীক মিশকাত হা/১৯১৩।

১২. নবী ﷺ বলেন : আমি মি'রাজের রাতে জান্নাতের দরজায় লিখা দেখেছি : সদক্বাহর সওয়াব দশগুণ আর ধারের সওয়াব আঠারো গুণ।

দুর্বল : যঈফ তারগীব হা/৫৩৫।

ফাযায়িলে
হজ্জ ও উমরাহ

হজ্জ ও ওমরার পরিচিতি

اَلرَّائِدُ নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে আছে :

حَجٌّ : ١. مص. حَجَّ . ٢. اَدَاءُ الْفَرِيْضَةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِيْنَ...

১. حَجٌّ ক্রিয়ার اِسْمِ مَصْدَرٍ বা ক্রিয়ামূল বিশেষ্য। এর অর্থ কোনো স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করা এবং কোনো পবিত্র স্থানে যিয়ারতে যাওয়া।

২. মুসলিমদের মতে এক বিশেষ ফরজ (অবশ্য পালনীয় আল্লাহর হুকুম) সম্পন্ন (আদায়) করা।

اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে আছে :

اَلْحَجُّ وَالْحِجُّ : اَحَدُ اَرْكَانِ الْاِسْلَامِ الْخَمْسَةِ وَهُوَ الْقَصْدُ فِيْ اَشْهُرٍ مَّعْلُوْمَاتٍ اِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ لِلنُّسُكِ وَالْعِبَادَةِ.

হজ্জ বা হিজ্জ (حَجٌّ اَوْ حِجٌّ) হল ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের (ভিত্তির) একটি (বিশেষ) ভিত্তি, আর তা হল কোরবানী ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের অভিমুখে নির্দিষ্ট মাসে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া।

মুফরাদাতে ইমাম রাগেব ইস্পাহানীতে আছে :

حَجٌّ : اَصْلُ الْحَجِّ اَلْقَصْدُ لِلزِّيَارَةِ.. خُصَّ فِيْ تَعَارُفِ الشَّرْعِ بِقَصْدِ بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقَامَةٍ لِلنُّسُكِ فَقِيْلَ : اَلْحَجُّ وَالْحِجُّ فَالْحَجُّ مَصْدَرٌ وَالْحِجُّ اِسْمٌ...

حَجٌّ শব্দের মূল অর্থ যিয়ারতের নিয়ত করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর বিশেষ অর্থ হল কোরবানী করার জন্য আল্লাহর ঘরে (কা'বা শরীফে) অবস্থানের জন্য যিয়ারতের নিয়ত করা। হাজ্জ (اَلْحَجُّ) কে হিজ্জ اَلْحِجُّ ও বলা যায়। হাজ্জ حَجٌّ হল مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ামূল (বিশেষ এবং حِجٌّ হিজ্জ হল اِسْمٌ বা (নামবাচক) বিশেষ্য।

نُوْرُ الْاِيْضَاحِ নামক প্রসিদ্ধ ফেকাহর কিতাবে হজ্জ সম্বন্ধে আছে :

هُوَ زِيَارَةُ بِقَاعٍ مَخْصُوْصَةٍ بِفِعْلٍ مَخْصُوْصَةٍ فِيْ اَشْهُرِهِ وَهِيَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِى الْحِجَّةِ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْاَصَحِّ.

বিশুদ্ধতম মতে (হজ্জের উপযুক্ত হওয়া মাত্রই) তাৎক্ষণিকভাবে হজ্জের মাসসমূহে তথা শাওয়াল, যুলকা'দাহ ও জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে, নির্দিষ্ট আঙ্গিনায় যিয়ারত করা।

اَلْفِقْهُ الْمُيَسَّرُ নামক কিতাবে হজ্জ সম্বন্ধে লিখিত আছে;

اَلْحَجُّ لُغَةً: اَلْقَصْدُ اِلٰى مُعَظَّمٍ وَيُلْفَظُ بِفَتْحِ الْحَاءِ اَوْ كَسْرِهَا: اَلْحِجُّ.

হজ্জের حَجٌّ এর আভিধানিক অর্থ হলো : সম্মানিত (স্থানে বা ব্যক্তির কাছে) কোনো কিছুর কাছে যিয়ারতে যাওয়ার ইচ্ছা করা এবং শব্দটি حَاءَ বর্ণে যবর দিয়ে হাজ্জ حَجٌّ বা حَاءَ (হা) এতে যের দিয়ে حِجٌّ পড়া বিশুদ্ধ।

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ : আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাবা ঘরে হজ্জ করা মানুষের উপর ফরজ যারা যাতায়াতের সামর্থ্য রাখে। আর যে তা অমান্য করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী। (আলে-ইমরান : আয়াত-৯৭)

وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ.

অর্থ : এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, এরা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে। (সূরা হজ্জ : আয়াত-২৭)

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ.

অর্থ : যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিয্ক হিসেবে দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা সেটা হতে আহার করো এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। (সূরা হজ্জ : আয়াত-২৮)

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۙ وَاتَّقُوْنِ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ.

অর্থ : হজ্জের মাসগুলো নির্ধারিত; অতঃএব কেউ যদি ঐ মাসগুলোর মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে, তবে সে হজ্জের মধ্যে সহবাস, দুষ্কার্য ও ঝগড়া করতে পারবে না এবং তোমরা যে কোন সৎকর্ম কর না কেন আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা (নিজেদের) পাথেয় সঞ্চয় করে নাও; বস্তুতঃ নিশ্চিত উৎকৃষ্টতম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহভীতি। আর হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৭)

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

অর্থ : আর আমি কা'বাগৃহকে মানব জাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান করেছি; সুতরাং তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর; আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট এ অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূকারী এবং সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রেখ। (সূরা বাকার : আয়াত-১২৫)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ

مِّنۡ قَبۡلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيۡنَ.

অর্থ : তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করলে তাতে তোমাদের পক্ষে কোন গুনাহ নেই। অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত হতে ফিরে আস তখন পবিত্র (মাশয়ারে হারাম) স্মৃতি–স্থানের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর আর তিনি তোমাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তাঁকে স্মরণ কর যদিও তোমরা এর পূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।
(সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৮)

ثُمَّ اَفِيۡضُوۡا مِنۡ حَيۡثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسۡتَغۡفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ.

অর্থ : অতঃপর যেখান হতে লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৯)

اِنَّ الصَّفَا وَ الۡمَرۡوَةَ مِنۡ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنۡ حَجَّ الۡبَيۡتَ اَوِ اعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ اَنۡ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنۡ تَطَوَّعَ خَيۡرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيۡمٌ.

অর্থ : নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ অথবা 'উমরা' করে তার জন্য এগুলোর তাওয়াফ দোষণীয় নয়। আর কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে আল্লাহ কৃতজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৫৮)

وَاَتِمُّوا الۡحَجَّ وَالۡعُمۡرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنۡ اُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا اسۡتَيۡسَرَ مِنَ الۡهَدۡيِ ۚ وَلَا تَحۡلِقُوۡا رُءُوۡسَكُمۡ حَتّٰى يَبۡلُغَ الۡهَدۡىُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ بِهٖۤ اَذًى مِّنۡ رَّاۡسِهٖ فَفِدۡيَةٌ مِّنۡ صِيَامٍ اَوۡ صَدَقَةٍ اَوۡ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنۡتُمۡ ٝ فَمَنۡ تَمَتَّعَ بِالۡعُمۡرَةِ اِلَى الۡحَجِّ فَمَا اسۡتَيۡسَرَ مِنَ الۡهَدۡيِ ۚ فَمَنۡ لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ اِذَا رَجَعۡتُمۡ ؕ تِلۡكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنۡ لَّمۡ يَكُنۡ اَهۡلُهٗ حَاضِرِى

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

অর্থ : তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ্ব ও উমরা সম্পূর্ণ কর; কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে যা সহজ প্রাপ্য তাই কুরবানী কর। আর কুরবানীর জন্তুগুলো উহার স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমাদের মাথা মুণ্ডন কর না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয় বা তার মাথায় অসুখ থাকে তবে সে রোযা কিংবা সদকা অথবা কুরবানী দ্বারা সেটার ফিদইয়া দিবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ অবস্থায় থাক তখন যে ব্যক্তি হজ্জ্বের সাথে উমরাও করতে চায়, তবে যা সহজ প্রাপ্য তাই কুরবানী করবে; কিন্তু কেউ যদি তা না পায় তবে হজ্জ্বের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে আসা তখন সাত দিন এই পূর্ণ দশদিন রোযা রাখবে; এটা তারই জন্য যে মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৬)

হাদীস

হজ্জের ফযিলত

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা পরপর একত্রে হজ্জ ও উমরাহ করো। কেননা এ হজ্জ ও উমরাহ দারিদ্র্য ও গুনাহ দূর করে দেয়। যেমন হাপরের আগুনে লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর হয়। একটি কবুল হজ্জের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৩৬৬৯)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কেউ হজ্জ করে এবং তাতে কোনরূপ অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ না করে, তবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।

(তিরমিযী : হাদীস-৮১১/৮১০)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَتَانِ تُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوْبِ.

অর্থ : আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। আর দু উমরাহ তার মধ্যকার গুনাহসমূহের কাফফারাহ স্বরূপ। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৯৯৪১/৯৯৪২)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকলো, সে যেন ঐ দিনের মত নিস্পাপ হয়ে ফিরে আসল যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছেন।

(বুখারী : হাদীস-১৫২১/১৪৪৯)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো : সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন : কবুল হজ্জ। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৫১৯/১৪৪৮)

عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ اَفْضَلَ الْعَمَلِ اَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا لَكِنَّ اَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

অর্থ : উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ করবো না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : না বরং তোমাদের (নারীদের) জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো, হজ্জে মাবরূর (কবুল হজ্জ)।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-১৫২০/১৪৪৮)

রমযান মাসে উমরাহ্ করার ফযিলত

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِاِمْرَاَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِىْ فِيْهِ فَاِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারী মহিলাকে বলেন : রামাযান মাস এলে উমরাহ করে নিবে। কেননা, রমযানের একটি উমরাহ্ একটি হজ্জের সমতুল্য।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-২০২৫/১২৫৬)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهٖ قَالَ فَاِنَّ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ تَقْضِىْ حَجَّةً اَوْ حَجَّةً مَعِىْ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হজ্জ পালন করে ফিরে এসে বলেন নিশ্চয় : রমযান মাসে একটি উমরাহ্ করা একটি ফরয হজ্জ আদায় করার সমান অথবা তিনি বলেছেন : আমার সাথে একটি হজ্জ আদায় করার সমান। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৮৬৩)

শিশুদের হজ্জ করানোর ফযিলত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَتْ اَنَّ امْرَاَةً صَبِيًّا لَهَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে উঁচিয়ে ধরে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এর জন্য কি হজ্জ আছে? রাসূল (সাঃ) বললেন : হ্যাঁ, তবে এর সাওয়াব তোমার।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৩২০২)

ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার ফযিলত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ اَيُّوْبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرٌو فَأَقْصَعَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوْهُ وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَيُّوْبُ يُلَبِّيْ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন জনৈক ব্যক্তি নবী (সাঃ)-এর সাথে আরাফায় অবস্থান করছিল। সে সময় (ইহরাম অবস্থায়) এক ব্যক্তি হঠাৎ তার উটের পিঠ হতে পড়ে যায়, আইয়ুব বলেন : ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে সে মারা যায়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমরা তাকে কুলগাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল দাও এবং দু' কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার শরীরে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না। কেননা, ক্বিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১২৬৮)

তালবিয়া পাঠের ফযিলত

عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ اَيُّ الْحَجِّ اَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ.

অর্থ : আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন হজ্জ সর্বোত্তম? তিনি বললেন : যে হজ্জে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করা হয় ও কুরবানী করা হয় সে হজ্জ উত্তম। (তিরমিযী-৮২৭)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّيْ اِلَّا لَبِّيْ مِنْ عَنْ يَمِيْنِهِ اَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ اَوْ شَجَرٍ اَوْ مَدَرٍ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الْاَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا.

অর্থ : সাহল ইবনে সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন মুসলমান তালবিয়া পাঠকারীর অনুসরণে তার ডান ও বামের পাথর, বৃক্ষরাজি মাটি ও জনপদ তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। যতক্ষণ না যমীন তার এদিক ওদিক তথা ডান ও বাম পার্শ্ব হতে ধ্বংস হয়ে যায়। (তিরমিযী : হাদীস-৮২৮)

عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى مُوْسٰى فِيْ هٰذَا الْوَادِيْ مُحْرِمًا بَيْنَ قَطْوَانَتَيْنِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যেন দেখছি, মূসা আলাইহিস সালাম সানিয়্যাহ থেকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় অবতরণ করছেন এবং এভাবেই তিনি মহান আল্লাহর নিকট যাচ্ছেন।
(মুজামুল কাবীর-১০১০৬/১০২৫৫)

عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ رضي الله عنه عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اٰمُرَ اَصْحَابِيْ اَنْ يَرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالْاِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ.

অর্থ : সায়িব ইবনে খাল্লাদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার কাছে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন আমার সাহাবীদের এবং যারা আমার সাথে রয়েছে তাদেরকে উচ্চঃস্বরে তালবিয়া পাঠের নির্দেশ করি। (তিরমিযী : হাদীস-৮২৯)

হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামেনী স্পর্শ করার ফযিলত

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجَرِ وَاللهِ ! لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهٖ يَشْهَدُ عَلٰى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর শপথ আল্লাহ অবশ্যই কিয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদকে উত্থিত করবেন। তার দুটি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখতে পাবে। একটি জিহ্বা বা মুখ থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং যারা তাকে যথাযথভাবে স্পর্শ করেছে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

(সুনানে তিরমিযী : হাদীস-৯৬১)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : اِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর স্পর্শ পাপ সমূহকে সম্পূর্ণ মুছে দেয়। (তিরমিযী হাদীস-৯৫৯)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ الْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ اٰدَمَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হাজরে আসওয়াদ হলো জান্নাতের অবতারিত পাথর। পাথরটি দুধের চাইতেও অধিক সাদা ছিল। কিন্তু আদম সন্তানের গুনাহ একে কালো করে দিয়েছে। (তিরমিযী ; হাদীস-৮৭৭)

عَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوْتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نُوْرَهُمَا وَلَوْلَمْ يَطْمِسْ نُوْرَهُمَا لَاَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের ইয়াকুত থেকে দুটি ইয়াকুত। এ দুটির আলোকপ্রভা আল্লাহ নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। তিনি যদি এ দুটির প্রভা নিস্তেজ না করতেন তাহলে তা পূর্ব পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে সব আলোকিত করে দিতো। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৭০০০)

যমযমের পানির ফযিলত

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

অর্থ : জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যমযমের পানি যে উদ্দেশ্য নিয়ে পান করবে তা পূরণ হবে।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৪৮৪৯/১৪৮৯২)

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ زَمْزَمَ فَقَالَ اِنَّهَا مُبَارَكَةٌ اِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سَقَمٍ.

অর্থ : আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের কথা উল্লেখ করে বলেন আলাইহিস সালাম নিশ্চয় যমযমের পানি বরকতময়, স্বাদ অন্বেষণকারীর খাদ্য এবং রোগীর ঔষধ। (মুজামুস সাগীর-২৯৬/২৯৫)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যমীনের উপর সর্বোত্তম পানি হলো যমযমের পানি।

(আল মু'জামুল কাবীর : হাদীস-১১১৮৯)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ فِي الْاَدَاوَى وَالْقِرَبِ وَكَانَ يَصُبُّ عَلَى الْمَرْضٰى وَيَسْقِيْهِمْ.

অর্থ : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে ও মশকে যমযমের পানি বহন করতেন এবং তিনি যমযমের পানি অসুস্থদের উপর ছিটিয়ে দিতেন ও তাদের পান করাতেন। (সিলসিলায়ে সহীহাহ হাদীস-৮৮৩)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ اَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ قَبْلَ اَنْ تُفْتَحَ مَكَّةُ اِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو اَنْ اَهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَلَا يَتْرُكْ قَالَ فَبَعَثَ اِلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ.

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের পূর্বে মাদীনায় থাকাবস্থায় সুহাইল ইবনে আমরের কাছে এজন্য লোক পাঠিয়েছিলেন যে, আমাদের জন্য যমযমের পানি হাদীয়া পাঠাবে এবং পাঠাতে ভুল করবে না। অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে দুই কলস পানি পাঠালেন। (বায়হাকী সুনানুল কাবীর-৯১২৭/৯৭৬৭)

হজ্জের বাহনের বিনিময়ে হাজীর সাওয়াব লাভ

عَنْ اِبْنُ عُمَرَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَا يَرْفَعُ اِبِلُ الْحَاجِّ رِجْلًا وَلَا يَضَعُ يَدًا اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً اَوْ مَحَى عَنْهُ سَيِّئَةً اَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً.

অর্থ : ইবনে ওমর ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : হজ্জে গমনকারী ব্যক্তির উট (চলার পথে) যখনই পা উত্তোলন করে এবং হাত রাখে এর বিনিময়ে (অর্থাৎ প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ ঐ হজ্জকারীর জন্য সাওয়াব লিখে দেন। অথবা এর দ্বারা তার একটি গুনাহ মুছে দেন অথবা এর দ্বারা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

(শুআবুল ঈমান : হাদীস-৪১১৬)

হজ্জ ও উমরাকারীর দু'আ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللّٰهِ دَعَاهُمْ فَاَجَابُوْهُ وَسَاَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ.

অর্থ : ইবনে ওমর ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথের গাযী (যোদ্ধা), হজ্জ এবং উমরাকারী এরা আল্লাহর দল। তারা দু'আ করলে দু'আ কবুল হয় এবং তারা কিছু চাইলে তাদেরকে তা দেয়া হয়।

(ইবনে মাযাহ : হাদীস-২৮৯৩)

হজ্জ ও উমরা করার জন্য খরচ করার ফযিলত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا فِىْ عُمْرَتِهَا اِنَّ لَكِ مِنَ الْاَجْرِ عَلٰى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ.

অর্থ : আয়েশা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ তাকে তার উমরাহ সম্পর্কে বলেছেন : তুমি তোমার পরিশ্রম এবং তোমার খরচ অনুপাতে নেকী পাবে। (মুসতাদরেকে হাকীম : হাদীস-১৭৩৩)

জামারাতে কঙ্কর মারার ফযিলত

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ كَانَ لَكَ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ : ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তুমি যখন জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, তা তোমার জন্য কিয়ামতের দিনে নূর হয়ে যাবে। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-১৫৫৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ اَجْرَ الْحَاجِّ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ اَجْرَ الْمُعْتَمِرِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ اَجْرَ الْغَازِىْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলো। অতঃপর মৃত্যুবরণ করলো। কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য হজ্জের সাওয়াব লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি উমরাহর উদ্দেশ্যে বের হলো। অতঃপর মৃত্যুবরণ করলো। কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য উমরাহর সাওয়াব লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি যোদ্ধা হিসেবে বের হলো। অতঃপর মৃত্যুবরণ করল কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য মুজাহিদের সাওয়াব লিখা হবে। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-১২৬৭)

বায়তুল্লাহ তাওয়াফের ফযিলত

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ اُسْبُوْعًا يُحْصِيْهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا رَفَعَ

رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا اِلَّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ﵄ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কেউ যদি যথাযথভাবে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং দু রাকআত সালাত আদায় করে তবে তার একটি ক্রীতদাস আযাদ করার সমান সাওয়াব হয়। বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি আরো বলতে শুনেছেন যে, তাওয়াফের প্রতিটি কদমে আল্লাহ তার জন্য দশটি সাওয়াব লেখেন। দশটি করে গুনাহ ক্ষমা করেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৪৪৬২)

عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ﷺ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ اَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاِنَّهُ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا اَرَادَ هٰؤُلَاءِ.

অর্থ : ইবনে মুসায়্যিব হতে বর্ণিত। আয়েশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরাফার দিন অপেক্ষা এমন কোন দিন নেই যেদিন আল্লাহ অত্যধিক পরিমাণ বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন এবং তিনি (আল্লাহ) নিকটবর্তী হন আর ফেরেশতাদের নিকট তাদেরকে নিয়ে গৌরব প্রকাশ করে বলেন, এরা কি প্রার্থনা করে? (মুসলিম : হাদীস-৩৩৫৪/১৩৪৮)

মাথার চুল মুণ্ডানো ও ছেঁটে ফেলার ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ - قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ نَافِعٌ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﵄ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীর উপর দয়া করুন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! চুল খাটোকারীরা? রাসূল ﷺ বললেন,

হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীর উপর দয়া করুন। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন।

হে আল্লাহর রাসূল! চুল খাটোকারীরা? রাসূল ﷺ বললেন :

হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীর উপর দয়া করুন। নাফে বলেন : অতঃপর চতুর্থবারের সময় নবী ﷺ (শুধু একবার) বললেন, এবং চুল খাটোকারীদের উপর দয়া করুন। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৭২৭)

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযিলত

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোনদিন নেই যে দিনসমূহের সৎকাজ আল্লাহর নিকট যিলহজ্জ মাসের এ দশ দিনের সৎকাজ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করার চাইতেও বেশি প্রিয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করার চাইতেও অধিক প্রিয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি (নিজের) জান ও মাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বেরিয়ে যায় এবং এ দুটির কোন কিছু নিয়ে আর ফিরে না আসতে পারে তার কথা ভিন্ন। (তিরমিযী : হাদীস-৭৫৭)

হজ্জ ও কুরবানী সম্পর্কে যঈফ ও দুর্বল হাদীসসমূহ

কুরবানীর ফযীলত

১. আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরবানীর দিন আদম সন্তানের কোন কাজই মহান আল্লাহর নিকট কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করার চাইতে অধিক পছন্দনীয় নয়। কুরবানী দাতা ক্বিয়ামতের দিন কুরবানীর পশুর শিং, খুর ও পশমসহ উপস্থিত হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার আগেই তা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌছে যায়। অতএব তোমরা কুরবানী দ্বারা নিজেদের অন্তরকে পবিত্র করো।

দুর্বল : ইবনে মাজাহ, তা'লীকুর রাগীব, তিরমিযী, বায়হাকী 'সুনান', 'শুআব'। ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও গরীব বলেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

২. যায়দ ইবনে আরক্বাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই কুরবানী কী? তিনি বললেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সুন্নাত। তাঁরা আবার প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে কি আমাদের জন্য নেকি রয়েছে? তিনি বলেন : প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ছোট) লোমের পরিবর্তেও কী রয়েছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : লোম বিশিষ্ট পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে সাওয়াব রয়েছে।

খুবই দুর্বল : ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭৬। আহমাদ হা/১৮৭৯৭। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, সনদের আবূ দাউদ এর আসল নাম হলো নাকীহ ইবনে হারিস। তিনি মাতরূক এবং হাদীস জালকরণের দোষে দোষী। ড. মুস্তফা মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাজাহর তাখরীজ গ্রন্থে বলেন : এছাড়া সনদে 'আয়িযুল্লাহকে ইমাম আবূ যুর'আহ এবং উক্বাইলী দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন : তার হাদীস সহীহ নয়।

উল্লেখ্য, হাফিয ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন : কুরবানীর ফযীলত সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না।

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের রোযার ফযীলত

৭. এমন কোন দিন নেই যে দিনসমূহের (নফল) ইবাদত আল্লাহর নিকট যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের ইবাদত অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এ দশ দিনের প্রতিটি রোযা এক বছরের রোযার সমতুল্য এবং প্রতিটি রাতের ইবাদত ক্বদরের রাতের ইবাদতের সমতুল্য।

দুর্বল : তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। সনদের নাহহাস ইবনে কাহ্‌ম এর স্মৃতিশক্তি ভালো নয়। ইয়াহইয়া তার সমালোচনা করেছেন। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি দুর্বল।

হাজীগণের দোয়ার ফযীলত

৮. রাসূলুল্লাহ বলেছেন : হজ্জ ও উমরাহ্‌র যাত্রীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা তাঁর নিকট দোয়া করলে তিনি তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি তাদের ক্ষমা করেন।

দুর্বল : ইবনে মাজাহ, তা'লীকুর রাগীব, মিশকাত, নাসায়ী। আল্লামা বুসয়রী 'আযযাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সনদের সালিহ ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

৯. ওমর সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী -এর নিকট তিনি 'উমরাহ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন এবং বলেন : "হে আমার ভাই! তোমার দুআতে আমাদেরও শরীক করবে, আমাদের কথা ভুলে যেও না।"

দুর্বল : যঈফ ইবনে মাযাহ্‌, যঈফ আবূ দাউদ, তিরমিযী। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। এর সনদে 'আসিম ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আসিম দুর্বল।

তালবিয়া পাঠের ফযীলত

১০. রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে কোন ইহরামকারী কুরবানীর দিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করে এবং মধ্যাহ্ন থেকে তালবিয়া পাঠ করতে থাকে, সূর্য তার গুনাহগুলোসহ অস্ত যায়। ফলে সে এমন নিষ্পাপ হয়ে যায়, যেমন (নিষ্পাপ অবস্থায়) তার মা তাকে প্রসব করেছিল।

দুর্বল : ইবনে মাজাহ, তা'লীকুর রাগীব, যঈফাহ্ হা/৫০১৮। আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, সনদের আসিম ইবনে উবাইদুল্লাহ এবং আসিম ইবনে 'ওমর ইবনে হাফস এর দুর্বলতার কারণে এর সনদ দুর্বল। ড. মুস্তফা মুহাম্মদ বলেন, আসিম ইবনে ওমর ইবনে হাফসকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

তাওয়াফের ফযীলত

১১. যে ব্যক্তি পঞ্চাশ বার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে সে তার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে।

দুর্বল : তিরমিযী, তিনি একে গরীব বলেছেন। আলবানী বলেছেন, এটি দুর্বল।

১২. আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন : "যে ব্যক্তি সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে এবং কোন কথা না বলে এ দুআ পড়বে ঃ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ তার দশটি গুনাহ মুছে যাবে, তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখা হবে এবং তার মর্যাদা দশ গুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফ করবে এবং ঐ অবস্থায় কথা বলবে সে তার পদদ্বয় শুধু রহমতের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে; যেমনি কেউ স্বীয় পদদ্বয় পানিতে ডুবিয়ে রাখে।

দুর্বল : মিশকাত হা/২৫৯০, তা'লীকুর রাগীব। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। এর সনদে হুমাইদ ইবনে আবূ সাভিয়্যাহ মাক্কী রয়েছে। ইবনে আদী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তার বহু মুনকার হাদীস রয়েছে। ইবনে মাজাহতে তার এ হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস নেই।

বৃষ্টিতে বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফের ফযীলত

১৩. দাঊদ ইবনে আজলান (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ ইক্বাল-এর সঙ্গে বৃষ্টিতে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করলাম। তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে এলাম। তখন আবূ ইক্বাল বললেন, আমি আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে বৃষ্টিতে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছি। আমরা তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমে এসে দু'রাকআত সালাত আদায় করেছি। অতঃপর আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে বলেছেন, এখন থেকে নতুন করে নিজেদের আমলের হিসাব রাখো। কেননা তোমাদের পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপ বলেছেন এবং আমরা তাঁর সঙ্গে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করেছি।

খুবই দুর্বল : ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন আল্লামা আবুল হাসান সিন্দি ইবনে মাজাহর হাশিয়াতে বলেন : আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সনদের দাউদ ইবনে আজলানকে দুর্বল বলেছেন ইবনে মাঈন, ইমাম আবূ দাউদ, হাকিম ও নুককাশ বলেছেন সে আবু ইক্বাল এর সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে থাকে। আর তার শায়খ আবূ 'ইক্বাল এর নাম হলো হিলাল ইবনে যায়দ। তাকে ইমাম আবূ হাতিম, বুখারী, নাসায়ী, ইবনে আদী ও ইবনে হিব্বান দুর্বল বলেছেন এবং বলেছেন, সে আনাস সূত্রে এমন বানোয়াট জিনিস বর্ণনা করে থাকে যা আনাস কখনোই বর্ণনা করেন নি। অতএব এ অবস্থায় তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না।

রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শের ফযীলত

১৪. হুমায়দ ইবনে আবূ সাবিয়াহ্ বর্ণনা করেন : আমি ইবনে হিশামকে রুকনে ইয়ামানী সম্পর্কে আত্বা ইবনে আবী রাবাহ্-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি তখন বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করছিলেন। আত্বা বলেন, আমার নিকট আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (রুকনে ইয়ামানীতে) সত্তরজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন। অতএব যে দোয়া ব্যক্তি বলবে : তখন ফিরিশতারা বলেন : আমীন। (**অর্থ** : হে আল্লাহ! আপনার নিকট

ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি দুনিয়া ও আখিরাতের। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।)

আত্বা (রহ.) রুকনুল-আসওয়াদে (হাজরে আসওয়াদ) পৌঁছলে ইবনে হিশাম বলেন, হে আবূ মুহাম্মদ! এ রুকনুল আসওয়াদ সম্পর্কে আপনি কি অবহিত আছেন? আত্বা (রহ.) বলেন, আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন : "যে কেউ তার বরাবর হয়, সে যেন দয়াময় আল্লাহর হাতের মুখোমুখি হয়।"

দুর্বল : মিশকাত হা/২৫৯০, তা'লীকুর রাগীব। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। এর সনদে হুমাইদ ইবনে আবী সাভিয়্যাহ মাক্কী রয়েছে। ইবনে আদী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তার বহু মুনকার হাদীস রয়েছে। ইবনে মাজাহতে তার এ হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস নেই।

বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে 'উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার ফযীলত

১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

দুর্বল : ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৩২, যঈফাহ হা/২১১, তা'লীকুর রাগীব, আবূ দাউদ, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, 'কাবীর', দারাকুতনী, বায়হাক্বী এবং আবূ ইয়ালা। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম 'আত-তাহযীবুস সুন্নান কিতাবে, বলেন, বহু হাফিয বলেছেন, এর সনদ মজবুত নয়। হাদীসের সনদে উম্মু হাকীম অপরিচিত। আল্লামা মুনযিরী ও হাফিয ইবনে কাসীর ইযতিরাব বলে হাদীসটির ত্রুটি বর্ণনা করেছেন।

১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে 'উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে-তা তার জন্য পূর্বেকার সমস্ত গুনার কাফফারা হবে। উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, অতঃপর আমি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে 'উমরার জন্য বের হলাম।

দুর্বল : ইবনে মাজাহ, এর পূর্বেটিতে এর সূত্রগত হয়েছে, আবূ দাউদ। এর সনদ মজবুত নয়। কেননা সনদে উম্মু হাকীম এবং ইয়াহইয়া ইবনে আবী সুফীয়ান রয়েছে। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

আরাফাহর ময়দানে দোয়ার ফযীলত

১৭. আব্বাস ইবনে মিরদাস সালামী বলেন, তাঁর পিতা (কিনানাহ) তাঁকে তাঁর পিতার (আব্বাস) সূত্রে অবহিত করেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে তৃতীয় প্রহরে তাঁর উম্মাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করেন। উত্তরে তাঁকে জানানো হলো : আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, তবে যালিম ছাড়া। কারণ আমি অবশ্যই তার উপর অত্যাচারিতের বদলা নিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে পালনকর্তা! আপনি ইচ্ছা করলে অত্যাচারিতকে জান্নাত দিতে এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত এর কোন উত্তর এলো না। ভোরে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফাতে আবার দোয়া করলেন। এবার তাঁর দোয়া কবুল হলো। বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেলেন অথবা মুচকি হাসলেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি এমন মুহূর্তে কখনও হাসেন নি, তাহলে কিসে আপনাকে হাসালো? আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহর শত্রু ইবলিশ যখন জানলো মহান আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মাতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন সে মাটি নিয়ে নিজ মাথায় ঢালতে ঢালতে বলতে লাগল-হায় সর্বনাশ, হায় সর্বনাশ। তখন তার অস্থিরতার প্রত্যক্ষ আমাকে হাসিয়েছে।

দুর্বল : ইবনে মাযাহ, মিশকাত হা/২৬০৩, তা'লীকুর রাগীব। আবূ দাউদ, আহমাদ। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। আল্লামা আবুল হায়াত সিন্দি ইবনে মাজাহর শরাহ গ্রন্থে বলেন : আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সনদে আবদুল্লাহ ইবনে কিনানাহ রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস সহীহ নয়। আল্লামা সুয়ূতী কিতাবের হাশিয়াতে এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, ইবনুল জাওযী একে 'মাওযূ'আত' গ্রন্থে বর্ণনা করে এ কিনানকে-

দোষী করেছেন। কারণ সে হাদীস বর্ণনায় খুবই মুনকার। আর ইবনে হিব্বান দ্বিধায় পড়ে একবার তাকে 'আস-সিকাত' গ্রন্থে এবং আরেকবার 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মক্কার ফযীলত

১৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এই উম্মত যতদিন পর্যন্ত এ হারাম শরীফের যথাযোগ্য মর্যাদা দিবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। কিন্তু যখন তারা এর মর্যাদা বিনষ্ট করবে, তখন তারা ধ্বংস হবে।

দুর্বল : ইবনে মাযাহ, মিশকাত হা/২৭২৭। আল্লামা দামায়রী বলেছেন, এই হাদীসটি দুর্বল। আলবানীও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

মদীনার ফযীলত

১৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উহূদ একটি পাহাড়, সে আমাদেরকে ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি। এটি জান্নাতের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত। আর আইর পাহাড় জাহান্নামের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত।

খুবই দুর্বল : ইবনে মাযাহ। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। শায়খ আলবানী আরো বলেন : কিন্তু হাদীসের প্রথমাংশটি খুবই বিশুদ্ধ, সেজন্যই আমি (আলবানী) একে বর্ণনা করেছি সহীহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে। হাদীসটির সনদে দুটি দোষ রয়েছে।

১. ইবনে মিকনাফ। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে অজ্ঞাত। ইবনে হিব্বান বলেছেন, তার দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীসে প্রশ্ন রয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, সে দুর্বল।

২. সনদে ইবনে ইসহাকের আন আন শব্দযোগে বর্ণনা। কারণ সে একজন মুদাল্লিস।

উমরার ফযীলত

২০. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হজ্জ হচ্ছে ফরজ আর উমরাহ হচ্ছে নফল।

দুর্বল ঃ ইবনে মাযাহ, যঈফাহ্ হা/২০০। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। সনদের ওমর ইবনে কায়সকে ইমাম আহমাদ, ইবন মাঈন, ফাল্লাস, আবূ যুর'আহ, বুখারী, আবূ হাতিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া সনদের হাসান সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, সে মাতরূক। ইবনে হিব্বান বলেছেন, সে নিতান্তই হাদীসে মুনকার। মূলতঃ তারা উভয়েই মাতরূক। হাদীসটি ইবনে আবী হাতিমও 'আল-ইলাল' কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

২১. যে ব্যক্তি হজ্জ করে আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারাত করলো সে যেন আমার জীবিত অবস্থায় যিয়ারাত করলো।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ।

২২. যে ব্যক্তি আমার ও আমার পিতা ইবরাহীমের কবর একই বছরে যিয়ারাত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **বানোয়াট**।

২৩. হাজরে আসওয়াদ যমীনে অবস্থিত যে, আল্লাহর শপথ এর সাথে মুসাফাহা করা ইবাদত। **দুর্বল**।

২৪. হাজীদের ফযীলত সম্পর্কে যদি লোকেরা জানতো তাহলে তারা হাজীদের পা ধুয়ে দিতো।

বানোয়াট : ইবনে তাহির মাওযুআত।

২৫. হাজী সাহেব ঘর থেকে বের হলেই আল্লাহর হিফাযতে চলে যায়। সে হজ্জ সম্পন্ন করার আগে মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা তার আগে পরের সব গুনাহ মাফ করে দেন। এ রাস্তায় একটি দিরহাম দান করা ৪ কোটি দিরহাম ব্যয় করার সমান।

বানোয়াট : হাফিয ইবনে হাজার বলেন : হাদীসটি বানোয়াট।

২৬. যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা 'উমরাহ করতে গিয়ে মারা যায়, তার কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না এবং হিসাব-নিকাশ হবে না। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ করো।

বানোয়াট : আবূ ইয়ালা, উকাইলী ইবনে আদী, খতীব বর্ণনা করেছে আয়েশা হতে মারফুভাবে। সুগানী বলেন, হাদীসটি জাল।

২৭. যে ব্যক্তি মক্কা ও মদীনার মাঝ পথে হজ্জ কিংবা উমরাহ করতে গিয়ে মারা যাবে হাশরের ময়দানে তার কোন হিসাব দিতে হবে না এবং তার কোন আযাব হবে না।

দুর্বল : হাদীসের সনদে রয়েছে 'আবদুল্লাহ বিন নাফি'। ইমাম বুখারী, নাসায়ী ও ইবনে মাঈন বলেন : সে দুর্বল।

২৮. যে ব্যক্তি কোন হাজীকে ৪০ কদম এগিয়ে দিলো, তারপর তার সাথে মুয়ানাকা করে বিদায় জানালো, উভয়ের পৃথক হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন।

বানোয়াট : হাদীসের সনদে মিথ্যাবাদী রাবী আছে।

২৯. যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর সাফা-মারওয়া সায়ী করলো, আল্লাহ তার প্রতি কদমের বিনিময়ে ৭০ হাজার মর্যাদা দান করবেন।

বানোয়াট : হাদীসের সনদে একজন মিথ্যুক রাবী এবং দুইজন মাজরীহ রাবী রয়েছে।

৩০. একজন বান্দার পেটে যমযমের পানি এবং জাহান্নামের আগুন একত্রিত হতে পারে না। কোন বান্দা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলে আল্লাহ তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একলক্ষ সওয়াব দান করেন।

বানোয়াট : ইমাম যায়লায়ী বলেন, হাদীসের সনদে মিথ্যুক রাবী আছে।

৩১. যে ব্যক্তি মক্কা ও মদীনায় মারা যাবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব এবং সে ক্বিয়ামতের দিন শান্তিতে উপস্থিত হবে।

বানোয়াট : হাদীসের এক সনদে আবদুল গফুর বিন সায়ীদুল ওয়াসেতী মিথ্যুক এবং আরেক সনদে মূসা বিন আবদুর রহমান মিথ্যুক। ইবনুল জাওযী একে বানোয়াট হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন।

৩২. যে ব্যক্তি মদীনায় গিয়ে আমার যিয়ারাত করবে সে ক্বিয়ামতের দিন আমার পাশে থাকবে।

বানোয়াট : হাদীসটিকে বানোয়াট বলেছেন ইবনে তাইমিআহ, ইবনুল জাওযী, ইমাম নাববী ও অন্যরা।

ফাযায়িলে সিয়াম

সিয়ামের পরিচিতি

صَوْمٌ শব্দ সম্বন্ধে اَلرَّائِدُ নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে লিখিত আছে :

صَوْمٌ : ج اَصْوَامٌ . ١. مص . صَامَ . ٢. اِمْتِنَاعٌ عَنِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيْ اَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ السَّنَةِ وَالْيَوْمِ.....

صَوْمٌ শব্দের বহুবচন اَصْوَامٌ এবং এর অর্থ

১. صَامَ ক্রিয়ার اِسْمِ مَصْدَرٍ বা ক্রিয়ামুল বিশেষ্য
২. বছরের নির্দিষ্ট দিন সমূহের (রমযান মাসের) নির্দিষ্ট সময় (দিনের বেলায়) পানাহার থেকে বিরত থাকা।

اَلْمُنْجِدُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ নামক অভিধানে আছে :

صَوْمٌ : ج اَصْوَامٌ : اِمْتِنَاعٌ عَنِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيْ اَوْقَاتٍ مَّعْلُوْمَاتٍ....

صِيَامٌ : صَوْمٌ...

صَوْمٌ শব্দের বহুবচন اَصْوَامٌ এবং এর অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে পানাহার থেকে বিরত থাকা এবং صِيَامٌ অর্থ صَوْمٌ অর্থাৎ صَوْمٌ এবং صِيَامٌ সমার্থক শব্দ।

اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে আছে :

اَلصَّوْمُ : اَلْاِمْسَاكُ عَنْ اَيِّ فِعْلٍ اَوْ قَوْلٍ كَانَ وَ شَرْعًا : اِمْسَاكٌ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ مَعَ النِّيَّةِ..... اَلصِّيَامُ : اَلصَّوْمُ

اَلصَّوْمُ অর্থ যে কোনরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা এবং শরীয়তের পরিভাষায় صَوْمٌ **অর্থ** : নিয়ত (ইচ্ছা) সহ বা স্বেচ্ছায় ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার প্রাক্কাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযাভঙ্গকারী কোনরূপ ক্রিয়া কল্প থেকে বিরত থাকা এবং صِيَامٌ অর্থ صَوْمٌ অর্থাৎ صَوْمٌএবং صِيَامٌ সমার্থক শব্দ।

نُوْرُ الْاِيْضَاحِ নামক প্রসিদ্ধ ফেকাহর কিতাবে আছে :

هُوَ الْاِمْسَاكُ نَهَارًا عَنْ اِدْخَالِ شَيْءٍ عَمْدٍ اَوْ خَطَاٍ بَطْنًا اَوْ مَالَهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ وَعَنْ شَهْوَةِ الْفَرْجِ بِنِيَّةٍ (مِنْ اَهْلِهِ)

صَوْمٌ বা রোযা হচ্ছে রোযা থাকার নিয়তে দিনের বেলা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পেটে কিংবা যে অঙ্গে পেটের হুকুম (বিধান) বর্তায় বা প্রযোজ্য হয় তাতে কোন কিছু প্রবেশ করানো থেকে এবং যৌন ক্রিয়া থেকে বিরত থাকা।

اَلْفِقْهُ الْمُيَسَّرُ নামক কিতাবে আছে :

اَلصَّوْمُ لُغَةً : هُوَ الْاِمْسَاكُ وَالْاِمْتِنَاعُ عَنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ ... وَالصَّوْمُ شَرْعًا هُوَ الْاِمْتِنَاعُ قَصْدًا عَنْ شَهْوَةِ الْفَرْجِ كُحْمُ الْبَطْنِ شَيْءٍ عَمْدًا اَوْ خَطَأً اِلَى الْبَطْنِ اَوْ مَالَهُ حُكْمُ الْبَطْنِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ حَتّٰى غِيَابَ الشَّمْسِ تَعَبُّدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى اِسْتِجَابَةً لِاَمْرِهٖ اَوْ تَزَلُّفًا اِلَيْهِ.

صَوْمٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোনরূপ কথা কাজ থেকে বিরত থাকা এবং শরীয়তের পরিভাষায় صَوْمٌ (রোযা) হচ্ছে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার প্রাক্কাল (সুবহে সাদেক) থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত হিসেবে, তার আদেশ পালনার্থে বা তার নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় (নিয়ত সহকারে) যৌন ক্রিয়া থেকে এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পেটে কিংবা যে অঙ্গে পেটের হুকুম (বিধান) বর্তায় এমন অঙ্গে কোন কিছু প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকা।

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল– যাতে করে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৩)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

অর্থ : রমযান তো সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে যা মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক এবং হিদায়েতের স্পষ্ট নিদর্শন ও ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন রোযা রাখে। আর যে অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে সে অন্য সময়ে কাযা করে নেবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না। যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পার। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে হিদায়াত দান করেছেন এর উপর তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা করতে পার এবং যাতে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পার। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৫)

হাদীস

রোযার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রোযা রাখবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৩৮/১৯০১)

عَنْ سَهْلٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ.

অর্থ : সাহল ؓ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতের এমন একটি দরজা আছে যার নাম হলো রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিগণ প্রবেশ করতে পারবে, অন্যরা প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, কোথায় সেই (ভাগ্যবান) রোযাদারগণ? ফলে তারা দাঁড়িয়ে যাবে, তারা ব্যতীত কেউই এতে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর যখন রোযাদারগণ সেখানে প্রবেশ করবে তার দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে অত:পর কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারে না।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-১৮৯৬)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ مَنْ دَخَلَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا.

অর্থ : সাহল ইবনে সা'দ ؓ হতে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন রোযাদারের কেউ তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে তখন (রাইয়ান) দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে (জান্নাতের পানীয়) পান করবে। আর যে ঐ পানীয় পান করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।

(সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৯৬৫/৯৭৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ نُوْدِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ؓ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের দরজাগুলো

থেকে আহ্বান করে বলা হবে : হে আল্লাহর বান্দা! এ দরজাটি উত্তম। যে ব্যক্তি সালাত আদায়কারী ছিল তাকে সালাতের দরজা থেকে আহ্বান করা হবে, যে ব্যক্তি মুজাহিদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। আর যে ব্যক্তি রোযাদারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাকে রাইয়ান দরজা হতে ডাকা হবে। যে সদকাহ করতো তাকে সদকার দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। যাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে আহ্বান করা হবে তার তো আর কোন প্রয়োজন নেই। তবে কাউকে সকল দরজা থেকে আহ্বান করা হবে কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ, আর আমি আশা রাখি, তুমি তাদের একজন হবে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-১৮৯৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالٰى مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন! রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধিকর চাইতেও বেশি সুগন্ধিযুক্ত।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১০৬৯৩/১০,০০০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهٗ فَرِحَ بِصَوْمِهٖ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রোযাদারের জন্য আনন্দের সময় হলো দুটি। এক. যখন সে ইফতার করে তখন সে ইফতারের জন্য আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে তখন তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-১৯০৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالٰى : اَلصِّيَامُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : (হাদীসে কুদসীতে) আল্লাহ বলেন, রোযা আমার জন্যই। আমি নিজ হাতেই তার পুরস্কার দিবো এবং প্রত্যেক ভালো কাজের সাওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়। (সহীহ বুখারী হাদীস-১৭৬১/১৮৯৪)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلَى مَاشَاءَ اللهِ طَعَامَهُ وَشَهْوَتُهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ يَدَعُ وَطَعَامَهُ شَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِيْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমল দশ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছায় বৃদ্ধি করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, তবে রোযা ব্যতীত। কেননা তা আমার জন্য, আর আমি নিজ হাতেই তার প্রতিদান দিবো। সে তো তার প্রবৃত্তি ও পানাহার আমার জন্যই বর্জন করেছে।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৯৭১৪/৯৭২২)

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَجَارِهٖ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ.

অর্থ : হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ, ও প্রতিবেশি হলো ফিতনা স্বরূপ। তার কাফফারাহ হলো সালাত, সিয়াম ও সদকাহ। (বুখারী হাদীস-১৭৬২/১৭৯৬)

عَنْ جَابِرٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ : الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِيْرُ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমাদের মহান রব বলেছেন : রোযা হলো ঢাল স্বরূপ। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৫২৬৪/১৪৭১০)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَيُشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে : হে রব! আমি দিনের বেলা তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে : আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। (সে আমাকে তিলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপাারিশ গ্রহণ করা হবে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৬৬২৬)

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى رضي الله عنه قَالَ : اِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَضٰى عَلٰى نَفْسِهٖ اَنَّهُ مَنْ اَعْطَشَ نَفْسَهُ لَهُ فِىْ يَوْمٍ صَائِفٍ سَقَاهُ اللهُ يَوْمَ الْعَطَشِ.

অর্থ : আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় বরকতময় মহান আল্লাহ নিজের উপর বিধিবদ্ধ করে নিয়েছেন, যে বান্দা তাঁর জন্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে পিপাসার্তের দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন। (আত-তারগীব : হাদীস-৯৭০/৫৭০)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مُرْنِىْ بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِىْ بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ.

অর্থ : আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন কাজের আদেশ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার রোযা রাখা উচিত। কেননা এর কোন সমতুল্য নেই।

আমি বললাম, হে আল্লাহ্ রাসূল! আমাকে কোন কাজের আদেশ করুন। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার রোযা রাখা উচিত। কেননা এর কোন সমতুল্য নেই। (নাসায়ী : হাদীস-২২২২/২২২৩)

عَنْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مُرْنِيْ بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِيَ اللهُ بِهِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ.

অর্থ : আবু উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজের আদেশ করুন যে কাজের দ্বারা আল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করবেন। রাসূল ﷺ বললেন : তোমার রোযা রাখা উচিত। কেননা, এর কোন তুলনা হয় না। (নাসায়ী : হাদীস-২২২১)

সাহ্রীর গুরুত্ব ও ফযিলত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা সাহরী খাও, কেননা সাহরীর মধ্যে বরকত রয়েছে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৯২৩)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ.

অর্থ : আদুল্লাহ ইবনে আমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাহারী খাও, যদিও তা এক ঢোক পানি দিয়েও হয়। (সহীহ ইবনে হিব্বান : হাদীস-৩৪৭৬)

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﷺ قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى السَّحُوْرِ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

অর্থ : ইরবাদ ইবনে সারিয়াহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (রমযানে) সাহরী খাওয়ার জন্য ডাকলেন, অতঃপর তিনি বললেন, বরকতপূর্ণ খাবারের জন্য এসো। (আবু দাউদ : হাদীস-২৩৪৬/২৩৪৫)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ.

অর্থ : আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাদের ও আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী খৃষ্টানদের) রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া। (আবু দাউদ : হাদীস-২৩৪৫/২৩৪৩)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ.

অর্থ : আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা এবং ফেরেশতাকুল সাহরী গ্রহণকারীদের উপর রহমত ও ক্ষমার দু'আ করতে থাকেন। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১১০৮৬/১১১০১)

عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبَرَكَةُ فِيْ ثَلَاثَةٍ فِى الْجَمَاعَةِ وَالثَّرِيْدِ وَالسُّحُوْرِ.

অর্থ : সালমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনটি জিনিসে বরকত রয়েছে। জামা'আত বদ্ধতায়, সারীদ জাতীয় খাদ্যে এবং সাহারীতে। (আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে-৪৮৫০)

তাড়াতাড়ি ইফতার করার ফযিলত

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

অর্থ : সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লোকেরা যতদিন অবিলম্বে ইফতার করবে ততদিন কল্যাণের উপর থাকবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৯৫৭)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِاَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ.

অর্থ : আবু হুরায়রাহ ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : দ্বীন (ইসলাম) ততদিন পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে, কেননা, ইয়াহুদী এবং নাসারারা (ইফতারে) বিলম্ব করে থাকে। (আবু দাউদ : হাদীস-২৩৫৫)

রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযিলত

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهٖ غَيْرَ اَنَّهٗ لَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.

অর্থ : যায়িদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করালো, তার জন্য উক্ত রোযাদারের সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে। অথচ উক্ত রোযাদারের সাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। (তিরমিযী : হাদীস-৮০৭)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵁ قَالَ اَفْطَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﵁ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ সা'দ ইবনে মু'আযের নিকট ইফতার করে বললেন, তোমাদের নিকট রোযাদারগণ ইফতার করল, সৎ লোকেরা তোমাদের খাদ্যে আহার করল এবং ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দুআ করুন।

(ইবনে মাযাহ : হাদীস-১৭৪৭)

লাইলাতুল ক্বদরের ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় ক্বদর রজনীতে ইবাদত করবে তার জীবনের পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী-১৭৬৮/১৯০১)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَالَ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ فِى الْاَرْضِ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় ক্বদর রজনীতে ফেরেশতাদের সংখ্যা পৃথিবীর সমুদয় কংকরের চাইতেও বেশি হয়। (আহমদ-১০৭৩৪/১০৭৪৫)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهٖ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে যে পরিমাণ সাধনা করতেন, অন্য সময়ে তা করতেন না।
(সহীহ মুসলিম : হাদীস-২৮৪৫/১১৭৫)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَاَحْيَا لَيْلَهُ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রমযানের শেষ দশক আসতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদাতের জন্য কোমর কষে বাঁধতেন। নিজে রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকদেরও জাগাতেন।
(সহীহ বুখারী : হাদীস-২০২৪)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা রমাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে কদর রাত্রি খুঁজো।
(সহীহ বুখারী : হাদীস-২০১৭)

ফিতরাহ্ দেয়ার ফযিলত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রোযাদারের রোযাকে বেহুদা আচরণ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের খাদ্যে ব্যবস্থার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতরাহ আদায় করা ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে তা আদায় করবে তা ফিতরাহ্ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি তা ঈদের সালাতের পর আদায় করবে, তা সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে।

(আবু দাউদ : হাদীস-১৬১১/১৬০৯)

বিভিন্ন নফল রোযার ফযিলত

আরাফাহ ও মুহার্‌রম মাসের রোযা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُاللهِ الْمُحَرَّمُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমাযানের পর সর্বোত্তম রোযা হলো, মুহাররম মাসের রোযা।
(সহীহ মুসলিম : হাদীস-২৮১২/১১৬৩)

عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ اَنَّهُ قَالَ : وَصِيَامُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ اَنْ يُكَفِّرَ السِّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ.

অর্থ : আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমি আল্লাহর কাছে আশা রাখি যে, আশুরার রোযা বিগত এক বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারাহ হবে। (সহীহ মুসলিম-২৮০৩/১১৬২)

عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ الاَنْصَارِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ. قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ».

অর্থ : আবূ ক্বাতাদাহ আল-আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরাফার রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আরাফার রোযা বিগত এক বছর এবং আগামী এক বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারা হবে। রাবী বলেন তাঁকে আশুরার রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আর আশুরার রোযা বিগত এক বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারা হবে।
(সহীহ মুসলিম : হাদীস-২৮০৪/১১৬২)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ فَرَاَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوْا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِيْ

إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় আগমন করে দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশুরার দিন রোযা পালন করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের রোযা? তারা বললো, এটা একটা উত্তম দিন। এ দিন আল্লাহ্ বনী ইসরাঈল জাতিকে তাদের দুশমন (ফিরাউন) এর কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। তাই মূসা (আলাইহিস সালাম) এ দিনে রোযা রেখেছিলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তোমাদের চাইতে আমিই মূসার অধিক হকদার। কাজেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে আশুরার রোযা রাখলেন এবং অন্যদেরকে রোযা রাখতে আদেশ দিলেন।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-২০০৪)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ.

অর্থ : সাহল ইবনে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আরাফাহর দিবসে রোযা রাখে তার একাধারে দু বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-৯৯৮/১০১২)

শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

অর্থ : আবু আইয়্যুব আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখলো এবং এর পরপরই শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযাও রাখল সে যেন সারা বছরের সিয়াম পালন করলো।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-২৮১৫/১১৬৪)

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا".

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (ঈদুল) ফিতরের পর ছয়দিন রোযা রাখলো তাতে এক বছরই পূর্ণ হয়ে গেল। যে একটি নেকীর কাজ সম্পাদন করবে তার জন্য তার দশগুণ রয়েছে। (ইবনে মাযাহ : হাদীস- ১৭১৫)

প্রতিমাসে তিন রোযা পালন করা

عَنْ اَبِىْ ذَرٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِهٖ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا اَلْيَوْمَ بِعَشَرَةِ اَيَّامٍ.

অর্থ : আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি প্রতিমাসে তিনটি রোযা রাখলো সে যেন সারা বছরই রোযা পালন করলো।" অতঃপর এর সমর্থন আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবে নাযিল করেন : 'যে একটি নেকীর কাজ সম্পাদন করবে তার জন্য রয়েছে তার দশগুণ।' অতএব একদিন দশদিনের সমতুল্য। (তিরমিযী : হাদীস- ৭৬২)

عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَاْمُرُنَا اَنْ نَصُوْمَ الْبِيْضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.قَالَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ.

অর্থ : ইবনে মিলহান আল-ক্বাইসী হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আইয়্যামে বীযের রোযার ব্যাপারে আদেশ করেছেন, আমরা যেন তা (মাসের) তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে পালন করি এবং তিনি আরও বলেছেন, এটা সারা বছর রোযা রাখার মতো। (আবু দাউদ : হাদীস- ২৪৪৯)

عَنْ عَبْدِاللهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ يَعْنِىْ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখতেন।

(আবু দাউদ : হাদীস- ২৪৫২/২৪৫০)

শাবান মাসের রোযা

عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا اَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ.

অর্থ : আবু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে বর্ণনা করেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে এতো বেশি রোযা রাখতেন না। (সহীহ বুখারী : হাদীস- ১৮৩৪/১৮৬৯)

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرّٰى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন। (তিরমিযী : হাদীস-৭৪৫)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ . فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّكَ تَصُوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ ؟ فَقَالَ اِنَّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ يَغْفِرُ اللهُ فِيْهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ . اِلَّا مُتَهَاجِرَيْنِ . يَقُوْلُ دَعْهُمَا حَتّٰى يَصْطَلِحَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখতেন। অতঃপর বলা হলো হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোখা রাখেন? তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রত্যেক মুসলিমের গুনাহ ক্ষমা করেন। কিন্তু পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী সম্পর্কে (আল্লাহ বলেন) এদেরকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না এরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে। (ইবনে মাযাহ-১৭৪০)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَاُحِبُّ اَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَاَنَا صَائِمٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর নিকট বান্দার আমল পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, রোযা অবস্থায় যেন আমার আমল পেশ করা হয়। (তিরমিযী -৭৪৭)

রমযান সম্পর্কে যঈফ ও দুর্বল হাদীসসমূহ

রমযান মাসের ফযীলত

১. নবী ﷺ বলেছেন : রমযানের সম্মানার্থে জান্নাত সাজানো হয় বছরের প্রথম থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত। অতঃপর যখন রমযানের প্রথম দিন আসে তখন আল্লাহর আরশের নীচে থেকে জান্নাতের পাতার ভেতর দিয়ে একটি বাতাস (হুরদের উপর দিয়ে) বয়ে যায়। তখন সুনয়না বিশিষ্ট হুরেরা এ দৃশ্য দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে বলতে থাকেন : প্রভু হে! এ মাসে তুমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে আমাদের জন্য স্বামী নির্দিষ্ট করে দাও। যাদের দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায় এবং তাদের চোখও ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

সনদ দুর্বল : ইবনে খুযায়মাহ। ডঃ মুহাম্মদ মুস্তফা আযমী বলেন : এ হাদীসের সনদ দুর্বল, উপরন্তু জাল। সনদে জারীর ইবনে আইয়ূব আল বাজালী রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

২. সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত মারফু হাদীস : যে ব্যক্তি রমযান মাসে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় একটি নফল কাজ করলো, সে ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করেছে। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করলো, সে ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করেছে। ... যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবে আল্লাহ তাকে হাওযে কাওসার থেকে পানি পান করবেন। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না। এটাতো এমন মাস যার প্রথম ভাগ রহমত, মাঝের দিক ক্ষমার এবং শেষের দিক জাহান্নাম থেকে মুক্তির। যে ব্যক্তি এ মাসে নিজ দাসদাসীর কাজগুলো হালকা করে দিবে আল্লাহ এর প্রতিদানে তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।

মুনকার : ইবনে খুযাইমাহ, বায়হাক্বী। হাদীসের সনদে আলী ইবনে যায়দ ইবনে জাদআন দুর্বল। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসের সনদটি আলী ইবনে যায়দ ইবনে জাদআন এর কারণে দুর্বল। কারণ

তিনি দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী। ইমাম আহমদ ও অন্যান্য ইমাম তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম ইবনে খুযাইমাহ বলেন : তার স্মৃতির দুর্বলতার কারণে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

৩. রমযান মাসে প্রথম (দশক) রহমতের, দ্বিতীয় (দশক) মাগফিরাতের আর তৃতীয় (দশক) জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির।

মুনকার : 'উকায়লীর আয-যুআফা, ইবনে আদী, দায়লামী, ইবনে আসাকির। যুহরী কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি ভিত্তিহীন। শায়খ আলবানী বলেন : ইবনে আদী বলেছেন, সনদে সালাম হলো সুলায়মান ইবনে সিওয়ার। সে মুনকারুল হাদীস। এছাড়া সনদে মাসলামাহ, তিনি পরিচিত নন। ইমাম যাহাবীও অনুরূপ বলেছেন। মাসলামাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস।

৪. নিশ্চয় আল্লাহ রমযান মাসের প্রথম দিন সকালে কোন মুসলিমকে ক্ষমাহীন অবস্থায় রাখেন না।

বানোয়াট : খাতীব ৫/৯১, এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী আল-মাওযু'আত ২/১৯০। সনদে সালাম আত-তাবীলকে একাধিক হাদীসবিশারদ ইমাম মিথ্যাবাদী ও হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন। সনদে আরেকজন হলেন তার ওস্তাদ যিয়াদ ইবনে মায়মুন, যিনি নিজেই হাদীস জাল করার কথা স্বীকার করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন : হাদীসটি সহীহ নয়। সনদে সালাম মাতরূক এবং যিয়াদ মিথ্যুক।

৫. যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্রি আসে তখন মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাকান। আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দার দিকে তাকান তখন সে বান্দাকে তিনি কখনোই শাস্তি দিবেন না। এমনিভাবে মহান আল্লাহ প্রতি রাতে দশ লক্ষ লোককে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন।

বানোয়াট : ইসবাহানীর তারগীব ২১৮০/১। যিয়াউল মাক্বদাসী আল-মুখতার গ্রন্থে বলেন : হাদীসের সনদে 'উসমান ইবনে আবদুল্লাহ সন্দেহভাজন। ইবনুল জাওযী হাদীসটি তার 'আল-মাওযুআত' গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন : হাদীসটি জাল, সনদে বহু অপরিচিত লোক রয়েছে

এবং উসমান সন্দেহভাজন ও জালকারী। সুয়ূতী তার এ বক্তব্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন 'আল-লাআলী' গ্রন্থে।

৬. মদীনায় রমযান উদযাপন অন্য শহরে এক হাজার বার রমযান উদযাপনের চাইতেও উত্তম।

বাতিল : ত্বাবারানী, ইবনে আসাকির। শায়খ আলবানী বলেন : এ সনদটি নিকৃষ্ট। সনদের 'আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী 'মীযান' গ্রন্থে বলেন : তিনি কে তা জানা যায়নি, তার বর্ণনাটি বাতিল এবং সনদ অন্ধকার। আল্লামা হায়সামী 'আবদুল্লাহকে' দুর্বল বলেছেন। আবূ নু'আয়মের আখবারু আসবান গ্রন্থে ইবনে ওমর থেকে এর শাহিদ বর্ণনা রয়েছে। শায়খ আলবানী বলেন : সেটির সনদও দুর্বল। সনদে 'আসিম ইবনে 'আমির আল-উমরী দুর্বল। বরং ইবনে হিব্বান বলেন : তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস।

৭. মক্কা হতে রমযান উদযাপন মক্কা ব্যতীত অন্যত্র এক হাজার বার রমযান উদযাপনের চাইতেও বেশি ফযীলতপূর্ণ।

দুর্বল : বাযযার, ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে। এর সনদে আসিম ইবনে আমির সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। যঈফাহ্ হা/৮৩১।

রোযার ফযীলত

৮. প্রত্যেক বস্তুর যাকাত আছে, শরীরের যাকাত হলো রোযা।

দুর্বল : ইবনে মাজাহ, তা'লীকুর রাগীব, ইবনে আবূ শায়বাহ, ইবনে আদী 'কামিল'। হাদীসটি দুর্বল দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা হা/১৩২৯, তাহক্বীক মিশকাত হা/২০৭২।

৯. রোযা ধৈর্যের অর্ধাংশ।

দুর্বল : ইবনে মাজাহ, তা'লীকুর রাগীব। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

১০. রোযা রেখে সুস্থ থাকো।

দুর্বল : ত্বাবারানী, আবূ নু'আইম 'ত্বীব' এবং সিলসিলাহ যঈফাহ্। শায়খ আলবানী ও হাফিয ইরাক্বী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

১১. শীতের রোযা ঠাণ্ডা গনীমত স্বরূপ।

দুর্বল : আহমাদ, বায়হাক্বী, আবূ 'উবাইদ 'গরীব'।

১২. রোযা ঢাল বিশেষ যতক্ষণ না তা ভঙ্গ করা হয়।

দুর্বল : ইবনে খুযায়মাহ : তাহক্বীক ডঃ মুহাম্মদ মুস্তফা আ'যমী, হা/১৮৯২। সিলসিলাহ যঈফাহ্ হা/২৬৪২।

১৩. যে ব্যক্তি একদিন এমন রোযা রাখলো যা সে ভঙ্গ করে নি, তার জন্য দশটি নেকী লিখা হয়।

দুর্বল : ত্বাবারানী। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন। সিলসিলাহ যঈফাহ্ হা/১৩২৭।

১৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে এমন দূরত্বে রাখবেন যেমন কোন কাক বাচ্চা অবস্থায় উড়া শুরু করে উড়তে উড়তে বৃদ্ধ অবস্থায় মারা যায়।

দুর্বল : আহমাদ। হাদীসের সনদে ইবনে লাহিয়্যাহ দুর্বল। আযদী বলেন, তার হাদীস সঠিক নয়। ইবনে কাত্তান বলেন, মাজহুলুল হাল। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি দুর্বল।

১৫. যে ব্যক্তি মক্কাতে রমযান মাস পেয়ে তাতে রোযা রাখলো, ক্বিয়াম করলো এবং সাধ্যমত ইবাদত করলো, আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে অন্যত্র একলক্ষ রমযান মাসের সওয়াব দিবেন এবং প্রতি দিনের বিনিময়ে একটি গোলাম আযাদের এবং প্রতি রাতের বিনিময়ে আল্লাহর পথে দু'জন অশ্বারোহীর সওয়াব দিবেন। তাকে প্রতিদিন ও প্রতি রাতের বিনিময়ে এভাবেই সওয়াব দিতে থাকবেন।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ্ হা/৮৩২। হাদীসের সনদে 'আবদুর রহীম রয়েছে। ইবনে মাঈন বলেন : তিনি মিথ্যাবাদী, খবীস। ইমাম নাসায়ী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং নিরাপদ নন। আবূ হাতিম বলেন : এ হাদীসটি মুনকার, আর আবদুর রহীম মাতরূকুল হাদীস। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি জাল।

১৬. একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে বিলাল! তুমি কি জানো, রোযাদারের সামনে আহার করা হলে তার হাড়সমূহ তাসবীহ পাঠ করে এবং ফিরিশতাকুল তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকেন।

বানোয়াট : ইবনে মাজাহ, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান ও ইবনু-আসাকির 'তারীখে দামিস্ক'। হাদীসের সনদ খুবই দুর্বল। সনদে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান রয়েছে। ইবনে আদী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম যাহাবী বলেন : তার জাহালাত রয়েছে, তিনি সন্দেহভাজন, নির্ভরযোগ্য নন। আযাদী বলেন : তিনি মিথ্যুক এবং মাতরূক। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি জাল। সিলসিলাহ যঈফাহ্ হা/১৩৩১।

১৭. রোযাদারের ঘুম হচ্ছে ইবাদত, তার নীরবতা তাসবীহ্, তার দোয়া হচ্ছে মুসতাজাবাত (গৃহীত) এবং তার আমল বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

দুর্বল : ইবনে শাহীন 'আত-তারগীব ফী ফাযায়িলে আমল ওয়া সাওয়াবু জালিকা' হা/১৪১। এর সনদে মারূফ ইবনে হাসান আবূ মুআয, 'আবদুল মালিক ইবনে উমাইর এবং আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ-এরা সকলেই দুর্বল। হাদীসটি বায়হাক্বী শু'আবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন : হাদীসটি দুর্বল। এছাড়াও দায়লামী, ইবনে নাজ্জার। শায়খ আলবানী হাদীসটি দুর্বল বলেছেন 'যঈফ জামিউস সাগীর' ২/১৭।

ইফতারের পূর্বে দুআর ফযীলত

১৮. ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে রোযাদারের দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

দুর্বল হাদীস : ইবনে মাজাহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৯২১। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

১৯. তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। রোযাদারের, যতক্ষণ না সে ইফতার করে, ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং মজলুমের দোয়া।

সনদ দুর্বল : তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, আহমাদ। তিরমিযী একে হাসান বললেও শায়খ আলবানী

একে দুর্বল বলেছেন। কেননা সনদে আবূ মুদাল্লা উসূলী কায়দা অনুযায়ী একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। এরূপ ব্যক্তির হাদীস হাসান হয় না। তাছাড়া হাদীসটি অন্য একটি হাদীসের বিপরীত। তা হলো : **"তিন ব্যক্তির দোয়া সন্দেহাতীতভাবে কবুল হয়।**

১. পিতা মাতার দোয়া

২. মুসাফিরের দোয়া

৩. মজলুমের দোয়া।"

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী 'আদুবুল মুফরাদ', আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, তায়ালিসি, আহমাদ ও ইবনে আসাকির তারীখে দামিস্ক গ্রন্থে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান লি গাইরিহি বলেছেন।

২০. ইবনে আবূ মূলায়কাহ বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে ইফতারের সময় বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সে রহমত চাই যা প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে আছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

সনদ দুর্বল : যঈফ ইবনে মাজাহ, কালিমুত ত্বাইয়্যিব হা/১৬৩। এর সনদে ইসহাক্ব দুর্বল বর্ণনাকারী।

ই'তিকাফের ফযীলত

২১. ই'তিকাফকারী বহু পাপ থেকে বিরত থাকে এবং তাকে এতো বেশি নেকী দেয়া হয় যত বেশি নেকী অন্য কাউকে অন্য সব রকম ভালো কাজের জন্য দেয়া হয়ে থাকে।

দুর্বল : যঈফ ইবনে মাজাহ, মিশকাত। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

২২. যে ব্যক্তি রমযানের দশ দিন ই'তিকাফ করলো সে যেন দুই হজ্জ ও দুই 'উমরাহ করলো।

বানোয়াট : বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান, ত্বাবারানী। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, হাদীসের সনদ দুর্বল। এর সনদে তিনজন বর্ণনাকারী দোষণীয়।

ঈদের রাতের ফযীলত

২৩. যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাতে (ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) জাগ্রত থাকবে, সে ব্যক্তির অন্তর ঐদিন মরবে না যেদিন অন্য অন্তরগুলো মরে যাবে।

বানোয়াট : ত্বাবারানী। এর সনদে ওমর ইবনে হারুন রয়েছে। তাকে অধিকাংশ ইমাম দুর্বল বলেছেন। ইবনে মাঈন ও সালিহ জাযারাহ বলেন : তিনি মিথ্যুক। ইবনুল জাওযীও অনুরূপ কথা বলেছেন। বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ্ হা/৫২০।

২৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াবের আশায় ঈদুল ফিতর ও ইদুল আযহার রাত্রি জাগরণ করবে, সে ব্যক্তির অন্তর ঐদিন মৃত্যুবরণ করবে না যেদিন অন্য অন্তরগুলো মৃত্যুবরণ করবে।

বানোয়াট : যঈফ সুনান ইবনে মাজাহ। হাদীসের সনদে বাক্বিয়্যাহ তাদলীসের কারণে মন্দ ব্যক্তি। কারণ তিনি মিথ্যুকদের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যদের থেকে বর্ণনা করতেন। অতঃপর তার এবং নির্ভরযোগ্যদের মাঝে মিথ্যুকদের ফেলে দিয়ে তাদলীস করতেন। তিনি তার যে শায়খকে সনদ থেকে ফেলে দিয়েছেন তিনিই যে সে সব মিথ্যুক শায়েখদের একজন তা দূরবর্তী কথা নয়। বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৫২১। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে জাল বলেছেন।

২৫. যে ব্যক্তি চারটি রাত (ইবাদত করণার্থে) জাগরণ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তালবিয়ার রাত (জিলহজ্জের আট তারিখের রাত), আরাফার রাত, কুরবানী দিবসের রাত এবং ঈদুল ফিতরের রাত।

বানোয়াট : ইবনে নাসর 'আল-আমালী। এর সনদে 'আবদুর রহীম' রয়েছে। ইবনে হাজার আসকালানী বলেন : তিনি মাতরূক। ইয়াহইয়া বলেন : তিনি মিথ্যুক। ইমাম নাসায়ী বলেন : তিনি মাতরূক। এছাড়া সনদে সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ দুর্বল। বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ্ হা/৬২২।

১৫ই শা'বানের রোযা

২৬. আলী ইবনে আবূ ত্বালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ১৫ই শা'বানের রাত আসলে তোমরা ঐ রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে এবং ঐ দিনে সিয়াম পালন করবে।

বানোয়াট : মিশকাত (১৩০৮), তা'লীকুর রাগীব (২/৮১), যঈফাহ্ (২১৩২)।

ফাযায়িলে
দা'ওয়াত ও তাবলীগ

দা'ওয়াতের পরিচিতি

اَلرَّائِدُ নামক সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধানে দাওয়াত সম্বন্ধে আছে :

دَعَا يَدْعُوْ دَعْوَةٌ

دَعْوَةٌ শব্দটি دَعَا ক্রিয়ার اِسْمِ مَصْدَرِ বা ক্রিয়ামূল বিশেষ্য। এবং دَعَا অর্থ হলো কাউকে (কোনো কিছুর দিকে বা প্রতি) আহ্বান করা বা ডাকা এবং تَبْلِيْغٌ শব্দ সম্বন্ধে (উক্ত অভিধানে) আছেঃ تَبْلِيْغٌ مص بَلَّغَ

تَبْلِيْغٌ শব্দটি بَلَّغَ শব্দের اِسْمِ مَصْدَرَ বা ক্রিয়ামূল বিশেষ্য এবং بَلَّغَ অর্থ হলো কোনো কিছুকে (কোথাও বা কারো নিকটে পৌঁছে দেয়া।)

মুফরাদাতে ইমাম রাগেব ইস্পাহানিতে دَعْوَةٌ সম্বন্ধে আছে

اَلدَّعْوَةُ: اَلدُّعَاءُ

দাওয়াত অর্থ হলো আহ্বান করা।

اَلْمُنْجِدُ فِى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ নামক অভিধানে তাবলীগ সম্বন্ধে আছে : تَبْلِيْغٌ : اِيْصَالٌ نَقْلٌ شَيْءٍ اِلَى الْاٰخَرِيْنَ

তাবলীগ অর্থ হলো পৌঁছিয়ে দেয়া; কোনো কিছুকে অন্যদের নিকটে স্থানান্তরিত করা।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

অর্থ : তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

(সূরা নাহল : আয়াত-১২৫)

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ : ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সৎ কর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা হা-মীম সিজদা : আয়াত-৩৩)

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۖ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থ : বলো, 'এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে– আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর শরীক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।'(ইউসুফ : আয়াত-১০৮)

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۖ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ۖ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

অর্থ : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর; যদি না কর তবে তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৬৭)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا. وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

অর্থ : হে নবী! আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, (মু'মিনদের জন্য) সুসংবাদদাতারূপে ও (কাফিরদের জন্য) সতর্ককারীরূপে।

এবং আল্লাহর আদেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (সূরা আহযাব : আয়াত-৪৫-৪৬)

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۖ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

অর্থ : আমি তো নূহকে পাঠিয়েছি তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর 'ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য মহা দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।' (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৫৯)

وَإِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : 'আদ জাতির নিকট আমি তাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা 'আল্লাহর 'ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না।'

(সূরা আ'রাফ : আয়াত-৬৫)

وَإِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ

অর্থ : সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্ নেই। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৭৩)

وَإِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

অর্থ : আর আমি মাদিয়ানবাসীদের কাছে তাদেরই ভাই শু'আইব (আলাইহিস সালাম)-কে পাঠিয়েছিলাম, সে তার স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলেছিল, হে আমার জাতি! তোমরা (শিরক বর্জন করে) একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন সত্য মা'বূদ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীল এসেছে।

(সূরা আ'রাফ : আয়াত-৮৫)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ.

অর্থ : মূসাকে আমি তো আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোতে আনয়ন করো, এবং তাদেরকে আল্লাহর দিবসগুলোর দ্বারা উপদেশ দাও।' এতে তো নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

(সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৫)

নূহ আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِىْٓ اِلَّا فِرَارًا.

অর্থ : তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবা রাত্র ডেকেছি, কিন্তু আমার আহ্বান তাদের দূরে সরে থাকার প্রবণতাকেই বৃদ্ধি করেছে। (সূরা নূহ : আয়াত-৫-৬)

হাদীস

দা'ওয়াত ও তাবলীগের ফযিলত

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ اَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ সে ব্যক্তির মুখ আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে, (অতঃপর তা যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে) এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অপরের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক লোক আছে, যারা নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী নিকট জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারে। (তিরমিযী : হাদীস-২৬৫৭)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার পক্ষ হতে (কুরআন ও সুন্নাহর) একটি কথা হলেও পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে কিছু বর্ণনা করাতে অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে (আগুনে) করে নেয়। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৩২০২/৩২৭৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ دَعَا اِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ يَتَّبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا».

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি হিদায়াতের পথে ডাকলে সে তার অনুসারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে, তবে অনুসারীর সাওয়াব থেকে মোটেও কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্তপথে ডাকে সে তার অনুসারীদের পাপের সমপরিমাণ পাপের ভাগী হবে, তবে তাদের পাপ থেকে মোটেও কমানো হবে না। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৯৮০,২৬৭৪)

عَنِ ابْنِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ اَجْرُهُ وَمِثْلُ اُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ اَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

অর্থ : ইবনে জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি উত্তম কাজের প্রচলন করলে এবং তার অনুসরণ করা হলে সে তার নিজের সাওয়াব পাবে এবং তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে, তবে তাদের সাওয়াব থেকে সামান্যও কমানো হবে না। আবার কোন ব্যক্তি বদকাজের প্রচলন করলে এবং তার অনুসরণ করা হলে সে তার নিজের গুনাহের ভাগীদার হবে উপরন্তু তার অনুসারীদের সমপরিমাণ গুনাহেরও ভাগীদার হবে, কিন্তু তাতে অনুসারীদের গুনাহের পরিমাণ মোটেও কমানো হবে না।

(তিরমিযী -২৬৭৫)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه فَوَاللهِ لَاَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ.

অর্থ : সাহল ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহর শপথ! যদি তোমার দ্বারা মহান আল্লাহ একজন লোককেও হিদায়াত দান করেন, তবে তোমার জন্য সেটা (অর্থাৎ এর সওয়াব) একটি (উন্নত মানের) লাল উট কুরবানী বা সদকাহ করার চাইতেও উত্তম। (সহীহ বুখারী : হাদীস- ২৭২৪/২৭৮৩)

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

এ বিষয়টিকে আরবীতে اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ বলা হয়।

اَلْمَعْرُوْفُ اِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ وَالْمُنْكَرُ اِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ

'যে সকল কাজকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন, ভালোবাসেন এবং যে সব কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন তাকে اَلْمَعْرُوْفُ বা সৎকাজ বলা হয় এবং যে সকল কাজকে আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ বা ঘৃণা করেন সে সকল কাজকে اَلْمُنْكَرُ বা অসৎ কাজ বলা হয়। مَوْسُوْعَةُ الْاَخْلَاقِ وَالزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ

اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوِ الدَّعْوَةُ اِلَى الْخَيْرِ اَوِ التَّوَاصِيْ بِالْحَقِّ كُلُّهَا مَعَانٍ مُشْتَرِكَةٌ

"সৎ কাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, কল্যাণের প্রতি দাওয়াত অথবা একে অপরকে হক্বের উপরে অটল থাকার উপদেশ প্রদান-এসবকটি কাজই একই শ্রেণিভূক্ত বা সমপর্যায়ের। (خُطَبُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ) এ বিষয়টি ইসলাম ধর্মের একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রসঙ্গে اَلرَّائِدُ নামক সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধানে আছে:

وَعِمَادُ تَعَالِيْمِهِ الدَّعْوَةُ اِلَى الْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

"এ ধর্মের মূল শিক্ষা হলো কল্যাণের দিকে আহ্বান ও অকল্যাণ থেকে (মানুষকে) বিরত করা।

এটি এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত দুলক্ষ চব্বিশ হাজার বা এক লক্ষ চব্বিশহাজার নবী রাসূলকে এ কাজের জন্যই প্রেরণ করেছেন।

বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ এ কাজের মাধ্যমে তার উপরে ন্যস্ত রিসালত ও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সম্মানিত সাহাবিগণ এ কাজের জন্য আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরওয়া করেননি।

যদি এ কাজের গুরুত্ব না দিয়ে একে পরিত্যাগ করা হয় তবে নবুওয়াত ও রেসালাত গুরুত্বহীন হয়ে যাবে, দ্বীন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিভ্রান্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, মূর্খতা ছেয়ে যাবে, ফেতনা ফাসাদ, অরাজকতা, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ব্যাপক আকার ধারণ করবে। দেশ ও জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ অবস্থা চলতে থাকলে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত জাতি বুঝতে পারবে না যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ কাজের গুরুত্ব না দেয়ার কারণেই মানব জাতি আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর ধ্যান-খেয়াল ও ভয়-ভীতি দুর্বল হয়ে গেছে, মানুষের মন জন্তুর মতো প্রবৃত্তির দাসত্ব শুরু করে দিয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার দ্বীনের ব্যাপারে নির্ভিক ব্যক্তিবর্গ যারা আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ পালনে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করতো না এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে।

এ কাজের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান:

خُطَبُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ নামক কিতাবে আছে : যখন এ কাজ করার জন্য একাধিক ব্যক্তি থাকে তখন এ কাজ করা ফরজে কেফায়াহ অর্থাৎ একজন ব্যক্তি এ কাজের দায়িত্ব পালন করলে সকলেই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে, তবে কেউ এ কাজের দায়িত্ব পালন না করলে সকলেই ফরজ পরিত্যাগ করার পাপে পাপী হবে। আর যদি এ কাজ করার জন্য একাধিক ব্যক্তি না থাকে তবে ঐ একমাত্র ব্যক্তির উপরেই এ কাজ করা ফরজে আইন হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী-

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন এক উম্মত থাকা জরুরি যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হবে সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

এবং নবী করীম ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণী

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ.

অর্থ : তোমাদের মাঝে কেউ কোনো অন্যায় বা মন্দ কাজ দেখলে সে যেন সে কাজকে তার হাত (শক্তি বা ক্ষমতা) দ্বারা প্রতিরোধ করে, যদি সে তা করতে সক্ষম না হয় তবে সে যেন তার কথা দ্বারা সে কাজের প্রতিবাদ করে, যদি এ ক্ষমতাও না থাকে তবে সে যেন (এ মন্দ কাজকে) অন্তর দিয়ে (বুদ্ধি দিয়ে) প্রতিরোধ করে। আর এটাই হলো সর্বনিম্নস্তরে ঈমান।

(মুসলিম-৪৯)

যদি এ কাজ ফরজে কেফায়া বা ফরজে আইন না হয়ে মুস্তাহাব বা মুবাহ হতো তবুও এ কাজ পানাহারের মত নিত্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য বিষয়ের ন্যায় অবশ্য করণীয় কাজ হতো। কেননা, বর্তমানযুগে ধর্মীয় (দ্বীনি) বিষয়ে ব্যাপক অজ্ঞতা, সীমাহীন মূর্খতা, অবহেলা, অবজ্ঞা ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে (দেখা যাচ্ছে)। তাছাড়া সামাজিক পরিবেশ মানুষকে আল্লাহর নাফরমানিতে (অবাধ্যতা করতে) প্রলুব্ধ করছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধার্মিকদের জন্য এ কাজকে অব্যাহত রাখা দ্বীনি (ধর্মিয়) দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর যদি তারা এ কাজের দায়িত্ব পালন না করেন তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব-গযব ও শাস্তি আসবে। এ শাস্তি শুধুমাত্র জালিমদেরই আক্রমণ করবে না, বরং এ শাস্তি ধার্মিকদেরও আক্রমণ করবে;

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً

অর্থ : "তোমরা শাস্তিকে ভয় করো (শাস্তি থেকে বেঁচে থাকতে সতর্ক হও) যা শুধুমাত্র তোমাদের মধ্য থেকে জালিম (অত্যাচারি বা পাপী) দেরকেই পাকড়াও করবে এমনটি নয় বরং তাদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করবে)। (সূরা আনফাল : ২৫)

এ প্রসঙ্গে হাদীসে নববীতে এসেছে

قَالَ رَسُوْلُ اللهُ ﷺ اَوْحَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلٰى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَ كَذَا بِاَهْلِهَا قَالَ : يَا رَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ : فَقَالَ : اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهٗ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِىْ سَاعَةً قَطُّ.

অর্থ : "নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম-এর কাছে এ মর্মে অহী পাঠালেন যে, অমুক অমুক শহরকে অধিবাসীসহ ওলট-পালট করে দাও। তখন জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আবেদন করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক, সে সব শহরের মাঝে তো আপনার অমুক বান্দা আছে, যে এক মুহুর্তের জন্যও আপনার অবাধ্যতা করেনি, এরপর নবী ﷺ বলেন যে, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, ঐ শহরটি (আগে) ঐ ধার্মিক ব্যক্তির উপরে উল্টিয়ে দাও এবং (এরপরে) বাদবাকী অধিবাসীর উপরেও উল্টিয়ে (ধ্বংস করে) দাও, কেননা, ক্ষণকালের জন্যও আমার খাতিরে তার চেহারা (মন্দ কাজ দেখা সত্ত্বেও) পরিবর্তন হয়নি। (মিশকাত-৫১৫২)

উপরিউক্ত আয়াতে কারীম ও হাদীসে নববী থেকে বুঝা গেল যে, আমরে বিল মা'রূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার এর দায়িত্ব পালন না করলে পাপী হতে হবে এবং অন্যান্য পাপীদের সাথে ধার্মিকগণও এ কাজ না করার কারণে শাস্তিতে পতিত হবেন বা তাদের উপরেও শাস্তি বর্তাবে। নিম্নোক্ত হাদীসে নববী থেকেও এ কথা বুঝা যায়ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُغَيِّرُوْا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوْا اِلَّا يُوْشِكُ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ

অর্থ : "নবী ﷺ এরশাদ করেছেনঃ কোন সম্প্রদায়ের কিছু লোক পাপ কাজে লিপ্ত হলে অবশিষ্ট লোকেরা সে পাপ কাজ পরিবর্তন (সংশোধন) করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা না করলে, এ আশংকা আছে যে, আল্লাহ তায়ালা ঐ সম্প্রদায়ে (ভালো মন্দ নির্বিশেষে) সকলের উপরে মৃত্যুর পূর্বেই দুনিয়াতে আযাব-গযব বা শাস্তি অবতীর্ণ করবেন।

(আবু দাউদ- ৪৩৪০,৪৩৩৮)

এ প্রসঙ্গে হাদীসে আরো আছে যে,

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِيْ حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِيْ فِيْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّوْنَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِيْ اَعْلَاهَا فَتَاَذَّوْا بِهِ فَاَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَا لَكَ قَالَ تَاَذَّيْتُمْ بِيْ وَلَا بُدَّ لِيْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلَى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا اَنْفُسَهُمْ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ.

অর্থ : "নু'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তায়ালার নির্ধারিত সমীরেখাসমূহ লংঘনকারী এবং তা লংঘন হতে দেখেও যে ব্যক্তি বাধা দেয় না এ দু'ব্যক্তির উপমা হচ্ছে : যেমন একদল লোক সমুদ্রগামী জাহাজে আরোহনের জন্য লটারী করলো। তাদের কিছু লোক জাহাজের উপর তলায় এবং কিছু লোক জাহাজের নীচ তলায় থাকার স্থান পেলো। নীচ তলার লোকেরা পানির জন্য উপর তলার লোকদের মাঝ দিয়ে যাতায়াত করতো। এতে উপর তলার লোকেরা বিরক্ত হলো। তাই নীচ তলার এক লোক একটি কুঠার নিয়ে জাহাজের তলা ছিদ্র করতে লাগলো। উপর তলার লোকেরা এসে বলল, তুমি একি করছো? সে বলল, আমি পানি আনতে যাওয়াতে তোমরা বিরক্ত হয়েছো, অথচ আমার জন্য পানি অপরিহার্য। এ অবস্থায় যদি উপর তলার লোকেরা তার দু'হাত ধরে (তার কাজে বাধা দেয়) তবে তারা তাকেও রক্ষা করতে পারবে এবং নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারবে। আর যদি তারা তাকে (বাধা না দিয়ে) ছেড়ে দেয় (তাকে তার কাজ করতে দেয়) তবে তারা তাকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে এবং তাদেরকেও (নিজেদেরকেও) ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে। (বুখারী-২৬৮৬,২৫৪০)

এর কারণ হলো : পাপ যে করে এবং পাপ যে সহে দু'জনেই সমান অপরাধী। এ প্রসঙ্গে হাদীসে নববীতে এসেছে

إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا » . وَقَالَ مَرَّةً « أَنْكَرَهَا » . « كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا

অর্থ : "নবী ﷺ এরশাদ করেছেন : পৃথিবীতে যখন কোনো পাপ কাজ করা হয়, তখন যে ব্যক্তি সে স্থানে থাকার কারণে সে পাপ কাজকে ঘৃণা করে, সে ব্যক্তি যেন সে কাজ থেকে দূরে ছিল। আর যে ব্যক্তি দূরে থাকা সত্ত্বেও সে পাপ কাজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে (অর্থাৎ সে পাপ কাজকে ঘৃণা না করে) সে যেন সেখানে উপস্থিত ছিল (তথা সে দোষী বা পাপী)

(আবু দাউদ-৪৩৪৫)

সুতরাং বুঝা গেল যে اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ এর দায়িত্ব পালন না করা অন্যায়, বিশেষ করে পাপিষ্ঠদের পক্ষে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

لَوْ لَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ

অর্থ : "ধার্মিকগণ ও ধর্মশাস্ত্রবিদগণ কেন তাদেরকে তাদের অন্যায় (পাপমূলক) কথাবার্তা ও হারামদ্রব্য)।

ভক্ষণ করা থেকে নিষেধ করে না? তারা যা করছে তা তো অত্যন্ত মন্দ।

(সূরা মায়িদা-৬৩)

আল্লাহ তায়ালা এভাবে একের দ্বারা অপরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখেন। নচেৎ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো। এটা আর বসবাসের উপযোগী থাকতো না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ

অর্থ : "আল্লাহ তায়ালা যদি মানব জাতির একদলকে দিয়ে অন্য দলকে দমন বা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত (ধ্বংস) হয়ে যেতো।

(সূরা বাকারা-২৫১)

কুরআনের বহু আয়াত ও বহু হাদীসে নববী পর্যালোচনা করে আলেমগণ দাওয়াত ও তাবলীগ, ওয়াজ নসীহত, সদুপদেশ দেয়া, সৎকাজের আদেশ

ও মন্দ কাজে বাধা দেয়া, জিহাদ এবং ইসলাম প্রচারকে اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ -এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধ অতিদীর্ঘ হওয়ার আশংকায় আমরা সে সবের বিস্তারিত দলীল প্রমাণ পেশ করা থেকে বিরত থাকলাম।

বিভিন্ন হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ এর দায়িত্ব পালন না করা হলে কালিমায়ে তাওহীদ তথা ঈমান ও ইসলাম কোন কাজে আসবে না। সুতরাং এ কাজ اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ ইসলামের প্রধান বা মূল কাজ অথবা ইসলামের মূল শিক্ষা। অন্য হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যায় যে,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا عَظَّمَتْ اُمَّتِى الدُّنْيَا نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْاِسْلَامِ وَاِذَا تَرَكَتِ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْىِ وَاِذَا تَسَابَّتْ اُمَّتِىْ سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللهِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মত যখন দুনিয়াকে গুরুত্ব দিবে (বড় মনে করবে) তখন তাদের অন্তর থেকে ইসলামের গুরুত্ব ও মর্যাদা বের করে নেয়া হবে। যখন তারা সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা ত্যাগ করবে তখন তাদেরকে অহীর বরকত থেকে বঞ্চিত করা হবে। আর যখন আমার উম্মত একে অপরকে গালি-গালাজ শুরু করবে তখন তারা আল্লার রহমতের দৃষ্টি থেকে পড়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল-৬০৭০)

এ কাজের ফাযায়েল মাসায়েল গুরুত্ব, মর্যাদা ও বিধান সম্বন্ধে কোরআনের বহু আয়াতে এবং বহু হাদীসে নববীতে বর্ণনা এসেছে। আমরা নিম্নে মাত্র কয়েকটি আয়াতে কারীমা ও হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেই আমাদের আলোচনা শেষ করতে চাই।

লোকমান আলাইহিস সালাম এ কাজের গুরুত্ব নিজে অনুধাবন করে তার প্রিয় পুত্রকে এ কাজের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য যা আদেশ করেছিলেন, মহান আল্লাহ তার পবিত্র কালামে তা উল্লেখ করে বলেন-

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থ : আর তুমি সৎ কাজের আদেশ দাও অসৎ কাজে বাধা প্রদান কর। (সূরা লুকমান-১৭)

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ এর দায়িত্ব পালন করতে গেলে বাতিলের পক্ষ থেকে হক্কের বিরুদ্ধে বাধা বিপত্তি, জুলুম-নির্যাতন আসাটা স্বাভাবিক। আর এহেন পরিস্থিতিতে ধৈর্য সহকারে উক্ত দায়িত্ব পালন করে যাওয়াই কর্তব্য। আর এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা উক্ত দায়িত্ব পালন করার আদেশ দান করার পরপরই ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দান করেছেন যা লুকমান আলাইহিস সালাম তার উক্ত আয়াতে প্রিয় পুত্রকেও করেছেন-

وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ

অর্থ : "আর তুমি তোমার উপরে আপতিত বিপদে ধৈর্য ধরো। (সূরা লুকমান : ১৭)

সূরা আসরেও উপরিউক্ত আয়াতে কারীমার সমর্থনে এবং এর পূর্বোক্ত হাদীসের সমর্থনের উল্লেখ দেখা যায়। উক্ত সূরাতে মহান আল্লাহ বলেন :

وَالْعَصْرِ. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

অর্থ : "আমি সময়কে সাক্ষী রেখে বলছি। সমস্ত মানুষ ধ্বংসে নিমজ্জিত আছে। তবে তারা নয় যারা ঈমান আনে, সৎকাজ বা আমলে সালেহ করে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেয়। (সূরা আসর : আয়াত-১-৩)

মহান আল্লাহ আরো বলেন-

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি (মানুষদেরকে) আল্লাহর দিকে (আল্লাহর পথে তথা ইসলামের পথে) ডাকে (নিজে) আমলে সালেহ্ করে এবং বলে যে, নিশ্চয় আমি একজন মুসলিম তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে?

(হামীম-আস সাজদাহ-৩৩)

উক্ত আয়াতে আল্লাহর দিকে ডাকার কাজ, ওয়াজ নসীহত তাবলীগে দ্বীন (বা ধর্ম প্রচার) বা দাওয়াত ও তাবলীগ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দানে জিহাদ ও ইসলামি খিলাফত (বা শাসন) ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পাদিত বা আদায় হতে পারে। এ দায়িত্ব পালন করার কারণে বা শর্তে মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদিকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলেছেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, এ কাজই শ্রেষ্ঠ কাজ। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۭ

অর্থ : "তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত (জাতি), কেননা, তোমাদেরকে মানব কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজে বাধা প্রদান কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ।

(সূরা ইমরান : আয়াত-১১০)

এ কাজ যেমন মহান ও শ্রেষ্ঠ, এর পুরস্কার ও তেমনি মহান ও শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং মহান আল্লাহ এ কাজের পুরস্কার সম্বন্ধে বলেন :

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۭ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاۗءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

অর্থ : "সাধারণ লোকদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শের মাঝে কোন খায়ের (কল্যাণ) নিহিত নেই, তবে যারা দান-সদকা, সৎ কাজ বা মানুষের মাঝে (পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ) সংশোধনের (মিটানোর জন্য) আদেশ দান বা উৎসাহ প্রদান) করে (তাদের কথায় কল্যাণ নিহিত আছে)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এ কাজ করবে, আমি (আল্লাহ) অচিরেই তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করবো। (সূরা নিসা-১১৪)

মহান আল্লাহ নিজেই যে পুরস্কারকে মহা পুরস্কার বলেছেন তা কতই না মহা হতে পারে। তা কল্পনাতীত। এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস আছে। তার মধ্য থেকে নিম্নে একটি উল্লেখ করা হলোঃ

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ». قَالُوا بَلَى. قَالَ «اِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ».

অর্থ : "আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে (নফল) রোযা, দান-সদকা ও নামাজের চেয়েও উত্তম আমলের কথা বলে দিব না? সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, অবশ্যই (বলে দিন)! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাহলো মানুষের মাঝে (পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ) সংশোধন (মিটানো), কেননা, মানুষের মাঝে ফাসাদ (পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ) নেকীসমূহকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমনিভাবে ক্ষুর চুলকে সাফ করে দেয়। (আবু দাউদ-৪৯২১, ৪৯১৯)

মানুষের মাঝে পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ মিটানোর বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের বহু স্থানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখানে সেসব আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো, যে কোনো পন্থা অবলম্বন করেই হোক না কেন اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ এর দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য।

এ কাজের বহু ফযীলতের একটি হলো যে, (এ কাজ যারা করবে) তারাই সফলকাম হবে।

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থ : আর তারাই হলো সফলকাম। (আলে ইমরান-১০৪)

মহান আল্লাহ তার কালামে বলেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ, তোমরা (সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎকাজে বাধা প্রদানের মাধ্যমে) নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচাও। যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। যাতে থাকবে ভয়ংকর রূপধারণকারী ফেরেশতামণ্ডলী। আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ করবেন তারা তার নাফরমানী করবে না। বরং তাদেরকে যে আদেশ করা হবে তাই তারা করবে। (সূরা তাহরীম : আয়াত-৬)

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমরা এখন اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ এর দায়িত্ব পালন করছি না এবং এ ব্যাপারে আমাদের মাঝে কোন আফসোস অনুশোচনা বা অনভূতি ও নেই। আমরা পাপীদের সাথে কাঁধে কাধ মিলিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে ও তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলছি। অথচ, বিধান হচ্ছে পাপ কাজ তথা পাপীদেরকে প্রতিহত করা, তারা যদি কথা না মান্য করে তবে অপারগতার ক্ষেত্রে কমপক্ষে তাদেরকে ঘৃণা করা, তাদের সাথে মিলে-মিশে বা তালে তাল মিলিয়ে না চলা। তাদের সাথে পানাহার না করা, তাদের সাথে বসবাস না করা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য:

عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِى اِسْرَائِيْلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ يَا هٰذَا اتَّقِ اللهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذٰلِكَ اَنْ يَكُوْنَ اَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ». ثُمَّ قَالَ (لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ) اِلَى قَوْلِهِ (فَاسِقُوْنَ) ثُمَّ قَالَ «كَلاَّ وَاللهِ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَاْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَاْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বনী ইসরাঈলের মাঝে সর্বপ্রথম অধঃপতন এভাবে আরম্ভ হয়েছে যে, তারা একের সাথে অপরে সাক্ষাৎকালে কোনো অন্যায়

কাজ করতে দেখলে বলত- দেখো, আল্লাহকে ভয় কর, যে পাপ করছো তা করো না, কেননা, ও কাজ করা তোমার জন্য জায়েয (বৈধ) নয়। পরবর্তীতে তার সাথে সাক্ষাৎকালে নিষেধ সত্ত্বেও পুনরায় উক্ত পাপ কাজ করতে দেখেও উপদেশদাতাগণ পূর্ব সম্পর্কের কারণে তাদের সাথে পূর্বের মতোই পানাহার ও উঠাবসা করতো। তারা যখন ব্যাপকভাবে এরূপ করতে লাগলো তখন আল্লাহ তায়ালা এদের (ধার্মিকদের) অন্তর অপরের (পাপীদের) সাথে মিলিয়ে (একই রকম অর্থাৎ ধার্মিকদেরকে পাপীদের মতোই পাপী বানিয়ে) দিলেন।

এরপর নবী ﷺ এ কথার স্বপক্ষে তেলাওয়াত করলেন।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۷۸﴾ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۷۹﴾ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَ لَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ النَّبِيِّ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۸۱﴾

৭৮. বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মাইরিয়ামের ছেলে কতৃর্ক অভিশপ্ত হয়েছিল— এটা এই জন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী।

৭৯. তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট।

৮০. তাদের অনেকেই তুমি কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম!— যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হবে।

৮১. তারা আল্লাহতে, নাবীতে ও তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে না, কিন্তু তাদের অনেকে ফাসিক।

এরপরে নবী ﷺ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আদেশ করলেন যে, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আদেশ করছি যে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দিতে থাকো এবং অসৎকাজে বাধা দিতে থাকো, জালেমের হাত ধরে রেখো অর্থাৎ জালিমকে তার জুলুম থেকে ফিরিয়ে রেখো, তাকে সৎপথে টেনে আনতে থাকো। (আবু দাউদ-৪৩৩৮,৪৩৩৬)

সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎকাজে বাধা দেয়ার প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য হলো মানুষকে জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে জান্নাতের পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থ : "আর তোমরা একে অপরকে পুণ্যের কাজে ও তাকওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করো এবং একে অপরকে পাপ কাজে ও সীমালংঘনে (আল্লাহর নাফরমানিতে) সাহায্য করো না। (সূরা মায়িদা-২)

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন :

وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ.

অর্থ : "আর বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তার (অপর) ভাইকে (সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে বাধা প্রদান ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে) সাহায্য করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা ও তার বান্দাকে তার রহমতের দ্বারা) সাহায্য করেন। (মুসলিম-২৬৯৯)

নবী ﷺ আরো বলেছেন :

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ

অর্থ : "যে ব্যক্তি অন্যকে কল্যাণের পথ-প্রদর্শন করেছে, তার জন্য রয়েছে উক্ত প্রদর্শিত পথে আমলকারী ব্যক্তির অনুরূপ প্রতিদান! (মুসলিম-১৮৯৩)

হাদীসে আরো আছে যে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا

অর্থ : "যে ব্যক্তি কোনো হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য তার অনুসারীদের সওয়াবের অনুরূপ সওয়াব রয়েছে। এতে তাদের সওয়াব থেকে কিছুমাত্র ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো ভ্রান্ত পথের দিকে আহ্বান করে, তার উপরে তার অনুসারীদের পাপের অনুরূপ পাপ বর্তাবে, এতে তাদের পাপের বিন্দুমাত্র কমতি হবে না। (মুসলিম-৬৯৮০,২৬৭৪)

এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছেন:

فَوَاللهِ لَاَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

অর্থ : "(হে আলী) আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহ তায়ালা তোমার মাধ্যমে একটি লোককেও যদি হিদায়াত দান করেন, তবে তোমার জন্য তা হবে লাল (দামী) উটের চেয়েও বেশি উত্তম (কল্যাণকর বা উপকারী) (বুখারী-৩৭০১,৩৪৯৮)

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ, তোমরা (সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করার মাধ্যমে) যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তায়ালাও তোমাদেরকে সাহায্য (বিজয়ী) করবেন এবং (শত্রুর মোকাবিলায়) তোমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় রাখবেন। (সূরা মুহাম্মদ-৭)

এ কাজ (সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎকাজে বাধা দান করার দায়িত্ব পালন) করতে হবে। অপারগতা (অক্ষমতার) ক্ষেত্রে মন্দ কর্মকে ঘৃণা করতে হবে। তা না করে বরং মন্দকর্মশীলদের সাথে তাল মিলিয়ে চললে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সাহায্য করবেন না, আমাদের প্রতি রহমত/ করুণা করবেন না এবং আমাদের দোয়া (প্রার্থনা) কবুল করবেন না।

হাদীসে আছে :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهٖ اَنْ قَدْ حَضَرَهٗ شَيْءٌ فَتَوَضَّاَ وَمَا كَلَّمَ اَحَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ اَسْمَعُ مَا

يَقُوْلُ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ لَكُمْ : مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ اَنْ تَدْعُوْنِىْ فَلَا اُجِيْبَكُمْ وَتَسْاَلُوْنِىْ فَلَا اُعْطِيَكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْنِىْ فَلَا اَنْصُرَكُمْ) فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتّٰى نَزَلَ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তার চেহারা মোবারকের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে, নিশ্চয় গুরুত্বপর্ণ কিছু একটা ঘটেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো সাথে কোনোরূপ কথা-বার্তা না বলে অযু করে মসজিদে গেলেন। আমি তার কথা শুনার জন্য ঘরের দেয়ালে গা ঘেঁষিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মিম্বরে বসে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে বললেন : হে লোক সকল (আমার সাহাবিগণ) আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে থাকো। অন্যথায় এমন সময় এসে পড়বে যখন তোমরা দোয়া করবে। কিন্তু, তা কবুল হবে না, তোমরা আমার কাছে কিছু চাইবে, কিন্তু, আমি তোমাদেরকে তা দিব না এবং তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমার কাছে সাহায্য চাইবে। কিন্তু, আমি তোমাদেরকে সাহায্য (বিজয়ী) করব না। এমনিভাবে তিনি বলতে থাকলেন অত:পর মেনে পড়লেন। (ইবনে হিব্বান- ২৯০)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আমরা অত্র প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করেছি যে,

اَلْمَعْرُوْفُ : اِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَهُ وَالْمُنْكَرُ : اِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ.

অর্থ : যে সকল কাজকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন, ভালোবাসেন এবং যে সব কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন তাকে اَلْمَعْرُوْفُ বা সৎ কাজ বলা হয় এবং যে সকল কাজকে আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন বা ঘৃণা করেন সে সব কাজকে اَلْمُنْكَرُ বা অসৎ কাজ বলা হয়। (مَوْسُوْعَةُ الْاَخْلَاقِ وَالزُّهْدِ

(وَالرَّقَائِقِ সুতরাং, বলা যায় যে, এ বিষয়টিই اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ বা সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজের নিষেধ করাই) হলো ইসলামের আদেশ ও নিষেধ পালন করতে বলার নামান্তর। সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে গোটা ইসলাম নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। আর তা করতে গেলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা হবে অগনিত। অতএব, এ ক্ষুদ্র পরিসরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব। তাই এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করতে চাই। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আলোচিত বিষয়ে আমল করার তাওফীক দান করে ধন্য করুন! আমীন

দায়ীর আহ্বানকৃত বিষয়ে দায়ীকে আমলদার হওয়া

মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারী, মহা বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ, পবিত্র বাণী আল কুরআনুল হাকীমে মহাবিশ্বের মহাপ্রভু মহান আল্লাহ্ বলেন :

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

অর্থ : "তোমরা কি মানুষদেরকে সৎকাজে আদেশ করছো অথচ, নিজেদেরকে ভুলে যাচ্ছ। অথচ, তোমরা কিতাব পড়! তবে কি তোমরা (নিজেদেরকে আগে আমল করতে হবে-একথা) বুঝ না! (সূরা বাকারা-৪৪)

উপরিউক্ত আয়াতে কারীমাহ থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, দায়ীর আহ্বানকৃত বিষয়ে দায়ীকে আমলদার হতে হবে। এখানে দায়ী বলতে আল্লাহর দ্বীনের দিকে তথা ইসলাম ধর্মের প্রতি আহ্বানকারী দ্বীনের তাবলীগকারী মুবাল্লিগ বা ইসলাম ধর্ম প্রচারক, اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ এর দায়িত্ব পালনকারী তথা সৎকাজে আদেশ দানকারী ও অসৎকাজে নিষেধকারী বা বাধাদানকারী এবং দক্ষ শিক্ষক (মুয়াল্লিমগণ যারা (দ্বীনি মাদ্রাসায়) তালেবে এলেমদেরকে (ছাত্রদেরকে) -কুরআন, হাদীস ও ইসলামি জ্ঞান তালীম (শিক্ষা)দেন তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গসহ সকল মুয়াল্লিমকে অবশ্যই প্রথমে নিজে আমলকারী হতে হবে অতঃপর অন্যদেরকে আমলের প্রতি আহ্বান করতে হবে এবং আমল শিক্ষা দিতে হবে। এ বিষয়ে উপরোল্লিখিত আয়াতে কারীমা খানিই যদিও যথেষ্ট, তবুও এ বিষয়ে বহু হাদীসে নববী রয়েছে।

আমরা তার মধ্য থেকে নিম্নে কয়েকটি মাত্র হাদীস উল্লেখ করবো :

নবী করীম ﷺ বলেছেন :

لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَ اَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهٖ فِيْمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ اَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهٖ فِيْمَ اَبْلَاهُ.

অর্থ : কেয়ামতের দিন চারটি প্রশ্নের জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত (আল্লাহর) কোনো বান্দা তার পা এক বিন্দুও নড়াতে পারবে না :

১. কোন কাজে তার জীবন শেষ করেছে?

২. তার শরীর কি কাজে ব্যয় করেছে?

৩. তার ধন-সম্পদ কোথা হতে (কীভাবে) উপার্জন করেছে এবং কি ব্যাপারে ব্যয় করেছে?

৪. নিজের এলেমের উপরে কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী-২৪১৭)

আরেকখানি হাদীসে নববীতে আছে:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَاَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِىَ بِىْ رِجَالًا تُقْرَضُ شَفَاهُهُمْ بِمَقَارِضٍ مِنْ نَّارٍ. فَقُلْتُ : مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ فَقَالَ: اَلْخُطَبَاءُ مِنْ اُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ, اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক রাযিআল্লাহু আনহু বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন এক রাতে আমি কতিপয় লোককে দেখতে পাই যে, আগুনের কেঁচি দিয়ে তাদের ঠোঁট কাটা হচ্ছে। তাই আমি জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সে সব বক্তা এবং ওয়াজ নসীহতকারী যারা অন্যদেরকে সৎকাজের আদেশ দিত অথচ, নিজেদেরকে ভুলে থাকতো (অর্থাৎ তারা নিজেরা তাদের ওয়াজ নছীহত অনুযায়ী আমল করতো না) অথচ তারা কিতাব পড়তো! তারা কি (আগে নিজে আমল করতে হবে-একথা) বুঝে না! (ইবনে হিব্বান-৫৩)

অন্য আরেকটি হাদীসে নববীতে আছে:

رُوِىَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اُنَاسًا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَنْطَلِقُوْنَ اِلَى اُنَاسٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ: بِمَ دَخَلْتُمُ النَّارَ فَوَاللهِ مَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ اِلَّا بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ: اِنَّا كُنَّا نَقُوْلُ وَلَا نَفْعَلُ.

অর্থ : উকবা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : কিছু কিছু জান্নাতি লোক কোনো কোনো জাহান্নামিকে জিজ্ঞেস করবেঃ তোমরা কি কারণে জাহান্নামে দাখিল হলে (প্রবেশ করলে)? অথচ আল্লাহ সাক্ষী, আমরাতো তোমাদের কাছ থেকে এলেম শিখে (তদানুযায়ী আমল করে) জান্নাতে প্রবেশ করেছি! তখন তারা বলবেঃ আমরা তো শুধু (মানুষকে আমল করতে) বলতাম, কিন্তু নিজেরা (তদানুযায়ী) আমল করতাম না।

(তাবারানির মুজামে কবীর-৪০৫)

উপরিউক্ত হাদীস সমূহ থেকেও বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকেরই উচিৎ আগে নিজে আমল করার পর অন্যকে আমল করতে বলা, আগে নিজে এলেম অর্জন করা ও পরে অন্যকে এলেম শিক্ষাদান করা। যারা নিজে আমল করে না, অথচ অন্যকে আমল করতে বলে তাদেরকে পবিত্র কুরআনে তো তিরস্কার করা হয়েছেই বটে, অধিকন্তু বিভিন্ন হাদীসে তাদেরকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টজীব বলা হয়েছে। যেমন :

رُوِىَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلزَّبَانِيَةُ اَسْرَعُ اِلٰى فَسَقَةِ حَمَلَةِ الْقُرْاٰنِ مِنْهُمْ اِلٰى عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ فَيَقُوْلُوْنَ : يُبْدَاُ بِنَا قَبْلَ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ فَيُقَالُ لَهُمْ : لَيْسَ مَنْ يَعْلَمُ كَمَنْ لَا يَعْلَمُ .

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক ﵁ হতে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : বদকার আলেমের দিকে জাহান্নামের আজাব অতি দ্রুত অগ্রসর হবে। মূর্তি পূজকদের আগেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে দেখে তারা বলবে : মূর্তিপূজকদের আগেই আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। উত্তরে তাদেরকে বলা হবেঃ জেনে বুঝে অপরাধ করা আর না জেনে অপরাধ করা সমান হতে পারে না। (কানযুল উম্মাল-২৯০০৫)

আরেকখানি হাদীসে আছে :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ تَعَرَّضْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ تَصَدَّيْتُ وَهُوَ يَطُوْفُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ شَرٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ غُفْرًا سَلْ عَنِ الْخَيْرِ وَلَا تَسْاَلْ عَنِ الشَّرِّ شِرَارُ النَّاسِ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ فِى النَّاسِ.

অর্থ : মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর (আল্লাহর ঘর কাবা শরীফের) তাওয়াফ করছিলেন, এমন সময়ে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মানুষ কে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আল্লাহ ক্ষমা করুন : ভালোর কথা জিজ্ঞেস কর। খারাপের কথা জিজ্ঞেস করো না। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মানুষ হলো নিকৃষ্ট আলেমগণ। (বাজ্জার-২৬৪৯)

উপরিউক্ত হাদীসদ্বয়ে সে সব আলেমদেরকে নিকৃষ্টতম মানুষ বলার কারণ হলো এই যে, তারা অন্যদেরকে আমল করতে বলে, অথচ, তারা নিজেরাই আমল করে না।

যা হোক, পবিত্র কালামুল্লাহ ও হাদীসে নববী থেকে বুঝা গেল যে, সকল মুসলিমের বিশেষ করে দায়ীর-উচিৎ হলো আগে নিজে আমল করা এবং পরে অন্যদেরকে আমল করতে বলা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে যথাযথভাবে আমল করার তাওফীক দান করে ধন্য করুন! আমীন!!

মুসলমানদেরকে সম্মান করা

মুসলমানদেরকে সম্মান করা বা ইকরামুল মুসলিমীন (إِكْرَامُ الْمُسْلِمِيْنَ) বলতে বুঝায় মুসলমানদের মান-সম্মান ধন-সম্পদ ও রক্ত তথা তাদের জান-মাল ও ইজ্জতের হেফাজত করা, তাদের হক্ক আদায় করা, তাদের সেবা শুশ্রূষা করা, তাদেরকে প্রয়োজনে ও বিপদাপদে সাহায্য করা, তাদের খোঁজ-খবর নেয়া অসুস্থ মুসলিমকে দেখতে (রোগী পরিদর্শনে) যাওয়া, মৃত মুসলিমের জানাযাতে শরীক হওয়া, জীবিত বা মৃত মুসলমানদের জন্য কল্যাণের দোয়া করা, তাদের সাথে কোমল, নম্র-ভদ্র, সদয় কথা বলা, তাদের সাথে সদাচরণ করা, তাদেরকে ধোকা না দেয়া, নিজের অধিকার ও প্রয়োজনের তুলনায় অন্য মুসলিমের অধিকার ও প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়া, নিজের জন্য যা ভালো ও কল্যাণকর মনে হয় অন্য মুসলিমের জন্য তাই ভালো ও কল্যাণকর মনে করা ইত্যাদি। এ বিষয়টি প্রতিটি মুসলিমের জন্য মানবিক হক্ব। অর্থাৎ এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের উক্ত বিষয়গুলি বা إِكْرَامُ الْمُسْلِمِيْنَ (একরামুল মুসলিমীন) পালন করা একান্ত জরুরী।

এ বিষয়ে পবিত্র মহাগ্রন্থে, মহান আল্লাহর বহু বাণী এসেছে। আমরা এখানে এ বিষয়ে সামান্য মাত্র আলোচনা করতে চাই।

কুরআনুল কারীমে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ

অর্থ : আর নিশ্চয় একজন মুমিন গোলাম একজন আযাদ মুশরিকের চেয়ে উত্তম। যদিও মুশরিককে তোমাদের কাছে উত্তম মনে হয়। (বাকারা-২২১)

উক্ত আয়াতে কারীমাতে মুমিন মুসলিমকে স্পষ্টভাবে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ বলেছেন। পক্ষান্তরে কাফের-মুশরিককে স্পষ্টভাবে মর্যাদাহীন বলেছেন, পবিত্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ আরো বলেন :

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ.

অর্থ : "তবে কি যে ব্যক্তি মুমিন সে ব্যক্তি কি (মর্যাদায়) ফাসেক (অবাধ্য কাফের) এর মত। না বরং তারা সমান নয়। (সাজদাহ-১৮)

উক্ত আয়াতে কারীমাতেও মহান আল্লাহ মুসলিমদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অপরপক্ষে, অমুসলিম, কাফের-ফাসেকদের অমর্যাদা করেছেন।

মহা বিশ্বের মহাবিস্ময়, মহাগ্রন্থ, কুরআনুল কারীমে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ আরো বলেন :

اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَ جَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا.

অর্থ : "যে ব্যক্তি মৃত (কাফের) ছিল, পরে তাকে আমি জীবিত (মুমিন) করেছি এবং তাকে আমি এক (বিশেষ) নূর (হেদায়াতের আলো) দান করেছি যা নিয়ে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে, সে ব্যক্তি কি ঐ (মর্যাদায়) ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি (কুফরির) বহুবিধ অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে, যে অন্ধকার হতে সে (এখনও) বের হতে পারেনি।

(সূরা আনআম-১২২)

অর্থ : পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতে কারীমাতেও মুমিন মুসলিমকে জীবিত ও সম্মানিত বলা হয়েছে এবং কাফের মুশরিকদেরকে মাটির অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত মৃতের মতো কুফরি শিরক ও বহুবিদ অন্ধকারে (ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে) নিমজ্জিত এবং মর্যাদাহানি বলা হয়েছে।

মহাবিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ ﷺ এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বহু পবিত্র মহাবাণীও এ বিষয়ে আছে

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : " كَمْ مَنْ اَشْعَثَ اَغْبَرَ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهٗ، لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهٗ.

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি : এমন বহু (মুসলিম) ব্যক্তি আছেন যারা এলোমেলো চুলবিশিষ্ট, ধুলা বালি মাখা পুরাতন চাদর (বা কাপড়) পরিহিত এবং মানুষের দ্বার হতে বিতাড়িত (আপাতত অসম্মানিত), (তারা প্রকৃত পক্ষে এতো বেশি সম্মানিত যে) যদি তারা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে কোনো কথা বলেন, তবে আল্লাহ তায়ালা তাদের সে কথাকে সত্য প্রতি পাদন করে দেন। (তিরমিযী-৩৮৫৪)

উক্ত হাদীসে অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকতে উৎসাহ দেয়া হয়নি, বরং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই থাকতে হবে। উক্ত হাদীসে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, দারিদ্র্যের কারণে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সমাজে আপাত দৃষ্টিতে অসম্মানিত প্রতিভাত (মনে) হলেও মহান আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদা সুউচ্চ বা মহান।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন মানুষদেরকে তাদের যথাযথ মর্যাদা দেই। মুসলিমের মুকাদ্দামায় এখানে মানুষ বলতে মুমিন-মুসলিম বিশেষ করে সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে। (মুসলিম মুকাদ্দমা)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مَا اَطْيَبَكِ وَاَطْيَبَ رِيْحَكِ وَاَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ اِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَكِ حَرَامًا وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَالَهُ وَدَمَهُ وَعِرْضَهُ وَاَنْ نَظُنَّ بِهٖ ظَنًّا سَيِّئًا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার দিকে তাকিয়ে বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই) (হে কা'বা) তুমি কতইনা পবিত্র! তোমার সুগন্ধি কতই না উত্তম! তুমি কতই না মর্যাদার যোগ্য! আর, মু'মিনের মর্যাদা তোমার চেয়েও বেশি। মহান আল্লাহ তোমাকে মর্যাদার উপযুক্ত করেছেন, পক্ষান্তরে তিনি মু'মিন ব্যক্তির অর্থ সম্পদ, রক্ত (জান) ও ইজ্জত-আবরু অর্থাৎ তার জান-মাল ও মান-সম্মান হারাম করেছেন। কোনো মু'মিন ব্যক্তি সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করাও হারাম করেছেন।

(মু'জামুল কাবীর,১০৯৬৬)

উক্ত হাদীসে হারাম বলতে অপরের হস্তক্ষেপের বহির্ভূত বুঝানো হয়েছে।

পবিত্র কুরআন মাজীদেও কোনো মু'মিন সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করা, কোনো মু'মিনের গীবত করা, কোনো মুমিনকে মন্দ নামে ডাকা, কোনো মু'মিনের দোষ-ক্রুটি তালাশ করা, মু'মিনকে প্রকাশ্যে বা গোপনে, সামনে বা পিছনে মন্দ বলা বা তিরস্কার করা, কোনো মু'মিনকে অপবাদ দেয়া ইত্যাদি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দেখুন সূরা হুজুরাত, আয়াত-১১-১২, সূরা হুমাযাহ আয়াত-১, সূরা মুমতাহিনাহ আয়াত-১২, সূরা নিসা আয়াত-৮৬, সূরা ইসরা আয়াত-২৩ ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত আয়াতেকারীমাসমূহে মুসলমানদের হক্ক বা অধিকার নষ্ট না করার আদেশ করা হয়েছে তথা মুসলিমদেরকে তাদের প্রাপ্য ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বহু হাদীসে নববী রয়েছে। আমরা নিম্নে মাত্র কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করতে চাই :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا.أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ».

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর তোমরা একে অন্যকে ভালো না বাসা পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয়ের কথা বলে দিব না কি যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে। (তাহলে) তোমরা তোমাদের মাঝে সালামের ব্যাপক প্রচলন প্রসার ঘটাও। (মুসলিম-২০৩ ,৫৪)

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوْفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

অর্থ : আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের উপর ছয়টি অধিকার (হক্ক বা প্রাপ্য) বা কর্তব্য) রয়েছে :

১. দেখা সাক্ষাৎ হলে সালাম দিবে।

২. দাওয়াত দিলে কবুল করবে।

৩. হাঁচি দিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে (জবাবে) يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলবে।

৪. অসুস্থ হলে দেখতে যাবে।

৫. মৃত্যুবরণ করলে জানাযার সাথে যাবে।

৬. নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপরের জন্যও তা পছন্দ করবে।

(তিরমিযী-২৭৩৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একথা বলতে শুনেছি একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের উপরে পাঁচটি হক্ক (অধিকার বা দায়িত্ব বা কর্তব্য) রয়েছে।

১. সালামের জবাব দেয়া।

২. অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া।

৩. জানাযার সাথে যাওয়া।

৪. দাওয়াত দিলে তা কবুল করা।

৫. হাঁচি দিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে এর জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলা।

(বুখারী-১২৪০,১১৮৩)

উপরিউক্ত হাদীসসমূহে উল্লিখিত হক্কসমূহ আদায় করার মাধ্যমে মূলত اِكْرَامُ الْمُسْلِمِيْنَ এর দায়িত্ব পালন করা হয়। এই اِكْرَامُ الْمُسْلِمِيْنَ বিষয়টি এতো ব্যাপক যে, পবিত্র কুরআন কারীমের যে সব আয়াতে কারীমাহ এবং পবিত্র হাদীসে বিশাল ভাণ্ডার হতে যে সব হাদীস এ

বিষয়টি প্রমাণিত করে সে সবের বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে অনেক পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে। যা এ ক্ষুদ্র পরিসরে করা একেবারেই অসম্ভব। তাই আমরা মাত্র আর কয়েকটি কথা বলেই এ বিষয়ের আলোচনা হতে ইতিটানতে চাই।

অপর মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন করার মাধ্যমেও অন্য মুসলিমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যায়। কিন্তু, আমরা এ বিষয়টি প্রায় খেয়াল করি না। বিশেষ করে দ্বীনের (ধর্মের) দাওয়াত দিতে গিয়ে সৎকাজের আদেশ করতে গিয়ে ও অসৎকাজে নিষেধ করতে গিয়ে বা বাধা দিতে গিয়ে। অথচ, প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য অন্য মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করার মাধ্যমে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। কেননা, পবিত্র হাদীসে এসেছে :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ مَرْفُوْعًا مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির দোষত্রুটি গোপন করে রাখবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ ত্রুটি গোপন করে রাখবেন এবং আল্লাহ তায়ালা ঐ পর্যন্ত তার বান্দাকে সাহায্য করবেন যে পর্যন্ত (তার) বান্দা তার (মুসলিম) ভাইকে সাহায্য করবে।" (আবু দাউদ- ৪৯৪৮,৪৯৪৬)

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتّٰى يَفْضَحَهُ بِهَا فِيْ بَيْتِهِ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তায়ালা তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন, আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দিবে, আল্লাহ

তায়ালাও তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন, এমনকি সে ব্যক্তি ঘরে বসে থাকলেও আল্লাহ তায়ালা তাকে অপদস্থ করে দিবেন।

(ইবনে মাজাহ-২৫৪৬)

উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় ছাড়াও বহু হাদীসে এধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের সকলকেই বিশেষ করে দীনের প্রতি দাওয়াত দিতে (আহ্বান করতে) দীনের তাবলীগ (প্রচার) করতে গেলে, সৎকাজে আদেশ দিতে ও অসৎকাজে নিষেধ করতে বা বাধা দিতে গেলে, ওয়াজ নসীহত করতে গেলে ও উপদেশ দিতে গেলে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

শুধুমাত্র নিজেই অন্য মুসলিমের ইজ্জত নষ্ট না করলেই বা অন্য মুসলিমকে সম্মান করলেই পুরাপুরি إِكْرَامُ الْمُسْلِمِيْنَ এর হক্ক আদায় হয়ে যায় এমনটি নয়, বরং অন্য মুসলিমের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে দেখলে তার সাহায্যে এগিয়ে গিয়ে তার ইজ্জতের হেফাজত করতে হয়। নচেৎ তার ইজ্জত রক্ষার্থে তার সাহায্যে এগিয়ে না গেলে তার ইজ্জত নষ্ট করার দায়ে দায়ী হতে হবে। কেননা, পবিত্র হাদীসে আছেঃ

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ : مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ اِلاَّ خَذَلَهُ اللهُ فِيْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ مِنْ حُرْمَتِهِ اِلاَّ نَصَرَهُ اللهُ فِيْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ.

অর্থ : (মর্মার্থ) জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন স্থানে অপমান করে যেখানে মুসলিমের সম্মান হানি হয় ও ইজ্জত কমে যায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন সময়ে লাঞ্ছিত করবেন যখন সে ব্যক্তি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে। পক্ষান্তরে যে মুসলিম ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ইজ্জত ও সম্মান নষ্ট হচ্ছে দেখে তাকে সাহায্য করবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন সময়ে সাহায্য করবেন যখন সে ব্যক্তি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে। (আবু দাউদ-৪৮৮৬,৪৮৮৪)

অন্য হাদীসে আছে :

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ قَالَ : مِنْ اَرْبَى الرِّبَا الْاِسْطَالَةَ فِىْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

অর্থ : (মর্মার্থ) সাইদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিকৃষ্টতম সুদ হলো কোনো মুসলিমের ইজ্জত অনুচিতভাবে নষ্ট করা বা নষ্ট হতে দেয়া। (আবু দাউদ-৪৮৭৬)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো যে, উক্ত হাদীসে কোনো মুসলিমের ইজ্জত নষ্ট করা বা করতে দেয়াকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সুদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর সুদ যে কী জঘন্য! এর পাপ যে কী ভীষণ! এর শাস্তি যে কী ভয়াবহ তা আশা করি আপনাদের জানা আছে। এখানে তা আলোচনা করার স্থান, সময় ও সুযোগ নেই (সুদ অধ্যায়ে তা দ্রষ্টব্য)।

এমনিভাবে বহু হাদীসে মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করার (বা নষ্ট হতে দেয়ার সুযোগ দেয়ার) বিরুদ্ধে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। অতএব, আমাদের সবাইকে, বিশেষ করে, দীনের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে দ্বীনের তাবলীগ করার ক্ষেত্রে, সৎ কাজের আদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে ও অসৎকাজে বাধা দেয়ার বা নিষেধ করার ক্ষেত্রে, ওয়াজ-নসীহত করার ক্ষেত্রে ও উপদেশ দান করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক থাকতে হবে যেন নিজের পক্ষ থেকে কারো দোষ-ক্রটি প্রকাশ করা না হয়। যে দোষ-ক্রটি গোপনে জানা যাবে, গোপনেই যেন তা নিষেধ করা হয়, আর যা প্রকাশ্যে করা হয় তার নিষেধ ও প্রকাশ্যে করা উচিত। তবে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে ইজ্জতের হেফাজতের ব্যাপারে যথাসাধ্য চিন্তাভাবনা ও খেয়াল অতি অবশ্যই রাখতে হবে। নচেৎ সওয়াবের বদলে পাপ হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ অবশ্যই করতে হবে। কেননা, এ বিষয়ে যে সব সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত কঠোর। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে যেয়ে অন্য মুসলিমের ইজ্জত রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক থাকার উপায় হলো এই যে, প্রকাশ্য অন্যায়ের প্রতিকার যেমন নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ্যে করা উচিত, তেমনি যে পাপ অন্যায়কারীর পক্ষ

হতে প্রকাশ না পায় তা নিষেধ করতে যেয়ে নিজের পক্ষ থেকে যেন এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করা না হয় যাতে প্রকাশিত হযে যায় এ বিষয়টি খুবই খেয়াল রাখতে হবে।

আমরে বিল মা'রূফ ওয়ান নাহায়ী আনিল মুনকার, ওয়াজ-নছীহত উপদেশ দান, দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের আদবসমূহের মাঝে এটিও একটি আদব যে, নম্রতা ও ভদ্রতা অবলম্বন করতে হবে। একদা খলীফা মামুনুর রশীদকে কোনো ব্যক্তি কঠোর ভাষায় নছীহত করতে দেখে তাকে বললেন, নম্রভাবে নছীহত করুন, কেননা, মহান আল্লাহ আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মূসা আলাইহিস সালাম-কে ও হারূন আলাইহিস সালাম-কে আমার চেয়ে অধম ফেরাউনের কাছে যখন পাঠিয়েছিলেন তখন এ কথা বলে নম্রভাবে নছীহত করতে বলেছিলেন :

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى.

অর্থ : "তোমরা উভয়ে তাকে নম্রভাবে কথা বলে উপদেশ দিবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, নচেত (আল্লাহর ভয়ে) ভীত হবে।

(সূরা ত্বহা : আয়াত-৪৪)

হাদীসে আছে :

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ﷺ قَالَ اِنَّ فَتًى شَابًّا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِئْذَنْ لِىْ بِالزِّنَا فَاَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوْهُ وَقَالُوْا مَهْ مَهْ فَقَالَ اُدْنُهْ فَدَنَا مِنْهُ قَرِيْبًا قَالَ فَجَلَسَ قَالَ اَتُحِبُّهٗ لِاُمِّكَ قَالَ لَا وَاللّٰهِ جَعَلَنِىْ اللّٰهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّوْنَهٗ لِاُمَّهَاتِهِمْ قَالَ اَفَتُحِبُّهٗ لِابْنَتِكَ قَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلَنِىْ اللّٰهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّوْنَهٗ لِبَنَاتِهِمْ قَالَ اَفَتُحِبُّهٗ لِاُخْتِكَ قَالَ لَا وَاللّٰهِ جَعَلَنِىْ اللّٰهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّوْنَهٗ لِاَخَوَاتِهِمْ قَالَ اَفَتُحِبُّهٗ لِعَمَّتِكَ قَالَ لَا وَاللّٰهِ جَعَلَنِىْ اللّٰهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّوْنَهٗ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ اَفَتُحِبُّهٗ لِخَالَتِكَ قَالَ لَا وَاللّٰهِ

جَعَلَنِي اللّٰهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّوْنَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذٰلِكَ الْفَتٰى يَلْتَفِتُ اِلٰى شَيْءٍ.

অর্থ : "(মর্মার্থ) আবু উমামাহ رضي الله عنه বলেন : একদা এক যুবক (নবী করীম ﷺ-এর কাছে) এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে যিনা করার অনুমতি দিন। সাহাবিগণ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তার কাছে এগিয়ে এসে তাকে আচ্ছা করে শাসাতে লাগলেন। তখন নবী করীম ﷺ সে যুবককে আরো কাছে ডেকে এনে বললেন : তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, কেউ তোমার মায়ের সাথে যিনা করুক! যুবকটি বলল আমার জীবন আপনার জন্য কোরবান হউক! আল্লাহ সাক্ষী! না তা কখনও হতে পারে না। নবী করীম ﷺ বললেন : (তোমার মতো) মানুষেরাও এটা পছন্দ করে না যে, কেউ তার মায়ের সাথে যিনা (ব্যভিচার) করুক। এরপরে নবী ﷺ যুবকটির মেয়ের ব্যাপারে, বোনের ব্যাপারে, খালার ব্যাপারে ও ফুফুর ব্যাপারে, একই ধরনের প্রশ্ন করলেন। যুকবটিও প্রতিবারে বলল : আমার জান (জীবন) আপনার জন্য কোরবান (উৎসর্গ) হউক! আল্লাহ সাক্ষী! না, তা কখনও হতে পারে না। এবং নবী ﷺ ও প্রতিবারেই বললেন : (তোমার মতো) মানুষেরাও (তাদের মেয়ের ব্যাপারে, বোনের ব্যাপারে, খালা ও ফুফুর ব্যাপারে) পছন্দ করে না যে, কেউ তাদের সাথে যিনা করুক। এরপরে নবী ﷺ যুবকটির বুকের উপর হাত রেখে দোয়া করলেন ; হে আল্লাহ! তার অন্তরকে পবিত্র করুন। তার গোনাহ মাফ করুন এবং তার লজ্জাস্থানকে (পাপকাজ থেকে) হেফাযত রাখুন। (এ হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন) এরপর থেকে তার কাছে যিনার চেয়ে ঘৃণিত আর কিছু ছিল না। (আহমদ-২২২১১,২২২৬৫)

যা হোক উপরিউক্ত হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, মুবাল্লিগগণ তাবলীগ করার সময়ে, দায়ীগণ দাওয়াত দেয়ার সময়ে, মুয়াল্লিমগণ (শিক্ষকগণ) তাদের তালেবে এলেমদেরকে (ছাত্রদেরকে) কুরআন হাদীস ও দ্বীনের তা'লীম (শিক্ষা) দেয়ার সময়ে, ওয়ায়েজীনগণ ওয়াজ নছীহত করার সময়ে এবং শাসকগণ আমর বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার

করার সময়ে নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে অন্য মুসলিমের ইজ্জত ও হক্ক রক্ষা করে এমন চিন্তা করে করবেন যে, তার স্থলে যদি আমি হতাম তবে আমি কেমন আচরণ পছন্দ করতাম।

মূলকথা হলো এই যে, আমাদের সকলকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে إِكْرَامُ الْمُسْلِمِيْنَ এর দায়িত্ব পালিত হয়, যেন অন্য মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট না হয়। যেন অন্য মুসলিমকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয়া হয় এবং যেনো কোনো মুসলিমের জান-মাল, মান-সম্মান ও কোনোরূপ হক্ক (অধিকার) নষ্ট না হয়। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে إِكْرَامُ الْمُسْلِمِيْنَ এর দায়িত্ব পালন করে ধন্য হতে তাওফীক দীন! আমীন!!

আলেমদেরকে গুরুত্ব দেয়া (সম্মান করা)

মহাবিশ্বের মহা বিস্ময়, মহান আল্লাহর মহাবাণী, মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল হাকীমে মহা বিশ্বের মহাপ্রভু, আহকামুল হাকিমীন, মহান আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

অর্থ : হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় : মজলিসের মধ্যে স্থান প্রশস্ত করে দাও; তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন বলা হয় : তোমরা উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা আরও উন্নত করে দিবেন। তোমরা যা কিছু কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

(সূরা মুজাদালাহ-১১)

উপরিউক্ত আয়াতে কারীমাহ থেকে এ কথা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে এলেম দান করেছেন অর্থাৎ যারা আল্লাহর দয়ায় (রহমতে) আলেম হতে পেরেছেন তাদের মর্যাদা স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন (মহা বিশ্বের মহাপ্রভু) বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্র বাণী আল কুরআনে আরো বলেন :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থ : "(হে রাসূল) আপনি বলে দিন যে, যারা আলেম ও যারা আলেম নয়, তারা (পরস্পর) সমান (মর্যাদার অধিকারী) নয়। (সূরা যুমার : আয়াত-৯)

উপরিউক্ত আয়াতে কারীমাহ থেকেও বুঝা যাচ্ছে যে, জাহেলদের তুলনায় আলেমদের মর্যাদা অনেক বেশি।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসলামের পরিভাষায় আলেম বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়, যারা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান তথা কুরআন, হাদীস ও ইসলামি জ্ঞানে জ্ঞানী-তারা। আর এলেম বলতেও সে জ্ঞানকে বুঝানো হয় যা আল্লাহ প্রদত্ত তথা কুরআন হাদীস ও ইসলামি জ্ঞান।

মহান আল্লাহ তার পবিত্র বাণী কুরআনে আরো বলেন :

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : "আমি (আল্লাহ) অবশ্যই দাউদকে ও সুলাইমানকে এলেম দান করেছি। (তাই) তারা উভয়ে বললো : ঐ আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি (এলেম দান করার মাধ্যমে) তার বহু মুমিন বান্দাদের উপরে আমাদেরকে মর্যাদাশীল করেছেন। (সূরা নামল : আয়াত-১৫)

উপরিউক্ত আয়াতেকারীমাহ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত এলেমের কারণে দাউদ আলাইহিস সালাম ও সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি (এলেম ও মর্যাদা অবশ্যই আল্লাহর নেয়ামতও বটে। তাই তো তারা এ কারণে (এলেম, মর্যাদা ও নেয়ামতের কারণে) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার শুকরিয়া (কৃতজ্ঞা) আদায় করেছেন।

এলেম একটি নেয়ামত, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম ও মর্যাদার কারণ। তাইতো স্বয়ং মহা প্রভু আল্লাহই তার প্রিয় ও আদরের বান্দাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে,

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

অর্থ : "তুমি এ দোয়া কর, হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমার এলেম বাড়িয়ে দিন (সূরা ত্বহা-১১৪)

আল্লাহ জাল্লা জালালুহু তার পবিত্র মহাবাণী কুরআনুল কারীমে আরো বলেন :

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا.

অর্থ : "আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র (হকপন্থী) আলেমগণই তাকে (যথাযথভাবে) ভয় করেন।" (সূরা ফাতের-২৮)

উপরিউক্ত আয়াতেকারীমাতে আলেমদের একটি বিশেষ গুণের কথা বলা হচ্ছে : আর তা হচ্ছে এই যে, আলেমগণই শুধু মাত্র আল্লাহ তায়ালাকে যথাযথভাবে ভয় (সম্মান) করেন। আর এভাবে আলেমদের প্রশংসা করার

মাধ্যমে স্বয়ং মহান আল্লাহই আলেমদেরকে মর্যাদা দিলেন। সুতরাং সাধারণ মানুষের তো অবশ্যই আলেমদেরকে সম্মান (গুরুত্ব) দেয়া উচিত্

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এখানে আলেম বলতে সে সব হক্কানি আরেফ বিল্লাহদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর হাকীকত জানে, তার কদর (মর্যাদা) দিতে জানে এবং এর সাথে ইসলামী শরীয়ত সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকেফহাল ও তদনুযায়ী আমলকারী।

মহান আল্লাহ তার কুরআনুল কারীমে আরো বলেন :

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُوْنَ.

অর্থ : "আর এসব উদাহরণ আমি মানব জাতির জন্য পেশ করি, তবে কেবল মাত্র আলেমগণই এগুলোকে (যথাযথভাবে) অনুধাবন করতে পারে। (সূরা আনকাবূত-৪৩)

উপরিউক্ত আয়াতেকারীমাতেও মহান আল্লাহ আলেমের গুণ বর্ণনার মাধ্যমে তার মর্যাদা দিচ্ছেন। সুতরাং সাধারণ মানুষের তো আলেমদেরকে কতই না মর্যাদা দেয়া উচিত।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে হাকীমে অনেক অনেক ইঙ্গিত রয়েছে, যার বিস্তারিত আলোচনা অতিদীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই আমরা এখন হাদীসে রাসূলের মহাসমুদ্র থেকে কয়েকটি মাত্র মণি-মুক্তা গ্রহণ করার চেষ্টা করবো।

عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ

অর্থ : "ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে ব্যক্তি নিজে কুরআন (এলেমের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস) শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।

(বুখারী- ৫০২৭,৪৭৩৯)

কুরআন হলো এলেমের সর্ব প্রধান উৎস। তাই, ফাযায়েলে কুরআন দ্বারা ফাযায়েলে এলেম উদ্দেশ্যে এবং ফাযায়েলে এলেমের মাধ্যমে ফাযায়েলে আলেম বা আলেমের মর্যাদাই বর্ণনা করা হয়।

যা হোক, উক্ত হাদীসে কুরআন তথা এলেম শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারী আলেমকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলা হয়েছে।

অন্য আরেকটি হাদীসে আছে:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيْكَانِ فِى الْاَجْرِ . وَلَا خَيْرَ فِىْ سَائِرِ النَّاسِ.

অর্থ : "আলেম ও এলেম শিক্ষাকারী (তালেবে এলেম-ছাত্র) উভয়ে কল্যাণ ও সওয়াবে অংশীদার; (বাদবাকী) অন্য সব মানুষের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। (ইবনে মাজাহ-২২৮)

আরেকটি হাদীসে আছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ؓ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِى الدِّيْنِ وَالْهَمَهُ رُشْدَهُ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ؓ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন তিনি তাকে দ্বীনের (এলেমের) ব্যাপারে বুঝমান (আলেম) বানিয়ে দেন ও তাকে দ্বীনের (এলেমের) সঠিক বুঝ দান করেন। (বাজ্জার-১৭০০)

রাসূল ﷺ আরো বলেন :

فَقِيْهُ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٌ.

অর্থ : "একজন (দ্বীনি) আলেম শয়তানের বিপক্ষে বা বিরুদ্ধে একহাজার আবেদের (সাধারণ ধার্মিক ও এবাদত গুজার ব্যক্তির) চেয়ে কঠিন।

(ইবনে মাযাহ-২২২)

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ؓ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيْبَةٌ لاَ تُجْبَرُ وَثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ وَهُوَ نَجْمٌ طُمِسَ مَوْتُ قَبِيْلَةٍ اَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ.

অর্থ : "আবূ দারদা ؓ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : রাসূল ﷺ কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি যে, আলেমের মৃত্যু এমন বিপদ-যার কোনও প্রতিকার হয় না, এমন ক্ষতি যা পূরণ হয় না, (জীবিত

আলেম উজ্জ্বল নক্ষত্র তুল্য, তার মৃত্যুতে সে উজ্জ্বল) নক্ষত্র নিস্প্রভ (আলোহীন) হয়ে যায়। একজন আলেমের মৃত্যুর তুলনায় আলেম নয় এমন একটি গোত্রের (সকল) লোকের মৃত্যুও তুচ্ছ (নগণ্য) বিষয়।

(কানযুল উম্মাল-২৮৮২৩)

عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُوْلُ : لَاحَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

অর্থ : "ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে ও হিংসা করা জায়েয নেই।

১. আল্লাহ যে ব্যক্তিকে সম্পদ দিয়েছেন এবং সে ব্যক্তি এ সম্পদকে হক্কের পথে (ইসলামের পথে, আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।

২. আল্লাহ যাকে হিকমত (দ্বীনি এলেম) দান করেছেন এবং সে ব্যক্তি এ এলেম অনুযায়ী (সমস্ত কাজ) ফয়সালা (সমাধা বা সম্পাদন) করে ও অন্যোদেরকে তা শিক্ষা দেয়। (মুসলিম-২০১,৮১৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((اَلَا اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا ، اِلَا ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا وَالَاهُ ، وَعَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে (একথা) বলতে শুনেছি, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন! দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে তা সবই অভিশপ্ত (আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত)! তবে, আল্লাহর জিকির আল্লাহর জিকিরের নিকটবর্তী করে এমন সব বিষয়, আলেম ও তালেবে এলেম বাদে (এরা অভিশপ্ত নয়)। (তিরমিযী-২৩২২)

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اُغْدُ عَالِمًا اَوْمُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنْ اَلْخَامِسَ فَتَهْلِكَ وَالْخَامِسَةُ اَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَاَهْلَهُ.

অর্থ : "আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (একথা) বলতে শুনেছি :

১. তুমি হয়তো আলেম হবে অথবা

২. তালেবে এলেম (এলেম সন্ধানকারী ছাত্র) হবে; অথবা

৩. এলেম শ্রবণকারী হবে; অথবা

৪. এলেম ও আলেমদের প্রতি ভালোবাসা (মহব্বত) পোষণকারী হবে।

৫. (বাহিনীর সদস্য-বামপন্থী) হয়ো না- তা'হলে ধ্বংস হয়ে যাবে। ৫ (বাহিনীর সদস্য) হওয়ার অর্থ হলো এলেম এবং আলেমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা।" (মু'জামুস সাগীর-৭৮৬)

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَلْبَاهِلِىِّ ﷺ : قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْاٰخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ : (فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلَى اَدْنَاكُمْ) ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : (اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرَضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِى النَّاسِ الْخَيْرَ)

অর্থ : " আবু উমামাহ বাহেলি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দু'জন লোক সম্বন্ধে আলোচনা হলো। তাদের একজন ছিল আবেদ আর অন্যজন ছিলেন আলেম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের সাধারণ লোকের উপরে আমার যেরূপ মর্যাদা, আবেদ লোকের উপরে আলেম ব্যক্তিরও সেরূপ মর্যাদা। এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : মানুষকে কল্যাণ (এলেম) শিক্ষাদানকারীর (আলেমের) জন্য অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা রহমত (করুণা বর্ষণ) করেন এবং তার

ফেরেশতাকুল, আসমান ও জমীনের (আকাশ ও পৃথিবীর) অধিবাসীগণ। গর্তের পিঁপড়া বা এমনকি (সমুদ্রের) মাছেরাও রহমতের (অনুগ্রহ ও দয়া করার) দোয়া করে।" (তিরমিযী-২৬৮৫)

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ».

অর্থ : আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ; আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এলেম তলবে (এলেমের সন্ধানে) পথ চলে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি পথে চালিত করেন। ফেরেশতাকুল তালেবে এলেমের (এলেম সন্ধানকারী ছাত্রের) সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখা বিছিয়ে দেয়। আসমান জমীনের (আকাশ ও পৃথিবীর) অধিবাসীগণ এমনকি পানির মাছেরা পর্যন্ত আলেমের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। পূর্ণিমার রাতে সমস্ত নক্ষত্রের উপরে পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রের আলোর যেরূপ প্রাধান্য থাকে, আবেদের উপরে আলেমের সেরূপ ফযীলত (মর্যাদা)। আলেমগণ নবীগণের উত্তরসূরী। নবীগণ কাউকেও দীনার বা দিরহামের (টাকা-পয়সার বা ধন-সম্পদের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি। তারা তো শুধুমাত্র এলেমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন (আলেম রেখে গেছেন)। যে ব্যক্তি (এলেম নামক) এ সম্পদকে গ্রহণ (অর্জন) করবে, সে ব্যক্তি তো নবীদের পরিত্যক্ত সম্পদের পরিপূর্ণ অংশই লাভ অর্জন করবে।

(আবু দাউদ-৩৬৪১,৩৬৪৩)

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে নবী ﷺ বলেছেন :

لَيْسَ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا

অর্থ : "যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না, আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমদেরকে সম্মান করে না, সে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। (আহমদ-২২৭৫৫ ,২২৮০৭)

আরেকখানি হাদীসে আছে :

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : ثَلٰثَةٌ لَا يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِمْ اِلَّا مُنَافِقٌ : ذُو الشَّيْبَةِ فِي الْاِسْلَامِ وَذُوْ الْعِلْمِ وَاِمَامٌ مُقْسِطٌ.

অর্থ : "আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে : তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : তিন ধরনের মানুষকে একমাত্র মুনাফিক ছাড়া আর কেউই হেয় মনে করতে পারে না।

১. বৃদ্ধ মুসলমান

২. আলেম এবং

৩. ন্যায় পরায়ণ শাসক। (মুজামুল কাবীর-৭৮১৯)

কুরআনুল কারীমের ও হাদীসে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আলেমগণ মহাসম্মানিত মানুষ। সুতরাং তাদের সম্মান করা, তাদেরকে গুরুত্ব দেয়া প্রত্যেক মুসলিমের উচিত।

আলেমদের সম্মান সম্বন্ধে কুরআনে কারীমে পবিত্র হাদীসে এবং ইসলামি কিতাবাদিতে এতো বিপুল পরিমাণে উল্লেখ্য ও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিষয়ে ব্যাপক দলীল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে কমপক্ষে দু'হাজার পৃষ্ঠা লেগে যাবে যা এ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। সুতরাং এ প্রসঙ্গে এতোটুকু আলোচনা করেই আমরা আমাদের আলোচনা আপাতত সমাপ্ত করতে চাই।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে আলেম হওয়ার ও আলেমদেরকে তা'জীম (সম্মান) করার তাওফীক দিয়ে ধন্য করুন! আমীন!!

আহলে হক্কের সংস্পর্শে থাকা

আহলে হক্ক বলতে সে সব সত্যপন্থী আলেমদেরকে বুঝানো হয় যারা স্বীয় এলেম অনুযায়ী আমল করেন এবং যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। তাদেরকে আহলে এলেম, আহলে জিকির সাদিকীন রব্বানি, আল্লাহ ওয়ালা আলেম এবং হক্কানি আলেমও বলা হয়। এ ধরনের মানুষের সংস্পর্শে থাকা এবং তাদেরকে মান্য করা সাধারণ মুমিন মুসলিমের জন্য জরুরী। এ ধরনের আহলে হক্ক মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম আল্লাহর মনোনীত বান্দা নবী রাসূলগণ এবং সকল নবী রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ। সুতরাং বর্তমানে তার অবর্তমানে তার অনুসারী মুমিন মুসলিম হক্কানি আলেমদেরকে সাধারণ মুমিন মুসলিমদের জন্য সঙ্গ অলম্বন করা জরুরী।

এ প্রসঙ্গে মহা বিশ্বের মহা প্রতিপালক তার মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীমে বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সাদিকীনদের (সত্যবাদী) সঙ্গে থাক বা তাদের সঙ্গ (পক্ষ) অবলম্বন করো।

(সূরা তাওবা-১১৯)

আহলে হক্কের সংস্পর্শে থাকা ও তাদেরকে মান্য করা সাধারণ মুমিন মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং জরুরী।

শুধুমাত্র সাধারণ মুমিন মুসলিমগণই যে আহলে হক্কের সংসম্পর্শে থেকে উপকৃত হবেন এমনটি নয়; বরং আহলে হক্কও সাধারণ মুমিন মুসলমানকে তাদের সোহবত (সাহচার্য) দিয়ে নিজেরাও উপকৃত হবেন (তাদেরকে তো উপকৃত করবেনই বটে) (এতে আহলে হক্ক কিভাবে উপকৃত হবেন এর ব্যাখ্যা করতে গেলে আলোচনা অতিদীর্ঘ হয়ে যাবে এবং এখানে প্রয়োজন ও নেই।)

এ কারণেই তো মহান আল্লাহ তার প্রিয় হাবীবকে বলেন :

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا.

অর্থ : তুমি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদেরই সাহচার্যে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। তুমি তার আনুগত্য করও না–যারা নিজেদের চিত্তকে আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে। (সূরা কাহফ : আয়াত-২৮)

বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ এ কথা বলে আল্লাহর শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় (জ্ঞাপন) করতেন : মহান আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও সৃষ্টি করেছেন যাদের মজলিসে বসার জন্য স্বয়ং আমাকেও আদেশ করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতে কারীমাতে অন্য একটি দলের কথাও বলা হয়েছে- যাদের অন্তর আল্লাহর জিকির হতে গাফেল, যারা মনের কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব করে। যারা আল্লাহর নির্ধারিত শরীয়তের সীমালংঘন করে, তাদের অনুসরণ যেন না করা হয়।

এখন লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো যারা তাদের কাজ-কর্মে, কথা-বার্তায় ইহুদি নাসারা, কাফের-মুশরিক ও ফাসেকদের অনুসরণ করে। তাদের কথায় ও কাজে নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করে দিচ্ছে তাদের অত্যন্ত গভীরভাবে ভেবে-চিন্তে দেখা উচিৎ যে, তারা কোন পথে এগুচ্ছে? জান্নাতের পথে না জাহান্নামের পথে?

যা হোক সাধারণ মুমিন মুসলমানের উচিত আহলে হক্কের সংস্পর্শে থাকা, তাদের অনুসরণ করা বা তাদেরকে মান্য করা এবং তাদেরকে মহব্বত করা (ভালোবাসা)।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীসে আছে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : مَجَالِسُ الْعِلْمِ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন জান্নাতের বাগানে ভ্রমণ কর, তখন সেখান থেকে কিছু আহরণ করে নিও। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান কি? নবী ﷺ বলবেন : তা হলো এলেমের মজলিশ।

(মু'জামুল কাবীর-১১১৫৮)

আরেকটি হাদীসে আছে :

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِابْنِهٖ يَا بُنَيَّ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتَمِعْ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ فَاِنَّ اللهَ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُوْرِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْاَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ الْمَطَرِ.

অর্থ : "আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় লুকমান আলাইহিস সালাম তার পুত্রকে এ উপদেশ দিয়েছেন : হে আমার প্রিয় সন্তান! উলামায়ে কেরামের মজলিশে (সেবায় বেশি বেশি) থাকাকে তুমি অতি আবশ্যক (জরুরি) মনে করবে এবং মহাজ্ঞানী আলেমদের কথাকে মনোযোগ দিয়ে শুনবে (ও গুরুত্বসহকারে মানবে) কেননা, আল্লাহ তায়ালা এলেম ও হেকমতের নূর দিয়ে মৃত অন্তরকে তেমনি জীবিত করে দেন যেমনি তিনি মুষলধারে বৃষ্টির দিয়ে মৃত জমীনকে জীবিত করে দেন। (মুজামে কাবীর-৭৮১০)

উপরিউক্ত হাদীস দুটি থেকে আহলে হক্কের সংস্পর্শে থাকার গুরুত্ব, তাদেরকে মহব্বত করার ও মান্য (অনুসরণ) করার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

কাদের সংস্পর্শে থাকতে হবে? কাদের ভালোবাসতে হবে? কাদেরকে মান্য (অনুসরণ) করতে হবে? কাদের আনুগত্য করতে হবে? তাদের পরিচয় কি? ইত্যাদি সম্বন্ধে নিম্নে সামান্য আলাচনা করেই এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করতে চাই।

হাদীসে আছে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : اَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ قَالَ : مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللهَ رُؤْيَتُهٗ وَزَادَ فِيْ عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهٗ وَذَكَّرَكُمْ بِالْاٰخِرَةِ عَمَلُهٗ.

অর্থ : "ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন (একদা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোন (ধরনের) ব্যক্তির সঙ্গ কল্যাণকর? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন : যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যার কথা শুনলে তোমাদের এলেম বাড়ে এবং যার কাজ দেখলে তোমাদের আমল (করার আগ্রহ উদ্দীপনা) বৃদ্ধি পায় (তার সঙ্গই তোমাদের জন্য কল্যাণকর)।

(আবু ইয়ালা-২৪৩৭)

হাদীসে আহলে হক্ব তথা আমলদার হক্কানি আলেমদের কথা শুনতে বলা হয়েছে। তাদেরকে মহব্বত করতে বলা হয়েছে এবং তাদের ছাত্র (তালেবে এলেম) হতে অর্থাৎ তাদের সংস্পার্শে থাকতে বলা হয়েছে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, হক্কানি আলেমের তথা আহলে হক্বের সংস্পর্শে না থেকে সঠিক এলেম অর্জন করা (تَعَلُّمٌ) সম্ভব হয় না এবং সহীহ আমলও করা সম্ভব হয় না।

হাদীসে এসেছে :

عَنْ اَبِیْ بَكْرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : اُغْدُ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ وَالْخَامِسَةُ اَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَاَهْلَهُ.

অর্থ : আবু বাকরাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : আমি নবী ﷺকে (এ কথা) বলতে শুনেছি যে, তিনি ﷺ বলেছেন : তুমি আলেম হও; অথবা তালেবে এলেম (ছাত্র) হও অর্থাৎ আলেমে সঙ্গ অবলম্বন কর; অথবা আলেমের কথা মনোযোগ (গুরুত্ব) সহকারে শ্রবণ কর (এখানেও হক্কানি আলেমের সংস্পর্শের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে; কেননা, সুসঙ্গ ছাড়া কারো কথাকে গুরুত্ব (মনোযোগ) দিয়ে শ্রবণ করা যায় না।) অথবা, আলেমকে মহব্বত করো (এখানেও আলেমের সংস্পর্শের কথা বলা হচ্ছে; কেননা, সুসঙ্গ ছাড়া মহব্বতের (ভালবাসার) দাবী বৃথা।) খামিসা হইও না। তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর খামিসা হল ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি এলেম ও আলেমকে হিংসা করে।

(মু'জামুস সগীর- ৭৮৬)

এ বিষয়ে মহাবিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআনুল কারীমে মহানবীর মহাবাণী পবিত্র হাদীসে এবং ইসলামি কিতাবাদিতে ব্যাপক আলোচনা আছে। তাই এ ক্ষুদ্র পরিসরে এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই। তাই আমরা এখানেই এ বিষয়ের আলোচনা আপাতত সমাপ্ত করতে চাই।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে আহলে হক্বের সংস্পর্শে থাকার তাওফীক দিয়ে ধন্য করুন! আমীন!!

ফাযায়িলে ইখলাস

ইখলাসের পরিচিতি

اَلرَّائِدُ নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে اِخْلَاصٌ শব্দ সম্বন্ধে লিখিত আছে-

اِخْلَاصٌ . (خ. ل. ص) ۱. مص . اَخْلَصَ . ۲. تَرْكُ الْغَشِّ وَالرِّيَاءِ. ۳. وَفَاءٌ فِي الصَّدَاقَةِ اَوِ الْعَمَلِ اَوْ نَحْوِهِمَا . ۴. اَلزُّبْدُ اِذَا اَخْلَصَ مِنَ الثُّفْلِ . ۵. اَلْاِخْلَاصُ, سُوْرَةٌ مِنْ سُوَرِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ . ۶. كَلِمَةُ الْاِخْلَاصِ. اَلْقَوْلُ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

اِخْلَاصٌ শব্দের মূল অক্ষর হল خ. ل. ص এবং ইহা اَخْلَصَ এর ক্রিয়ামূল এবং এর অর্থ হল-

১. বিশুদ্ধ করা।

২. প্রতারণা, ভনিতা ও প্রদর্শনী (লোক দেখানো মনোভাব) ত্যাগ করা।

৩. সৌহার্দ্য, হৃদ্যতা, আন্তরিকতা ও আমল বা কাজ পূর্ণ করা বা বজায় রাখা।

৪. তলানি বা গাদমুক্ত (নির্ভেজাল) মাখন।

৫. আল কুরআনুল কারীমের একটি (১১২ নং) সূরার নাম এবং

৬. এখলাসের বাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ (মা'বূদ বা উপাস্য) নেই। এই কথা (তথা তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ)।

এখানে ২নং অর্থ (এবং ৬ নংও বটে) আমাদের আলোচ্য বিষয়। মুফরাদাতে ইমাম রাগেব ইস্পাহানি নামক সুপ্রসিদ্ধ অভিধানে আছে :

فَاِخْلَاصُ الْمُسْلِمِيْنَ اَنَّهُمْ قَدْ تَبَرَّؤُوْا مِمَّا يَدَّعِيْهِ الْيَهُوْدُ مِنَ التَّشْبِيْهِ وَالنَّصَارٰى مِنَ التَّثْلِيْثِ.

সুতরাং মুসলিমদের এখলাস হলো যে, তারা ইহুদিদের দাবি সাদৃশ্যবাদ (তথা আল্লাহর সাথে আরেকজনকে (ওরাইয আলাইহিস সালাম-কে) আল্লাহর পুত্র বলে আল্লাহর অনুরূপ আরেকজন আল্লাহ থাকার দাবি) থেকে এবং নাছারাদের (খৃষ্টানদের) দাবি ত্রিত্ববাদ (তিন আল্লাহ থাকার দাবি) থেকে মুক্ত।

সুতরাং এখান থেকে বুঝা গেল যে, এখলাস হলো আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্ববাদ।

إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ.

অর্থ : আমি আপনার প্রতি এ কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছি। অতএব আপনি পবিত্র অন্তরে, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর 'ইবাদত করুন।

(সূরা যুমার : আয়াত-২)

وَمَآ أُمِرُوْٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ.

অর্থ : তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (সূরা বাইয়েনাহ : আয়াত-৫)

হাদীস

ইখলাসের সাথে আমল করার ফযিলত

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا شَيْءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُوْلُ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا شَيْءَ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.

অর্থ : আবু উমামাহ আল-বাহিলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললো : যে ব্যক্তি সাওয়াব ও মানুষের কাছে সুনাম অর্জন উভয়টির জন্যই যুদ্ধ করে, তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী, সে কি কোন সাওয়াব পাবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, : সে কিছুই পাবে না। ঐ ব্যক্তি তিনবার একই প্রশ্ন করলো আর প্রতিবারই রাসূল ﷺ বলেন : সে কোন কিছুই পাবে না। অতঃপর নবী ﷺ বলেন : মহিয়ান আল্লাহ তো কেবলমাত্র সেই আমলই কবুল করে থাকেন যা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁরই জন্য করা হয় এবং তার মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা হয়। (সুনানে নাসায়ী : হাদীস-৩১৪০)

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ الْفِهْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا خَيْرُ شَرِيْكٍ فَمَنْ اَشْرَكَ مَعِيْ شَرِيْكاً فَهُوَ لِشَرِيْكِيْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَخْلِصُوا اَعْمَالَكُمْ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ اِلَّا مَا اُخْلِصَ لَهُ وَلاَ تَقُوْلُوْا هٰذَا لِلّٰهِ وَلِلرَّحِمِ فَاِنَّهَا لِلرَّحِمِ وَلَيْسَ لِلّٰهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَلاَ تَقُوْلُوْا هٰذَا لِلّٰهِ وَلِوُجُوْهِكُمْ فَاِنَّهَا لِوُجُوْهِكُمْ وَلَيْسَ لِلّٰهِ مِنْهَا شَيْءٌ.

অর্থ : দাহ্‌হাক ইবনে ক্বাইস আর-ফিহ্‌রী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'মহান আল্লাহ বলেন, আমিই উত্তম শরীক। সুতরাং কেউ আমার সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করলে তা আমার সাথে কৃত ঐ অংশীদারের জন্যই গণ্য হবে (আমার জন্য নয়)।' হে মানব জাতি! তোমাদের আমলগুলো খাঁটি করো। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর জন্য কৃত ইখলাসপূর্ণ আমল ছাড়া অন্য কোন আমল কবুল করেন না। কাজেই তোমরা এরূপ বলো না যে, এটি আল্লাহ এবং আত্মীয়দের জন্য (করা হলো)। কেননা তা আত্মীয়দের জন্য কৃত বলেই ধর্তব্য হবে, তাতে আল্লাহর জন্য কোন অংশ নেই। আর তোমরা এরূপ বলো না যে, এটি আল্লাহ এবং তোমাদের সন্তুষ্টির জন্য। কেননা এতে তোমাদের সন্তুষ্টিই ধর্তব্য হবে এবং আল্লাহর জন্য এতে কিছুই থাকবে না।

(সুনানে দারে কুতনী : হাদীস- ১৩৬)

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالٰى.

অর্থ : আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গোটা দুনিয়া অভিশপ্ত, দুনিয়াতে যা কিছু আছে তাও অভিশপ্ত। কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইখলাসের সাথে যা কিছু করা হয় তা অভিশপ্ত নয়।

(নিয়্যাত অধ্যায় হা-৩ সহীহ আত তারগীব-৭)

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ ظَنَّ اَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُوْنَهُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ اِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هٰذِهِ الْاُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَاِخْلَاصِهِمْ.

অর্থ : মুস'আব ইবনে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (তার পিতা) মনে করতেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের মধ্যে যারা তাঁর চেয়ে নিম্নশ্রেণীর, তাঁদের উপর তাঁর মর্যাদা রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল লোকের দ্বারাই সাহায্য করে থাকেন। তাদের দু'আ, সালাত ও তাদের ইখলাসের দ্বারা। (নাসায়ী: হাদীস-৩১৭৮)

নিয়াত পরিশুদ্ধ করার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ اِلَى اَجْسَادِكُمْ وَلاَ اِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ. وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهِ اِلَى صَدْرِهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তোমাদের শরীর, আকৃতি ও বেশভূষার দিকে দৃষ্টি দেন না। বরং তিনি দৃষ্টি দেন তোমাদের অন্তরের প্রতি এবং তিনি তার আঙ্গুল দিয়ে তার বুকের দিকে ইশারা করলেন। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৭০৭/২৫৬৪)

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ.

অর্থ : ওমর ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যাবতীয় কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তা-ই পায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত

করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়েছে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বার্থে কিংবা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য হিজরত করেছে, তার হিজরত তার উদ্দেশ্য অনুসারেই বিবেচিত।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৬৮৯)

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَسَلَّمَ يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ اَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

অর্থ : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একদল সেনাবাহিনী কা'বার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে। তারা যখন মক্কা ও মদীনার মাঝখানে বাইদা নামক জায়গায় পৌঁছাবে তখন তাদের আগে ও পিছনের সবাইকে সহ ভূমি ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! কীভাবে তাদের আগের-পিছের সবাইকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, অথচ তাদের মাঝখানের জায়গায় হাট বাজার থাকবে এবং যারা তাদের কর্মের ভাগীদার নয় এমন ব্যক্তিও থাকবে? তিনি বললেন, তাদের অগ্র-পশ্চাতের সকলকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেককেই তাদের নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী উঠানো হবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-২১১৯/২১১৮)

ভালো কাজের নিয়াত করার ফযিলত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ اَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا اِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তাবুক অভিযান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করে বললেন, মদিনার নিকটবর্তী হয়ে বলেন,

মদিনার কতিপয় এমন সম্প্রদায় আছে, যারা আমাদের সফর করা প্রতিটি স্থানে এবং তোমাদের অতিক্রম করা প্রত্যেকটি জায়গাতে তোমাদের সাথেই ছিল। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো মদীনাতে ছিল। রাসূল ﷺ বললেন : অনিবার্য বাধাই তাদেরকে মদীনায় আটকে রেখেছিল। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৪৪২৩)

وَعَنْ اَبِيْ كَبْشَةَ الاَنَّمَارِيِّ رضي الله عنه: اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ : اِنَّمَا الدُّنْيَا لِاَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْماً، فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِاَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْماً، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُوْلُ : لَوْ اَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَاَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً، فَهُوَ يَخْبِطُ فِيْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لاَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَلاَ يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقّاً، فَهٰذَا بِاَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً، فَهُوَ يَقُوْلُ : لَوْ اَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ.

অর্থ : আবু কাবশাহ আল-আনমারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, দুনিয়া চার ধরনের ব্যক্তির জন্য। (এক) যে বান্দাকে আল্লাহ সম্পদ ও ইলম দান করেছেন, আর সে এ ক্ষেত্রে তার রবকে ভয় করে, এর সাহায্যে আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং এতে আল্লাহরও হক হয়েছে বলে সে মনে করে, এ বান্দার মর্যাদা সর্বোচ্চ। (দুই) আরেক বান্দা, যাকে আল্লাহ দ্বীনের জ্ঞান দিয়েছেন, কিন্তু সম্পদ দেননি। ফলে সে নিয়তের ব্যাপারে সৎ ও সত্যবাদী। সে বলে, আমার যদি সম্পদ থাকতো তাহলে অমুক (দানশীল) ব্যক্তির ন্যায় (ভালো) কাজ করতাম। এ ব্যক্তির মর্যাদা তার নিয়ত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং উভয় ব্যক্তি একই রকম সাওয়াব পাবে। (তিন) আরেক বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন কিন্তু ইলম দান করেননি। আর সে

জ্ঞানহীন হওয়ার কারণে তার সম্পদ (স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী) খরচ করে। এ ব্যাপারে সে তার রবকেও ভয় করে না এবং আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণও করে না। আর এতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তাও সে জানে না। এ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের লোক। (চার) আরেক বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ এবং ইলমও দান করেননি। সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকতো তবে আমি অমুক ব্যক্তির ন্যায় (প্রবৃত্তির চাহিদা মতো মন্দ) কাজ করতাম। তার স্থান নির্ধারিত হবে তার নিয়ত অনুসারে। সুতরাং এ দু'জনের পাপ হবে সমান সমান।

(তিরমিযী : হাদীস-২৩২৫)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.

অর্থ : ইবনে আব্বাস ﵄ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ হাদীসে কুদসীতে বলেন, মহান আল্লাহ ভালো কাজ ও মন্দ কাজ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অতঃপর তা নিজের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলো কিন্তু তা করলো না (বা করতে পারলো না), আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব নির্ধারিত করবেন। আর যদি ইচ্ছা করার পর কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদন করে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য এর বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ' গুণ এমনকি তার চাইতেও বেশি সাওয়াব নির্ধারণ করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজের ইচ্ছা করলো কিন্তু কাজটি করলো না, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব নির্ধারিত করবেন। আর যদি ইচ্ছা করার পর কাজটি করে ফেলে তাহলে এর বদলাতে কেবলমাত্র একটি গুনাহ লিখে রাখবেন। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৪৯১)

عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ ﷺ قَالَ كَانَ اَبِيْ يَزِيْدُ اَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَاَخَذْتُهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللهِ مَا اِيَّاكَ اَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ وَلَكَ مَا اَخَذْتَ يَا مَعْنُ.

অর্থ : মা'ন ইবনে ইয়াযীদ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার পিতা ইয়াযীদ কিছু দীনার সদকাহ করার জন্য বের করলেন এবং মসজিদে এক ব্যক্তির কাছে রেখে এলেন। আমি মসজিদে সে দীনারগুলো নিয়ে পিতার কাছে আসলাম। তিনি বললেন : আমি তো তোমাকে দিতে চাইনি। আমি তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলাম। রাসূল ﷺ বললেন : হে ইয়াযীদ! তুমি যা নিয়ত করেছো, তেমনই ফল পাবে। আর ওহে মা'ন! তুমি যা নিয়েছো তা তোমারই থাক।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-১৪২২)

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِيْ اَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى اَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ.

অর্থ : আবুদ্ দারদা ﷺ হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিয়ত করে ঘুমায় যে, সে রাতে উঠে সালাত আদায় করবে, কিন্তু ঘুম প্রবল হওয়ায় ঘুম থেকে উঠতে পারে না, এমনকি সকাল হয়ে যায়। তার জন্য (রাতে সালাত আদায়ের সাওয়াব) লিখা হবে, যা সে নিয়ত করেছিল। আর ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সদক্বাহ হিসেবে গণ্য হবে। (সুনানে নাসায়ী : হাদীস-১৭৮৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষকে তার নিয়তের উপর পুনরোত্থিত করা হবে।

(ইবনে মাযাহ : হাদীস-৪২২৯)

কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার ফযিলত

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

অর্থ : আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না আর তোমাদের উপর আল্লাহর দেয়া নেয়ামতকে স্মরণ কর। যখন তোমরা একেঅপরের শত্রু ছিলে এবং তিনি তেমাদের অন্তরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা তো ছিলে এক আগুনের গর্তে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সেখান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা হেদায়াত লাভ করতে পার। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১০৩)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا.

অর্থ : যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি অবশ্যই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন এবং তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন। (নিসা : আয়াত-১৭৫)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ : তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং তাদের কাছে প্রমাণ আসার পর মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১০৫)

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

অর্থ : সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন করো; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! (সূরা হজ্জ- : আয়াত-৭৮)

وَ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ.

অর্থ : 'এবং তোমাদের এ যে জাতি এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় করো।' (মুমিনুন : আয়াত-৫২)

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ.

অর্থ : তিনি তোমাদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ আলাইহিস সালাম-কে আর যা আমি ওহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-কে, এই বলে যে, তোমরা এই দ্বীনকে (তাওহীদকে) প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি অহ্বান করছো তা তাদের নিকট কঠিন মনে হয়। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে বেছে নেন এবং পথ প্রদর্শন করেন যে তার অভিমুখী হয়। (সূরা আশ-শূরা : আয়াত-১৩)

وَ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَ اَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَ فِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَ مَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অর্থ : কিভাবে তোমরা আল্লাহর সাথে কুফরী করছ অথচ আল্লাহর আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে পাঠ করে শুনান হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে তার রাসূল। আর যে কেউ মজবুতভাবে আল্লাহকে ধারণ করবে সে সৎপথে পরিচালিত হবে। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১০১)

হাদীস

কুরআন-সুন্নাহ্ আঁকড়ে ধরা ও বিদ'আত বর্জন করার ফযিলত

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﵁ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّ هٰذِهٖ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

অর্থ : ইবরাদ ইবনে সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ করে এমন ভাষণ দিলেন যে, শ্রোতাদের অন্তর প্রকম্পিত হলো এবং অনেকের চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো। অতঃপর একজন বলল : হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে আপনি বিদায়ী ভাষণ দিলেন। আমাদের প্রতি আপনার বিদায়ী উপদেশ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের প্রতি আমার বিদায়ী ওসিয়ত, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, তোমাদের নেতাদের আদেশ শ্রবণ করবে এবং তা মেনে চলবে। যদিও সে হাবশি গোলাম হয়। আর মনে রাখবে, তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে বেশিদিন বেঁচে থাকবে সে উম্মতের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হলো আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীন সুন্নাত আল-মাহদেয়ীনের অনুসরণ করা। তোমরা সুন্নাতকে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে (কঠোরভাবে অনুসরণ করবে) এবং প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বিষয় থেকে দূরে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নব আবিষ্কৃতত বিষয়ই পথভ্রষ্টতার শামিল। (আবু দাউদ-৪৬০৭)

عَنْ اَبِيْ شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: اَبْشِرُوْا اَلَيْسَ تَشْهَدُوْنَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالُوْا : بَلٰى قَالَ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ سَبَبٌ طَرَفُهٗ بِيَدِ اللّٰهِ وَطَرَفُهٗ بِاَيْدِيْكُمْ فَتَمَسَّكُوْا بِهٖ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوْا وَلَنْ تَهْلَكُوْا بَعْدَهٗ اَبَدًا.

অর্থ : আবু শুরাইহ আল-খুযাঈ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? তারা বলল : হ্যাঁ। তিনি বললেন, নিশ্চয় এই কুরআনটি হলো একটি রশ্মি, এ কুরআনের এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে এবং আরেক প্রান্ত তোমাদের হাতে। অতএব আল কুরআনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, তাহলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং কখনো ধ্বংস হবে না। (আল মু'জামুল কাবীর : হাদীস-১৮৩৪৩ /৪৯১)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِاَنْ يُّعْبَدَ بِاَرْضِكُمْ وَلٰكِنَّهٗ رَضِيَ اَنْ يُّطَاعَ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوْا يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ فَلَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهٖ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, তোমাদের এ ভূ-খণ্ডে উপাসনা পাওয়ার আশা শয়তানের নেই। তবে তোমরা যদি ছোটখাট কার্যকলাপে তার কথায় চলো সে তাতেই খুশি থাকবে। সুতরাং সাবধান! হে মানব সকল। আমি তোমাদের কাছে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে, আল্লাহ কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।

(সুনানে কিবরী লিলবায়হাকী : হাদীস-২০৮৩৩)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করলো সে তো আল্লাহর অনুসরণ করলো। আর যে আমার নাফরমানী করলো সে আল্লাহর নাফরমানী করলো। (বুখারী -৭১৩৭)

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُوْرِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ اَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ : সাওবান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ আসে। (ইবনে মাজা : হাদীস-১০)

عَنْ اَبِيْ عَامِرِ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّهُ قَامَ فِيْنَا فَقَالَ اَلاَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِيْنَا فَقَالَ اَلاَ اِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوْا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَاِنَّ هٰذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.

অর্থ : আবু আমির আল-হাওযানী হতে বর্ণিত। একদা মু'আবিয়াহ ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন : জেনে রেখো, তোমাদের পূর্বে যে কিতাবধারী জাতি ছিলো তারা ৭২ টি দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর এ উম্মতে মুহাম্মদী বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। এদের মধ্যে ৭২টি ফিরকা হবে জাহান্নামী, আর একটি ফিরকা হবে জান্নাতী। আর ঐ ফিরকাটি হচ্ছে আল-জামা'আত। (আবু দাউদ : হাদীস-৪৫৯৭)

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ اَخِيْ بَنِيْ مَازِنِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامَ الصَّبْرِ الْمُتَمَسِّكُ فِيْهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمِثْلِ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ لَهٗ كَاَجْرِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ. قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللهِ اَوْ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : بَلْ مِنْكُمْ قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللهِ اَوْ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : بَلْ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَوْ اَرْبَعًا.

অর্থ : উতবাহ্ ইবনে গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি ছিলেন অন্যতম সাহাবী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের সামনে অপেক্ষা করছে ধৈর্যের দিন। বর্তমানে তোমরা যে আমলের উপর রয়েছো ঐ সময়ে যে ব্যক্তি এ কাজগুলো দৃঢ়ভাবে করবে সে তোমাদের মত পঞ্চাশ জনের সাওয়াব পাবে। তারা বললো, হে আল্লাহর নবী! তা কি তাদের পঞ্চাশ জনের মতো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বরং তোমাদের পঞ্চাশ জনের মতো।' তারা বললো, হে আল্লাহর নবী! তা কি তাদের পঞ্চাশ জনের মতো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বরং তোমাদের পঞ্চাশ জনের মতো।' কথাটি তিনবার বা চারবার পুনরাবৃত্তি করেন। (মু'জামুল কাবীর : হাদীস-১৩৭ ৩৬/২৮৯)

عَنْ اَبِىْ فِرَاسٍ رضي الله عنه رَجُلٍ مِنْ اَسْلَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَلُوْنِىْ عَمَّا شِئْتُمْ فَنَادَى رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْاِسْلَامُ ؟ قَالَ : اِقَامُ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ قَالَ : فَمَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ : اَلْاِخْلَاصُ قَالَ : فَمَا الْيَقِيْنُ ؟ قَالَ : اَلتَّصْدِيْقُ بِالْقِيَامَةِ.

অর্থ : বনু আসলাম গোত্রের এক লোক আবু ফিরাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী আমাকে প্রশ্ন করো। তখন একব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কী? জবাবে তিনি বললেন : সালাত ক্বায়িম করা এবং যাকাত দেয়া। লোকটি বললো, ঈমান কী? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ইখলাস। লোকটি বললো, ইয়াকীন কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কিয়ামতের সত্যায়ন করা।

(শু'আবুল ঈমান : হাদীস-৬৪৪২/৬৮৫৮)

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّهُ جَاءَ اِلَى الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا اَنِّىْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

অর্থ : ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। একদা তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে তাতে চুমু খেয়ে বললেন : আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। কোন উপকার এবং ক্ষতি করার শক্তি তোমার নেই। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তোমাকে চুমু খেতে না দেখলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৫৯৭)

ফাযায়িলে জিহাদ

জিহাদের পরিচিতি

اَلرَّائِدُ নামক সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধানে جِهَادٌ সম্বন্ধে আছে :

قِتَالُ الْمُسْلِمِيْنَ اَعْدَائَهُمْ دِفَاعًا عَنِ الدِّيْنِ.

মুসলিমদের ধর্ম রক্ষার্থে তাদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা।

اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ নামক সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধানে আছে :

اَلْجِهَادُ شَرْعًا قِتَالُ مَنْ لَيْسَ لَهُمْ ذِمَّةٌ مِنَ الْكُفَّارِ

শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ অর্থ হলো জিজিয়া চুক্তি বহির্ভূত কাফেরদের সাথে (মুসলিমদের) যুদ্ধ।

মুফরাদাতে ইমাম রাগের ইস্পাহানিতে আছে :

اَلْجِهَادُ وَالْمُجَاهَدَةُ اِسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِىْ مُدَافَعَةِ الْعَدُوِّ.

জিহাদ ও মুজাহাদাহ শব্দদ্বয়ের, অর্থ হলো শত্রুদমনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা।

اَلْمُنْجِدُ فِى اللُّغَةِ وَالْاَعْلَامِ নামক সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধানে আছে :

اَلْجِهَادُ: اَلْقِتَالُ مُحَامَاةً عَنِ الدِّيْنِ.

অর্থ : জিহাদ হলো ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করা।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ : আর ফেত্না-ফাসাদ দূরীভূত হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে অত্যাচারী ছাড়া কারো উপর বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৩)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদাগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৩৫)

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : অভিযানে বের হয়ে পড়ো, হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারি অবস্থায়, এবং সংগ্রাম করো আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। ইহা তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।

(সূরা আত-তাওবা : আয়াত-৪১)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন বাণিজ্যের সন্ধান দিবো যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে?

অর্থ : (তা এই যে) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে শ্রেষ্ঠতম যদি তোমরা জানতে!

(সূরা আস-সফ : আয়াত-১০-১১)

ِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এটার বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। (সূরা আত-তাওবা : আয়াত-১১১)

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ.

অর্থ : হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো ও তাদের প্রতি কঠোর হও; তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! (সূরা আত-তাওবা : আয়াত-৭৩)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ.

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমাদের হলো কী যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুঁকিয়ে পড়ো? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছো? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো সামান্যতম!

অর্থ : যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আত-তাওবা : আয়াত-৩৮-৩৯)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থ : তোমরা কি ধারণা করছো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ যারা জিহাদ করে তোমাদের মধ্য হতে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ অবগত হবেন না? ও ধৈর্যশীলদের তিনি জানবেন না?

(আলে-ইমরান : আয়াত-১৪২)

জিহাদের ফযীলত

জিহাদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মতের দুঃখ বেদনা দূরীকরণ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ.

অর্থ : উবাদাহ ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা তোমাদের জন্য আবশ্যক। নিশ্চয় তা জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজা বিশেষ। এর দ্বারা আল্লাহ তোমাদের চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দিবেন। (মুসনাদে আহমদ-২২৭১৯/২২৭৭১)

জিহাদের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা একশ গুণ বৃদ্ধি

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَا اَبَا سَعِيْدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا اَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ اَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ وَاُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

অর্থ : আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আবু সাঈদ! যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। কথাটি শুনে আবু সাঈদ অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কথাটি আমাকে আবার বলুন। রাসূল ﷺ তা পুনরায় বললেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এছাড়াও আরেকটি কাজ রয়েছে যা জান্নাতে বান্দার মর্যাদাকে একশ গুণ বৃদ্ধি করে দিবে। যার প্রত্যেক দু স্তরের মাঝের ব্যবধান হলো আকাশ ও যমীনের দূরত্বের সমান। আবু সাঈদ বললেন, হে আল্লাহ রাসূল!। সে কাজটি কী? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৪৯৮৭/১৮৮৪)

সামান্যতম সময় যুদ্ধ করার অকল্পনীয় পুরস্কার

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

অর্থ : মুআয ইবনে জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি উটনী দোহনের মত সামান্য সময়ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

(সুনানে আবু দাউদ : হাদীস-২৫৪৩/২৫৪১)

জিহাদের কাতারে অবস্থান করার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَقَامُ اَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةِ سِتِّيْنَ عَامًا خَالِيًا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ اغْزُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথে (জিহাদের ময়দানে) তোমাদের কারোর অবস্থান করা, তার বিগত ষাট বছরের সালাত আদায়ের চাইতে উত্তম। তোমরা কি এরূপ পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান? তাহলে তোমরা আল্লাহর পথে সমর অভিযান চালাও। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১০৭৮ ৬/১০৭৯৬)

যুদ্ধক্ষেত্রে কাফির দুশমনকে হত্যা করার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ اَبَدًا.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন কাফির এবং তার হত্যাকারী (মুমিন) কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫০০৩/১৮৯১)

সর্বোত্তম জিহাদ

যুদ্ধক্ষেত্রে দেহ থেকে রক্ত ঝরা

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَىُّ الْجِهَادُ اَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَاُهْرِيْقَ دَمُهُ..

অর্থ : জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ রাসূল! কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি (সা) বললেন : যে জিহাদে তার ঘোড়ার পা কেটে যায় এবং তার দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় সেই জিহাদ সর্বোত্তম। (আহমদ১৪২১০/১৪২৪৮)

নিজের অন্তরকে আল্লাহর হুকুম মানতে বাধ্য করা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: সর্বোত্তম জিহাদ হলো, যে তার অন্তরের সাথে জিহাদ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে। (কানযুল উম্মাল-৪৩৪২৭)

স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় সঙ্গত কথা বলা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ اَوْ اَمِيْرٍ جَائِرٍ.

অর্থ : আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় সঙ্গত কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। (আবু দাউদ : হাদীস-৪৩৪৪)

মুজাহিদের ফযিলত

মুজাহিদ সর্বোত্তম ব্যক্তি

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيُّ النَّاسِ اَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِىْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সে ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। লোকটি বললো, এরপর কে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি কোন গিরিগুহায় বাস করে স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করে এবং মানুষকে নিজের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৪৯৯৪/১৮৮৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ اَفْضَلُ النَّاسِ فِيْهِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ اَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষের সামনে এমন একযুগ আসবে যখন মানবকুলের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে ঐ ব্যক্তিই উত্তম হবে, যে আল্লাহর পথে স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। সে যখনই জিহাদের ডাক শুনবে তার জন্তুর পিঠে চড়ে যাবে, অতঃপর (প্রত্যাশিত) শাহাদাতের মৃত্যু অন্বেষণ করবে।
(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৯৭২৩/৯৭২১)

মুজাহিদের উপমা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لاَ تَسْتَطِيْعُوْهُ. قَالَ فَاَعَادُوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُوْلُ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ. وَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ

الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِاٰيَاتِ اللهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالٰى.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কাজ আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমান মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে? রাসূল ﷺ বললেন : কোন কাজই জিহাদের সমমানের মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে না। বর্ণনাকারী বলেন : লোকেরা দুই বা তিনবার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করলো। তৃতীয়বারে নবী ﷺ বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি যতদিন বাড়িতে ফিরে না আসে ততদিন তার উপমা হলো এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে বিরতিহীনভাবে রোযা রাখে এবং এতে কোন বিরক্তিবোধ করে না (এ 'আমল করে যাবে যতদিন মহান আল্লাহর পথে জিহাদকারী ফিরে না আসে)। (মুসলিম : হাদীস-৪৯৭৭/১৮৭৮)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَ اللهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِهِ بِاَنْ يَتَوَفَّاهُ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর পথে মুজাহিদের উদাহরণ হলো– আল্লাহ অধিক ভালো জানেন কে তার পথে জিহাদকারী- ঐ ধার্মিক ব্যক্তির ন্যায়, যে অনবরত সালাত ও সওম পালন করতে থাকে (এরূপ অবস্থায় চলবে যতক্ষণ না মুজাহিদ শহীদ হন অথবা ফিরে আসেন) আর আল্লাহ দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁর পথের মুজাহিদকে হয়তো তিনি মৃত্যু দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা নিরাপদে (তার পরিবারের কাছে) ফিরিয়ে আনবেন পুরস্কার সহকারে বা গনীমত সহকারে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-২৭৮৭)

নবী ﷺ-এর দায়িত্বে মুজাহিদের জান্নাতে প্রবেশ

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاَنَا زَعِيْمٌ لِمَنْ اٰمَنَ بِيْ وَاَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِيْ اَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوْتُ حَيْثُ شَاءَ اَنْ يَمُوْتَ.

অর্থ : ফাদালাহ ইবনে উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে আমার প্রতি ঈমান এনেছে, ইসলাম কবুল করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে– আমি এ ব্যক্তির জিম্মাদার এমন ঘরের যা জান্নাতের শুরুতে অবস্থিত, আর একটি ঘরের যা জান্নাতের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং একটি ঘরের যা জান্নাতের উচুতে অবস্থিত। সে যেখানে কল্যাণের সন্ধান পায়, সেখান থেকে কল্যাণ সন্ধান করবে এবং মন্দ থেকে রক্ষার জন্য যেখানে ইচ্ছে পালাবে। সে যেখানে ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করুক না কেন (জান্নাত তার জন্য অবধারিত)

(নাসায়ী : হাদীস-৩১৩৩)

মুজাহিদের জিম্মাদার স্বয়ং মহান আল্লাহ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ فِيْ ضِمَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ اِلَى الْمَسْجِدِ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন শ্রেণির লোক আল্লাহ জিম্মায় রয়েছে :

১. যে ব্যক্তি তার বাড়ি থেকে আল্লাহর মসজিদসমূহের কোন মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়

২. যে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য বের হয়

৩. যে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়। (হুমাইদীর মুসনাদ-১১৩৯/১০৯০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِهِ لَا يُخْرِجُهُ اِلَّا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِاَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ اِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং কেবলমাত্র জিহাদ ও আল্লাহর কথার উপর দৃঢ় আস্থাই তাকে (বাড়ি থেকে) বের করে থাকে, তবে আল্লাহ তার জিম্মাদার হয়ে যান। হয় তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা নেকী ও গনীমতের মালসহ তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৭৪৫৭)

সর্বোত্তম আমল-জিহাদ

ঈমানের পর সর্বোত্তম আমল

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهِ.

অর্থ : আবু যার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। (সহীহ বুখারী : হাদীস-২৫১৮/২৩৮২)

বায়তুল্লাহ নির্মাণের চেয়েও উত্তম আমল

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا اُبَالِيْ اَنْ لاَ اَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الْاِسْلاَمِ اِلَّا اَنْ اُسْقِيَ الْحَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ مَا اُبَالِيْ اَنْ لاَ اَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الْاِسْلاَمِ اِلَّا اَنْ اَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ اٰخَرُ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لاَ تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ اِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ. فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ الاٰيَةَ اِلَى اٰخِرِهَا.

অর্থ : নু'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরের পাশে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললো, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর হাজীকে পানি পান করানো ব্যতীত কোন কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। তখন আরেক ব্যক্তি বলল ইসলাম গ্রহণের পর মসজিদে হারাম নির্মাণ ব্যতীত কোন আমলকেই আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। তখন আরেক ব্যক্তি বললো, তোমরা যে কথা বললে তার চাইতে ফযিলতপূর্ণ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। ফলে

ওমর (রা) তাদেরকে ধমক দিলেন এবং তিনি বললেন তোমাদের আওয়াজকে উচু করবে না রাসূল ﷺ-এর মিম্বরের নিকটে এবং দিনটি জুমার দিন ছিল। কিন্তু যখন আমি জুমার নামায পড়লাম, আমি প্রবেশ করলাম, তোমরা যে বিষয়ে মতানৈক্য করেছিলে সেই বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন : 'তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো আর মসজিদে হারাম নির্মাণ করাকে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য মনে করছো যে আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর নিকট এরা মোটেই সমমানের নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ জালিমদের পছন্দ করেন না।

(মুসলিম : হাদীস-/১৮৭৯৪৯৭৯)

পিতা-মাতার খিদমতের পর সর্বোত্তম আমল

عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ ﷺ : سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيْقَاتِهَا . قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ .

অর্থ : আবু আমর আশ-শায়বানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমলটি অধিক উত্তম? তিনি বললেন : সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (সহীহ বুখারী : হাদীস-২৬৩০ /২৭৮২)

সকল আমলের সর্বোচ্চ চূড়া

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ اَوْ اَيُّ الْاَعْمَالِ خَيْرٌ ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ اَيُّ شَيْءٍ قَالَ الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ قِيْلَ ثُمَّ اَيُّ شَيْءٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। বলা হলো, এরপর কোনটি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা সকল আমলের সর্বোচ্চ চূড়া। বলা হল, এরপর কোনটি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কবুল হজ্জ।

(সুনানে তিরমিযী : হাদীস-১৬৫৮)

সালাতের পর সর্বোত্তম আমল

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ اَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

অর্থ : নাফে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই সালাতের পর সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৪৮৭৩)

সমরাস্ত্র প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার ফযিলত

তরবারীর ছায়ায় জান্নাতের হাতছানি

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জেনে রাখো, নিশ্চয় তরবারীর ছায়ার নীচে জান্নাত অবস্থিত।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-২৮১৮)

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ قَيْسٍ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ. فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَرَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَاَلْقَاهُ ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهِ اِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتّٰى قُتِلَ.

অর্থ : আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ক্বাইস ﷺ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে (আবু মূসাকে) বলতে শুনেছি, তিনি (বদর যুদ্ধের দিন) দুশমনের মোকাবিলায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারীর ছায়ার নীচেই রয়েছে। এ সময় জীর্ণ-শীর্ণকায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আবু মূসা! আপনি কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বললো, আস্‌সালামু 'আলাইকুম! অতঃপর সে তার তরবারীর খাপ ভেঙ্গে ছুড়ে ফেলে দিলো, খোলা তরবারী নিয়ে শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং নিহত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকলো।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫০২৫/১৯০২)

তীর নিক্ষেপ প্রশিক্ষণের ফযিলত

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ اَرَضُوْنَ وَيَكْفِيْكُمُ اللهُ فَلَا يَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَلْهُوَ بِاَسْهُمِهِ.

অর্থ : উক্ববাহ ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি : অচিরেই অনেক ভূখণ্ড তোমাদের হস্তগত হবে এবং (দুশমনের অনিষ্ট মোকাবেলায়) আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। অতএব তোমাদের কেউ যেন তীরন্দাজী খেলার অভ্যাস ছেড়ে না দেয়। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫০৫৬/১৯১৮)

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ مَرْفُوْعًا: عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَاِنَّهُ خَيْرُ لَعِبِكُمْ.

অর্থ : মুসআব ইবনে সা'দ (রা.) হতে পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। তা তোমাদের উত্তম খেলাও বটে।

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ لِلْمُسْلِمِيْنَ: اَنْبُلُوْا سَعْدًا اِرْمِ يَا سَعْدُ رَمَى اللهُ لَكَ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ.

অর্থ : সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন : তোমরা তীর ছুঁড়ে মারো। হে সা'দ! তুমি তীর ছুঁড়ো। আল্লাহ তোমাকে নিক্ষেপে সাহায্য করবেন। তুমি তীর ছুঁড়ে মারো তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। (মুস্তাদরাক হাকিম-২৪৭২)

তীর নিক্ষেপের ফযিলত

عَنْ اَبِيْ نَجِيْحٍ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَاصَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِصْنَ الطَّائِفِ اَوْ قَصْرَ الطَّائِفِ فَقَالَ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا.

৪৫৮. আবূ নাজীহ আল-সুলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তায়েফের একটি দুর্গে বা প্রাসাদে উপস্থিত

ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে তীর ছুঁড়বে, সে জান্নাতে একটি মর্তবা পাবে। আর আমি সেদিন ষোলটি তীর নিক্ষেপ করেছি। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৯৪২/১৯৪৪৭)

عَنْ اَبِىْ نَجِيْحِ السُّلَمِىِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ.

অর্থ : আবু নাজীহ আস-সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি তীর নিক্ষেপ করবে, তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব রয়েছে।

(তিরমিযী : হাদীস-১৬৩৮)

عَنْ اَبِىْ نَجِيْحِ السُّلَمِىِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ كَانَ لَهُ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আবু নাজীহ আস-সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বৃদ্ধ হয়, কিয়ামতের দিন তার জন্য আলোকবর্তিকা (নূর) থাকবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (শত্রুর বিরুদ্ধে) তীর নিক্ষেপ করে কিয়ামতের দিন তার জন্য আলোকবর্তিকা থাকবে। (সিলসিলাহ সহীহাহ-২৫৫৫)

عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ ابْنُ النَّحَّامِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ اَمَا اِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ اُمِّكَ وَلٰكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ.

অর্থ : কা'ব ইবনে মুর্‌রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তীর নিক্ষেপ করো। যে ব্যক্তি শত্রুকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে, এর দ্বারা আল্লাহ তার মর্তবাকে উঁচু করে দেন। এ কথা শুনে আবদুর রহমান ইবনে নাজ্জাম বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মর্তবা কী? তিনি বললেন : তা এমন দুটি স্তর যার (দূরত্বের) মধ্যে একশ বছরের ব্যবধান রয়েছে। (নাসায়ী : হাদীস- ৩১৪৪)

যুদ্ধের বাহনের ফযিলত

ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও বরকত নিহিত

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ.

অর্থ : উরওয়াহ আল-বারিক্বী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ লেখে দেয়া হয়েছে। যা নেকী ও গনীমতের পন্থায় হাসিল হতে থাকবে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-২৮৫২)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَرَكَةُ فِيْ نَوَاصِيْ الْخَيْلِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঘোড়ার কপালে বরকত নিহিত আছে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-২৮৫১)

ঘোড়া প্রতিপালনকারী তিন শ্রেণির

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَاَطَالَ فِيْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِيْ طِيَلِهَا ذَلِكَ فِى الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَاَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ تَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ اَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِيْ رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوْرِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ঘোড়া তিন ধরনের। এটা কারোর জন্য সাওয়াবের, কারোর জন্য ঢাল স্বরূপ এবং কারোর জন্য গুনাহের কারণ হয়ে থাকে। এটা সাওয়াবের কারণ ঐ ব্যক্তির জন্য যে এটাকে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে পালন করে। কোন চারণ ভূমিতে বা বাগানে এটাকে লম্বা রশি দ্বারা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। এ ঘোড়াটি যতদূর পর্যন্ত ঘাস খাবে তার আমলনামায় সাওয়াব লিখা হবে। ঘোড়াটি যদি রশি ছিঁড়ে আরো দূরে চলে যায়, তবে এর প্রত্যেক পদক্ষেপ ও বিষ্ঠার বিনিময়ে সাওয়াব লিখা হয় এবং কোন নদীর তীরে গিয়ে যদি ঘোড়াটি পানি পান করে, তবে ঐ ঘোড়ার মালিক ইচ্ছে করে পানি পান না করানো সত্ত্বেও এর সাওয়াব লিখা হবে। আর ঘোড়া ঢাল স্বরূপ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে এটাকে উপার্জন ও পরমুখাপেক্ষী না হওয়ার জন্য প্রতিপালন করে এবং এর যাকাত আদায় করে। আর ঘোড়া পাপের কারণ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে অহংকার, লোক দেখানোর জন্য একে প্রতিপালন করে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৭৩৫৬)

ঘোড়া প্রতিপালনের ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اِيْمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَاِنَّ شِبَعَهٗ وَرِيَّهٗ وَرَوْثَهٗ وَبَوْلَهٗ فِىْ مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান রেখে এবং তার ওয়াদাকে সত্য জেনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করবে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির আমলের পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য-পানীয় গোবর ও পেশাবের সমপরিমাণ সাওয়াব দান করা হবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-২৮৫৩)

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهٗ بِيَدِهٖ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ.

অর্থ : তামীম আদ-দারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) ঘোড়াকে বেঁধে রাখে। অতঃপর সে নিজ হাতে ঘোড়াকে ঘাস দানা খাওয়ায়। প্রতিটি দানার বিনিময়ে তাকে নেকী দেয়া হবে।

(ইবনে মাযাহ : হাদীস-২৭৯১)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ الْمُنْفِقِ عَلَى الْخَيْلِ كَالْمُتَكَفِّفِ بِالصَّدَقَةِ. فَقُلْنَا لِمَعْمَرٍ : مَا الْمُتَكَفِّفُ بِالصَّدَقَةِ قَالَ : الَّذِيْ يُعْطِيْ بِكَفَّيْهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঘোড়ার জন্য ব্যয়কারীর উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে দু' হাতে সদকাহ করে। ফলে আমরা মা'মারকে জিজ্ঞেস করলাম দু' হাতে সদকাহ করার অর্থ কী? তিনি বললেন : যিনি উভয় হাত ভর্তি করে দান করেন।

(ইবনে হিব্বান : হাদীস-৪৬৭৫)

যুদ্ধে একাধিক ঘোড়া নেয়ার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ اَتَا رَجُلًا فَقَالَ اَطْرِقْنِيْ مِنْ فَرَسِكَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَطْرَقَ فَرَسَهُ مُسْلِمًا فَعَقَّبَ لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَاَجْرِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَاِنْ لَمْ يُعَقِّبْ كَانَ لَهُ كَاَجْرِ فَرَسٍ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

অর্থ : আবু কাবশাহ আল-আনমারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। একদা তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, আপনার ঘোড়াগুলো থেকে আমাকে একটি ঘোড়া দিন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার একটি ঘোড়ার পেছনে আরেকটি ঘোড়া নেয়, (যেন যুদ্ধে একটি ঘোড়া অকেজো হয়ে গেলে অন্যটি ব্যবহার করতে পারে) তার জন্য আল্লাহর পথে চালিত সত্তরটি ঘোড়ার নেকী রয়েছে। আর যদি সে অন্য কোন ঘোড়া না নেয় তবে তার জন্য আল্লাহর পথে চালিত একটি ঘোড়ার নেকী রয়েছে। (মু'জামুল কাবীর-৮৫৩)

ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ফযিলত

عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رِبَاحٍ ﷺ قَالَ : رَاَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَ جَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْاَنْصَارِيَّ يَرْتَمِيَانِ فَمَلَّ اَحَدُهُمَا فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ الْاٰخَرُ : كَسِلْتَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ لَهْوٌ اَوْ سَهْوٌ اِلَّا اَرْبَعَ خِصَالٍ مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ وَتَأْدِيْبُهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَةُ اَهْلِهِ وَتَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ.

অর্থ : আতা ইবনে আবু রাবাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী ও জাবির ইবনে উমাইর আনসারীকে তীর নিক্ষেপ করতে দেখলাম। অতঃপর তাদের মধ্যে একজন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি বসে পড়লেন। অন্যজন তখন তাকে বললেন, তুমি এতেই হতোদ্যম হয়ে পড়লে? আমিতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে কাজেই মহান আল্লাহর স্মরণ মেলেনা সে কাজই (অনর্থক) ক্রিয়া কৌতুক অথবা গাফিলতি। তবে চারটি কাজ এর ব্যতিক্রম। তীর মারার দুই নিশানার মাঝে কোন মানুষের হাঁটাহাঁটি করা, নিজ ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া, নিজ পরিবারের (স্ত্রী) সাথে ক্রিয়া-কৌতুক করা এবং সাঁতার শেখা। (আল মু'জামুল কাবীর : হাদীস-১৭৮৬/১৭৮৫)

আল্লাহর পথে সময় ব্যয় ও সীমান্ত পাহারা দেয়ার ফযিলত

আল্লাহর পথে সময় ব্যয়ের ফযিলত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর পথে একটি সকাল বা সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যকার সকল বস্তুর চাইতে উত্তম। (সহীহ্ বুখারী : হাদীস-২৭৯৩/২৭৯২)

আল্লাহর পথে ধুলো ধূসরিত হওয়ার ফযিলত

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ لَحِقَنِيْ عَبَايَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَاَنَا رَائِحٌ اِلَى الْمَسْجِدِ اِلَى الْجُمُعَةِ مَاشِيًا وَهُوَ رَاكِبٌ قَالَ اَبْشِرْ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ اَبَا عَبْسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُمَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ.

অর্থ : ইয়াযীদ ইবনে আবু মারইয়াম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে আবায়াহ ইবনে রাফি ইবনে খাদীজের সাক্ষাৎ হলো। তখন আমি জুমু'আহর (সালাতের) জন্য পায়ে হেঁটে মসজিদে যাচ্ছিলাম। আর তিনি ছিলেন আরোহী অবস্থায়। তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন! কেননা আমি আবু আব্সকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার দু'টি পা আল্লাহর পথে ধুলো ধূসরিত হয়, মহান আল্লাহ উক্ত পা দু'টির ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। (মুসনাদে আহমদ-১৫৯৩৫/১৫৯৭৭)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ دُخَانُ جَهَنَّمَ وَغُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فِيْ مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাহান্নামের ধোঁয়া এবং আল্লাহর পথের ধূলা কোন মুসলিমের নাকে একত্রিত হবে না। (ইবনু হিব্বান : হাদীস-৪৬০৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِىْ جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নিশ্চয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর পথের ধুলা এবং জান্নামের আগুনের ধোঁয়া কোন মু'মিনের উদরে একত্রিত হবে না। সুনান আন নাসায়ী/৩১০৯)

মুজাহিদ ক্যাম্প/সীমান্ত পাহারা দেয়ার ফযিলত

عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَاِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُهُ وَاُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَاَمِنَ الْفَتَّانَ.

অর্থ : সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর পথে একদিন অথবা এক রাত পাহারা দেয়া একাধারে এক মাস সওম পালন ও সালাত আদায়ের চাইতে উত্তম। সে যদি (ঐ অবস্থায়) মারা যায় তাহলে তার আমলের নেকী জারি থাকবে যেমনটি সে আমল করে আসছিল এবং তার রিযিক জারি রাখার ব্যবস্থা করা হবে সে ফিতনাকারী থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম : হাদীস-৫০৪৭/১৯১৩)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ حَرَسُ لَيْلَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا.

অর্থ : উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর পথে একরাত পাহারা দেয়া এমন একহাজার রাত্রির চাইতে ফযিলতপূর্ণ যে রাতে সালাত ও দিনে সওম পালনের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৪৩৩)

عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ ﷺ اَنَّهُمْ سَارُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَاَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ الصَّلاَةَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنِّىْ انْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ

حَتّٰى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلٰى بَكْرَةِ اٰبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ اجْتَمَعُوْا اِلٰى حُنَيْنٍ. فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ : تِلْكَ غَنِيْمَةُ الْمُسْلِمِيْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ. ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ. قَالَ اَنَسُ بْنُ اَبِيْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ : اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ : فَارْكَبْ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَجَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اسْتَقْبِلْ هٰذَا الشِّعْبَ حَتّٰى تَكُوْنَ فِيْ اَعْلَاهُ وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ. فَلَمَّا اَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : هَلْ اَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ. قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَحْسَسْنَاهُ. فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَهُوَ يَلْتَفِتُ اِلَى الشِّعْبِ حَتّٰى اِذَا قَضٰى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ : اَبْشِرُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ. فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ اِلٰى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ فَاِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ فَقَالَ : اِنِّيْ انْطَلَقْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِيْ اَعْلٰى هٰذَا الشِّعْبِ حَيْثُ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ اَرَ اَحَدًا. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ. قَالَ : لَا اِلَّا مُصَلِّيًا اَوْ قَاضِيًا حَاجَةً. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : قَدْ اَوْجَبْتَ فَلَا عَلَيْكَ اَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا.

অর্থ : সাহল ইবনে হানযালিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তারা (সাহাবীগণ) রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে হুনাইনের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সফরে বের হন। রাত আসা পর্যন্ত তারা একে অপরের অনুসরণ করে চলতে থাকেন। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতের সময় উপস্থিত হওয়ার কথা জানানো হলো। এমন সময় একজন অশ্বারোহী এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল। আমি আপনাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে অমুক অমুক পাহাড়ে উঠে দেখতে পেলাম যে, হাওয়াযিন গোত্রের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই তাদের উট, বকরী সবকিছু নিয়ে হুনাইনে একত্র করেছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ

ﷺ হেসে বললেন : ইনশাআল্লাহ আগামীকাল এসব কিছুই মুসলিমদের গণীমাতের বস্তু হবে। অতঃপর তিনি বললেন : আজ রাতে কে আমাদের পাহারা দিবে? আনাস ইবনে আবু মারসাদ আল-গানাবী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ রাসূল! আমি, তিনি বললেন : তাহলে ঘোড়ায় চড়ো। তিনি তার একটি ঘোড়ায় চড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি এ গিরিপথের দিকে খেয়াল করবে এবং এর শেষ চূড়ায় গিয়ে পাহারা দিবে। সাবধান! আমরা যেন তোমার অসতর্কতার কারণে ধোঁকায় না পড়ি। অতঃপর আমরা সকাল করলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের জন্য বেরিয়ে এসে দু' রাক'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করে বললেন : তোমাদের আশ্বারোহীর কি খবর? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার কোন খবর অবহিত নই। অতঃপর সালাতে ইকামত দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত পড়ালেন এবং গিরিপথের দিকে তাকাতে থাকলেন। সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের অশ্বারোহী এসে গেছে। সাহাবীগণ বললেন, আমরা গাছের ফাঁক দিয়ে গিরিপথের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি আসছেন। এমনকি তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে এসে তাঁকে সালাম দিয়ে বললো, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী গিরিপথের শেষ প্রান্তে গিয়েছি এবং ভোর বেলায় উভয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি, কিন্তু কোন (শক্রকেই) দেখতে পাইনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি রাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেছিলে? তিনি বললেন : সালাত ও প্রকৃতির প্রয়োজন ছাড়া নামিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি তোমার জন্য (জান্নাত) অবধারিত করেছো, এরপর তোমার জীবনে আর অতিরিক্ত কোন নেক 'আমল না করলেও চলবে। (আবু দাউদ : হাদীস-২৫০৩/২৫০১)

যে রাত কদরের রাতের চাইতে ফযিলতপূর্ণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ اَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِيْ اَرْضِ خَوْفٍ لَعَلَّهُ اَنْ لَا يَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِهِ.

অর্থ : ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন রাত্রির সংবাদ দিব না যে রাত্রিটি কদরের রাত্রির

চাইতেও ফযিলতপূর্ণ? (তা হলো, আল্লাহর পথে মুজাহিদ) প্রহরীর কোন ভীতিকর স্থানে এমন মন মানসিকতা নিয়ে পাহারা দেয়া যে, তার হয়তো নিজ পরিবারের নিকট আর ফিরে আসা হবে না। (মুস্তাদরাক হাকিম-২৪২৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ فِي الرِّبَاطِ فَفَزِعُوْا اِلَى السَّاحِلِ ثُمَّ قِيْلٌ لَابَأْسَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقِفٌ فَمَرَّ بِهِ اِنْسَانٌ فَقَالَ مَا يُوْقِفُكَ يَااَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَوْقِفٌ سَاعَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। একদা তিনি সীমান্ত চৌকিতে ছিলেন। সে সময় পাহারারত সৈন্যরা ভয় পেল। ফলে তারা সমুদ্র উপকূলের দিকে ছুটলো। অতঃপর বলা হলো কোন সমস্যা নেই। অতঃপর মানুষেরা ফিরে এলো। কিন্তু আবু হুরায়রা (সেখানেই) দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে অতিক্রম করার সময় বললো, হে আবু হুরায়রা! আপনাকে কোন বস্তু দাঁড় করিয়ে রেখেছে? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর পথে (পাহারার কাজে) কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকা কদরের রাতে হাজরে আসওয়াদের নিকট দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে ও উত্তম।

(ইবনে হিব্বান : হাদীস- ৪৬৩,৪৬০৩)

পাহারাদারীর চোখের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

عَنْ اَبِىْ رَيْحَانَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ حُرِّمَتْ عَيْنٌ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

অর্থ : আবু রাইহানাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে চোখ আল্লাহর পথে (পাহারার কাজে) নিদ্রাহীন কাটিয়েছে সে চোখের জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করা হয়েছে। (সুনানে নাসায়ী : হাদীস- ৩১১৭)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : দু' শ্রেণির চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। এক. যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। দুই. যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দিয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটায়। (সুনানে তিরমিযী : হাদীস- ১৬৩৯)

পাহারারত অবস্থায় মৃত্যু বরণের ফযিলত

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِیْ سَبِيْلِ اللهِ، اَجْرِیْ عَلَيْهِ اَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِیْ كَانَ يَعْمَلُ، وَاَجْرِیْ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَاَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ، وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰمِنًا مِنَ الْفَزَعِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে পাহারা থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তার উপর সে (জীবিত অবস্থায়) যে নেক আমল করছিল তা অব্যাহত রাখবেন এবং তার রিযিক নির্ধারিত করবেন, তাকে ফিৎনা থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং কিয়ামতের দিন তাকে সব রকমের পেরেশানী থেকে নিরাপদ অবস্থায় উঠাবেন। (ইবনে মাজাহ-২৭৬৭)

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ اِلَّا الْمُرَابِطَ فَاِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ.

অর্থ : ফাদালাহ ইবনে উবাইদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের ধারা মৃত্যুর সথে সাথেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দুশমনের মোকাবেলায় পাহারারত সৈনিক ব্যতীত। কিয়ামাত আসা পর্যন্ত তার জন্য তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে কবরে (মুনকার নাকীর ফেরেশতার) পরীক্ষা থেকেও নিরাপদ থাকবে। (আবু দাউদ : -২৫০০২৫০২)

মুজাহিদকে সাহায্য করা ও তার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ করার ফযিলত

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَجْرِ الْغَازِيْ شَيْئًا.

অর্থ : যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন সৈনিকের অস্ত্র সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিলো তাকেও সৈনিকের অনুরূপ সাওয়াব দেয়া হবে। এমনকি সৈনিকের সাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।

(সুনানে ইবনে মাযাহ-২৭৫৯)

عَنْ زَيْدِ بْنُ خَالِدٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

অর্থ : যায়েদ ইবনে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদের যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিলো, সে যেন নিজেই জিহাদ করলো, আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবার-পরিজনের আমানতের সাথে দেখাশুনা করলো সেও যেন জিহাদ করলো। (সহীহ বুখারী : হাদীস-২৮৪৩)

আল্লাহর পথে খরচ করার ফযিলত

সর্বোত্তম ব্যয়

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهٖ . وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ . وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

অর্থ : সাওবান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সর্বোত্তম দীনার হলো ঐ দীনার যা কোন ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য খরচ করে, ঐ দীনার যা সে আল্লাহর রাহে ঘোড়া প্রতিপালনের জন্য খরচ করে এবং ঐ দীনার যা সে আল্লাহর পথের সৈনিকের জন্য খরচ করে। (মাযাহ- ২৭৬০)

একটির বিনিময়ে সাতশ গুণ সওয়াব

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ.

অর্থ : খুরাইম ইবনে ফাতিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) কোন কিছু ব্যয় করে তার আমলনামায় (বৃদ্ধি করে) তার সাতশ গুণ লিখা হয়।

(সুনানে নাসায়ী আল-কুবরা-১১০২৭)

জান্নাতের দারোয়ান কর্তৃক আহ্বান

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا مِنْ رَجُلٍ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اِلَّا ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ قُلْتُ : وَمَا زَوْجَانِ مِنْ مَالِهٖ؟ قَالَ عَبْدَانِ مِنْ رَقِيْقِهٖ فَرَسَانِ مِنْ خَيْلِهٖ بَعِيْرَانِ مِنْ اِبِلِهٖ.

অর্থ : আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে দু'টি সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে জান্নাতের দারোয়ান অতিদ্রুত তার দিকে ছুটে যায়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদসমূহের দু'টি সম্পদ কী? তিনি বললেন : গোলাম থেকে দু'টি গোলাম, ঘোড়াসমূহ থেকে দু'টি ঘোড়া এবং উটসমূহ থেকে দু'টি উট দান করা। (ইবনু হিব্বান : হাদীস-৪৬৪৩)

আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার প্রসঙ্গে

শহীদের জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ اَيْنَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنْ قُتِلْتُ قَالَ فِى الْجَنَّةِ. فَاَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِىْ يَدِهٖ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ.

অর্থ : জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উহুদ যুদ্ধের দিন) এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ রাসূল! আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত হই তাহলে আমি কোথায় থাকবো? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : জান্নাতে। বর্ণনকারী বলেন, ঐ লোকটির হাতে কতগুলো খেজুর ছিল। সে তৎক্ষণাৎ খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলো, অবশেষে সে শহীদ হয়ে গেলো। (মুসলিম : -৫০২২ /১৮৯৯)

শাহাদাতের ফযিলত দেখে শহীদগণের পুনরায় শহীদ হওয়ার বাসনা

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ لَهٗ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُّهٗ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اِلَّا الشَّهِيْدَ لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَاِنَّهٗ يَسُرُّهٗ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً اُخْرٰى.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার ইচ্ছা করবে না, যদিও ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত সম্পদ তাকে দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু শহীদ ব্যতীত। সে শাহাদাতের বাস্তব মর্যাদা দেখার পর পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে দ্বিতীয়বার শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। (বুখারী : ২৭৯৫)

আল্লাহ হাসবেন যাদের দেখে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দু ব্যক্তির কার্যকলাপে আল্লাহ হাসবেন। যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করেছে। অথচ তারা উভয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তা এভাবে যে) এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে নিহত (শহীদ) হয়েছে। অতঃপর হত্যাকারীর তওবা আল্লাহ কবুল করবেন। ফলে সে (ইসলাম গ্রহণ করে) আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে শাহাদাতবরণ করবে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস- ২৮২৬)

তরবারী শহীদের সকল পাপ মুছে দেয়

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ ﷺ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : اَلْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى اِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى قَتَلَ فَذٰلِكَ الشَّهِيْدُ الْمُمْتَحَنُ فِيْ خَيْمَةِ اللهِ تَحْتَ عَرْشِهِ وَلَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّوْنَ اِلَّا بِفَضْلِ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا جَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى اِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى قَتَلَ فَتِلْكَ مُصَمْصَةٌ مَحَتْ ذُنُوْبَهُ وَخَطَايَاهُ اِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا وَاَدْخَلَ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ فَاِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ بَعْضُهَا اَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ جَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى اِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتَلَ فَذٰلِكَ فِي النَّارِ اِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ.

অর্থ : উতবাহ ইবনে আবদুস সুলামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি তিন শ্রেণির হয়ে থাকে। তা হলো : এক. এমন মুমিন ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। এমনকি শত্রুর সম্মুখীন হয়ে বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে যায়, এ ব্যক্তি পরীক্ষিত শহীদ। আল্লাহর আরশের নীচে তারা অবস্থান করবেন। তাদের থেকে নবীগণ কেবল নবুওয়তের মর্যাদায় অধিক মর্যাদাশীল হবে।

দুই. এমন মুমিন ব্যক্তি, যে জীবনে পাপ পুণ্য সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। তবুও নিজে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে এবং শত্রুর মোকাবেলা করে

বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়। সে পাপরাশি ধৌতকারী। তার সমস্ত পাপ মুছে যায়। নিশ্চয় তরবারী সকল অপরাধ মোচনকারী। এবং তাকে বলা হবে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। জান্নাতের আটটি এবং জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে। জান্নাতের কতেক দরজা কতেক দরজার চেয়ে উত্তম।

তিন. ঐ মুনাফিক, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে এবং শত্রুর সাথে মোকাবেলা করে মারা যায় বটে, কিন্তু সে জাহান্নামী। কারণ (খাঁটি তাওবাহ ছাড়া) তরবারী মুনাফিকী মুছে দিতে পারে না। (ইবনে হিব্বান-৪৬৬৩)

সর্বোত্তম শহীদ

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ ﷺ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَىُّ الشُّهَدَاءِ اَفْضَلُ؟ قَالَ الَّذِيْنَ اِنْ يُلْقَوْا فِى الصَّفِّ يَلْفِتُوْنَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوْا اُولَئِكَ يَنْطَلِقُوْنَ فِى الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ وَيَضْحَكُ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَاِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ اِلَى عَبْدٍ فِى الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ.

অর্থ : নুআইম ইবনে হাম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন শহীদ সর্বোত্তম? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে শত্রুর মোকাবেলা করতে করতে শাহাদাতবরণ করে। কিন্তু শত্রু থেকে মুখ ফিরায় না। এরা জান্নাতের সর্বোচ্চ বালাখানার মধ্যে অবস্থান করবে। তার দৃঢ়তা দেখে আল্লাহও খুশি হয়ে হেসে দিবেন। আর তোমাদের প্রতিপালক যখন দুনিয়ায় কারো উপর হেসে দেন তখন আখিরাতে ঐ বান্দার আর কোন হিসাব (জবাবদিহিতা) নেই। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২২৪৭৬ /২২৫২৯)

শহীদী মৃত্যু যন্ত্রণাবিহীন :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مَسَّ الْقَرْصَةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুর সময় কেবল ততটুকু কষ্ট অনুভব করে যতটুকু কষ্ট তোমাদের কাউকে একবার চিমটি কাটলে অনুভূত হয়।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৭৯৫৩ /৭৯৪০)

নবী ﷺ-এর শহীদ হওয়ার বাসনা

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِيَدِهٖ لَوْلَا اَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّیْ وَلَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنِّیْ اُقْتَلُ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ মুমিনদের মধ্যে হতে কিছু লোক, তারা যুদ্ধে আমার থেকে পিছে থাকার কারণ তাদের অন্তর শান্তি পায় না, আমি এমন কোন বাহন পাইনি যাতে তাদেরকে বহন করাব। আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ হয়েছে এমন কোন দল থেকে আমি পিছে থাকি নি। ঐ সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ! আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় হচ্ছে আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতঃপর আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই, অতঃপর আবার জীবন লাভ করি। এরপর আবার নিহত হই। এরপর আবার জীবন লাভ করি এবং এরপর আবারো নিহত হই। (সহীহ বুখারী : হাদীস-২৭৯৭)

অল্প কাজে বেশি সাওয়াবের নিশ্চয়তা

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : اَتَى النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُ اَوْ اُسْلِمُ قَالَ اَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَاَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ قَلِيْلًا وَاُجِرَ كَثِيْرًا.

অর্থ : বারাআ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ-এর নিকট লৌহবর্মে আবৃত এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যুদ্ধে শরীক হবো নাকি ইসলাম গ্রহণ করবো। নবী ﷺ বললেন : তুমি (প্রথমে) ইসলাম গ্রহণ করো, তারপর যুদ্ধে শরীক হও। অতঃপর লোকটি ইসলাম কবুল করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো এবং শাহাদাতবরণ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, : সে সামান্য আমল করে বেশি পুরস্কার পেলো।

(সহীহ বুখারী : হাদীস- ২৮০৮)

ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহ্ ক্ষমা হবে

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْاِيْمَانَ بِاللهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ. قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلَّا الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِيْ ذٰلِكَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আবু ক্বাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ক্বাতাদাহকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন নিশ্চয়ই জিহাদ ও ঈমান আনা আল্লাহর প্রতি এটা সবচেয়ে উত্তম আমল। আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহ উপর ঈমান সবচেয়ে উত্তম কাজ। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত, যদি আমি আল্লাহর পথে নিহত হই তবে কি আমার সকল গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে? তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। তুমি যদি ধৈর্যশীল, সাওয়াবের প্রত্যাশী এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হয়ে অগ্রগামী অবস্থায় নিহত হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় বললেন : তুমি কি কথা বলেছ? সে বললো, যদি আমি আল্লাহর পথে নিহত হই তবে কি আমার সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। যদি তুমি (যুদ্ধের ময়দানে) অবিচল থেকে সাওয়াবের আশায় অগ্রগামী হয়ে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে নিহত হও। কিন্তু তোমার ঋণের গুনাহ ক্ষমা হবে না। কেননা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে (এইমাত্র) কথাটি বলে গেছেন। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৪৯৮৮ /১৮৮৫)

শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِيْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا وَيُزَوَّجُ اِثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقَارِبِهِ.

অর্থ : মিক্বদাম ইবনে মা'দীকারিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর নিকটে শহীদের জন্য ছয়টি সুযোগ সুবিধা রয়েছে। তা হলো-

১. প্রথম ধাপে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

২. জান্নাতে তার বাসস্থানটি দেখানো হবে।

৩. কবরের আযাব থেকে রেহাই দেয়া হবে।

৪. সে কঠিন ভীতিপূর্ণ দিন থেকে নিরাপদ থাকবে।

৫. তার মাথায় ইয়াকুত পাথর খচিত মর্যাদার টুপি পরানো হবে যার এক একটি পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু হতে উত্তম।

৬. টানাটানা চোখ বিশিষ্ট ৭২ (বাহাত্তর) জন হুরকে তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে এবং তার নিকটাত্মীয়দের সত্তর জনের জন্য তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। (তিরমিযী : হাদীস- ১৬৬৩)

শহীদের লাশের উপর ফেরেশতাদের ছায়াদান

عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ : جِيْءَ بِاَبِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيْلَ ابْنَةُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ لِمَ تَبْكِيْ اَوْ لَا تَبْكِيْ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا.

অর্থ : মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বলতে শুনেছে : উহুদ যুদ্ধ শেষে আমার পিতার

(লাশকে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আনা হলো। নাক কান কেটে তার আকৃতি বিকৃত করে ফেলা হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাঁর সামনে রাখা হলো। আমি তাঁর চেহারা খুলতে চাইলাম; আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করলো। এমন সময় কোন বিলাপকারীনীর বিলাপ ধ্বনি শুনা গেলো। বলা হলো, সে আমরের মেয়ে বা বোন। নবী ﷺ বললেন তুমি কাঁদছো কেন? অথবা বলেছেন, তুমি কেঁদো না। ফেরেশতারা তাকে ডানা দ্বারা ছায়া দান করেছেন। (সহীহ বুখারী : হাদীস- ২৬৬১)

শাহাদাত আকাঙ্ক্ষার ফযিলত

عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَاَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ.

অর্থ : সাহল ইবনে আবু উমামাহ ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দিবেন যদিও সে নিজ বিছানাতে মৃত্যুবরণ করে।
(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫০৩৯)

আল্লাহর পথে আহত হওয়ার ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يُكْلَمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَ اللهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهٖ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয়, আর আল্লাহ তো ভালো করেই জানেন কে তাঁর পথে আহত হয়, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার শরীর থেকে তাজা রক্ত ঝরতে থাকবে। এর রং হবে রক্তের রঙের মতো আর এর সুগন্ধি হবে কস্তুরীর সুগন্ধির মতো। (সহীহ বুখারী : হাদীস- ৪৯৭০)

হিজরত প্রসঙ্গ

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ قَالَ فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ قَالَ وَمَا الْإِيمَانُ قَالَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ فَأَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ الْهِجْرَةُ قَالَ فَمَا الْهِجْرَةُ قَالَ تَهْجُرُ السُّوْءَ قَالَ فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْجِهَادُ قَالَ وَمَا الْجِهَادُ قَالَ أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيْتَهُمْ قَالَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيْقَ دَمُهُ.

অর্থ : আমার ইবনে আবাসাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কী? রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহর জন্য তোমার অন্তরকে সমর্পণ করা এবং তোমার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিমদের নিরাপদে রাখা। লোকটি বললো, কোন ইসলাম সর্বোত্তম? রাসূল ﷺ বললেন : ঈমান । লোকটি বললো, ঈমান কি? রাসূল ﷺ বললেন : তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি। লোকটি বললো, কোন ঈমান সর্বোত্তম? রাসূল ﷺ বললেন : হিজরত। লোকটি বললো, হিজরত কি? রাসূল ﷺ বললেন : তোমার মন্দ কাজ বর্জন করবে। লোকটি বললো, কোন হিজরত সর্বোত্তম? রাসূল ﷺ বললেন : জিহাদের উদ্দেশ্যে যে হিজরত করা হয় সেটা। লোকটি বললো, জিহাদ কী? রাসূল ﷺ বললেন : কাফেরের সাক্ষাতে তাদের সাথে তোমার যুদ্ধ করা। লোকটি বললো, কোন জিহাদ সর্বোত্তম? রাসূল ﷺ বললেন : (যুদ্ধে) যার ঘোড়া আহত করা হয় এবং রক্ত ঝরানো হয়। (আহমদ-১৭০২৭)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : أَفْضَلُ الْمُهَاجِرِيْنَ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু বর্জন করে চলে।

(সহীহাহ -১৪৯১)

ফাযায়িলে জিহাদ সম্পর্কে যঈফ ও দুর্বল হাদীসসমূহ

১. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ সবচেয়ে বড় জিহাদ। নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের অভিযানে বেরিয়ে বলেন : আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে পর্দাপণ করলাম।

মুনকার : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৪৬০। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। শাইখ যাকারিয়া বলেন, হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। হাদীসটির সনদে তিনজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছে।

২. সকাল-সন্ধ্যায় মাসজিদে গমন আল্লাহর পথে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

বানোয়াট : ত্বাবারানী কাবীর, ইবনে আসাকির, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২০০৭। হাদীসের সনদে হুসইন বিন আলী রয়েছে। সে একজন মিথ্যাবাদী। এছাড়া ক্বাসিম বিন আবদুর রহমান বিতর্কিত।

৩. আল্লাহর পথে শুধু তরবারী দ্বারা আঘাত করাই জিহাদ নয়। বরং যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা ও সন্তানাদির জন্য ব্যয় করে সেও জিহাদকারী, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে প্রার্থনা থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্য নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করে সেও জিহাদকারী।

দুর্বল : ইবনে আসাকির, আবূ নু'আইম। এর সনদে রুবাই ইবনে সাবাহ স্মরণশক্তিতে দুর্বল এবং সনদে সাইদ বিন দীনার অজ্ঞাত ব্যক্তি।

৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথেই বার্ধক্যে উপনীত হয় তাকে জাহান্নাম থেকে পাঁচশো বছরের দূরত্বে রাখা হবে।

খুবই দুর্বল : ইবনে আসাকির, যঈফাহ হা/২৩৫৪। এর সনদে আবান মাতরূক রাবী এবং মুসাইয়াব বিন ওয়াজিহ দুর্বল রাবী।

৫. আল্লাহর পথে যিকির করার ফযীলতের (দানের) উপর সাতশো গুণের চেয়েও অধিক বৃদ্ধি করা হবে।

দুর্বল : আহমাদ, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৫৯৮। হাদীসের সনদে ইবনে লাহিয়্যা এবং যিয়াদ ইবনে ফায়িদ দুর্বল রাবী নামক দুর্বল রাবী রয়েছে।

৬. আল্লাহর পথে মুমিনের অন্তর যখন কম্পিত হয় তখন তার গুনাহসমূহ তেমনিভাবে ঝরে যায় যেমনিভাবে খেজুর আঁটি থেকে ঝরে যায়।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৬২১ ।

৭. আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা আমার কাছে চল্লিশবার হজ্জ করার চাইতে প্রিয় ।

দুর্বল : তারীখে দারিয়া। হাদীসের সনদে রয়েছে মুসাইয়্যাব ইবনে ওয়াজেহ। ইমাম দারাকুতনী বলেন, সে দুর্বল। আবূ হাতিম বলেন, সত্যবাদী তবে অধিক ভুল করেন। জাওযানী বলেন, তার ভুল ও সংশয় বেশি।

৮. **নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মতের জন্য ভ্রমণ রয়েছে। আমার উম্মতের ভ্রমণ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আর নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মতের সন্ন্যাসবাদ রয়েছে। আর আমার উম্মতের সন্ন্যাসবাদ হলো শত্রু বিনাসের জন্য পাহারা দেয়া।**

খুবই দুর্বল : ত্বাবারানী, সিলীসলাহ যঈফাহ হা/২৪৪২ ।

৯. যে লোক আল্লাহর পথে অর্থ পাঠিয়ে দিয়ে নিজ ঘরে বসে থাকে, সে প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সাতশো দিরহামের সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং এর জন্য খরচও করে সে প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সাত লক্ষ দিরহামের সাওয়াব লাভ করবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন-"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন" ।

দুর্বল : যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫৮৯, আবূ দাউদ (২৫০৩), দারিমী (২৪১৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সনদে খলীল ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী ও ইবনে 'আব্দুল হাদী বলেছেন, তাকে চেনা যায়নি। ড. মুস্তফা মুহাম্মদ বলেন, ইবনে মাজহতে তার কেবল এ হাদীসটি আছে। আর হাদীসের সনদে ইনকিতা হয়েছে।

১০. আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নৌপথে একটি জিহাদ স্থলপথে দশটি জিহাদের সমান। আর সমুদ্রে যার একটু মাথা ঘুরবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আল্লাহর পথে রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।

দুর্বল : যঈফ ইবনে মাযাহ হা/৫৫৫, যঈফাহ (১২৩০)। এর সনদ কয়েকটি দোষের কারণে নিকৃষ্ট। তা হলো,

ক. সনদের লাইস ইবনে আবী সুলাইম, সংমিশ্রণকারী।

খ. মু'আবিয়াহ ইবনে ইয়াহইয়া দুর্বল।

গ. সনদে বাক্বিয়্যাহ হলো ইবনুল ওয়ালীদ। সে দুর্বল ও অজ্ঞাত লোকদের সূত্রে তাদলীস করত।

১১. স্থলভাগের শহীদেও ঋণ ও আমানত ব্যতীত সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়। অপরদিকে সমুদ্র জিহাদে শহীদেও সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয় এমনকি ঋণ ও আমানতের গুনাহও।

দুর্বল : ইবনে নাজ্জার, আবূ নু'আইম, যঈফাহ হা/৮১৬। এর সনদে ইয়াযীদ আর-রুকাশী যইফ রাবী।

১২. আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শীঘ্রই তোমরা কয়েকটি রাজ্য জয় করবে এবং অচিরেই তোমরা এমন একটি শহর বিজয় করবে, যাকে কাযবীন নামে অভিহিত করা হবে। যে ব্যক্তি সেখানে চল্লিশদিন অথবা চল্লিশ রাত (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) অবস্থান করবে তার জন্য জান্নাতে একটি সোনার স্তম্ভ হবে, যার উপর থাকবে সবুজ যবরজাদ পাথর, তার উপর থাকবে লাল ইয়াকুত পাথরের গম্বুজ। তাতে সত্তরহাজার সোনার দরজা থাকবে। প্রতিটি দরজায় থাকবে একজন করে সুনয়না স্ত্রী হুর।

বানোয়াট : যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫৫৮, যঈফাহ্ (৩৭১)। হাদীসটি ইবনুল জাওযী 'মাওযুআত' (২/৫৫) তে উল্লেখ করে বলেছেন, এটি বানোয়াট। সনদের দাউদ হাদীস জালকারী। সে এ হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী।

১৩. আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শহীদের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন : শহীদের রক্ত মাটিতে শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার (জান্নাতী) দুই স্ত্রী এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। যেন তারা স্তন্যদানকারিণী রমণী, যারা দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে অনাবাদী জঙ্গলে হারিয়ে ফেলেছে। আর তাদের প্রত্যেকের

হাতে থাকবে একটি চাদর, যা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যকার সকল বস্তু হতে উত্তম।

খুবই দুর্বল : যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫৬০, তা'লীকুর রাগীব (২/১৯৫)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সনদের হিলাল ইবনে আবী যায়নাব এর দুর্বলতার কারণে এ সনদটি দুর্বল। ড. মুস্তফা বলেন, যাহাবী ও ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন।

১৪. উক্ববাহ ইবনে আমির জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন :

ক. তীর প্রস্তুতকারী, যে তা সৎ নিয়্যতে তৈরি করে;

খ. তীর নিক্ষেপকারী এবং

গ. কাউকে তীর দিয়ে সাহায্যকারী।

দুর্বল : যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫৬৩, তাখরীজু ফিকহিস সীরাহ (২২৫), যঈফ আবী দাউদ (৪৩৩)

১৫. মু'আয ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর পথে একজন মুজাহিদকে বিদায় জানিয়ে তাকে সকাল অথবা সন্ধ্যায় তার সওয়ারীতে তুলে দেয়া আমার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যকার সকল বস্তু হতেও অধিক পছন্দনীয়।

দুর্বল : যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫৬৭, ইরওয়াউল গালীল (১১৮৯)। আহমাদ (১৫২১৬), হাকিম এবং বায়হাকী (৯/১৫০)। সনদের যাব্বান ইবনে ফায়িদ সম্পর্কে হাফিয (রহ) 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সনদে ইবনে লাহী'আহ এবং তার শায়খ যাব্বান ইবনে ফায়িদ দু'জনই দুর্বল।

ফাযায়িলে দরূদ

দরূদের পরিচিতি

اَلرَّائِدُ নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে লিখিত আছে :

صَلَاةٌ. صَلَوَاتٌ ١. مص صَلَّى.

٢. كَلَامٌ فِيْهِ دُعَاءٌ وَتَسْبِيْحٌ وَاِسْتِغْفَارٌ وَسُجُوْدٌ وَنَحْوُ ذٰلِكَ يَتَوَجَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنُ اِلٰى رَبِّهٖ.

٣. حُسْنُ الثَّنَاءِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ ٤. بَيْتُ الْعِبَادَةِ عِنْدَ الْيَهُوْدِ.

صَلَاةٌ শব্দের বহুবচন হল صَلَوَاتٌ এবং এর অর্থ

১. صَلَّى ক্রিয়ার مَصْدَرٌ (ক্রিয়ামূল বিশেষ্য)

২. এমন কথা বা বাণী যাতে থাকে দোয়া (প্রার্থনা) তাসবীহ (আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান) ইস্তিগফার (আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা) সিজদাহ এবং এ জাতীয় এবাদত যার মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তি তার প্রভুর দিকে (প্রতি) অভিমুখী (মনোযোগী) হয়।

৩. সুপ্রশংসা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত,

৪. ইহুদিদের মতে এবাদতের ঘর।

এখানেও صَلَاةٌ শব্দের চারটি ব্যবহার বা অর্থ দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় অর্থটি আমাদের আলোচ্য বিষয়। اَلْمُنْجِدُ فِى اللُّغَةِ وَالْاَعْلَامِ নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে লিখিত আছে :

اَلصَّلَاةُ ج. صَلَوَاتٌ اَوِ الصَّلٰوةُ بِالْوَاوِ : اِرْتِفَاعُ الْعَقْلِ اِلَى اللهِ لِكَيْ نَسْجُدَ لَهُ وَنَشْكُرَهُ وَنَطْلُبَ مَعُوْنَتَهُ اَلدُّعَاءُ. اَلتَّسْبِيْحُ. مِنَ اللهِ : الرَّحْمَةُ وَالثَّنَاءُ عَلٰى عِبَادِهٖ

اَلصَّلَاةُ বা وَاوٌ দ্বারা (গঠিত) اَلصَّلٰوةُ শব্দের বহুবচন হল صَلَوَاتٌ এবং এর অর্থ হল :

১. আল্লাহকে সিজদাহ করার জন্য, তার শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) জ্ঞাপন করার জন্য এবং তার সাহায্য চাওয়ার জন্য বিবেককে তার অভিমুখে সমোন্নত করা,

২. দোয়া (প্রার্থনা)

৩. তাসবীহ (আল্লাহর প্রশংসা ও গুনগান করা)

৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে (বান্দার প্রতি সালাতের অর্থ হল) তার বান্দার প্রতি রহমত (দয়া, করুণা, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা) এবং প্রশংসা।

এখানে প্রথম অর্থটি আমাদের আলোচ্য বিষয়। اَلْمُنْجِدُ فِى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ নামক অভিধানে ص.ل.و মূল অক্ষরের অধীনে লিখিত আছে :

صَلَاةٌ ج صَلَوَاتٌ : عِبَادَةٌ مَخْصُوْصَةٌ مُوَقَّتَةٌ مُوَجَّهَةٌ إِلَى اللهِ.......

صَلَاةٌ শব্দের বহুবচন صَلَوَاتٌ এবং এর অর্থ সুনির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর অভিমুখী হয়ে সুনির্দিষ্ট বিশেষ এবাদত (এ অর্থই আমাদের আলোচ্য বিষয় (এর পরবর্তী অংশে যা লিখিত আছে তা নয়)।

এখানে সলাত বলতে اَلصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ। যেমন আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ বলেন-

اِنَّ اللهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত প্রেরণ করেন নবীর প্রতি এবং তাঁর ফেরেশতারাও নবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও নবীর জন্য রহমত প্রার্থনা কর এবং তার প্রতি প্রচুর পরিমাণে সালাম প্রেরণ কর। (সূরা আহযাব : আয়াত-৫৬)

আমাদের সমাজে সালাত ও সালামকে উর্দূ ভাষায় দরূদ শরীফ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তা না করে সালাত ও সালাম বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত ও দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

হাদীস

দরূদ পাঠে রহমত বর্ষিত হয়

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, এর প্রতিদানে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন।

(আবূ দাউদ : হাদীস- ৫২৩)

দরূদ পাঠকারীর নাম রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থাপিত হয়

عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ اَىْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ بَلِيْتَ قَالَ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ.

অর্থ : আওস ইবনে আওস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন সর্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই তোমরা ঐ দিন আমার উপর বেশি করে দরূদ পাঠ করো। কারণ আমার নিকট তোমাদের দরূদগুলো উপস্থাপন করা হয়। সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট আমাদের দরূদ কীভাবে পেশ করা হবে, আপনি তো মাটির সাথে মিশে যাবেন? নবী ﷺ বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ নবীদের শরীর ভক্ষণ করা যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। (সুনানে নাসায়ী : হাদীস-১৩৭৩/১৬৬৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। আর তোমরা আমার ক্বররকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। বরং তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমরা যেখানেই অবস্থান করো না কেন তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছে যায়।

(আবু দাউদ : হাদীস-২০৪৪/২০৪২)

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى مَلَكًا أَعْطَاهُ سَمْعَ الْعِبَادِ فَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّيْ عَلَيَّ إِلَّا أَبْلَغَنِيْهَا وَإِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ أَنْ لَّا يُصَلِّيْ عَلَيَّ عَبْدٌ صَلَاةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا.

অর্থ : আম্মার ইবনে ইয়াসির হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেন : মহান আল্লাহর এমন একজন ফেরেশতা রয়েছে যাকে বান্দার কথা শ্রবণ করার শক্তি দান করা হয়েছে। যে কেউ আমার উপর দরূদ পাঠ করলে তার নাম আমার নিকট ঐ ফেরেশতার মাধ্যমে পৌছানো হয়। আর আমি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করেছি : কোন বান্দা আমার উপর দরূদ পাঠ করলে বিনিময়ে তাকে যেন দশটি নেকী দেয়া হয়।

(সহীহ জামিউস সাগীর-২১৭৬/৩৯৩৯)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন : মহান আল্লাহর এমন ধরনের ফেরেশতা রয়েছে যারা পৃথিবীব্যাপী পরিভ্রমণ করে থাকেন। তারা আমার উম্মতের পেশকৃত সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেন। (মুস্তাদরাক হাকিম : হাদীস-৩৫৭৬)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتّٰى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন আমার উপর দরূদ পাঠ করে, তখন মহান আল্লাহ আমার রূহ আমাকে ফেরত দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই।
(সুনানে আবু দাউদ : হাদীস-২০৪৩/২০৪১)

গুনাহ হ্রাস হয়ে নেকী বৃদ্ধি পাবে

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। (নাসায়ী : হাদীস-১২৯৬/১২৯৭)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত লাভ

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي اِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِاللهِ تَعَالَى وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَاَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমার ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন : তোমরা আযান শুনতে পেলে মুয়াজ্জিন যেরূপ বলে তোমরাও তদ্রূপ বলবে। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা কেউ আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসিলাহ প্রার্থনা করবে। ওয়াসিলাহ হচ্ছে জান্নাতের একটি বিশেষ

মর্যাদার আসন, যার অধিকারী হবেন আল্লাহর একজন বিশিষ্ট বান্দা। আমি আশা করছি, অমিই হবো সেই বান্দা। কেউ আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসিলাহ প্রার্থনা করলে তার শাফাআত পাওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। (আবূ দাউদ : হাদীস- ৫২৩)

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِيْ عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আবুদ্ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে।

(জামিউস সাগীর-৮৮১১/১১৩০৩)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে লোকের নাক ধূলিমলিন হোক, যার সম্মুখে আমার নাম উচ্চারিত হয়, অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৭৪৫১/৭৪৪৪)

কৃপণতা বর্জনের উপায়

عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَالِبٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

অর্থ : আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোকের সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে, আর সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করেনি, সে-ই হচ্ছে প্রকৃত কৃপণ। (তিরমিযি-৩৫৪৬)

দু'আ কবুলের উপাদান

عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوْعًا كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتّٰى يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অর্থ : আলী ﷺ হতে মারফুভাবে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ না করা পর্যন্ত প্রতিটি দু'আ লুক্কায়িত থাকে। (জামিউস সাগীর-৪৫২৩/৮৬৫২)

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ فِيْ صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللهَ تَعَالَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَجِلَ هَذَا. ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اَوْ لِغَيْرِهِ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

অর্থ : ফাদালাহ্ ইবনে উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালাতের মাঝে দুআ করতে শুনলেন, কিন্তু সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করে নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে। তারপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে বা অন্য কাউকে বললেন : তোমাদের কেউ সালাত আদায় করলে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করে, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করে, তারপর তার মনের কামনা অনুযায়ী দু'আ করে। (তিরমিযি : হাদীস-১৪৮৩/৩৪৭৭)

জান্নাত পাওয়ার দলীল

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে আমার উপর দরূদ পাঠ করতে ভুলে যায় সে জান্নাতের পথ চিনতে ভুল করবে। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-৯০৮)

মজলিশ নিরর্থক হবে না

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন স্থানে কতিপয় লোক একত্রিত হওয়ার পর সেখানে আল্লাহর যিকির এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ না করলে কিয়ামতের দিন তারা অনুতপ্ত হবে; যদিও তারা নেক আমলের কারণে জান্নাতে যাবে।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৯৯৬৫/৯৯৬৬)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنْ شَاءَ اَخَذَهُمْ بِهٖ وَاِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন স্থানে লোকজনের সমাগম হলে তারা যদি ঐ সমাগমে আল্লাহর যিকির ও নবীর উপর দরূদ পাঠ না করে, তবে এরূপ মজলিসের জন্য আফসোস এবং পরিতাপ। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। (মুসানাদে আহমদ : হাদীস-৯৮৪৩/৯৮৪২)

দুশ্চিন্তা দূর হয়

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنِّيْ اُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ ؟ فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفُ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا قَالَ اِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ.

অর্থ : উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করে থাকি। আমার দুআর কতটুকু পরিমাণ দরূদ আপনার জন্য নির্ধারণ করবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যতটুকু তুমি চাও। আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যতটুকু তুমি চাও। যদি তুমি বৃদ্ধি করো তাহলে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, অর্ধেক।

রাসূল ﷺ বললেন : তোমার ইচ্ছা। তবে বৃদ্ধি করলে তোমারই কল্যাণ হবে। আমি বললাম, তিন চতুর্থাংশ। রাসূল ﷺ বললেন : তোমার ইচ্ছা। তবে বৃদ্ধি করলে তোমারই মঙ্গল হবে। আমি বললাম, আমার সবটুকু দু'আই আপনার জন্য নির্ধারণ করলাম। নবী ﷺ বললেন : তাহলে তো তোমার দুশ্চিন্তা দূরীকরণে এবং তোমার গুনাহ্ মোচনে এরূপ করাই যথেষ্ট। (তিরমিযী : হাদীস- ২৪৫৭)

দরূদে ইবরাহীম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ : (উচ্চারণ) : "আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া 'আলা 'আলি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।" (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৮১৩৩, বুখারী-৩১৯০)

ফাযায়িলে দরূদ সম্পর্কে যঈফ ও দুর্বল হাদীসসমূহ

১. যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে; আমি তা শুনতে পাই আর যে ব্যক্তি আমার উপর দূর থেকে দরূদ পাঠ করে তা পৌঁছে দেয়ার জন্য একজন ফিরিশতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

বানোয়াট : সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৩।

২. যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিনে আমার প্রতি আশিবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার আশি বছরের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন। কেউ তাঁকে বললো : আপনার প্রতি কীভাবে দরূদ পাঠ করবো হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, বলো : হে আল্লাহ! তুমি দয়া করো তোমার বান্দা, তোমার নবী, তোমার রাসূল উম্মী নবীর উপর এবং একবার গিরা দিবে।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২১৫।

৩. যে দোয়ার পূর্বে নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পড়া হয় না তা আকাশ ও যমীনের মাঝে লটকে থাকে।

দুর্বল : ফাযলুস সালাত আলা ন্নাবী ﷺ হা/৭৪।

৪. আবূ বাকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : আমি যখন মারা যাবো তখন আমার মৃত্যু তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আমার কাছে তোমাদের আমল পেশ করা হবে। আমি তা ভালো দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করবো আর যদি অন্য কিছু দেখি তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবো।

সনদ দুর্বল : ফাযলুস সালাত আলা ন্নাবী ﷺ হা/২৫।

৫. কেউ নবী ﷺ-এর উপর একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ তার প্রতি সত্তর বার সালাত পড়েন।

মুনকার মাওকুফ : যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩০।

৬. কেউ আমার প্রতি সালাত পাঠ করলে আমিও তার জন্য সালাত পড়ি এবং এটি ছাড়াও তাকে দশটি নেকী দেয়া হয়।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩২।

৭. যে ব্যক্তি আমার প্রতি দৈনিক একহাজার বার দরূদ পাঠ করবে; জান্নাতে তার বাসস্থানটি না দেখানো পর্যন্ত সে মরবে না ।

মুনকার : যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩৩ ।

৮. আবূ কাহেল বলেন, একদা রাসূল ﷺ আমাকে বললেন : হে আবূ কাহেল! যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রত্যেক দিনে তিনবার দরূদ পাঠ করবে এবং প্রত্যেক রাতে তিনবার দরূদ পাঠ করবে আমার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ রেখে; আল্লাহর উপর হক হয়ে যায় তাকে ঐ রাতে এবং ঐ দিনে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া ।

মুনকার : আবু আসিম, ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩৪ ।

৯. যে ব্যক্তি এ বলে দোয়া করবে : জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মদান মা হুয়া আহলুহু (অর্থ : আল্লাহ পুরস্কার দিন মুহাম্মদ ﷺ-কে আমাদের পক্ষ হতে যে পুরস্কারের তিনি যোগ্য)-এ দোয়া সত্তরজন ফিরিশতাকে একহাজার দিন পর্যন্ত কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয় (অর্থাৎ একহাজার দিন পর্যন্ত এর সওয়াব লিখতে লিখতে ফিরিশতারা হয়রান হয়ে যান) ।

খুবই দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩৬ ।

১০. আনাস হতে মারফূভাবে বর্ণিত । পরস্পরকে ভালোবাসে এমন দুই বান্দা যখন একে অন্যের সাথে সাক্ষাত করে এবং উভয়ে নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করে; তারা উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের উভয়ের আগের এবং পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায় ।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩৭ ।

১১. যে ব্যক্তি বলে : "আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আনযিলহু মাক্বা'আদাল মুক্বাররাব ইনদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ"-তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব ।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩৮ ।

দৃষ্টি আকর্ষণ : বাজারে প্রচলিত কতিপয় পুস্তকে ভিত্তিহীন ফযীলত বর্ণনা সহকারে কতিপয় মনগড়া দরূদ উল্লেখ রয়েছে। দরূদগুলো ভিত্তিহীন বিধায় নির্দিষ্টভাবে সেগুলোর পক্ষে কোন হাদীস গ্রন্থের রেফারেন্স উল্লেখ নেই। যেমন **দরূদে লাকী, দরূদে হাজারী, দরূদে তাজ, দরূদে মাহী, দরূদে খায়ের, দরূদে তুনাজ্জিনা, দরূদে ফুতুহাত, দরূদে রুইয়াতে নবী ﷺ ইত্যাদি**। কোন সহীহ হাদীস এমনকি যঈফ হাদীসেও এসবের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তাই এসব মনগড়া দরূদ পাঠ করলে ফযীলত পাওয়া যাবে না। এছাড়া ফযীলত পেতে হলে মৌলভী, পীর বা পীরের কোন খাসমুরিদকে ডেকে এনে ঘরে ঘরে মিলাদ পড়াও শিরনি বিলাও। প্রচলিত এসব কাজের কোন ভিত্তি নেই। নিছক ব্যবসা ও জন সাধারণকে ধোঁকা দিয়ে পয়সা হাতানোর জন্য এসবের প্রচলন। নবী ﷺ-এর যুগে কিংবা সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈনদের যুগেও এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই এগুলো ফযীলতের কাজ নয় বরং গুনাহের কাজ। এগুলো স্পষ্ট শিরক ও বিদ'আতের নামান্তর। এমনিভাবে গানের সূরে ছন্দ মিলিয়ে **'ইয়া নবী সালামু'আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইয়া হাবীব সালালামু আলাইকা.... ইত্যাদি বলারও কোন ভিত্তি নেই।** কাজেই এগুলো বর্জনীয়। বরং যেসব দরূদ নবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে কেবল সেগুলো পাঠ করলেই দরূদ পাঠের ফযীলত অর্জন করা সম্ভব।

ফাযায়িলে কুরআন

কুরআনের পরিচিতি

আল কুরআন পরিচিতি : اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি আরবী ভাষার একটি ব্যাপক পরিচিতিমূলক শব্দ। قُرْاٰنٌ শব্দটি قَرْاً বা قَرْنٌ শব্দমূল থেকে উৎকলিত। قَرْاً অর্থ পড়া, আবৃত্তি করা, পাঠ করা। قُرْاٰنٌ যদি قَرْاً শব্দ থেকে ধরা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে مَقْرُوْءٌ তথা পঠিত, যাকে পাঠ করা হয়েছে। যেহেতু কুরআন পৃথিবীর সকল ধর্মীয় বা অধর্মীয় তথা যে কোন গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক পড়া হয় তাই কুরআনকে اَلْقُرْاٰنُ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আবার قَرْنٌ অর্থ মিলানো, সংযুক্ত করা, সম্পৃক্ত করা, শিং। আর قُرْاٰنٌ যদি قَرْنٌ শব্দমূল থেকে ধরা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে مَقْرُوْنٌ তথা মিলিত, সংযুক্ত, সম্পৃক্ত ইত্যাদি। যেহেতু কুরআনের একটি অক্ষর আরেকটি অক্ষরের সাথে, একটি শব্দ আরেকটি শব্দের সাথে, একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের সাথে এবং একটি সূরা আরেকটি সূরার সাথে ছন্দের মতো মিল থাকে, তাই কুরআনকে اَلْقُرْاٰنُ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থে اَلْمَنَارُ প্রণেতা বলেন-

هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ.

অর্থ : কুরআন এমন একটি কিতাব যা রাসূল ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ, যাকে মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যা সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন হচ্ছে বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ হতে নাযিলকৃত মানবজাতির জন্য এক মহাপাথেয় যা ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করে এবং মানুষকে সত্যের পথ প্রদর্শন করে। নবী করীম ﷺ-এর অনুপস্থিতিতে এ কুরআনই হলো মানবজাতির দিক-নির্দেশনার একমাত্র সম্বল। কেননা কুরআনই হল রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

قُرْاٰنٌ (শব্দ) সম্বন্ধে اَلرَّائِدُ নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে লিখিত আছে :

قُرْاٰنٌ : ١. مص. قَرَاَ. ٢. اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ. كِتَابُ الْمُسْلِمِيْنَ اَلْمُقَدَّسُ ..

وَهُوَ ١١٤. سُوْرَةٍ مِنْهَا. مَكِيَّةٌ وَ ٢٤. مَدَنِيَّةٌ وَاٰيَاتُهُ ٦٢٣٦ اٰيَةٍ

قُرْاٰنٌ শব্দের অর্থ ১. قَرَاَ ক্রিয়ামূলের مَصْدَرٌ (বিশেষ্য) এর অর্থ পাঠ করা। ২. মুসলিমদের পবিত্র (ধর্ম)গ্রন্থ 'আল কুরআনুল কারীম এতে আছে ১১৪ সূরা (বা অধ্যায়) এর মধ্যে ৯০টি (সূরা) মক্কী এবং (অবশিষ্ট) ২৪টি (সূরা) মাদানি এবং এর আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি।

এখানে এই দ্বিতীয় অর্থটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

اَلْمُنْجِدُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ নামক অভিধানে লিখিত আছে :

قُرْاٰنٌ : كِتَابُ الْمُسْلِمِيْنَ وَيُسَمّٰى اَيْضًا اَلْفُرْقَانَ وَالْكِتَابَ وَالتَّنْزِيْلَ وَالْمُصْحَفَ.

মুসলিমদের (ধর্ম) গ্রন্থ, একে ফুরকান, আল কিতাব, তানযীল ও মুসহাফ নামেও অভিহিত করা হয়।

اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ নামক প্রামাণ্য অভিধানে লিখিত আছে:

اَلْقُرْاٰنَ : كَلَامُ اللهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ ﷺ اَلْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ.

(আল্লাহর) রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এর উপরে অবতীর্ণ আল্লাহর কালাম (বাণী) যা বিভিন্ন মুসহাফে লিখিত আছে।

ইমাম রাগেব ইস্পাহানির জগৎ প্রসিদ্ধ مُفْرَدَاتٌ এর মধ্যে লিখিত আছে :

وَالْقُرْاٰنُ فِي الْاَصْلِ مَصْدَرٌ نَحْوُ كُفْرَانٍ وَرُجْحَانٍ, قَالَ (اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ) (اَلْقِيَامَةُ : ١٨.١٧) وَقَدْ خُصَّ بِالْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ

আর قُرْاٰنٌ শব্দটি মূলত : ক্রিয়ামূল বিশেষ্য, যেমন رُجْحَانٌ ও كُفْرَانٌ (শব্দদ্বয়ের মতো فُعْلَانٌ ওজনে قُرْاٰنٌ শব্দটি গঠিত হয়েছে। আল্লাহর নিম্নোক্ত) বাণী (আয়াত)দ্বয়ে قُرْاٰنٌ শব্দ এর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে :

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ

এখানে قُرْاٰنٌ শব্দটি পাঠ করা বা পঠন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(সূরা ক্বিয়ামাহ : ১৭-১৮)

তাছাড়া মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের (ধর্মগ্রন্থের) ব্যাপারে قُرْاٰنٌ শব্দটি বিশেষভাবে নির্ধারিত করা হয়েছে।

الٓمّٓ . ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

অর্থ : আলিফ লা-ম মী-ম। ২. এটা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ নেই; আর মুত্তাক্বীদের জন্য এটা হিদায়াত বা মুক্তিপথের দিশারী।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১-২)

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

অর্থ : এ কিতাব আমি নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং তার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। (সূরা আনআম : আয়াত-১৫৫)

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ.

অর্থ : এটা মানবমণ্ডলীর জন্যে স্পষ্ট বিবরণ এবং আল্লাহ ভীরুগণের জন্যে পথ-প্রদর্শক ও উপদেশ। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১৩৮)

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ.

অর্থ : (কুরআন) তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে তা উপদেশ স্বরূপ। তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা যুখরুফ : আয়াত-৪৪)

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (সূরা নাহল : আয়াত-৯৮)

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

অর্থ : 'এটা সুলায়মানের নিকট হতে এবং এটা দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (সূরা নামল : আয়াত-৩০)

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ.

অর্থ : পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আলাক : আয়াত-১)

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

অর্থ : কাজেই কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্যে সহজ, তাই পড়বে। (সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত-২০)

وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭৮)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

অর্থ : কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে, সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা কমার : আয়াত-১৭)

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

অর্থ : এটা আমিই অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা ইউসুফ : আয়াত-২)

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا.

অর্থ : আর করআন পাঠ কর ধীরে ধীরে, (থেমে থেমে সুন্দরভাবে)
(সূরা মুয্যাম্মিল : আয়াত-৪)

وَاتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ

অর্থ : তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব হতে পাঠ করে শুনাও। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউই নেই।
(সূরা আল-কাহাফ : আয়াত-২৭)

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ.

অর্থ : আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এ নগরীর প্রতিপালকের ‘ইবাদাত করতে যিনি তাকে করেছেন সম্মানিত। সমস্ত কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যে আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, কুরআন তিলাওয়াত করতে, অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বল, ‘আমি তো কেবল সতর্ককারীদের মধ্যে একজন।’ (সূরা আন-নামল : আয়াত-৯১-৯২)

اُتْلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ ۖ

অর্থ : তুমি পাঠ কর কিতাব হতে যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। এবং সালাত কায়েম কর। (সূরা আনকাবুত : আয়াত-৪৫)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

অর্থ : মু’মিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন সেটা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। (সূরা আনফাল : আয়াত-২)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

অর্থ : আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মু’মিনদের জন্য আরোগ্য ও রাহ্‌মাত। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৮২)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِينَ.

অর্থ : আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম। (সূরা নাহল : আয়াত-৮৯)

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ : কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি। (সূরা আনআম : আয়াত-৩৮)

نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ

অর্থ : আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এ কুরআন প্রেরণ করে; যদিও এটার পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা ইউসুফ : আয়াত-৩)

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

অর্থ : আলিফ-লাম্‌-রা, এ কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোতে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ। (সূরা ইবরাহীম : আয়াত-১)

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমার মনে যেন এ সম্পর্কে কোন সঙ্কোচ না থাকে এর দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-২)

طٰهٰ. مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى. اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى.

অর্থ : ত্বা-হা-, তুমি কষ্ট পাবে এজন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। বরং যে ভয় করে কেবল তার উপদেশ লাভের জন্য। (সূরা ত্বহা : আয়াত-১-৩)

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

অর্থ : যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্যে যাতে তারা চিন্তা করে। (হাশর : আয়াত-২১)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ,

অর্থ : আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই সেটার সংরক্ষক। (সূরা হিজর : আয়াত-৯)

হাদীস

কুরআন তিলাওয়াত করা ও তা শিক্ষা দেয়ার ফযিলত

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ اِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ.

অর্থ : ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এ কিতাব (কুরআন) দ্বারা আল্লাহ অনেক সম্প্রদায়ের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আবার এই কিতাব দ্বারা অনেক সম্প্রদায়ের অপমানিত করেন (তার আদেশ না মানার কারণে)। (মুসলিম : হাদীস- ১৯৩৪/৮১৭)

عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ.

অর্থ : উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।

(সহীহ বুখারী : হাদীস- ৫০২৭/৪৭৩৯)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ.

অর্থ : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে এবং কুরআনের বিশেষজ্ঞ হয়, সে (কিয়ামতের দিন) সম্মানিত নেককার লিপিকার ফেরেশতাগণের সাথে

থাকবে। আর যে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা তিলাওয়াত্ করতে করতে আটকে যায়, তিলাওয়াত করাটা তার জন্য কষ্টকর হয়, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৮৯৮/৭৯৮)

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ.

অর্থ : আবু মূসা আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে তার উপমা হচ্ছে কমলালেবুর মতো। যার সুবাস সুন্দর এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না সে খেজুরের মত। যার ঘ্রাণ নেই কিন্তু তার রয়েছে স্বাদ মিষ্টি। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৫৪২৭, ৫১১১)

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ.

অর্থ : আবু উমামাহ আল-বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো। কারণ কুরআন তার তিলাওয়াতকারীর জন্য ক্বিয়ামাতের দিন সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৯১০/৮০৪)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَاَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ وَلٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করে তার প্রতিদানে সে একটি সাওয়াব পায়। আর প্রতিটি সাওয়াব দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আলিফ-লাম-মীমকে আমি একটি হরফ বলছি না। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।

(তিরমিযী : হাদীস-২৯১০)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ الْقُرْاٰنَ يَلْقٰى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُوْلُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِيْ فَيَقُوْلُ مَا اَعْرِفُكَ فَيَقُوْلُ اَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْاٰنُ الَّذِيْ اَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَاَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَاِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَاِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِيْنِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسٰى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوْمُ لَهُمَا اَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُوْلَانِ بِمَ كُسِيْنَا هٰذِهٖ فَيُقَالُ بِاَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اقْرَاْ وَاصْعَدْ فِيْ دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُوَ فِيْ صُعُوْدٍ مَا دَامَ يَقْرَاُ هَذًّا كَانَ اَوْ تَرْتِيْلًا.

অর্থ : বুরাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে বসা ছিলাম। এ সময় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন যখন কুরআনের ধারক-বাহক কবর থেকে বের হবে তখন কুরআন তার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যেমন দুর্বলতার কারণে মানুষের রং বিবর্ণ হয়ে যায়। কুরআন পাঠকারীকে জিজ্ঞেস করবে : তুমি কি আমাকে চিনতে পারো? সে বলবে, আমি তোমাকে চিনি না। কুরআন পুনরায় জিজ্ঞেস করবে : তুমি কি আমাকে চিনতে পারো? সে বলবে, আমি তোমাকে চিনি না। কুরআন বলবে : আমি তোমার সঙ্গী– সে কুরআন, যে তোমাকে কঠিন গরমের দ্বিপ্রহরে (কুরআনের হুকুম মোতাবেক সিয়াম পালনের মাধ্যমে) পিপাসার্ত রেখেছি এবং রাতে (তিলাওয়াতে মশগুল রেখে) জাগ্রত রেখেছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজ ব্যবসার মাধ্যমে লাভবান হয়ে যায়। আজ তুমি নিজ ব্যবসার দ্বারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে। অতঃপর সাহেবে কুরআনকে ডান হাতে বাদশাহী দেয়া হবে এবং বামহাতে (জান্নাতে) চিরস্থায়ী বসবাসের পরওয়ানা দেয়া হবে। তার মাথায় সম্মানের তাজ রাখা হবে এবং তার পিতা-মাতাকে এমন দু জোড়া পোশাক পরিধান করানো হবে দুনিয়াবাসী

যার মূল্য ধার্য করতে পারবে না। পিতা-মাতা বলবেন : আমাদেরকে এ জোড়া পোশাক কি কারণে পরানো হলো? তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তান কুরআনের ধারক-বাহক হওয়ার কারণে। অতঃপর কুরআনের ধারককে বলা হবে, কুরআন পড়তে থাকো আর জান্নাতের মর্তবা ও বালাখানায় উঠতে থাকো। অতঃপর যতক্ষণ কুরআন পড়তে থাকবে-চাই সে দ্রুত পড়ুক বা ধীরে ধীরে, সে আরোহণ করতে থাকবে।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২২৯৫০/২৩০০০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : يَجِىْءُ الْقُرْاٰنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ : يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضٰى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ : اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ اٰيَةٍ حَسَنَةً.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কুরআন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হয়ে বলবে। হে আমার প্রভু! একে (কুরআনের বাহককে) অলংকার পরিয়ে দিন। অতঃপর তাকে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে আবার বলবে : হে আমার প্রভু! তাকে আরো পোশাক দিন। সুতরাং তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে : হে আমার প্রভু! তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কাজেই তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে : তুমি এক এক আয়াত পাঠ করতে থাকো এবং উপরের দিকে উঠতে থাকো। এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সাওয়াব (মর্যাদা) বৃদ্ধি করা হবে।

(সুনানে তিরমিযী : হাদীস- ২৯১৫)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ.

অর্থ : উকবাহ ইবনু আমির ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : প্রকাশ্যে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য এবং গোপনে কুরআন পাঠকারী গোপনে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য। (আবু দাউদ : হাদীস-১৩৩৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন একটি দল আল্লাহর কোন একটি ঘরে (মসজিদে) একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করলে এবং নিজেদের মধ্যে তার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করলে তাদের উপর অবশ্যই প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে রহমত ঢেকে ফেলে, ফেরেশতাগণ নিজেদের ডানা দিয়ে তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেন এবং আল্লাহর নিকট যারা অবস্থান করেন তাদের মাঝে (অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাঝে) আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। (আবু দাউদ : হাদীস-১৪৫৭,১৪৫৫)

হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلّٰهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ هُمْ ؟ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْاٰنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহর এমন কিছু লোক আছেন যেমন কারো ঘরে বিশেষ লোক থাকে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা! তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আহলে কুরআন (কুরআনের ধারক-বাহকগণ) তারা আল্লাহর ঘরের লোক এবং তার বিশেষ লোক। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-২১৫)

সূরা ফাতিহার ফযিলত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

১. আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।
২. সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।
৩. যিনি পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু।
৪. যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক।
৫. আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।
৬. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।
৭. তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের পথ নয় যাদের প্রতি আপনার গযব পড়েছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট।

হাদীস

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِاَفْضَلِ الْقُرْاٰنِ؟ قَالَ فَتَلَا عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থ : আনাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সূরার সংবাদ দিব না? অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা)। (মুসতাদরেকে হাকেম : হাদীস-২০৫৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اُمُّ الْقُرْاٰنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِيْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সূরা ফাতিহা হলো উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব এবং বারবার পঠিত সাতটি আয়াত। (আবু দাউদ : হাদীস- ১৪৫৯)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اُبَيُّ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَالْتَفَتَ اُبَيٌّ وَلَمْ يُجِبْهُ وَصَلّٰى اُبَيٌّ فَخَفَّفَ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مَا مَنَعَكَ يَا اُبَيُّ اَنْ تُجِيْبَنِيْ اِذْ دَعَوْتُكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ اَفَلَمْ تَجِدْ فِيْمَا اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيَّ اَنَّ { اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ } قَالَ بَلٰى وَلَا اَعُوْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ تُحِبُّ اَنْ اُعَلِّمَكَ سُوْرَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْاِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزَّبُوْرِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ تَقْرَاُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ اَقْرَاُ اُمَّ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا اُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْاِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزَّبُوْرِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَاِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ اُعْطِيْتُهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট গেলেন এবং তাকে ডাকলেন : হে উবাই! উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন সালাত আদায় করছিলেন। তিনি তাঁর দিকে তাকালেন কিন্তু জবাব দিলেন না। তিনি সংক্ষেপে সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওয়া আলাইকুমুস সালাম। হে উবাই! আমি তোমাকে ডাকলে কিসে তোমাকে জবাব দিতে বাধা দিলো? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো সালাতে ছিলাম। তিনি ﷺ বললেন : আল্লাহ আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে তুমি কি এ নির্দেশ পাওনি : "রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে।"

(সূরা আল-আনফাল : ২৪)

তিনি বলেন, হ্যাঁ। আর কোন দিন এরূপ করব না ইনশাআল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি চাও যে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিখাই যার মতে সূরা তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর এমনকি কুরআনেও অবতীর্ণ হয়নি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : তুমি সালাতে কি পাঠ করো? উবাই রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করি। রাসূলুলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ! সূরা ফাতিহার মতে মর্যাদা সম্পন্ন কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর, এমনকি কুরআনেও নাযিল করা হয়নি। এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত সম্বলিত সূরা এবং মহান কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী : হাদীস-২৮৭৫)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيْلَ لاَبِيْ هُرَيْرَةَ اِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَاَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ). قَالَ اللهُ تَعَالَى حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَاِذَا قَالَ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ). قَالَ اللهُ تَعَالَى اَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ. وَاِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ). قَالَ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ اِلَيَّ عَبْدِيْ فَاِذَا قَالَ (اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ). قَالَ هَذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَاَلَ. فَاِذَا قَالَ (اِهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ). قَالَ هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠ করল না তার নামাজ অপূর্ণ, (৩বার) বললেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি তখন তিনি বললেন, মনে মনে পাঠ কর, কেননা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। মহান আল্লাহ বলেন, "আমি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে সালাতকে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে) ভাগ করে নিয়েছি।" আমার বান্দা তাই পাবে যা সে প্রার্থনা করে। বান্দা যখন বলে, "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন"– তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, আর-রাহমানির রহীম"– তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। বান্দা যখন বলে, "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন"- তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন"– তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বণ্টিত এবং আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে তাই তাকে দেয়া হবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, "ইহদিনাস সিরাতল মুস্তাকীম, সীরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্‌দল্লীন"- তখন আল্লাহ বলেন, এর সবই আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা আমার কাছে যা চেয়েছে, তাকে তাই দেয়া হবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৯০৪/৩১৫)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَاَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا اِلَّا اُعْطِيْتَهُ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বসা ছিলেন। এমন সময় উপর থেকে এক বিকট শব্দ হলো। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ আকাশের ঐ দরজাটি খুলে গেছে যা ইতঃপূর্বে কখনো খুলে নি। অতঃপর সেখান থেকে একজন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, আপনি খুশি হোন! এমন দু'টি নূর আপনাকে দেয়া হলো যা ইতিপূর্বে কাউকেও দেয়া হয়নি। তা হলোঃ সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারাহর শেষ আয়াতগুলো। ওর এক একটি অক্ষরের উপর নূর হয়েছে।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৯১৩/৮০৬)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ فَنَزَّلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمُ الْقِرٰى فَلَمْ يَقْرُوْنَا فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَاَتَوْنَا فَقَالُوْا هَلْ فِيْكُمْ مَنْ يُرْقِيْ مِنَ الْعَقْرَبِ؟ قُلْتُ نَعَمْ اَنَا وَلٰكِنْ لَا اَرْقِيْهِ حَتّٰى تُعْطُوْنَا غَنَمًا قَالَ فَاِنَّا نُعْطِيْكُمْ ثَلَاثِيْنَ شَاةً فَقَبِلْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرَأَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ قَالَ فَعَرَضَ فِيْ اَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا تَعْجَلُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِيْ صَنَعْتُ قَالَ وَمَا عَلِمْتَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اَقْبِضُوا الْغَنَمَ وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ.

অর্থ : আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে একটি সামরিক অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা একটি জনপদে পৌঁছে তাদের কাছে মেহমানদারী প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তারা আমাদেরকে মেহমানদারী করলো না। এমতাবস্থায় তাদের গোত্র প্রধানকে বিচ্ছু দংশন করে। তারা আমাদের কাছে এসে বলে তোমাদের মধ্যে বিচ্ছু দংশনকারীকে ঝাড়ফুঁক করার মতে লোক আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি নিজেই। কিন্তু তোমরা আমাদেরকে এক পাল বকরী না দিলে আমি ঝাড়ফুঁক করতে রাজি নই। তারা বললো, আমরা তোমাদের ত্রিশটি বকরী

দিবো। আমরা এ প্রস্তাবে সম্মত হলাম। আমি সাতবার সূরা ফাতিহা পড়ে তাকে ঝাড়ফুঁক করলাম। ফলে সে দংশনমুক্ত হলো এবং আমরা বকরীগুলো হস্তগত করলাম। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের মনে সন্দেহ জাগলো। কাজেই আমরা বললাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে তাহাহুড়া করলাম না। অতঃপর আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে আমি যা করেছি তা তাঁকে জানালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "এটা যে রুক্বিয়্যাহ (পড়ে ফুঁ দেয়ার সূরা) তা তুমি কেমন করে জানলে? বকরীগুলো হস্তগত করো এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ দিও।" (তিরমিযী: হাদীস-২০৬৩)

সূরা বাকারার ফযিলত

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَاُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে গোরস্থানে পরিণত করো না। যে ঘরে সূরা বাকারাহ পাঠ করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে। (মুসলিম : হাদীস-১৮৬০/৭৮০)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَعَلَّمُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা ﷺ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : তোমরা সূরা বাকারাহ শিক্ষা করো; কেননা এ শিক্ষাতে (পাঠে) বরকত ও কল্যাণ আছে এবং তা পরিত্যাগ করাতে রয়েছে অতি বেদনা ও আফসোস। এর শক্তি বাতিলপন্থী যাদুরকদেরও নেই।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২৩০৪৯/২৩০২৫)

عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَاُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ اِذْ جَالَتْ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ فَقَرَاَ فَجَالَتْ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتْ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَاَ فَجَالَتْ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيْبًا مِنْهَا فَاَشْفَقَ اَنْ تُصِيْبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَاْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اقْرَاْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَاْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَاَشْفَقْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْ تَطَاَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَرَفَعْتُ رَاْسِىْ فَانْصَرَفْتُ اِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَاْسِىْ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا اَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِىْ مَا

ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ اِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ.

অর্থ : উসাইদ ইবনে হুদাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একরাতে তিনি সূরা বাকারা পড়া আরম্ভ করেন। হঠাৎ তার পাশে বাঁধা তার ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করে। তিনি পড়া বন্ধ করলে ঘোড়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি পুনরায় পড়তে শুরু করলে ঘোড়া আবারো লাফাতে শুরু করে এবং পড়া বন্ধ করলে ঘোড়া থেমে যায়। তৃতীয়বারও এমনটি ঘটে। ঘোড়াটির পাশে তার শিশু পুত্র ইয়াহইয়া শুয়ে ছিল। তিনি ভয় পেলেন, না জানি ছেলের গায়ে আঘাত লেগে যায়। কাজেই তিনি পড়া বন্ধ করে ছেলেকে উঠিয়ে নিলেন। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘোড়া চমকে উঠার কারণ বুঝতে পারলেন। অতঃপর সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি জানালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে উসাইদ! তুমি পড়তেই থাকতে! উসাইদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তৃতীয়বারের পরে ছেলে ইয়াহইয়ার জন্য পড়া বন্ধ করেছিলাম। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছায়ার মত একটা জ্যোতির্ময় জিনিস দেখতে পাই এবং তা দেখতে দেখতেই উপরের দিকে উঠে শূন্যে মিলিয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জানো সেটা কি ছিল? তাঁরা ছিলেন গগণ বিদারী অগণিত জ্যোতির্ময় ফেরেশতা। তোমার পড়া শুনে তাঁরা নেমে এসেছিলেন। যদি তুমি পড়া বন্দ না করতে তাহলে তাঁরা সকাল পর্যন্ত এভাবেই থাকতেন এবং মদীনার সকল লোক তা দেখে চক্ষু জুড়াতো। একটি ফেরেশতাও তাদের দৃষ্টির অন্তরাল হতো না।

(বুখারী : হাদীস-৪৭৩০,৫০১৮)

আয়াতুল কুরসীর ফযিলত

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

অর্থ : আল্লাহ তিনি, যিনি ব্যতীত কোন (প্রকৃত) উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। তন্দ্রা এবং নিদ্রা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন ততটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানসমূদ্র হতে তারা কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না। তার সিংহাসন আসমান ও যমীনকে বেষ্টন করে আছে। আর সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে মোটেই ক্লান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৫)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اُبَيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاَلَهٗ اَيُّ اٰيَةٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ اَعْظَمُ؟ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَرَدَّدَهَا مِرَارًا ثُمَّ قَالَ اُبَيٌّ اٰيَةُ الْكُرْسِيِّ قَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ اَبَا الْمُنْذِرِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর কিতাবে সর্বাপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন আয়াত কোনটি? জবাবে উবাই বললেন, আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবারো এটা জিজ্ঞেস করেন। তাকে বারবার প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, আয়াতুল কুরসী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : হে আবুল মুনযির! আল্লাহ তোমার জ্ঞানে বরকত দান

করুন। সেই সত্ত্বার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ "এর জিহ্বা হবে, ওষ্ঠ হবে এবং এটা প্রকৃত বাদশার পবিত্রতা বর্ণনা করবে ও আরশের পায়ার কাছে লেগে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২১২৭৮/২১৩১৫)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ﷺ مَنْ قَرَاَ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَحِلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا الْمَوْتُ.

অর্থ : আবু উমামাহ আল-বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছুই তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা হয়ে থাকবে না। (ইবনুস সুন্নী হা : ১২০)

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اسْمُ اللهِ الْاَعْظَمُ فِىْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ) وَفَاتِحَةُ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ (الٓمّٓ اَللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ.

অর্থ : আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসমে আযম এ দু'টি আয়াতে রয়েছে : (এক) তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তিনি অতি দয়ালু মেহেরবান।

(সূরা বাকারাহ : ১৬৩)

(দুই) সূরা আলে-ইমরানের প্রথমাংশ, আলিফ-লাম-মীম, তিনিই সেই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।

(আবু দাউদ : হাদীস-১৪৯৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللهِ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ اِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ وَلِىْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ

قَالَ اَمَا اِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعْنِىْ فَاِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ لَا اَعُوْدُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ اَمَا اِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَهٰذَا اٰخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ اَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ قَالَ دَعْنِىْ اُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَاْ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ { اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ } حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ فَاِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ اَنَّهُ يُعَلِّمُنِىْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِى اللّٰهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ مَا هِىَ قُلْتُ قَالَ لِىْ اِذَا اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَاْ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ مِنْ اَوَّلِهَا حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ { اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ } وَقَالَ لِىْ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ وَكَانُوْا اَحْرَصَ شَىْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَا اِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে রমযানের যাকাতের প্রহরী নিযুক্ত করেন। আমার কাছে এক আগমনকারী এসে ঐ মাল থেকে কিছু কিছু করে উঠিয়ে নিয়ে সে তার চাদরে জমা করতে থাকে। আমি তাকে ধরে ফেলি এবং বলি, তোমাকে

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাবো। সে বললো, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুবই অভাবী লোক। তখন আমি তাকে ছেড়ে দেই। সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার ভীষণ অভাবের অভিযোগ করায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই আমি তাকে ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথায় বুঝলাম যে, সে সত্যিই আবার আসবে। আমি পাহারা দিতে থাকলাম। সে এলো এবং খাদ্য উঠাতে থাকলো। আমি আবার তাকে ধরে ফেলে বললাম, তোমাকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাবো। সে আবার পূর্বোক্ত কথাই বললো, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি খুবই অভাবী। তার প্রতি আমার দয়া হলো। কাজেই তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার রাতের বন্দীটির কি করেছো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে অভাবের অভিযোগ করায় আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে। আমি আবার তৃতীয় রাতে পাহারা দেই।

অতঃপর সে এসে খাদ্য উঠাতে থাকলো। আমি তাকে বলি : এটাই তৃতীয়বার এবং এবারই শেষ। তুমি বার! বার! বলছো যে, আর আসবে না, অথচ আবার আসছো। সুতরাং তোমাকে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাবো। তখন সে বললো, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন কতগুলো কথা শিখিয়ে দিচ্ছি যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনার উপকার সাধন করবেন। আমি বললাম, ঐগুলো কী? সে বললো : "যখন আপনি বিছানায় শয়ন করবেন তখন আয়াতুল কুরসী শেষ পর্যন্ত পাঠ করবেন। এতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন আপনার রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং সকাল পর্যন্ত আপনার সামনে কোন শয়তান আসতে পারবে না।" তারা ভালো জিনিসের প্রতি খুবই লোভাতুর। অতঃপর (আবু হুরায়রা থেকে এ কথাগুলো শুনার পর) নবী ﷺ বললেন : সে চরম মিথ্যাবাদী হলেও এটা সে সত্যই বলেছে। হে আবু হুরায়রা! তুমি তিনরাত কার সাথে কথা বলেছো তা কি জানো? আমি বললাম, না। তিনি ﷺ বললেন : সে শয়তান। (সহীহ বুখারী : হাদীস-২৩১১)

সূরা বাকারার শেষ দু আয়াতের ফযিলত

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ٭ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ٚ وَ اغْفِرْ لَنَا ٚ وَ ارْحَمْنَا ٚ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

অর্থ : রাসূল বিশ্বাস করেছেন যা তার রবের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এবং ঈমানদাররাও। প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং তারা বলেছেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা চাই। আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন স্থল।

আল্লাহ সামর্থ্যের বাহিরে কাউকে দায়িত্ব দেন না। সে যা ভালো করেছে তা তার কল্যাণে আসবে এবং যা মন্দ করেছে তা তার বিপক্ষে আসবে। হে আমাদের রব! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেবেন না যা আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর দিয়েছেন। আর আমাদের উপর এমন ভার দেবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদেরকে মুক্তি দান করুন, ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে কাফিরদের উপর সাহায্য করুন। (বাকারা-২৮৫-২৮৬)

হাদীস

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَاَ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

অর্থ : আবু মাসউদ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (আবু দাউদ : হাদীস-১৩৯৯,১৩৯৭)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِاَلْفَيْ عَامٍ فَاَنْزَلَ مِنْهُ اٰيَتَيْنِ فَخَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقْرَاٰنِ فِيْ دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا الشَّيْطَانُ.

অর্থ : নু'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ আসমান যমীন সৃষ্টির দুহাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব থেকে দু'টি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। সে দু'টি আয়াতের মাধ্যমেই সুরা বাকারা সমাপ্ত করা হয়েছে। যে ঘরে তিনরাত এ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করা হয় শয়তান সেই ঘরের সামনে আসতে পারে না। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৮৪১৪/১৮৪৩৮)

عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَاْتِى الْقُرْاٰنَ وَاَهْلُهُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ قَالَ نَوَّاسٌ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ اَمْثَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ تَاْتِيَانِ كَاَنَّهُمَا غَيَابَتَانِ وَبَيْنَهُمَا شَرْقٌ اَوْ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ سَوْدَوَانِ اَوْ كَاَنَّهُمَا ظُلَّةٌ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُجَادِلَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا.

অর্থ : নাওয়াস ইবনে সাম'আন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআন ও কুরআনের ধারক-বাহকগণ কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান তাদের আগে আগে থাকবে। নাওয়াস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টি সূরা আগমনের তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন, আমি সেগুলো এখনো ভুলিনি। তিনি বলেছেন : এ দুটি সূরা ছায়ার মতো আসবে এবং উভয়ের মাঝে আলো থাকবে : এ দু'টি সূরা কালো মেঘমালার ন্যায়। অথবা ডানা বিস্তারকারী পাখির ন্যায় আসবে এবং তাদের সাথীর পক্ষ হয়ে বিতর্ক করবে। (তিরমিযী -২৮৮৩)

সূরা মূলকের ফযিলত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرُ ﴿١﴾ الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ﴿٢﴾ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِیْرٌ ﴿٤﴾ وَ لَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْحَ وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّیٰطِیْنِ وَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیْرِ ﴿٥﴾ وَ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِیْرُ ﴿٦﴾ اِذَاۤ اُلْقُوْا فِیْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِیْقًا وَّ هِیَ تَفُوْرُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ كُلَّمَاۤ اُلْقِیَ فِیْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمْ یَاْتِكُمْ نَذِیْرٌ ﴿٨﴾ قَالُوْا بَلٰی قَدْ جَآءَنَا نَذِیْرٌ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ كَبِیْرٍ ﴿٩﴾ وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِیْۤ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ﴿١٠﴾ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ﴿١١﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِیْرٌ ﴿١٢﴾ وَ اَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾ اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ ﴿١٤﴾ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ وَ اِلَیْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِی السَّمَآءِ اَنْ یَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِیَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِی السَّمَآءِ اَنْ یُّرْسِلَ

عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّ
يَقْبِضْنَ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَیْءٍۢ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾ اَمَّنْ هٰذَا
الَّذِیْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِیْ
غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِیْ عُتُوٍّ وَّ
نُفُوْرٍ ﴿٢١﴾ اَفَمَنْ يَّمْشِیْ مُكِبًّا عَلٰی وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤی اَمَّنْ يَّمْشِیْ سَوِيًّا عَلٰی
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ
الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی
الْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَ اِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾
فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ قِيْلَ هٰذَا الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهٖ
تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِیَ اللّٰهُ وَ مَنْ مَّعِیَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ
يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ
مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠٪﴾

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. বরকতময় সেই সত্তা, যাঁর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব; তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

২. তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাতটি আকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখো, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?

৪. অতঃপর তুমি দুই বার করে দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।

৫. আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা (তারকারাজী) দ্বারা আর ওগুলোকে শয়তানদেরকে প্রহার করার উপকরণ করেছি এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নামের আযাব।

৬. আর যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব, ওটা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

৭. যখন তারা তাতে (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা তার গর্জনের শব্দ শুনবে, আর ওটা টগবগ করে ফুটবে।

৮. অত্যধিক ক্রোধে তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে- তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?

৯. তারা উত্তরে বলবে, হ্যাঁ আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম- আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা তো মহাগুমরাহীতে রয়েছো।

১০. এবং তারা আরো বলবে- যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।

১১. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। সুতরাং অভিশাপ জাহান্নামবাসীদের জন্য!

১২. যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১৩. তোমরা তোমাদের কথা চুপে চুপে বল অথবা উচ্চ স্বরে বল, তিনি তো অন্তরের গোপনীয়তা সম্পর্কেই সর্বজ্ঞ।

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, ভালোভাবে অবগত।

১৫. তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে চলাচলের উপযোগী করেছেন; অতএব তোমরা ওর দিক-দিগন্তে ও রাস্তাসমূহে বিচরণ কর এবং তাঁর দেওয়া রিযিক হতে আহার কর, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১৬. তোমরা কি নিরাপত্তা পেয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না? তখন ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে।

১৭. অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী বাতাস প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে, কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী!

১৮. আর তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল; ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার শাস্তি?

১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উপরে পাখিসমূহের প্রতি, যারা ডানা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

২০. দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্য বাহিনী আছে কি, যারা তোমাদের সাহায্য করবে? কাফিররা তো ধোঁকায় পড়ে আছে মাত্র।

২১. এমন কে আছে যে, তোমাদেরকে রিযিক দান করবে, তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন? বস্তুতঃ তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় ডুবে রয়েছে।

২২. যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সঠিক পথপ্রাপ্ত, না কি সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?

২৩. বলুন তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।

২৪. বলুন তিনিই পৃথিবী ব্যাপী তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

২৫. আর এরা বলে তোমরা যদি সত্যবাদী হও (তবে বল) এই প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে?

২৬. বলুন, এ জ্ঞান শুধু আল্লাহরই নিকট আছে; আমি স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

২৭. যখন ওটা নিকটে দেখবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এটাই তোমরা দাবী করতে।

২৮. বলুন তোমরা ভেবে দেখেছো কি? যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি রহম করেন তবে কাফেরদের কে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে?

২৯. বলুন, তিনিই দয়াময়, আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখেছি এবং তাঁরই উপর ভরসা করেছি, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।

৩০. বলুনঃ তোমরা ভেবে দেখেছো কি? যদি তোমাদের পানি ভূ-গর্ভের তলদেশে চলে যায় তবে কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবাহমান পানি?

হাদীস

عَنْ جَابِرٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَاَ (الم * تَنْزِيْلُ) وَ تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

অর্থ : জাবির ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ সূরা আলিফ লাম মীম তানযীল আস-সেজদাহ্ ও সূরা মূলক না পড়ে ঘুমাতেন না। (তিরমিযি : হাদীস-২৮৯২)

عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَنْ قَرَاَ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَتَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كُتِبَ لَهُ سَبْعُوْنَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا سَبْعُوْنَ سَيِّئَةً وَرُفِعَ لَهُ بِهَا سَبْعُوْنَ دَرَجَةً.

অর্থ : কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তানযীল আস-সেজদাহ ও সূরা মূলক পাঠ করে তার জন্য সত্তরটি সাওয়াব লিখা হয়, সত্তরটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং তার জন্য সত্তরটি মর্যাদা সমুন্নত করা হয়। (সুনানে দারেমী : হাদীস-৩৪০৯,৩৪৫২)

عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْفُوْعًا : سُوْرَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা মূলক (তিলাওয়াতকারীকে) কবরের আযাব থেকে প্রতিরোধকারী। (সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ-১১৪০)

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُوْرَةٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هِيَ اِلَّا ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتّٰى اَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ وَهِيَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ.

৫৫১. আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআনের এমন একটি সূরা রয়েছে, যার আয়াত সংখ্যা ৩০টি যা তার পাঠকারীর জন্য বিতর্ক করবে এমনকি জান্নাতে পৌঁছে দেবে। আর সেটি হলো সূরা মূলক। (ত্বাবারানীর সাগীর-৪৯১,৪৯০)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اَنَّهُ قَالَ اِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْاٰنِ ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআনের ত্রিশ আয়াত সম্বলিত একটি সূরা আছে যা কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ সূরাটি হলো 'তাবারকাল্লাযি বিইয়াদিহিল মূলক।" (মুসানদে আহমদ : হাদীস-৭৯৭৫, ৭৯৬২)

সূরা আল-কাহাফ এর ফযিলত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ﴿١﴾
قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ
الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ﴿٣﴾ وَّيُنْذِرَ
الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ
كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ
نَّفْسَكَ عَلٰٓی اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴿٦﴾ اِنَّا جَعَلْنَا
مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ
مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ﴿٨﴾ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ
كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ اِذْ اَوَی الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا
مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلٰٓی اٰذَانِهِمْ فِی
الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَیُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰی لِمَا
لَبِثُوْٓا اَمَدًا ﴿١٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا
بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًی ﴿١٣﴾ وَّرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۠ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا
﴿١٤﴾ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ
بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾ وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا
يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ

لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾ وَ تَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ
كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ اِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِیْ فَجْوَةٍ
مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ
تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾ وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ ٭ۖ وَّ نُقَلِّبُهُمْ
ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ ٭ۖ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ
اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾ وَ كَذٰلِكَ
بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا
يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ
بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾ اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ
يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِیْ مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوْۤا اِذًا اَبَدًا ﴿٢٠﴾ وَ كَذٰلِكَ
اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ٭ اِذْ
يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ
قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰۤى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾ سَيَقُوْلُوْنَ
ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِالْغَيْبِ ۚ وَ
يَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ رَّبِّیْۤ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا
قَلِيْلٌ ۫ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّ لَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا
﴿٢٢﴾ وَ لَا تَقُوْلَنَّ لِشَایْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۫ وَ
اذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّیْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا

﴿٢٤﴾ وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُ
اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ
دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۡ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾ وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ
كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ
نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا
تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ
عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ
رَّبِّكُمْ ۣ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ
اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۭ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ۭ
بِئْسَ الشَّرَابُ ۭ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ
عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ
يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۭ
نِعْمَ الثَّوَابُ ۭ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا
لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا
﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا
نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ
مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ
تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ

لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ
بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ
اللّٰهُ رَبِّىْ وَ لَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّىْۤ اَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَ لَوْ لَاۤ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ
اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسٰى رَبِّىْۤ
اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَ يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ
صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَ
اُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَاۤ اَنْفَقَ فِيْهَا وَ هِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى
عُرُوْشِهَا وَ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّىْۤ اَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ
يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ
الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾ وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا
تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ
زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ
اَمَلًا ﴿٤٦﴾ وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ
نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا
خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۢ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَ وُضِعَ
الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا
الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ
وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾ وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۭ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗٓ
اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۭ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾ مَآ
اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۠ وَ مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ
الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَ يَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَ رَاَ
الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَ لَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا
﴿٥٣٪﴾ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۭ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ
اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَ
يَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا
﴿٥٥﴾ وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۚ وَ يُجَادِلُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَ مَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا
﴿٥٦﴾ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ
يَدٰهُ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَ اِنْ
تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَ رَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو
الرَّحْمَةِ ۭ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۭ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ
يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَ تِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَ جَعَلْنَا
لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩٪﴾ وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ
الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا
فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۡ

لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ
فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۫ وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ
فِي الْبَحْرِ ٭ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ٭ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا
قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ
مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ
رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا
لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ
اَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ
ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا
لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ
مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ
عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا
زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ
تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ
قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ۨ
اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ
فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَ
بَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ اَمَّا السَّفِيْنَةُ

فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ
يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ
اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ
زَكٰوةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ
وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَ
يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ٭ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ
مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا
عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ
سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا
تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۬ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ
تُعَذِّبَ وَ اِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ
نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨ الْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ
اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ
نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذٰلِكَ ؕ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا
﴿٩١﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا
قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ
مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا
وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ

بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ
الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِيْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا
﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هٰذَا
رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾ وَ
تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا
﴿٩٩﴾ وَّ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِيْنَ كَانَتْ
اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَ كَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾ اَفَحَسِبَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْۤ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ ؕ
اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ
صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا
وَ اتَّخَذُوْۤا اٰيٰتِيْ وَ رُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا
حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ
تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তাতে তিনি বক্রতা রাখেননি;

২. একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য, এবং মু'মিনগণ, যারা সৎকর্ম করে, তাদেরকে এ সুসংবাদ দিবার জন্য যে, তাদের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার,

৩. যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী,

৪. এবং সতর্ক করার জন্য তাদেরকে যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন,

৫. এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কী সাংঘাতিক! তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।

৬. তারা এ বাণী বিশ্বাস না করলে সম্ভবত তাদের পিছনে ঘুরিয়ে তুমি দুঃখে আত্ম-বিনাশী হয়ে পড়বে।

৭. পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে উহার শোভা করেছি, মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।

৮. এবং তার উপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত করব।

৯. তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?

১০. যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করো।'

১১. তারপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম,

১২. পরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম জানার জন্য যে, দু' দলের মধ্যে কোন্‌টি তাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

১৩. আমি তোমার নিকট তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি, তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম,

১৪. এবং আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল, 'আমাদের প্রতিপালক! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক! আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহ্কে আহ্বান করব না; যদি করে বসি, তবে সেটা অতিশয় গর্হিত হবে।

১৫. 'আমাদেরই এ স্বজাতিগণ, তাঁর পরিবর্তে অনেক ইলাহ্ গ্রহণ করেছে। এরা এ সমস্ত ইলাহ্ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে?'

১৬. তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের হতে ও তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের 'ইবাদাত করে তাদের হতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।

১৭. তুমি দেখতে পেতে-তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলে যায় এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করে বাম পার্শ্ব দিয়ে, এ সমস্ত আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।

১৮. তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডান দিকে ও বাম দিকে এবং তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে তুমি পিছন ফিরে পলায়ন করতে ও তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

১৯. এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল, 'তোমরা

কত কাল অবস্থান করেছ?' কেউ কেউ বলল, 'আমরা অবস্থান করেছি এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।' কেউ বলল, 'তোমরা কত কাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ করো। সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম ও সেটা হতে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়।

২০. 'তারা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনও সাফল্য লাভ করবে না।'

২১. এভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং ক্বিয়ামতের কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বলল, 'তাদের উপর সৌধ নির্মাণ করো।' তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয় ভালো জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বলল, 'আমরা তো নিশ্চয়ই তাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করব।'

২২. কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর' এবং কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর', অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল কুকুর।' বলুন, 'আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন'; তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করো না এবং এদের কাউকেও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না।

২৩. কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলবে না, "আমি সেটা আগামীকাল করব।

২৪. 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' এ কথা না বলে।' যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো এবং বল, 'সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে এটা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথনির্দেশ করবেন।'

২৫. তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শত বৎসর, আরও নয় বৎসর।

২৬. তুমি বলো, 'তারা কত কাল ছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন', আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ব্যতীত তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই। তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।

২৭. তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব হতে পাঠ করে শুনাও। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউই নেই। তুমি কখনই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাবে না।

২৮. তুমি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। তুমি তার আনুগত্য কর না–যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।

২৯. বলো, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।' আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে; এটা নিকৃষ্ট পানীয়! আর জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়!

৩০. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে–আমি তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না–যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে।

৩১. তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র ও তথায় সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল!

৩২. তুমি তাদের নিকট পেশ করো দু' ব্যক্তির উপমা। তাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি আঙ্গুর-উদ্যান এবং এ দু'টিকে আমি খেজুর

বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র।

৩৩. উভয় উদ্যানই ফলদান করত এবং এতে কোন ত্রুটি করত না আর উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর।

৩৪. এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার অপেক্ষা শক্তিশালী।'

৩৫. এভাবে নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, 'আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে;

৩৬. 'আমি মনে করি না যে, কিয়ামাত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।'

৩৭. তদুত্তরে তার বন্ধু তাকে বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে?'

৩৮. 'কিন্তু তিনিই আল্লাহ, আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।'

৩৯. 'তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, 'আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই?' তুমি যদি ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে করো।

৪০. 'তবে হয়তো আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হতে নির্ধারিত বিপর্যয় প্রেরণ করবেন, যার ফলে সেটা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে।

৪১. 'অথবা উহার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনও সেটা সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।'

৪২. তার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য আক্ষেপ করতে লাগল যখন সেটা মাচানসহ

ভূমিস্যাৎ হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, 'হায়, আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম!'

৪৩. আর আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না।

৪৪. এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব আল্লাহরই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৪৫. তাদের নিকট পেশ করো উপমা পার্থিব জীবনের, এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, অতঃপর সেটা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৪৬. ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা; এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।

৪৭. স্মরণ করো, যেদিন আমি পর্বতমালাকে করব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন তাদের সকলকে আমি একত্র করব এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দিব না,

৪৮. এবং তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে, 'তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ, অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি কখনও উপস্থিত করব না।'

৪৯. এবং উপস্থিত করা হবে 'আমালনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধিগণকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না; বরং এটা সমস্ত হিসেব রেখেছে।' তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি যুলুম করেন না।

৫০. এবং স্মরণ করো, আমি যখন ফিরিশ্‌তাগণকে বলেছিলাম, 'আদমের প্রতি সাজ্‌দাহ্ করো', তখন তারা সকলেই সাজ্‌দাহ্ করল ইব্‌লীস

ব্যতীত; সে জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? তারা তো তোমাদের শত্রু। যালিমদের এ বিনিময় কতইনা নিকৃষ্ট।

৫১. আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে তাদেরকেও সৃষ্টি করার সময় বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করার নই।

৫২. এবং সে দিনের কথা স্মরণ করো, যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে আহ্বান করো।' তারা তখন তাদেরকে আহ্বান করবে কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না এবং তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিব এক ধ্বংস-গহ্বর।

৫৩. অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে, তারা তথায় পতিত হচ্ছে এবং তারা সেটা হতে কোন পরিত্রাণস্থল পাবে না।

৫৪. আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।

৫৫. যখন তাদের নিকট পথনির্দেশ আসে তখন মানুষকে ঈমান আনা এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হতে বিরত রাখে কেবল এটা যে, তাদের নিকট পূর্ববর্তীদের বেলায় অনুসৃত রীতি আসুক অথবা আসুক তাদের নিকট সরাসরি 'আযাব।

৫৬. আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলগণকে পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু কাফিরগণ মিথ্যা অবলম্বণে বিতণ্ডা করে সেটা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যার দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সে সমস্তকে তারা বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে।

৫৭. কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে যদি সেটা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় তবে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে

এবং তাদের কানে বধিরতা আঁটিয়ে দিয়েছি। তুমি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনও সৎপথে আসবে না।

৫৮. এবং তোমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান, তাদের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইতেন, তবে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুতি মুহূর্ত, যা হতে তারা কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

৫৯. ঐসব জনপদ-তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা সীমালংঘন করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।

৬০. স্মরণ করো, যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'দু' সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছিয়ে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।'

৬১. তারা উভয়ে যখন দু' সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছাল তারা নিজেদের মৎস্যের কথা ভুলে গেল; সেটা সুড়ঙ্গের মতো নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।

৬২. যখন তারা আরো অগ্রসর হলো মূসা তার সঙ্গীকে বলল, 'আমাদের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

৬৩. সে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মৎস্যের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই সেটার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মৎস্যটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নামিয়ে গেল সমুদ্রে।'

৬৪. মূসা বলল, 'আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম।' অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল।

৬৫. অতঃপর তারা সাক্ষাত পেল আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের, যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।

৬৬. মূসা তাকে বলল, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন, এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি?'

৬৭. সে বলল, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না,

৬৮. 'যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন কেমন করে?'

৬৯. মূসা বলল, 'আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।'

৭০. তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আপনি যদি আমার অনুসরণ করবেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।'

৭১. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল, পরে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে সেটা বিদীর্ণ করে দিল। মূসা বলল, 'আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দেবার জন্য সেটা বিদীর্ণ করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!'

৭২. সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?'

৭৩. মূসা বলল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।'

৭৪. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল, চলতে চলতে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাত হলে সে তাকে হত্যা করল। তখন মূসা বলল, 'আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।'

৭৫. সে বলল, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?

৭৬. মূসা বলল, 'এরপর, যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার 'ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।

৭৭. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল; চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছিয়ে তাদের নিকট খাদ্য চাইল; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তথা তারা

এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে তাকে সুদৃঢ় করে দিল। মূসা বলল, 'আপনি তো ইচ্ছা করলে এটার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।'

৭৮. সে বলল, 'এখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো; যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

৭৯. 'নৌকাটির ব্যাপারে–এটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে; কারণ তাদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগে সকল নৌকা ছিনিয়ে নিত।

৮০. 'আর কিশোরটি, তার পিতা-মাতা ছিল মু'মিন। আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে।

৮১. 'অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক যেন তাদেরকে এর পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর।

৮২. 'আর ঐ প্রাচীরটি, এটা ছিল নগরবাসী দু' পিতৃহীন কিশোরের, এটার নিম্ন দেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হতে কিছু করিনি; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা।'

৮৩. তারা তোমাকে যুল-কারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, আমি তোমাদের নিকট তার বিষয় বর্ণনা করব।

৮৪. আমি তো তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।

৮৫. অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করল।

৮৬. চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌছাল তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখল এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমি বললাম, 'হে যুল-কার্‌নাইন!

তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা এদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।'

৮৭. সে বলল, 'যে কেউ সীমালজ্ঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিব, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

৮৮. 'তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলব।'

৮৯. আবার সে এক পথ ধরল,

৯০. চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছাল তখন সে দেখল সেটা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্যতাপ হতে কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি;

৯১. প্রকৃত ঘটনা এটাই, তার নিকট যা কিছু ছিল আমি সম্যক অবগত আছি।

৯২. আবার সে এক পথ ধরল,

৯৩. চলতে চলতে সে যখন দু' পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছাল তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা কোন কথা বুঝার মতো ছিল না।

৯৪. তারা বলল, 'হে যুল-কার্নাইন! ইয়াজূজ ও মাজূজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে খরচ দিব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবেন'?

৯৫. সে বলল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তাই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দিব।

৯৬. 'তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ আনয়ন করো', অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দু' পর্বতের সমান হলো তখন সে বলল, 'তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাকো।' যখন সেটা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হলো, তখন সে বলল, 'তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন করো, আমি সেটা ঢেলে দেই এটার উপর।'

৯৭. এরপর তারা সেটা অতিক্রম করতে পারল না এবং সেটা ভেদও করতে পারল না।

৯৮. সে বলল, 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।'

৯৯. সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব এ অবস্থায় যে, একদল আর একদলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্র করব।

১০০. এবং সেদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব কাফিরদের নিকট,

১০১. যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অক্ষম।

১০২. যারা কুফরী করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি কাফিরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।

১০৩. বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের?'

১০৪. তারাই তারা, 'পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্মই করছে,

১০৫. 'তারাই তারা, যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়; সুতরাং কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য ওজনের কোন ব্যবস্থা রাখবো না।'

১০৬. 'জাহান্নাম—এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয়স্বরূপ।'

১০৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান,

১০৮. সেথায় তারা স্থায়ী হবে, সেটা হতে স্থানান্তর কামনা করবে না।

১০৯. বলুন 'আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে– আমরা এটার সাহায্যার্থে এটার অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও।'

১১০. বলো, 'আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের 'ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে।'

হাদীস

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

অর্থ : আবুদ দারদা ؓ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনাহ হতে নিরাপদ রাখা হবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৮০৯)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

অর্থ : আবু সাঈদ আল-খুদরী ؓ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার ঈমানের নূর এক জুমু'আ হতে আরেক জুমু'আহ পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।

(সহীহ আত তারগীব-৭৩৬)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْ وَتَدْنُوْ وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْاٰنِ.

অর্থ : বারাআ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একলোক সূরা কাহাফ পাঠ করছিলো। আর তার পাশে রশি দ্বারা ঘোড়া বাধা ছিল। হঠাৎ সে দেখলো, তার পশু লাফাচ্ছে। সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মেঘমালা বা ছায়ার মতো কিছু দেখতে পেল। লোকটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি বললো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটা হলো বিশেষ প্রশান্তি, যা কুরআনের সাথে বা কুরআনের উপর নাযিল হয়েছে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৫০১১)

সূরা ইয়াসীন এর ফযিলত

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

يٰسٓ ﴿١﴾ وَ الۡقُرۡاٰنِ الۡحَكِيۡمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ
مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿٤﴾ تَنۡزِيۡلَ الۡعَزِيۡزِ الرَّحِيۡمِ ﴿٥﴾ لِتُنۡذِرَ قَوۡمًا مَّاۤ اُنۡذِرَ
اٰبَآؤُهُمۡ فَهُمۡ غٰفِلُوۡنَ ﴿٦﴾ لَقَدۡ حَقَّ الۡقَوۡلُ عَلٰۤى اَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا
يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿٧﴾ اِنَّا جَعَلۡنَا فِيۡۤ اَعۡنَاقِهِمۡ اَغۡلٰلًا فَهِىَ اِلَى الۡاَذۡقَانِ فَهُمۡ
مُّقۡمَحُوۡنَ ﴿٨﴾ وَ جَعَلۡنَا مِنۡۢ بَيۡنِ اَيۡدِيۡهِمۡ سَدًّا وَّ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ سَدًّا
فَاَغۡشَيۡنٰهُمۡ فَهُمۡ لَا يُبۡصِرُوۡنَ ﴿٩﴾ وَ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ اَمۡ لَمۡ
تُنۡذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿١٠﴾ اِنَّمَا تُنۡذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكۡرَ وَ خَشِىَ الرَّحۡمٰنَ
بِالۡغَيۡبِ ۚ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَةٍ وَّ اَجۡرٍ كَرِيۡمٍ ﴿١١﴾ اِنَّا نَحۡنُ نُحۡىِ الۡمَوۡتٰى وَ
نَكۡتُبُ مَا قَدَّمُوۡا وَ اٰثَارَهُمۡ وَ كُلَّ شَىۡءٍ اَحۡصَيۡنٰهُ فِيۡۤ اِمَامٍ مُّبِيۡنٍ ﴿١٢﴾ وَ
اضۡرِبۡ لَهُمۡ مَّثَلًا اَصۡحٰبَ الۡقَرۡيَةِ ۘ اِذۡ جَآءَهَا الۡمُرۡسَلُوۡنَ ﴿١٣﴾ اِذۡ اَرۡسَلۡنَاۤ
اِلَيۡهِمُ اثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوۡهُمَا فَعَزَّزۡنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوۡۤا اِنَّاۤ اِلَيۡكُمۡ مُّرۡسَلُوۡنَ
﴿١٤﴾ قَالُوۡا مَاۤ اَنۡتُمۡ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا ۙ وَ مَاۤ اَنۡزَلَ الرَّحۡمٰنُ مِنۡ شَىۡءٍ ۙ اِنۡ
اَنۡتُمۡ اِلَّا تَكۡذِبُوۡنَ ﴿١٥﴾ قَالُوۡا رَبُّنَا يَعۡلَمُ اِنَّاۤ اِلَيۡكُمۡ لَمُرۡسَلُوۡنَ ﴿١٦﴾ وَ
مَا عَلَيۡنَاۤ اِلَّا الۡبَلٰغُ الۡمُبِيۡنُ ﴿١٧﴾ قَالُوۡۤا اِنَّا تَطَيَّرۡنَا بِكُمۡ ۚ لَئِنۡ لَّمۡ تَنۡتَهُوۡا
لَنَرۡجُمَنَّكُمۡ وَ لَيَمَسَّنَّكُمۡ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوۡا طَآئِرُكُمۡ مَّعَكُمۡ ؕ
اَئِنۡ ذُكِّرۡتُمۡ ؕ بَلۡ اَنۡتُمۡ قَوۡمٌ مُّسۡرِفُوۡنَ ﴿١٩﴾ وَ جَآءَ مِنۡ اَقۡصَا الۡمَدِيۡنَةِ
رَجُلٌ يَّسۡعٰى قَالَ يٰقَوۡمِ اتَّبِعُوا الۡمُرۡسَلِيۡنَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوۡا مَنۡ لَّا يَسۡـَٔلُكُمۡ

اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَ مَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ
﴿۲۲﴾ ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ
شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿۲۳﴾ اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾ اِنِّيْٓ
اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿۲۵﴾ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ
يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۶﴾ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿۲۷﴾ وَ مَآ اَنْزَلْنَا
عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿۲۸﴾ اِنْ كَانَتْ
اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿۲۹﴾ يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ
مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۰﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ
مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَ اِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا
مُحْضَرُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚۖ اَحْيَيْنٰهَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا
فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَ جَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ وَّ فَجَّرْنَا فِيْهَا
مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿۳۴﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَ مَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ
﴿۳۵﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ
مُّظْلِمُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَ الشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ
الْعَلِيْمِ ﴿۳۸﴾ وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿۳۹﴾
لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَ كُلٌّ فِيْ
فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿۴۰﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ
﴿۴۱﴾ وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَ اِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا

صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾
وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ
﴿٤٥﴾ وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ
﴿٤٦﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾
وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً
وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى
اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ
يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ
الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ
جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ
اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ
﴿٥٥﴾ هُمْ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيْهَا
فَاكِهَةٌ وَّ لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ سَلٰمٌ ۣ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾ وَ
امْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا
تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾ وَّ اَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۜ هٰذَا صِرَاطٌ
مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۜ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ
﴿٦٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ

اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَ لَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ
فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَ لَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى
مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَ مَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ
فِى الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَ مَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَ مَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا
ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى
الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا
فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾ وَ ذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَ مِنْهَا يَاْكُلُوْنَ
﴿٧٢﴾ وَ لَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ مَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَ اتَّخَذُوْا مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَ هُمْ
لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ
مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ اَوَ لَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ
خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾ وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِىَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ
وَ هِىَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ
عَلِيْمُ ۨ ﴿٧٩﴾ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ
تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ
يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؔ بَلٰى ٭ وَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا
اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّ
اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. ইয়া-সীন।

২. কসম জ্ঞানগর্ভ কুরআনের।

৩. নিশ্চয়ই আপনি প্রেরিত রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

৪. আপনি আছেন সরল-সঠিক পথের উপর।

৫. এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে প্রবল প্রতাপশালী পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে।

৬. যেন আপনি সতর্ক করেন এমন লোকদেরকে, যাদের পূর্বপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফিল রয়ে গেছে।

৭. তাদের অধিকাংশের জন্য বাণী অবধারিত হয়ে আছে। সুতরাং তারা ঈমান আনবে না।

৮. আমি তাদের গলায় শৃঙ্খল পরিয়েছি, তা তাদের চিবুক পর্যন্ত, ফলে তারা ঈমান আনবে না।

৯. আর আমি তাদের সামনে প্রাচীর ও তাদের পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।

১০. আপনি তাদেরকে সতর্ক করেন কিংবা না করেন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান, তারা ঈমান আনবে না।

১১. আপনি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারেন, যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে। অতএব আপনি তাকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কারের।

১২. আমি মৃতদেরকে জীবিত করি এবং আমি লিপিবদ্ধ করে রাখি যা তারা পূর্বে প্রেরণ করে, আর যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে হিফাযত করে রেখেছি।

১৩. আপনি তাদের কাছে এক জনপদের অধিবাসীদের ঘটনা বর্ণনা করুন, যখন তাদের কাছে কয়েকজন রাসূল এসেছিলেন।

১৪. যখন আমি তাদের কাছে দুজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর ওরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, তখন আমি তাদেরকে

তৃতীয়জনের মাধ্যমে শক্তিশালী করলাম। তারা সবাই বললো- আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

১৫. তারা বলল, তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ, দয়াময় আল্লাহ তো কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যাই বলে যাচ্ছ।

১৬. রাসূলগণ বললেন, আমাদের প্রতিপালক জানেন,আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

১৭. আর আমাদের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে প্রচার করা।

১৮. তারা বলল, আমরা এদেরকে পাথর মেরে ধ্বংস করে ফেলব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।

১৯. রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অশুভ লক্ষণ তোমাদেরই সাথে সংযুক্ত। তোমরা কি এটাকে অশুভ মনে করছ যে, তোমরা তো এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

২০. অতঃপর শহরের দূরপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো, সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর।

২১. তোমরা অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে বিনিময় চায় না এবং তারা নিজেরাও রয়েছে সৎ পথে।

২২. আর আমার কি হয়েছে যে, আমি তাঁর ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে?

২৩. আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব মা'বূদকে গ্রহণ করব; যদি দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন উপকারে আসবে না এবং তারা আমাকে মুক্তও করতে পারবে না?

২৪. যদি আমি এরূপ করি তবে তো আমি প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে পতিত হব।

২৫. আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, অতএব তোমরাও আমার কথা শুন।

২৬. তাকে বলা হলো- "জান্নাতে প্রবেশ কর।" সে বলল- আহা! যদি আমার সম্প্রদায় জানতে পারত।

২৭. যে, আমার প্রতিপালক কেন আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!

২৮. আমি তার পরে তাহার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করি নাই এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না।

২৯. তা ছিল কেবলমাত্র এক মহাগর্জন, ফলে সাথে সাথে তারা নিথর-স্থির হয়ে গেল।

৩০. আফসোস সে বান্দাদের জন্য, যাদের কাছে কখনও এমন কোন রাসূল আসেনি, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।

৩১. তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যারা তাদের মধ্যে আবার ফিরে আসবে না?

৩২. আর তাদের সবাইকে অবশ্যই একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

৩৩. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত যমীন। আমি তাকে সজীব করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, ফলে তা থেকে তারা খেয়ে থাকে।

৩৪. আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে ঝরণাসমূহ।

৩৫. যেন তারা এর ফলমূল থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। তাদের হাত এটা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না?

৩৬. পবিত্র তিনি, যিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে।

৩৭. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত্রি। আমি তার উপর থেকে দিনকে দূর করি, ফলে সাথে সাথেই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

৩৮. আর সূর্য নিজ কক্ষ পথে চলতে থাকে। এটা মহাপ্রতাপশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

৩৯. আমি চন্দ্রের জন্য নির্ধারণ করেছি বিভিন্ন স্তর, এমনকি তা ভ্রমণ শেষে ক্ষীণ হয়ে খেজুরের পুরাতন ডালের মত হয়ে যায়।

৪০. সূর্যের সাধ্য নেই যে, সে চন্দ্রকে ধরে ফেলে এবং রাত্রিও দিনের পূর্বে আসতে পারে না। প্রত্যেকেই নির্ধারিত কক্ষে বিচরণ করে।

৪১. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি।

৪২. এবং তাদের জন্য আমি এর অনুরূপ সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।

৪৩. আর আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন কেউ তাদের আর্তনাদে সাড়া দেবে না এবং তাদেরকে উদ্ধারও করা হবে না।

৪৪. কিন্তু আমারই পক্ষ থেকে রহমত ও কিছু সময়ের জন্য সুখ ভোগ করতে দেয়ার উদ্দেশ্যে তা করি না।

৪৫. যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ভয় কর যা তোমাদের সামনে রয়েছে এবং যা তোমাদের পিছনে আছে, যেন তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়,

৪৬. আর তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর যে কোন নিদর্শনই তাদের কাছে আসে, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৭. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় কর, তখন কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাকে খাওয়াতে পারতেন, আমরা তাকে কেন খাওয়াব? তোমরা তো রয়েছ প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে।

৪৮. তারা বলে, এ ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

৪৯. তারা কেবল একটা বিকট শব্দের অপেক্ষায় রয়েছে, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে এমন অবস্থায় যে, তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকবে।

৫০. তখন তারা ওয়াসিয়াতও করতে সমর্থ হবে না এবং নিজ পরিবারের লোকদের কাছে ফিরেও যেতে পারবে না।

৫১. শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা কবর থেকে নিজের প্রতিপালকের দিকে ছুটে যাবে।

৫২. তারা বলবে, হায়, দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের কবর থেকে উঠাল? দয়াময় আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।

৫৩. এটা তো হবে একটা ভীষণ শব্দ মাত্র, ফলে তৎক্ষণাৎ তারা সবাই আমার সামনে উপস্থিত হবে।

৫৪. আজকের দিনে কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল প্রদান করা হবে, যা তোমরা করতে।

৫৫. নিঃসন্দেহে জান্নাতবাসীরা এদিন আনন্দে মশগুল থাকবে।

৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়াতলে, সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে।

৫৭. সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিভিন্ন রকম ফলমূল এবং যা কিছু তারা চাইবে তা সবই।

৫৮. তাদেরকে বলা হবে 'সালাম', পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে।

৫৯. আর বলা হবে, হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও।

৬০. আমি কি তোমাদেরকে সর্তক করিনি হে বনী আদম! তোমরা শয়তানের উপাসনা কর না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬১. আর আমার 'ইবাদত কর, এটাই সরল-সঠিক পথ।

৬২. আর সে (শয়তান) তো তোমাদের মধ্য থেকে বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে, অতএব তোমরা কি বুঝবে না?

৬৩. এ তো সেই জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো।

৬৪. তোমরা যে কুফুরি করতে, তার জন্য আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর।

৬৫. আজ আমি এদের মুখে মোহর মেরে দেব, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে যা তারা করত সে সম্পর্কে।

৬৬. আর আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে দৃষ্টিহীন করে দিতাম, অতঃপর তারা পথ চলতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত?

৬৭. আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতাম, তাদের নিজ স্থানেই, ফলে তারা সামনেও এগুতে পারত না এবং পিছনেও ফিরে যেতে পারত না।

৬৮. আর আমি যাকে দীর্ঘায়ু দান করি, তার স্বাভাবিক অবস্থাই উল্টে দেই। তবুও কি তারা বুঝে না?

৬৯. আমি তাঁকে (রাসূলকে) কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। এটা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।

৭০. তিনি সতর্ক করেন এমন ব্যক্তিকে যে জীবিত এবং যাতে কাফিরদের উপর প্রমাণ সাব্যস্ত হয়।

৭১. তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের জন্য সৃষ্টি চতুস্পদ জন্তুগুলোকে? অতঃপর তারা এগুলোর মালিক হয়।

৭২. আর আমি এগুলোকে তাদের অনুগত করে দিয়েছি, ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা খায়।

৭৩. তাদের জন্য এগুলোর মধ্যে রয়েছে আরও অনেক উপকারিতা এবং বিভিন্ন ধরনের পানীয়। তবুও কি তারা শুকরিয়া আদায় করবে না?

৭৪. তারা আল্লাহ ব্যতীত অনেক 'ইলাহ্ গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, তাদেরকে অনুগ্রহ করা হবে।

৭৫. এসব ইলাহ্ তাদের কোনই সাহায্য করতে সক্ষম নয়। এরা তাদের সৈন্য হিসেবে উপস্থাপিত হবে।

৭৬. অতএব এদের কথা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। আমি অবশ্যই জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

৭৭. মানুষ কি লক্ষ্য করে না যে, আমি তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে হয়ে পড়ল প্রকাশ্য তর্ককারী।

৭৮. আর সে আমার সম্পর্কে উদাহরণ বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের জন্মের কথা ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে এ হাড়গুলোকে, যখন তা পঁচে গলে যাবে?

৭৯. বলুন! তিনিই এগুলোকে আবার জীবিত করবেন, যিনি তা প্রথমবারে সৃষ্টি করেছেন। আর যিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

৮০. যিনি সবুজ গাছ থেকে তোমাদের জন্য আগুন উৎপন্ন করেন, অতঃপর তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও।

৮১. আর যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি সক্ষম নন এদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে? হ্যাঁ তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

৮২. বস্তুতঃ তাঁর সৃষ্টিকার্য এরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে বলেনঃ "হও", অমনি তা হয়ে যায়।

৮৩. অতএব পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সর্ববিষয়ের সর্বময় ক্ষমতা এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

হাদীস

حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنِى الْمَشْيَخَةُ اَنَّهُمْ حَضَرُوْا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ حِيْنَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ اَحَدٌ يَقْرَأُ يٰسٓ قَالَ فَقَرَاَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُوْنِيُّ فَلَمَّا بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ مِنْهَا قُبِضَ قَالَ وَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُوْلُوْنَ اِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا قَالَ صَفْوَانُ وَقَرَاَهَا عِيْسَى بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبَدٍ.

অর্থ : সাফওয়ান রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার শায়খগণ বলেছেন, তারা গুযাইফ বিন হারিস আস-সুমালীর কঠিন মৃত্যু যন্ত্রণার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি বলেন, আপনাদের মধ্যকার কেউ সূরা ইয়াসীন পড়বেন কি? তখন সালিহ ইবনে শুরাইহ আস-সাকূনী তা পাঠ করলেন, যখন তিনি চল্লিশ আয়াত পর্যন্ত পৌছেন তখন তার মৃত্যু হলো। বর্ণনাকারী বলেন, শায়খগণ বলতেন, মৃত্যু যন্ত্রণার সময় সূরাহ ইয়াসীন পড়লে আল্লাহ এর দ্বারা মৃত্যুকে সহজ করে দেন। ইবনু মা'বাদ এর নিকট (তার মৃত্যুর সময়) ঈসা ইবনে মু'তামির তা পাঠ করেছেন। (মুসানাদে আহমদ : হাদীস- ১৬৯৬৯,১৭০১০)

সূরা যুমার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿٢﴾ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَ
الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ
كٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ
سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ
يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ
كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٥﴾ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ
يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٦﴾ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ
اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۟ وَ لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَ
لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٧﴾ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ
مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ
جَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖ اِنَّكَ مِنْ
اَصْحٰبِ النَّارِ ﴿٨﴾ اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ

وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ۭ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۭ
اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٩﴾ قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۭ
لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۭ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۭ اِنَّمَا يُوَفَّى
الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ
مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿١١﴾ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٢﴾ قُلْ اِنِّيْٓ
اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ
دِيْنِيْ ﴿١٤﴾ فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ۭ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ
خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ
﴿١٥﴾ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۭ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ
بِهٖ عِبَادَهٗ ۭ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿١٦﴾ وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا
وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۭ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا
الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾ اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۭ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ
﴿١٩﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾ اَلَمْ تَرَ
اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ
زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ۭ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٢١﴾ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ
عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۭ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ

مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ
مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ
اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ
﴿٢٣﴾ اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَ قِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ
ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾ فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا
لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا
غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ
مُتَشٰكِسُوْنَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ
اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ
وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ۭ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَ
الَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ مَّا
يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ
اَسْوَاَ الَّذِيْ عَمِلُوْا وَ يَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
﴿٣٥﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۭ وَ يُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۭ وَ مَنْ
يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ۭ اَلَيْسَ
اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾ وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ

لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۭ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ
هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۭ قُلْ
حَسْبِيَ اللّٰهُ ۭ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۳۸﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى
مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ
يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۴۰﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ
فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَ مَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيْلٍ ﴿۴۱﴾ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ
فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۴۲﴾ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ۭ قُلْ
اَوَ لَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۴۳﴾ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۭ
لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۭ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۴۴﴾ وَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ
وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ
دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۵﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عٰلِمَ
الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ
﴿۴۶﴾ وَ لَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ
مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَ بَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا
يَحْتَسِبُوْنَ ﴿۴۷﴾ وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۴۸﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۡ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً
مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ۭ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

﴿٥٠﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰۤؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ

سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَ مَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾ اَوَ لَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ

الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ قُلْ

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾ وَ اَنِيْبُوْۤا اِلٰى رَبِّكُمْ

وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَ اتَّبِعُوْۤا

اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ

اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْبِ

اللّٰهِ وَ اِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ

الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ

مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ

مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾ وَ يُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ

اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ خَالِقُ

كُلِّ شَيْءٍ ۫ وَّ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ

تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَ لَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ

قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَ
الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ
تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِى
الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ
﴿٦٨﴾ وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ وَ جِایْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَ
الشُّهَدَآءِ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ
نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى
جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ
يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ
يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾
قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ
﴿٧٢﴾ وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَ
فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا
خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَ اَوْرَثَنَا الْاَرْضَ
نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَ تَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ
حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ
وَ قِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. এ কিতাব নাযিল হয়েছে প্রতাপশালী মহাবিজ্ঞ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।

২. আমি আপনার প্রতি এ কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছি। অতএব আপনি পবিত্র অন্তরে, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর 'ইবাদত করুন।

৩. জেনে রাখুন, দৃঢ় আস্থার সাথে বিশুদ্ধ 'ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই জন্য। আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে এবং বলে যে, আমরা তো এদের উপাসনা এজন্য করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌছিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন সে বিষয়ে, যে বিষয়ে তারা নিজেদের মধ্যে দ্বিমত করেছে। আল্লাহ্ তো তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী কাফির।

৪. যদি আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন তবে তিনি অবশ্যই বেছে নিতেন নিজের সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা, তিনি পবিত্র-মহান। তিনি আল্লাহ, এক, প্রবল প্রতাপশালী।

৫. তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রি দিয়ে দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দিয়ে রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন। তিনি নিয়মাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় চলতে থাকবে। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

৬. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে। তারপর তা থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় তিন স্তরের অন্ধকারের মধ্যে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সর্বসময় কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

৭. যদি তোমরা কুফুরী কর তবে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তার বান্দাদের জন্য কুফুরী পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তা তোমাদের জন্য পছন্দ করেন। কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। অবশেষে

তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন তোমরা যা করতে। নিশ্চয়ই তিনি সম্যক অবগত সে বিষয়ে যা আছে অন্তরে।

৮. আর যখন মানুষের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করতে থাকে একাগ্রচিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে। পরে যখন তিনি তাকে নিজের পক্ষ থেকে নি'আমাত দান করেন তখন সে ভুলে যায় সে কথা যার জন্য পূর্বে তাঁকে আহ্বান করেছিল এবং আল্লাহর অংশী স্থাপন করে, যাতে অপরকে আল্লাহর পথ থেকে গুমরাহ করতে পারে। আপনি বলুন! তুমি তোমার কুফর অবস্থায় কিছু কাল উপভোগ করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি তো দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত।

৯. আচ্ছা, কাফিররা কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে ব্যক্তি রাতে সিজদারত অবস্থায় অথবা দাঁড়িয়ে 'ইবাদত করে' আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের রহমত প্রত্যাশা করে? আপনি বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? জ্ঞানবান লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

১০. আপনি (আমার পক্ষ থেকে) বলে দিন ঃ হে আমার ঈমানাদার বান্দারা! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে। যারা এ দুনিয়ায় নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বিনিময়। আর আল্লাহর যমীন তো প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দেয়া হবে।

১১. বলুন, অবশ্যই আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর 'ইবাদত করতে তাঁরই উদ্দেশে একনিষ্ঠভাবে।

১২. এবং আমাকে আরও আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি সকল মুসলিমের মধ্যে প্রথম মুসলিম হই।

১৩. বলুন, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই তবে আমি ভয় করি মহা দিবসের শাস্তির।

১৪. বলুন, আমি 'ইবাদাত করি আল্লাহরই, আমার আনুগত্য তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে।

১৫. অতএব তোমরা তাঁকে ছেড়ে যার ইচ্ছা তার 'ইবাদত কর। বলুন- নিশ্চয়ই তারাই ক্বিয়ামাতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা ক্ষতি করেছে নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারবর্গের। জেনে রাখ, এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।

১৬. তাদের জন্য তাদের উপর দিক থেকে ঘিরে ধরবে আগুনের শিখা এবং তাদের নীচের দিক থেকেও ঘিরে ধরবে আগুনের শিখা। এ সেই শাস্তি, যার ভয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে দেখান। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর।

১৭. আর যারা বিরত থাকে মূর্তি পূজা থেকে এবং আল্লাহ্ অভিমুখী হয় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে।

১৮. যারা মনযোগ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর তার মধ্যে যা উত্তম তারা অনুসরণ করে। এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং এরাই জ্ঞানের অধিকারী।

১৯. যে ব্যক্তির উপর 'আযাবের আদেশ নির্ধারিত হয়ে গেছে, আপনি কি জাহান্নামীকে রক্ষা করতে পারবেন?

২০. কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য জান্নাতে এমন সব প্রাসাদ রয়েছে যার উপর আরও প্রাসাদ নির্মিত আছে, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। আল্লাহ এ ওয়াদা দিয়েছেন; আল্লাহ্ কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

২১. তুমি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তিনি তা প্রবেশ করান যমীনের ঝরণাসমূহের মধ্যে, অতঃপর তা দিয়ে বিভিন্ন বর্ণের শস্য উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, অবশেষে তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে খড়-কুটায় পরিণত করেন? অবশ্য এতে রয়েছে উপদেশ জ্ঞানীদের জন্য।

২২. আল্লাহ্ যার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেছেন এবং যে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছেন, (সে কি তার সমান যে এরূপ নয়?) দুর্ভোগ তাদের জন্য যাদের কঠোর হৃদয় আল্লাহর স্মরণ হতে বিমুখ। তারা রয়েছে প্রকাশ্য গুমরাহীতে।

২৩. আল্লাহ্ অতি উত্তম বাণী নাযিল করেছেন, তা এমন কিতাব যা সুসামঞ্জস্য, বার বার বর্ণিত হয়েছে। এতে তাদের দেহ্ কাঁটা দিয়ে উঠে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তারপর তাদের দেহ্ ও তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহ্র হিদায়াত, এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

২৪. যে ব্যক্তি ক্বিয়ামাতের দিন নিজের মুখমণ্ডল দিয়ে কঠিন 'আযাব ঠেকাতে চাইবে, (সে কি তার মতো যে এরূপ নয়?) আর এরূপ যালিমদেরকে বলা হবে ঃ স্বাদ গ্রহণ কর (তার শাস্তি), যা তোমরা করতে।

২৫. তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল, ফলে তাদের উপর 'আযাব এমনভাবে এসেছিল যে, তারা ভাবতে পারেনি।

২৬. অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব জীবনেই অপমানের স্বাদ ভোগ করালেন, আর পরকালের শাস্তি তো আরও ভীষণ। (কতই না ভালো হত) যদি তারা জানত!

২৭. আর আমি তো এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৮. এ কুরআন আরবী ভাষায়, এতে বিন্দুমাত্রও বক্রতা নেই, যেন তারা সাবধান হয়।

২৯. আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, একজন দাস আছে যার রয়েছে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন কয়েকজন মালিক, আর একজন দাস আছে যার আছে কেবল একজন মালিক, এদের উভয়ের অবস্থা কি সমান হতে পারে? সকল প্রশংসা আল্লাহ্র ; বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

৩০. নিশ্চয়ই আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন আর তারাও মৃত্যুবরণ করবে।

৩১. অতঃপর ক্বিয়ামতের দিনে তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের সামনে বিতর্ক করবে।

৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং তার নিকট যখন সত্য আসে তখন প্রত্যাখ্যান করে, তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নম নয়?

৩৩. যারা সত্যসহ উপস্থিত হয়েছে এবং তাকে সত্য বলে মেনেছে তারাই তো মুত্তাকী।

৩৪. তারা যা চাইবে সব কিছুই আছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।

৩৫. যাতে তারা যেসব অপকর্ম করেছিল আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে তাদের সৎকর্মের জন্যে পুরস্কৃত করবেন।

৩৬. আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রর্দশক নেই।

৩৭. আর যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তার জন্য কোন পথ ভ্রষ্টকারী নেই, আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

৩৮. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। বল তোমরা কী ভেবে দেখছো যে আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহকে বন্ধ করতে পারবে? বল আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তার উপর নির্ভর করে।

৩৯. বলুন হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা স্ব স্ব অবস্থানে আমল করতে থাকো, অবশ্য আমিও আমল করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।

৪০. কে সে যার প্রতি আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং তার উপর পতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।

৪১. আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্যে অত:পর যে ব্যক্তি সৎ পথ পায় তা তার নিজেরই জন্য এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে তো পথভ্রষ্ট হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্যে এবং তুমি তাদের জিম্মাদার নও।

৪২. আল্লাহই জান কবয করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের ঘুমের সময়। অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে

দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। অবশ্যই এতে নির্দশন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

৪৩ তারা কি আল্লাহ ছাড়া অপরকে শাফায়াতকারী গ্রহণ করেছে? বল যদিও তারা কোন ক্ষমতা রাখে না এবং তারা বুঝে না?

৪৪. বলুন যবতীয় শাফায়াত আল্লাহরই ইখতিয়ার, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, অতঃপর তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

৪৫. এক আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর ঘৃণায় ভরে যায় এবং যখন আল্লাহর পরিবর্তে (তাদের দেবতাগুলোর) উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দিত হয়ে যায়।

৪৬. বল হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনার বান্দারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, আপনি তাদের মধ্যে ওর ফায়সালা করে দিবেন।

৪৭. যারা যুলুম করেছে তাদের কাছে যদি সমস্ত পৃথিবী যাবতীয় সম্পদ এবং তার স্যাথেও থাকে সমপরিমাণ সম্পদ, কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মুক্তিপণ স্বরূপ সকল কিছু তারা দিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে। আর তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে, যা তারা ধারণাও করেনি।

৪৮. তাদের কৃতকর্মের খারাপী তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।

৪৯. মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে, অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করি আমার পক্ষ থেকে তখন সে বলে আমাকে তো এটা দেয়া হয়েছে আমার জ্ঞানের বিনিময়ে। বস্তুত এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

৫০. তাদের পূর্ববতীরাও এটাই বলতো, কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি।

৫১. তাদের কর্মের খারাপী তাদের উপর পতিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে তাদের উপরও তাদের কর্মের খারাপী পতিত হবে এবং তারা ব্যর্থও করতে পারবে না।

৫২. তারা কি জানে না আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছে, তার রিযিক বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই নির্দশন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্যে।

৫৩. বলুন হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো- আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না , আল্লাহ্ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫৪. আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তার নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

৫৫. এবং অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের উপর হঠাৎ করে শাস্তি আসার পূর্বে- আর তোমাদের (সে ব্যাপারে) খবরও থাকবে না।

৫৬. এমন যেন না হয় যে, কোন ব্যক্তি বলে হায়! আল্লাহ্র প্রতি আমার কতর্ব্য আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্তই থাকতাম।

৫৭. অথবা বলে যে আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!

৫৮. অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করে বলে আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটতো তবে আমি সৎকর্মশীল হতাম।

৫৯. হ্যাঁ, অবশ্যই আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলে ও অহংকার করেছিলে, আর তুমি তো ছিলে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।

৬০. তুমি কিয়ামতের দিন যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মুখ কাল দেখবে। অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

৬১. আল্লাহ্ মুত্তাকিদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ, তাদেরকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

৬২. আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সব কিছুর ব্যবস্থাপক।

৬৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

৬৪. বলুন ওহে মূর্খরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করতে বলছো?

৬৫. নিশ্চয়ই তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী হয়েছে, যদি তুমি আল্লাহর শরীক স্থির কর তবে নিঃসন্দেহে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৬৬. অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদাত কর ও কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।

৬৭. তারা আল্লাহর যথাযথ সম্মান করে না। সমস্ত পৃথিবী কিয়ামতের দিন থাকবে তার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাজকৃত তার ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

৬৮. এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।

৬৯. সমস্ত পৃথিবী তার প্রতিপালকের নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে হাজিরা করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

৭০. প্রত্যেক ব্যক্তি যা আমল করেছে তার পূর্ণ প্রতিফল পাবে। তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

৭১. কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের নিকটে উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশ দ্বারগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের দারোয়ান তাদেরকে বলবে তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্যে হতে রাসূলগণ আসেন নি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত তেলাওয়াত করতেন এবং তোমাদেরকে এই দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে সতর্ক করতেন? তারা বলবে অবশ্যই এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের প্রতি শাস্তির হুকুম বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭২. তাদেরকে বলা হবে জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। কত নিকৃষ্ট অহংকারকারীদের আবাসস্থল!

৭৩. যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে এর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের দারোয়ানরা তাদেরকে বলবে তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য।

৭৪. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির, আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। সুতরাং (সৎ) আমলকারীদের বিনিময় কত উত্তম!

৭৫. এবং তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ইনসাফ ভিত্তিক, বলা হবে সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য ।

হাদীস

عَنْ اَبِيْ لُبَابَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ عَلٰى فِرَاشِهٖ حَتّٰى يَقْرَاَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَالزُّمَرَ.

অর্থ : আবু লূবাবাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা যুমার ও সূরা বনী ঈসরাঈল না পড়ে ঘুমাতেন না।

(সহীহ তিরমিযী : হাদীস-২৯২০)

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ফযিলত

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۳﴾ وَ لَمۡ یَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. (হে মুহাম্মদ) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক ও একক।

২. তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেন নি।

৪. আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۲﴾ وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۳﴾ وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ﴿۴﴾ وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. (হে নবী!) তুমি বলো, আমি উজ্জ্বল প্রভাতের মালিকের কাছে আশ্রয় চাই।

২. (আশ্রয় চাই) তাঁর সৃষ্টি করা প্রতিটি জিনিসের অনিষ্ট থেকে।

৩. আমি আশ্রয় চাই রাতের অন্ধকারে সংঘটিত অনিষ্ট থেকে, (বিশেষ করে) যখন রাত তার অন্ধকার বিছিয়ে দেয়।

৪. (আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদুটোনাকারিণীদের অনিষ্ট থেকে।

৫. হিংসুক ব্যক্তির (সব ধরনের হিংসার) অনিষ্ট থেকেও (আমি তোমার আশ্রয় চাই) যখন সে হিংসা করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. (হে নবী) তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের মালিকের কাছে।
২. (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের (আসল) বাদশাহের কাছে।
৩. (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের (একমাত্র) মা'বুদের কাছে।
৪. (আমি আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রণাকারীর অনিষ্ট থেকে, যে (প্ররোচনা দিয়েই) গা ঢাকা দেয়।
৫. যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।
৬. জ্বিনদের মধ্য থেকে হোক বা মানুষদের মধ্য থেকে হোক (তাদের অনিষ্ট থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।)

হাদীস

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حُبُّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, আমি সূরা ইখলাসকে ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার এ ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১২৪৩২)

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِىْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُوْرَةً يَقْرَاُ بِهَا لَهُمْ فِى الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَاُ بِهِ افْتَتَحَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক আনসারী মসজিদে কুবার ইমাম ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর ইখলাস পাঠ করতেন। অতঃপর কুরআনের অন্য অংশ পছন্দমত পড়তেন। একদা জনৈক মুক্তাদী তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি সূরা ইখলাস পড়েন, তারপর অন্য সূরাও এর সাথে মিলিয়ে দেন, কি ব্যাপার? হয় শুধু সূরা ইখলাস পাঠ করুন অথবা এটা ছেড়ে দিয়ে অন্য সূরা পাঠ করুন। আনসারী জবাব দিলেন, "আমি যেমন করছি তেমনই করবো, তোমরা ইচ্ছে হলে আমাকে ইমাম হিসেবে রাখো, না হলে বলো, আমি তোমাদের ইমামতি ছেড়ে দেই।" মুসল্লীরা দেখলেন যে, এটাতো মুশকিল ব্যাপার? কারণ উপস্থিত সকলের মধ্যে তিনিই ছিলেন ইমামতির সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তাই তাঁর বর্তমানে অন্য কারো ইমামতি মেনে নিতে পারলেন না। অতঃপর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে গমন করলে মুসল্লীরা তার কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তিনি তখন ঐ ইমামকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মুসল্লীদের কথা মানো না কেন? তুমি প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস পড় কেন? জবাবে আনসারী সাহাবী বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! এ সূরার প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন : এ সূরার প্রতি তোমার এ ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতে পৌছিয়ে দিয়েছে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৭৭৪)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

অর্থ : আবূ সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জেনে রাখো, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ নিশ্চয়ই সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য। (বুখারী : হাদীস-৬২৬৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ اَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَاُ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ- اَللهُ الصَّمَدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ الْجَنَّةُ.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে অগ্রসর হলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পাঠ করতে শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবূ হুরায়রা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : জান্নাত। (তিরমিযি : হাদীস-২৮৯৭)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رضي الله عنه يَقُوْلُ اِنَّ نَبِىَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَرَاَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ بُنِىَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَاَ عِشْرِيْنَ مَرَّةً بُنِىَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَاَهَا ثَلَاثِيْنَ مَرَّةً بُنِىَ لَهُ بِهَا ثَلَاثَةُ قُصُوْرٍ فِى الْجَنَّةِ.

অর্থ : সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস দশবার পড়বে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন, যে বিশবার পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ তৈরি করবেন এবং যে ব্যক্তি ত্রিশবার পাঠ করবে তার জন্য আল্লাহ তিনটি প্রাসাদ তৈরি করবেন। (সুনানে দারেমী : হাদীস- ৩৪২৯)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا فِيْ لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ لَنَا فَاَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ اَصَلَّيْتُمْ. فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ « قُلْ ». فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ « قُلْ ». فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ « قُلْ ». فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَقُوْلُ قَالَ « (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِيْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

অর্থ : মু'আয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব ﷺ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বর্ষণমুখর খুবই অন্ধকার কালো রাতে আমাদের সালাত পড়ার জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুঁজছিলাম। আমরা তাকে পেয়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন তোমরা কি নামাজ পড়েছ? আমি কিছুই বললাম না। তিনি বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন : বলো। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলবো? তিনি বললেন : তুমি সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার সূরা ইখলাস, সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব পড়বেঃ এতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ট হতে রক্ষা পাবে। (আবু দাউদ : হাদীস৫০৮ ২)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَاَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَاُ بِهِمَا عَلٰى رَاْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

অর্থ : আয়েশা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন দুটি হাতের তালু একত্রিত করতেন অতঃপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে সারা শরীরের যতদূর পর্যন্ত হাত পৌছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া

দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং তারপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাতের ছোঁয়া দিতেন। (সহীহ্ বুখারী : হাদীস- ৪৬৩০, ৪০৭৯)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلَا اُعَلِّمُكَ سُوْرَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُوْرَتَيْنِ قَرَاَ بِهِمَا النَّاسُ فَاَقْرَاَنِيْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَاَ بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ بِيْ فَقَالَ كَيْفَ رَاَيْتَ يَا عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ اقْرَاْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ.

অর্থ : উকবা ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন দু'টি উত্তম সূরা শিক্ষা দেব না, যা মানুষ তিলাওয়াত করে? এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সূরা নাস ও সূরা ফালাক শিক্ষা দিলেন। এমন সময় সালাতের ইকামত বলা হলো এবং তিনি অগ্রসর হয়ে এ দু'টি সূরাই পড়লেন। পরে তিনি আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : হে উকবাহ! কেমন দেখলে? তুমি প্রত্যেক শয়নে ও জাগরণে (ঘুমানোর সময় ও জাগ্রত অবস্থায়) এ সূরা দু'টি পাঠ করবে। (সুনানে নাসায়ী : হাদীস-৫৪ ৩৭)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ اَقْرَاَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.

অর্থ : উকবাহ ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক সালাতের শেষে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার আদেশ করেছেন। (সুনানে তিরমিযী : হাদীস-২৯০৩)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ فَقُلْتُ مَاذَا اَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَسَكَتَ عَنِّيْ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ قُلْتُ مَاذَا اَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَسَكَتَ عَنِّيْ فَقُلْتُ اللّٰهُمَّ ارْدُدْهُ عَلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ قُلْتُ مَاذَا اَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيْذٌ بِمِثْلِهِمَا.

অর্থ : উকবাহ ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন : হে উক্ববাহ! বলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলবো? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন : হে উকবাহ! বলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলবো? তিনি আবার চুপ থাকলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ! তাঁকে আমার দিকে ফিরিয়ে দিন। তারপর তিনি বললেন : হে উকবাহ! বলো : আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলবো? এবার তিনি বললেন : বলো, কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক্ব, আমি তা পড়ে শেষ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বলো : আমি বললাম, কি বলবো? তিনি বললেন : বলো, কুল আ'উযু বিরব্বিন নাস। আমি তা পড়লাম। এরপর তিনি বললেন : কোন প্রার্থনাকারী এর মতো কিছু দ্বারা প্রার্থনা করেনি এবং কোন আশ্রয়প্রার্থী এর মতো অন্যকিছু দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করে নি। (অর্থাৎ আশ্রয়ের জন্য সূরা ফালাক্ব ও নাসের মতো সূরা আর নেই। (নাসায়ী-৫৪৩৮)

সূরা কাফিরূন এর ফযিলত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱﴾ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۲﴾ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ﴿۳﴾ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿۴﴾ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ﴿۵﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿۶﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. (হে নবী!) তুমি বলে দাও, হে কাফিররা!

২. আমি (তাদের) ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা করো,

৩. আর তোমরা (তার) ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি।

৪. এবং আমি (কখনই তাদের) ইবাদতকারী নই- যাদের ইবাদত তোমরা করো।

৫. আর তোমরা (তার) ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি।

৬. (এ দ্বীনের মধ্যে কোন মিশ্রণ সম্ভব নয়, অতএব) তোমাদের পথ তোমাদের জন্যে- আর আমার পথ আমার জন্য।

হাদীস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْاٰنِ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান।
(তিরমিযি : হাদীস-২৮৯৪)

عَنْ جَبَلَةَ رضي الله عنه قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ عَلِّمْنِيْ شَيْئًا قَالَ اِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ حَتّٰى تَخْتِمَهَا فَاِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

অর্থ : জাবালাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, যা

আমাকে উপকার দিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন তুমি বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" পাঠ করবে। কেননা এতে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে। (নাসায়ী কুবরা-১০৬৩৬)

রাতে দশ কিংবা একশ আয়াত তিলাওয়াতের ফযিলত

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِيْنَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (রাতে) দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার নাম গাফেলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি (রাতের) সালাতে একশ আয়াত পাঠ করবে, তার নাম অনুগত বান্দাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতে দাঁড়িয়ে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে অফুরন্ত পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। (আবু দাউদ : হাদীস-১ ৩৯৮)

عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ لَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ مِائَةَ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে ব্যক্তি এই (পাঁচ ওয়াক্ত) ফরয সালাতসমূহের হিফাযত করবে তাকে গাফেলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে একশ আয়াত তিলাওয়াত করে তাকে একান্ত অনুগত বান্দাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। (মুসতাদরেকে হাকেম : হাদীস-১১৬০)

ফাযায়িলে কুরআন সম্পর্কে যঈফ ও দুর্বল হাদীসসমূহ

১. হাদীসে কুদসীতে রয়েছে : আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে মশগুল থাকার কারণে যিকির ও দোয়া করার সুযোগ পায় না আমি তাকে দোয়া করনেওয়ালাদের চেয়ে বেশি দান করি। আর আল্লাহর কালামের সম্মান সমস্ত মাখলুকের উপর সেরূপ যেরূপ আল্লাহর সম্মান সকল মাখলুকের উপর।

দুর্বল : তিরমিযী, জামিউস সাগীর হা/২৯২৬, যঈফাহ হা/১৩৩৫।

২. আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা ঐ জিনিস অপেক্ষা আর কোন জিনিস দ্বারা আল্লাহর তা'লার অধিক নৈকট্য লাভ করতে পারবে না যা স্বযং আল্লাহ তাআলা হতে বাহির হয়েছে। (অর্থাৎ কুরআন)।

দুর্বল : হাকিম, জামি'উস সাগীর হা/৪৮৫২। তাহক্বীক আলবানী : যঈফ।

৩. আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরের এহতেমাম করিও। এ আমলের দ্বারা আসমানে তোমাদের আলোচনা হবে আর এ আমল যমীনে তোমার জন্য হিদায়াতের নূর হবে।

খুবই দুর্বল : বায়হাক্বী, জামি'উস সাগীর হা/৪৯৩১। তাহক্বীক আলবানী : খুবই দুর্বল।

৪. আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআন শিক্ষা করো, অতঃপর তা পাঠ করো। কেননা যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে এবং তা পাঠ করে আর তাহজ্জুদে তা পাঠ করতে থাকে তার উদাহরণ সে খোলা থলির ন্যায় যা মেশকের দ্বারা পরিপূর্ণ, যার খোশবু সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করলো অতঃপর কুরআন তার সিনায় থাকা সত্ত্বেও সে ঘুমিয়ে থাকে, তার উদাহরণ সে মেশকের থলির ন্যায়, যার মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

দুর্বল : তিরমিযী, জামিউস সাগীর হা/২৮৭৬। তাহক্বীক আলবানী :দুর্বল।

৫. সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এ কুরআনুল কারীম চিন্তা ও অস্থিরতা (সৃষ্টি করার) জন্য নাযিল হয়েছে। তোমরা যখন তা পাঠ করো কাঁদিও। যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান করো। আর কুরআন সুমিষ্ট আওয়াজে পাঠ করো। কারণ যে ব্যক্তি তা সুমিষ্ট আওয়াজে পাঠ করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

দুর্বল : ইবনে মাযাহ হা/১৩৫৮-তাহক্বীক আলবানী : দুর্বল। আবূ দাঊদ আহমাদ। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সনদে আবূ রাফি এর নাম হলো, ইসমাঈল ইবনে রাফি। সে দুর্বল, মাতরূক।

৬. ফাযালাহ ইবনে উবায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গায়িকার মালিক তার গায়িকার গান যতটুকু মনোযোগ দিয়ে শোনে, আল্লাহ উঁচু স্বরে মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারীর প্রতি তার চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকেন।

দুর্বল : ইবনে মাযাহ হা/১৩৫৭, তা'লীকুর রাগীব, যঈফাহ্ হা/২৯৫১।

৭. **কুরআন বহনকারী ও না বহনকারীর মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য এরূপ যেমন সৃষ্টিজগতের উপর সৃষ্টিকর্তার।**

বানোয়াট : হাফিয ইবনে হাজার বলেন : এটি মিথ্যা হাদীস।

*** সূরা ফাতিহার ফযীলত**

৮. আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সূরাহ ফাতিহা সকল রোগের নিরাময়।

দুর্বল : দারিমী, দায়লামী, বায়হাক্বী। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন যঈফ আল-জামি'হা/৩৯৫৪, ৩৯৫৫।

৯. উম্মুল কুরআন অন্য সকল সূরার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কিন্তু অন্যান্য সূরা উম্মুল কুরআনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।

সনদ দুর্বল : হাকিম, দারাকুতনী। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন যঈফ আল-জামি' হা/১২৭৪। বর্ণনাটি মুরসাল।

সূরা ফাতিহার ফযীলত সম্পর্কে বাজারে প্রচলিত 'নেয়ামুল কোরআন' নামক গ্রন্থে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

১. সূরা ফাতহা লিখিয়া ও এটার 'মালিক ইয়াওমিদ দীন' আয়াতটি ৭ বার লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করতঃ যে ফলের গাছে ফল ধরে না, তাতে ঐ পানি ছিটাইয়া দিলে ফল ধরিবে।

২. এটা প্রত্যহ শেষ রাতে ৫১ বার পড়িলে সংসার উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে ও সকল কাজ সহজ হবে।

৩. প্রত্যহ ফরয নামাযের পর বিসমিল্লাহসহ ৭ বার পড়িলে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য রহমতের দরজা খুলিয়া দিবেন এবং ১০০ বার পড়িলে অতি সত্বর বাসনা পূর্ণ হবে।

৪. প্রত্যহ ৩১৩ বার পড়িলে যেকোন কঠিন মতলব হউক না কেন তাহা পূর্ণ হইবে।

৫. যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পরে এটা ১২৫ বার পড়িবে, নিঃসন্দেহে তাহার মতলব পূর্ণ হবে।

৬. কারারুদ্ধ ব্যক্তি ১২১ বার পড়িয়া হাতকড়া ও পায়ের বেড়ির উপর ফুঁক দিলে শীঘ্রই তাহার মুক্তির ব্যবস্থা হবে।

৭. যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহসহ ফজরের নামাযের পর ৩০ বার, যোহরের নামাযের পর ২৫ বার, আসরের নামাযের পর ২০ বার, মাগরিবের পর ২৫ বার ও এশার নামাযের পর ১০ বার পড়িবে আল্লাহ তাহার রুযী বেশি করিয়া দিবেন, তাহার সম্মান বৃদ্ধি পাবে, মতলব পূর্ণ হবে ও দোয়া কবুল হবে। ইত্যাদি।

সূরা ফাতিহা সম্পর্কে এ ধরনের আরো অনেক মনগড়া ফযীলত ও তদবীর উক্ত কিতাবে রয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে।

*** সূরা বাক্বারার ফযীলত**

১০. যে ব্যক্তি রাতের বেলায় নিজ ঘরে সূরা আল-বাক্বারা পাঠ করে শয়তান তিনরাত সে ঘরে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি দিনের বেলায় নিজ ঘরে সূরা আল-বাক্বারা পাঠ করে শয়তান তিনদিন সে ঘরে প্রবেশ করবে না।

হাদীস দুর্বল : ইবনে হিব্বান, আবূ ইয়ালা, উক্বায়লী 'যুআফা'। এর সনদে খালিদ ইবনে সাঈদ দুর্বল। ইবনে কাত্তান তাকে অজ্ঞাত বলেছেন। উক্বায়লী বলেন, তার হাদীস অনুসরণযোগ্য নয়। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

*** আয়াতুল কুরসীর ফযীলত**

১১. আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে ইমরানের নিকট ওহী করেন যে, তুমি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। যে ব্যক্তি এটা করবে আমি তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর অন্তর ও যিকিরকারী জিহ্বা দান করবো এবং তাকে নবীদের পুণ্য ও সিদ্দীকদের আমল প্রদান করবো ...।

খুবই মুনকার : তাফসীরে ইবনে মারদুবিয়া, ইবনে কাসীর।

১২. একদা একটি জ্বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললো, যে ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশের সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তার বাড়ি থেকে শয়তান গাধার মত চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যায়।

দুর্বল : কিতাবুল গারীব, এর সনদ মুনকাতি, বিচ্ছিন্ন।

১৩. আয়াতুল কুরসী হলো, কুরআনের এক-চতুর্থাংশ।

হাদীস দুর্বল : আহমাদ, যঈফ আল-জামি। শায়খ আলবানী, হায়সামী ও হাফিয (রহঃ) এর সনদকে দুর্বল বলেছেন।

১৪. আয়াতুর কুরসী হলো, সমস্ত আয়াতের প্রধান (নেতা)।

হাদীস দুর্বল : হাকিম, তিরমিযী, যঈফ আল-জামি হা/৪৭২৫। ইমাম তিরমিযী শায়খ আলবানী ও অন্যরা একে দুর্বল বলেছেন।

১৫. যে ব্যক্তি সূরা হা-মীম আল-মু'মিন 'ইলায়হিল মাসীর' পর্যন্ত (১-৩ আয়াত) পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী সকালে পাঠ করবে, সে এর উসিলায় সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর হিফাযতে থাকবে। আর যে সন্ধ্যায় পাঠ করবে সে সকাল পযন্ত আল্লাহর হিফাযতে থাকবে।

দুর্বল হাদীস : তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

১৬. যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে এবং যাফরান রংয়ের দ্বারা ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালুতে লিখে জিহ্বা দিয়ে চাটবে সে কখনো ভুলবে না।

বানোয়াট।

১৭. যে ব্যক্তি উযুসহ চল্লিশবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ৪০ বছরের সওয়াব দান করবেন এবং ৪০টি মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং ৪০ জন হুরের সাথে তার বিবাহ দিবেন।

বানোয়াট : হাদীসের সনদে মাকাতিব ইবনে সুলাইমান মিথ্যুক।

১. দৈনিক ফজরের আগে একবার পাঠ করলে তার রোজগারে বরকত ও রুজী বৃদ্ধি হবে। এ আয়াত যে কোন নিয়তে বাইরে যাবার পূর্বে পাঠ করে বের হলে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

২. এক গ্লাস বৃষ্টির পানিতে এটা পঞ্চাশ বার পাঠ করে প্রতিবারে ফুঁক দিয়ে পান করলে মেধা শক্তির জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

নূরানী পাঞ্জেগানা ওজিফা পুস্তকে এসব মিথ্যা ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ মিন জালিকা।

*** বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াতের ফযীলত**

১৮. কুরআনের এমন দুটি আয়াত রয়েছে যে আয়াত দুটি (ক্বিয়ামতে) শাফাআত করবে এবং সে আয়াত দুটি আল্লাহর নিকটও পছন্দনীয়। তা হলো, সূরা বাক্বারার শেষের দুই আয়াত।

অত্যন্ত দুর্বল : দায়লামী। হাফিয ইবনে হাজার ও শায়খ আলবানী এর সনদকে খুবই দুর্বল বলেছেন।

*** সূরা আলে-ইমরানের ফযীলত**

১৯. যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিনে সূরা আলে-'ইমরান পাঠ করে আল্লাহ তার প্রতি সূর্যাস্ত পর্যন্ত রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

বানোয়াট হাদীস : ত্বাবারানী, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৪১৫।

*** সূরা মূলক এর ফযীলত**

২০. একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবী একটি ক্ববরের উপর তার তাঁবু খাটান। তিনি জানতেন না যে, তা একটি ক্ববর। তিনি হঠাৎ অনুভব করেন যে, ক্ববরে একটি লোক সূরা আল-মূলক তিলাওয়াত করছে। সে তা পাঠ করে শেষ করলো। অতঃপর ঐ সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি ক্ববরের উপর তাঁবু খাটাই। আমি জানতাম না যে, তা একটি ক্ববর। হঠাৎ অনুভব করি, এক ব্যক্তি সূরা আল-মূলক পড়ছে এবং তা শেষ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ সূরাটি প্রতিরোধকারী, মুক্তিদানকারী। এটা ক্ববরের আযাব থেকে পাঠককে মুক্তি দান করে।

দুর্বল : তিরমিযী, ইবনে নাসর, আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা', ইয়াহইয়া বিন আমর বিন মালিক হতে...। আলবানী বলেন : এর সনদে আমর বিন মালিক সন্দেহভাজন এবং ইয়াহইয়া দুর্বল। বলা হয়, হাম্মাদ বিন যায়িদ তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। যেমন আত-তাক্বরীব গ্রন্থে রয়েছে এবং মীযান গ্রন্থে তার কতগুলো মুনকার হাদীস তুলে ধরা হয়েছে, যার অন্যতম এ হাদীসটি।

সূরা মূলক এর ফযীলত সম্পর্কে বাজারে প্রচলিত 'পাঞ্জে সূরা ও অজিফা' ও 'নূরানী পাঞ্জেগানা ওজিফা' প্রভৃতি পুস্তিকায় কতিপয় মনগড়া উক্তি :

১. যে ব্যক্তি সূরা মূলক ৪১ বার পাঠ করবে তাতে তার বিপদ দূর হয় এবং দেনা পরিশোধ হয়।

২. নতুন চাঁদ উঠার সময় এ সূরা পাঠ করলে পূর্ণ মাস নিরাপদে থাকবে। এ সূরা তিনদিন দৈনিক তিনবার পাঠ করে চোখের উপর দম করলে চক্ষু রোগ ভালো হয় ইত্যাদি।

৩. এ সূরা ৪১ বার খালেস নিয়তে পাঠ করলে আল্লাহ তাকে সব ধরনের বালা মুসিবত থেকে রক্ষা করবেন।

৪. কবরস্থান যিয়ারতের সময় এ সূরা পাঠ করলে মুর্দার কবরের আযাব থেমে যায়।

৫. জাফরানের কালি দিয়া এ সূরা লিখে তাবিজ আকারে গলায় পরিধান করলে যাবতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে ইত্যাদি।

*** সূরা কাহাফ-এর ফযীলত**

২১. আমি কি তোমারেদকে এমন একটি সূরার সংবাদ দিব না, যার মর্যাদা আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে রয়েছে এবং তার পাঠকের জন্য ও রয়েছে অনুরূপ পুরস্কার? যে তা পাঠ করবে তার এক জুমু'আহ হতে আরেক জুমু'আহর মধ্যবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া গুনাহ ক্ষমা করা হবে, উপরন্তু অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। তারা বললো, হ্যাঁ, আপনি বলুন! তিনি বললেন, তা হলো সূরা কাহাফ।

খুবই দুর্বল : দায়লামী। সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১৩৩৬।

২২. যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, সে আট দিন পর্যন্ত প্রত্যেক এমন ফিতনাহ হতে নিরাপদ থাকবে যা সামনে ঘটবে। এতে যদি দাজ্জাল আর্বিভূত হয় সে তার থেকেও নিরাপদ থাকবে।

খুবই দুর্বল : জিয়া 'আল-মুখতার' এর সনদে রয়েছে ইবরাহীম মুখায়রামী এবং ইমাম দারাকুতনী বলেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। সে বিশ্বস্তদের সূত্রে বাতিল হাদীস বর্ণনা করে। দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১৩৩৬।

২৩. যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম তিনটি আয়াত পাঠ করবে সে দাজ্জালের ফিত্নাহ হতে নিরাপদ থাকবে।

শায : তিরমিযী। আলবানী বলেন, উপরিউক্ত শব্দে হাদীসটি শায কিন্তু ভিন্ন শব্দে হাদীসটি সহীহ। এতে তিন আয়াত কথাটি ভুল। সঠিক হলো দশ আয়াত। দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১৩৩৬।

*** সূরা ইয়াসীন-এর ফযীলত**

২৪. আনাস হতে মারফু'ভাবে বর্ণিত : প্রত্যেক বস্তুরই একটি অন্তর রয়েছে। কুরআন মাজীদের অন্তর হলো সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন (একবার) পাঠ করবে আল্লাহ তাকে দশবার কুরআন খতমের নেকী দিবেন।

বানোয়াট হাদীস : তিরমিযী, দারিমী, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১৬৯। হাদীসটি আবু বকর এবং আবূ হুরাইরাহ হতেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উভয়ের সনদও খুবই দুর্বল। সামনে তাদের বর্ণনা আসছে।

২৫. যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত নিষ্পাপ অবস্থায় সকালে জাগরিত হয় এবং যে ব্যক্তি সূরা দুখান পাঠ করে তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়।

খুবই দুর্বল : আবূ ইয়ালা ইবনুল জাওযীর 'মাওযূআত' গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন : এ হাদীসের সবগুলো সূত্রই বাতিল। হাদীসটির কোনই ভিত্তি নেই। যুবাইদী বলেন, বায়হাক্বী এটি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেন : এর সনদ খুবই দুর্বল।

২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুটির জন্য রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

সনদ দুর্বল : ইবনে হিব্বান এর সনদ মুনকাতি। ইবনে আবূ হাতিম ও হাফিয ইবনে হাজার বলেন : জুনদুব হতে হাসানের এ হাদীস শ্রবণ সঠিক নয়।

২৭. সূরা ইয়াসীন হলো কুরআনের দিল বা অন্তর। যে ব্যক্তি এটাকে আন্তরিকতার সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও আখিরাতের আশায় পাঠ করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। তোমরা এ সূরাটি ঐ ব্যক্তির সামনে পাঠ করো যে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

সনদ দুর্বল : আহমাদ।

২৮. তোমরা মৃত্যু পথযাত্রীর উপর সূরা ইয়াসীন পড়াও।

দুর্বল : আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাযাহ, হাকিম, বায়হাক্বী, ত্বায়ালিসি, ইবনে আবী শায়বাহ। হাদীসটি আলবানী ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি দুর্বল। এর তিনটি দোষ রয়েছে :

১. আবূ উসমানের জাহালাত।

২. তার পিতার জাহালাত।

৩. ইযতিরাব বা উলটপালট। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এ হাদীসের সনদ দুর্বল এবং মতন অজ্ঞাত। দেখুন, ইরওয়া হা/৬৮৮।

২৯. নবী ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের প্রত্যেকেই এ সূরাটি মুখস্থ করুক এটা আমি কামনা করি।

সনদ দুর্বল : বাযযার। এর সনদে ইবরাহীম ইবনুল হাকাম দুর্বল।

৩০. মৃত্যু যন্ত্রণার সময় সূরা ইয়াসীন পড়লে আল্লাহ তার আসান করে দেন।

দুর্বল : হাদীসটি কোন কোন দুর্বল বর্ণনাকারী হতে মুত্তাসিল ও মারফূভাবেও বর্ণিত হয়েছে এ শব্দে : তোমরা যখন পাঠ করবে...। কিন্তু এটি যঈফ মাক্বতু'। কতিপয় মাতরূক ও সন্দেহভাজন বর্ণনাকারীও হাদীসটিকে মুত্তাসিল ভাবে বর্ণনা করেছেন এ শব্দে : "কোন মৃত্যুপথযাত্রীর নিকটে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে আল্লাহ তার মৃত্যুকে সহজ করে দেন।" এটি বর্ণনা করেছেন আবূ নু'আইম 'তারীখে আসবাহান' গ্রন্থে মারওয়ান ইবনে সারিম হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনে 'আমর হতে তিনি শুরাইহ হতে, তিনি আবূ দারদা হতে মারফূ'ভাবে। সনদের এ মারওয়ান সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ও ইমাম নাসায়ী বলেন : তিনি বিশ্বস্ত নন। ইমাম সাজী ও আবূ 'আরুবাহ বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। তারই সূত্রে হাদীসটি দায়লামী বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেন, আবূ দারদা ও আবূ যার বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। যেমনটি আত-তালখীস গ্রন্থে রয়েছে।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন : সূরা ইয়াসীনের বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে কোন হাদীসই নবী ﷺ-এর সূত্রে প্রমাণিত হয়নি। অথচ সুয়ূতীর অনুকরণ করতে গিয়ে শাওকানী ধারণা করেছেন যে, সূরা ইয়াসীনের ফযীলাত সম্পর্কিত কতিপয় বর্ণনা সহীহর শর্তে রয়েছে। তাই তাদের দু'জনের বিরোধীতা করে শায়খ আবদুর রহমান মুআল্লিমী ইমানী (রহ) বলেন : হাদীসের মূল বিষয় বর্তায় হাসানের উপর। তিনি আবূ হুরায়রাহ হতে হাদীসটি শুনেন নি। সুতরাং খবরটি মুনকাতি। শুধু তাই নয়, বরং হাসান

পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সম্পর্কে সমালোচনাও রয়েছে। তার একটি সনদে আবূ বাদর শুজা ইবনু ওয়ারিদ রয়েছেন। তিনি সত্যবাদী কিন্তু সংশয় রয়েছে। বুখারী তার কেবল একটি হাদীস এনেছেন। যাতে তার শায়খ তার মুতাবাআত করেছেন। অনুরূপ মুসলিম তার মুতাবাআত বর্ণনা এনেছেন মাত্র। তার একটি সনদে রয়েছেন মুবারাক ইবনে ফাযালাহ ও আবুল আওয়াম। মুবারক ভুল ও তাদলীসকারী। আর আবুল আওয়াম এর মতপার্থক্য ও সন্দিহান প্রচুর। তার অন্য সনদে রয়েছেন মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া। তিনি হাদীস জালকারী এবং আগলাব ইবনে তামীম ও জাসরাহ্ বিন ফারকাদ। আর এ সমস্ত সনদাবলী আবূ বাদরের। যার সম্পর্কে সুয়ূতী ধারণা করেছিলেন যে, তা সহীহর শর্তে রয়েছে। আর আপনারা তো এমাত্র অবহিত হলেন যে, সনদটির কি (বাজে) অবস্থা। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

সূরা ইয়াসীনের ফযীলত সম্পর্কে 'নূরানী পাঞ্জেগানা ওজিফা'সহ কতক পুস্তিকায় কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

১. বুযুর্গ লোকগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিপদে ও রোগের সময় এ সূরা পাঠ করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করে, নিশ্চয়ই সে রোগ মুক্তি পাবে ও বিপদ মুক্ত হবে।

২. কোন কঠিন কাজের সময় সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে আল্লাহ তা সহজ করে দেন।

৩. এ সূরা যেকোন মকছুদ পূর্ণ হবার জন্য পাঠ করলে আল্লাহর মেহেরবানীতে মকছুদ পূর্ণ হবে। এই সূরা লিখে তাবিজ বানিয়ে রোগাগ্রস্ত ব্যক্তির গলায় কিংবা বিপদগ্রস্ত লোকের গলায় মাদুলিতে ভরে বেঁধে দিলে খুবই উপকার হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

*** সূরা আর-রহমান-এর ফযীলত**

৩১. প্রত্যেক জিনিসেরই একটি শোভা আছে। কুরআনের শোভা হলো, সূরা আর-রহমান।

মুনকার হাদীস : বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান, অনুরূপ মিশকাত হা/২১৮০। এর সনদের আহমাদ বিন হাসান রয়েছে। তার সম্পর্কে

ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। কাত্বীব 'তারীখ' গ্রন্থে বলেন, তিনি অস্বীকৃত। ইমাম যাহাবী তাকে 'যুআফা ওয়াল মাতরুকীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মানবী যদিও তাইসির গ্রন্থে একে হাসান বলে নিজেরই পরিপন্থি কাজ করেছেন কিন্তু বর্ণনাটি আসলে মুনকার।

সূরা আর-রহমান-এর ফযীলত সম্পর্কে 'পাঞ্জে সূরা ও অজিফা'সহ কতক পুস্তকে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

১. নতুন চাঁদ উঠার সময় এ সূরা পাঠ করলে পূর্ণ মাস নিরাপদে থাকবে। এ সূরা তিনদিন দৈনিক তিনবার পড়ে চোখের উপর দম করলে চক্ষু রোগ ভালো হয়।

২. ঘুমের মধ্যে এ সূরা পাঠ করতে দেখলে হজ্জ করার সৌভাগ্য হবে।

৩. অন্তরের সাথে খাস নিয়তে এ সূরা পাঠ করলে তার জন্য দোযখের দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয়।

৪. সাদা রংয়ের বরতনে সূরাটি লিখে বেঁধে পানি পান করালে প্লীহাগ্রস্ত রোগী আরোগ্য হয়।

৫. সূরাটি ১১ বার পাঠ করলে যেকোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

৬. 'ফাবিআইয়্যি আলায়ি রব্বিকুমা তুকাযযিবান' পড়ে নীল সুতায় ৩১টি গিরা দিয়ে সূতা গর্ভবতীর গলায় দিলে সন্তান নিরাপদে থাকে ও সহজে ভূমিষ্ট হয়।

৭. 'ফাবিআইয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাযযিবান' আয়াতটি তিনবার পাঠ করে কোন মজলিসে বা হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হলে সেখানে সম্মান ও উত্তম ব্যবহার লাভ হবে।

*** সূরা ওয়াক্বিয়াহ-এর ফযীলত**

৩২. যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়াহ পাঠ করবে, তাকে কখনও অভাব অনটন গ্রাস করবে না।

দুর্বল হাদীস : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৮৯।

৩৩. যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াক্বিয়াহ্ পাঠ করবে, তাকে কখনও অভাব গ্রাস করবে না, ... ।

বানোয়াট হাদীস : সিলসিলাহ্ যঈফাহ্ হা/২৯০ ।

৩৪. যে ব্যক্তি সূরা ওয়াক্বিয়াহ পাঠ করবে এবং তা শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাকে গাফেলদের অর্ন্তভুক্ত লিখা হবে না এবং সে ও তার বাড়ির সদস্যরা অভাবে পতিত হবে না ।

বানোয়াট হাদীস : সিলসিলাহ্ যঈফাহ্ হা/২৯১ ।

সূরা ওয়াক্বিয়াহ্-এর ফযীলত সম্পর্কে 'নূরানী পাঞ্জেগানা অজিফা'সহ কতক পুস্তকে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

১. এ সূরা নিয়ম করে দৈনিক পাঠ করলে আল্লাহর রহমতে ব্যবসায়ে লোকসান হবে না বরং লাভবান হবে ।

২. ফজর ও এশার নামাযান্তে দৈনিক পাঠ করলে তাহার জীবনের অভাব অনটন দূর হয়ে সচ্ছলতা ফিরে আসবে ।

৩. এ সূরা লিখে তাবিজ বানাইয়া গর্ভবতীর প্রসব বেদনার সময় কোমরে বাঁধিয়া দিলে অতি সহজে সন্তান প্রসব হয় ।

৪. ধনী হতে ইচ্ছা করলে এ সূরা নিম্নলিখিত নিয়মে আমল করতে হবে, জুমআর দিন হতে সাত দিন পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্তিয়া নামাজান্তে ২৫ বার এ সূরা পাঠ করবে, ... ।

৫. দৈনিক এই সূরা ৭ বার পাঠ করলে বিবাহ কার্য ও মামলা মোকাদ্দমা এবং যাবতীয় সমস্যার সম্মানজনক ফল লাভ করবে ।

৬. 'ফাছাব্বিহ বিছমি রাব্বিকাল আযীম' ৪৪৪৪ বার পাঠ করলে মনের আশা আল্লাহ পূর্ণ করেন ।

* সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াতের ফযীলত

৩৫. নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বলবে 'আউযু বিল্লাহিস সামিইল আলীমি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম, অতঃপর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত করবেন । তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকবেন । ঐ দিন সে মারা গেলে তার শহীদী মৃত্যু হবে । যে

ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ পাঠ করবে, সেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হবে।

হাদীস দুর্বল : তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আলবানী বলেন : যঈফ।

*** সূরা ক্বিয়ামাহ-এর ফযীলত**

৩৬. যে ব্যক্তি প্রতি রাতে 'লা উকসিমু বি ইয়াওমুল ক্বিয়ামাহ' পাঠ করবে, সে ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জল থাকবে।

বানোয়াট হাদীস : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৯০।

***সূরা তাগাবুন-এর ফযীলত**

৩৭. যে শিশু জন্ম গ্রহণ করে তার মাথার জোড়ে সূরা তাগাবুনের পাঁচটি আয়াত লিখিত থাকে।

মুনকার হাদীস : ত্বাবারানী-ইবনু ওমর হতে মারফূ'ভাবে।

***সূরা যিলযাল-এর ফযীলত**

৩৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের সমান।

মুনকার হাদীস : তিরমিযী, হাকিম ও উক্বায়লীর যু'আফা। হাদীসের একটি সনদে ইয়ামান রয়েছে। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম হাকিম এটির সনদকে সহীহ বলায় তার বিরোধীতা করে ইমাম যাহাবী বলেন, বরং সনদের ইয়ামানকে হাদীস বিশারদ ইমামগণ দুর্বল বলেছেন। হাদীসের আরেকটি সনদে রয়েছে হাসান বিন সালাম। উক্বায়লী বলেন, তিনি অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, হাসানের বর্ণনাটি মুনকার।

৩৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূরা যিলযাল কুরআনের এক-চতুর্থাংশ।

দুর্বল : তিরমিযী। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

* সূরা ইখলাসের ফযীলত সম্পর্কে কতিপয় দুর্বল হাদীস

৪০. এ সূরা পাঠ করলে প্রত্যেক জিনিস হতে রক্ষা করা হবে। (নাসায়ী, হাদীস দুর্বল)

৪১. যে ব্যক্তি এ কালেমা দশবার পড়বে সে জান্নাতে যাবে : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহিদান হামাদান সমাদান লাম ইয়াত্তাখিয সহিবাতান ওয়ালা ওয়ারাদান ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ"। (আহমাদ-দুর্বল হাদীস)।

৪২. সূরা ইখলাস একবার পাঠ করলে জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হয়। (আহমাদ, দুর্বল হাদীস)

৪৩. সূরা ইখলাস ৫০ বার পড়লে ৫০ বছরের গুনাহ মাফ হয়, অন্য বর্ণনায় রয়েছে : ২০০ বার পড়লে ২০০ কিংবা ৫০ বছরের গুনাহ মাফ হয়, আরেক বর্ণনায় রয়েছে : ২০০ বার পড়লে আল্লাহ তার জন্য ১৫০০ নেকী লিখেন যদি সে দেনাদার না হয়। (সবগুলোই দুর্বল)

৪৪. ঘরে প্রবেশের সময় সূরা ইখলাস পড়লে আল্লাহ ঘরের বাসিন্দা ও প্রতিবেশীদের অভাবমুক্ত করেন। (ত্বাবারানী-দুর্বল হাদীস)

৪৫. প্রত্যেক ফরয সালাতের পর সূরা ইখলাস ১০ বার পড়লে সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে এবং যেকোন হুরের সাথে ইচ্ছা বিবাহিত হবে। (আবূ ইয়ালা-দুর্বল হাদীস)

৪৬. দিন রাত সবসময় চলাফেরা ও উঠা বসায় সূরা ইখলাস পাঠ করার কারণে মু'আবিয়াহ ইবনে মু'আবিয়ার জানাযায় জিবরীলসহ সত্তর হাজার ফিরিশতা অংশগ্রহণ করেন এবং তার মৃত্যুর দিন আকাশের সূর্য খুবই উজ্জ্বলভাবে উদিত হয়। এ সম্পর্কিত বর্ণনাবলীও দুর্বল।

সূরা ইখলাসের ফযীলত সম্পর্কে 'নেয়ামুল কুরআন'সহ কতক গ্রন্থে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

১. এ সূরা ফজর ও মাগরিবের সময় পড়িলে শেরেকী গুনাহ থেকে বাঁচিয়া থাকা যায়, ঈমানের দুর্বলতা নষ্ট হয় এবং বিপদাপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

২. কঠিন বিপদ হতে উদ্ধার লাভের জন্য কিংবা অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করার জন্য বিসমিল্লাহসহ একহাজার বার লিখতে হয়। (এটা বহু পরিক্ষিত)

৩. যে ব্যক্তি সর্বদা প্রত্যুষে এ সূরা পড়বে তাহার মঙ্গল হতে থাকবে, আল্লাহ তার প্রতি নেগাহবান থাকবেন, এটা প্রত্যেক বালার দাওয়া।

৪. এ সূরা মাটির বাসনে ৭ বার বিসমিল্লাহসহ লিখিয়া ধুইয়া রোগীকে পান করাইলে রোগ আরোগ্য হয়।

৫. এটা বিসমিল্লাহসহ ৩১৩ বার লিখিলে মতলব পূর্ণ হয়।

৬. এশার নামাযের পর দাঁড়াইয়া ১০১ বার পড়িলে সমস্ত গোনাহ মাফ হয়।

৭. আল্লাহর গযব বন্ধ করার জন্য এটাই যথেষ্ট।

৮. যে ব্যক্তি ক্ববরস্থানে যাইয়া সূরা ইখলাস ১১ বার পাঠ করিয়া মৃত ব্যক্তিগণের রূহের উপর বখশাইয়া দেয়, সে ব্যক্তি ক্ববরস্থানের সকল ক্ববরবাসীগণের সম-সংখ্যক নেকী লাভ করে।

সূরা নাস-এর ফযীলত সম্পর্কে 'নেয়ামুল কোরআন' গ্রন্থে কতিপয় মনগড়া উক্তি :

১. এ সূরা লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে সকল প্রকারের বেদনা, যাদু ও বদ নযর দূর হয়। কাগজে লিখিয়া ছোট শিশুর গলায় বাধিয়া দিলে বদ নযর লাগিতে পারে না। হাকিমের নিকট যাবার সময় পড়িলে তার ক্রোধ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

২. জুমআর নামাযের পর উপরিউক্ত প্রত্যেকটি সূরা ৭ বার পড়িলে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত নিরাপদ থাকা যায়।

৩. সুরাহ নাস ও ফালাক ৪১ বার পড়িয়া যাদুগ্রস্ত লোকের উপর কিংবা যে কোন রোগীর উপর ৭ বার ফুঁ দিলে আরোগ্য লাভ হয়।

৪. এ সূরা ১০০ কিংবা ১০০০ বার পড়িলে শয়তানি খেয়াল দূর হয়।

সূরা ফালাক্বের ফযীলত সম্পর্কে 'নেয়ামুল কোরআন'সহ কতক গ্রন্থে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

১. বালক-বালিকা, দাস-দাসী ও গরু-ঘোড়ার কানে এ সূরা পড়িয়া ফুঁ দিলে তাহাদের অবাধ্যতা ও অসৎ স্বভাব দূর হয়।

সূরা নাসর সম্পর্কে 'নেয়ামুল কোরআন' কিতাবে কতিপয় মনগড়া উক্তি ঃ

১. এ সূরা অঙ্গের মধ্যে খোদাই করে জালের সাথে বেঁধে দিলে জালে অত্যধিক মাছ ধৃত হয়।

২. এ সূরা কাঠের মধ্যে খোদাই করে দোকানে লটকাইয়া রাখলে গ্রাহক সংগ্রহ হয়।

'নেয়ামুল কুরআন' ও 'নূরানী পাঞ্জেগানা ওজিফা'সহ বাজারের প্রচলিত কতিপয় পুস্তকে আরো কিছু সূরার ফযীলত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি ঃ

সূরা কাওসার-এর ফযীলত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

১. জুময়ার রাত্রে এ সূরা একহাজার বার ও দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়িলে স্বপ্নে রাসূল ﷺ-এর যিয়ারত লাভ হয়।

২. নির্জন স্থানে বসিয়া ৩০০ বার পড়িলে শত্রু দমন হয় এবং শত্রুর উপর জয় লাভ হয়।

৩. রুযী বৃদ্ধি, মান-ইজ্জত লাভের জন্য ও প্রত্যেক প্রকার মকসুদ পূর্ণ হওয়ার জন্য এবং জেল হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য একহাজার বার পড়িবে।

৪. গোলাপ পানির উপর পড়িয়া প্রত্যহ ঐ পানি চোখে দিলে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়।

সূরা মাউন-এর ফযীলত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

১. ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর এ সূরা পড়িয়া ফুঁ দিলে জিনিসপত্র নিরাপদ থাকে।

২. যে ব্যক্তি যোহরের নামাযের পর এ সূরা ৪১ বার পড়িবে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা রুযী-রোযগার বৃদ্ধি করবেন।

সূরাহ্ কুরাইশ-এর ফযীলত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি ঃ

১. দুশমনের উপর জয় লাভের জন্য ফজরের নামাযের পর একশত বার দরূদ শরীফ পড়িয়া একহাজার বার এ সূরা পড়বে এবং পুনরায় একশত বার দরূদ শরীফ পড়বে ও শত্রুর উপর জয় লাভের জন্য প্রার্থনা করবে। এ নিয়মে ৭ দিন পড়বে।

২. খাদ্যের উপর এ সূরা পড়িয়া ফুঁ দিয়া খাইলে খাদ্যে কোন অজ্ঞাত খারাপ বস্তু থাকিলে তাহাতে ক্ষতি হবে না।

সূরাহ্ ফীল-এর ফযীলত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

১. শত্রুর সম্মুখে এ সূরা পড়িলে শত্রুর উপর জয় লাভ করা যায়।

সূরা ক্বদর-এর ফযীলত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

১. কোন কাজে যাত্রা করিবার পূর্বে এ সূরা পড়িয়া গেলে ঐ কাজে আল্লাহ্ তাআলার রহমত লাভ হয় ও ফল শুভ হয়ে থাকে।

২. এই সূরার আমল দ্বারা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়।

৩. এক মুষ্ঠি আমন ধানের চালের উপর ২১ বার এ সূরা পড়িয়া সন্ধ্যার সময় ঘরের সামনে ছড়াইয়া রাখিবে। মোরগ ঘরে যাইবার সময় ঐ চাউল খেতে থাকবে। রাতকানা রোগী ঐ চাউল খাবে। আল্লাহ্র ফযলে রাতকানা রোগ ভালো হবে।

৪. কলেরার প্রাদুর্ভাব হলে প্রত্যহ ফজরের সময় এ সূরা ৩ বার পড়িয়া শরীরে ফুঁক দিলে ইনশাআল্লাহ্ এ রোগে আক্রান্ত হবে না।

৫. সর্বদা এ সূরা পাঠ করলে বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকা যায় ও আল্লাহ্র রহমত লাভ হয়।

৬. যে ব্যক্তি প্রাতে ও সন্ধ্যায় এ সূরা পড়বে শত্রু ও বন্ধু সকলেই তাকে সম্মান করবে।

৭. নদীর তীরে বসিয়া এ সূরা পড়তে থাকলে নদী পার হওয়ার উপায় জুটিয়া যায়।

সূরা মুজ্জাম্মিল-এর ফযীলত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

১. এই সূরা দৈনিক পাঠকারী রাসূল ﷺ-কে স্বপ্নে দেখবে। কোন সময় পাপ কার্য করতে মনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। এ সূরা লিখে তাবীজ গলায় পরলে কঠিন রোগ আরোগ্য হয়। কঠিন কার্যসমূহ সহজে সম্পন্ন হয়। যে কোন বিপদের সময় এ সূরা পড়লে বিপদ দূর হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

২. কোন লোক এ সূরা স্বপ্নে পাঠ করতে দেখলে তাহার মনোবাসনা পুরা হবে এবং সুখে সাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করবে ইত্যাদি।

উল্লিখিত উক্তিগুলো দলীল প্রমাণহীন। কাজেই কুরআন-সুন্নাহর দলীল বিহীন এসব মনগড়া ও মিথ্যা ফযীলত বর্জনীয়।

রোগ ও রোগী দেখার ফযিলত

রোগের ফযিলত

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا اَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

অর্থ : আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানের প্রতি যখন কোন বিপদ, কোন রোগ, কোন ভাবনা, কোন চিন্তা, কোন কষ্ট বা কোন দুঃখ পৌঁছে, এমনকি তার শরীরে কোন কাঁটা ফুটলেও তদ্দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৫৬৪১)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর যার ভালো চান তাকে বিপদগ্রস্ত করেন।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৫৬৪৫)

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَمَسِسْتُهُ بِيَدِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَجَلْ اِنِّيْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ فَقُلْتُ ذٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ اِلَّا حَطَّ اللّٰهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি ভীষণ জ্বরে ভুগছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কঠিন জ্বরে

আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, হ্যাঁ! তোমাদের দু'জনের সমপরিমাণ জ্বর আমারই হয়ে থাকে। আমি বললাম, আপনার তো দ্বিগুণ নেকী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ! আসল কারণ তাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোন মুসলিমের প্রতি যে কোন কষ্ট আসুক না কেন, চাই সেটা অসুস্থতা বা অন্য কিছুই হোক। আল্লাহ এর দ্বারা তার গুনাহসমূহ ঝেড়ে দেন, যেমনিভাবে গাছ তার পাতা ঝেড়ে ফেলে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৫৬৬০)

حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى اُمِّ السَّائِبِ اَوْ اُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ مَا لَكِ يَا اُمَّ السَّائِبِ اَوْ يَا اُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِيْنَ. قَالَتِ الْحُمَّى لاَ بَارَكَ اللهُ فِيْهَا. فَقَالَ لاَ تَسُبِّى الْحُمَّى فَاِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু সায়িব এর নিকট গেলেন এবং বললেন : তোমার কি হয়েছে, কাঁদছো কেন? তিনি বললেন, জ্বর, আল্লাহ তার ভালো না করুন! এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন : তাকে গালি দিয়ো না। কেননা তা আদম সন্তানের গুনাহসমূহকে দূর করে দেয় যেভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৭৩৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لاَ تَزَالُ الرِّيْحُ تُمِيْلُهُ وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيْبُهُ الْبَلاَءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْاَرْزِ لاَ تَهْتَزُّ حَتّٰى تَسْتَحْصِدَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিনের উপমা হলো লতার মত। যাকে বাতাস এদিক সেদিক দোলায়, আর মুমিনের উপর সর্বদা মুসিবত এসে থাকে। আর মুনাফিকের উপমা হচ্ছে পিপল গাছ, যা বাতাসে দোলায় না, যতক্ষণ না তাকে কেটে ফেলা হয়। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭২৭০)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الْمَطْعُونُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَالَّذِيْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْاَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدٌ.

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ছাড়াও সাত প্রকার শাহাদাত রয়েছে। মহামারিতে নিহত ব্যক্তি শহীদ, পানিতে ডুবে নিহত ব্যক্তি শহীদ, ফুসফুস প্রদাহে নিহত ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় নিহত ব্যক্তি শহীদ, আগুনে পুড়ে নিহত ব্যক্তি শহীদ, ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়ে নিহত ব্যক্তি শহীদ এবং যে মহিলা প্রসবকালীন কষ্টে মারা যায় সে শহীদ।

(আবু দাউদ : হাদীস-৩১১১)

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَىُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلَاءً قَالَ فَقَالَ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ فَاِنْ كَانَ دِيْنُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَاِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِيْ عَلَى الْاَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.

অর্থ : মুসআব ইবনে সা'দ ﷺ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! বিপদ দ্বারা সর্বাপেক্ষা পরীক্ষা করা হয় কাদের? নবী ﷺ বললেন : নবীদেরকে। তারপর তাঁদের তুলনায় যারা অপেক্ষাকৃত কম উত্তম তাদেরকে। মানুষ তার দ্বীনদারীর অনুপাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে তার দ্বীনের ব্যাপারে শক্ত হয় তবে তার বিপদও শক্ত হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনের ব্যাপারে তার শিথিলতা থাকে, তার বিপদও শিথিল হয়ে থাকে। তার এমন বিপদ হতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গুনাহ থাকে না।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৬০৭)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ اَوْ الْمُؤْمِنَةِ فِيْ جَسَدِهٖ وَفِيْ مَالِهٖ وَفِيْ وَلَدِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْئَةٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলার প্রতি বিপদ গেলেই থাকে। (যেমন) তার নিজ শরীরে, তার ধন-সম্পদে কিংবা তার সন্তানের ব্যাপারে। যতক্ষণ না সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে। আর তখন তো তার উপর কোন গুনাহের বোঝাই থাকে না। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৭৮৫৯)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوَدُّ اَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعْطِيْ اَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابِ لَوْ اَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ.

অর্থ : জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (দুনিয়াতে) সুখ শান্তি ভোগকারী ব্যক্তিরা যখন কিয়ামাতের দিন দেখবে যে, বিপদগ্রস্ত লোকদের সাওয়াব দেয়া হচ্ছে। তখন তারা আক্ষেপ করবে : আহা, দুনিয়াতে যদি তাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতো!

(তিরমিযী : হাদীস-২৪০২)

عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ السَّبِيْعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ اَوْ خَالِدٍ لِسُلَيْمَانَ اَمَّا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذِّبْ فِيْ قَبْرِهٖ؟ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ نَعَمْ.

অর্থ : আবু ইসহাক আস-সাবীঈ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খালিদ ইবনে উরফাতা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে অথবা খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সুলাইমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একথা বলতে শুনেছেন : যাকে পেটের রোগ হত্যা করেছে, তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে না? তাদের একজন অপরজনকে বললেন, হ্যাঁ।

(সুনানে তিরমিযী : হাদীস-১০৬৪)

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ﷺ اَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ هَنِيْئًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرَضٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَيْحَكَ وَمَا يُدْرِيْكَ لَوْ اَنَّ اللهَ ابْتَلَاهُ بِمَرَضٍ يُكَفِّرُ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ.

অর্থ : ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তির মৃত্যু হলে অপর ব্যক্তি বললো : সে বড় ভাগ্যবান, মরে গেলো অথচ কোন রোগে ভুগলো না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাকে কে বললো যে, সে বড় ভাগ্যবান। যদি আল্লাহ তাকে কোন রোগে ফেলতেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিতেন (তখন কতই না ভালো হতো)! (মুয়াত্তা : হাদীস-১৪৭৮)

সুস্থ অবস্থায় নেক 'আমল করার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ مُوسَى ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.

অর্থ : আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা যখন রোগে আক্রান্ত হয় অথবা সফরে থাকে তার জন্য তা-ই (সে আমলের সওয়াবই) লিখা হয় যা সে সুস্থ অবস্থায় কিংবা বাড়িতে অবস্থানকালে করতো। (সহীহ বুখারী : হাদীস- ২৯৯৬)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا كَانَ عَلَى طَرِيْقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيْلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ اُكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ اِذَا كَانَ طَلِيْقًا حَتَّى اُطْلِقَهُ اَوْ اَكْفِتَهُ اِلَيَّ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা যখন ইবাদাতের কোন ভালো নিয়ম পালন করতে থাকে অতঃপর অসুস্থ হয়ে যায়। তখন তার প্রতি নিযুক্ত ফেরেশতাকে বলা হয়, সে মুক্ত (সুস্থ) অবস্থায় যা করতো তার জন্য তার অনুরূপই লিখতে থাকো, যতক্ষণ না তাকে মুক্ত করে দেই অথবা আমার কাছে তাকে ডেকে নেই (মৃত্যু দান করি)। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস- ৬৮৯৫)

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا ابْتَلَى اللّٰهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِيْ جَسَدِهٖ قَالَ اللّٰهُ لِلْمَلَكِ اُكْتُبْ لَهٗ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ فَاِنْ شَفَاهُ غَسَلَهٗ وَطَهَّرَهٗ وَاِنْ قَبَضَهٗ غَفَرَ لَهٗ وَرَحِمَهٗ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিমকে যখন শারীরিক বিপদে ফেলা হয়, তখন ফেরেশতাকে বলা হয় : তার জন্য ঐরূপই লিখতে থাকো সে যে নেক আমল বরাবর করতো। অতঃপর যদি আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন, তাকে (গুনাহ) ধুয়ে পবিত্র করেন। আর যদি উঠিয়ে নেন, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার প্রতি রহম করেন।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৩৭১২)

অসুস্থতায় ধৈর্যধারণ ও শুকরগুজার হওয়ার ফযিলত

حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ اَبِيْ رَبَاحٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلَا اُرِيْكَ امْرَاَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى. قَالَ هٰذِهِ الْمَرْاَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ اِنِّيْ اُصْرَعُ وَاِنِّيْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ لِيْ. قَالَ اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُعَافِيَكِ. قَالَتْ اَصْبِرُ. قَالَتْ فَاِنِّيْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ لَا اَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا.

অর্থ : আতা ইবনে আবি রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাকে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন : আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : এ কালো মহিলাটি। মহিলাটি একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং উলঙ্গ হয়ে যাই। তাই আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি ইচ্ছে করলে ধৈর্যধারণ করো, এতে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি চাও তবে আমি দু'আ করবো আল্লাহ যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন। মহিলাটি বললো, আমি ধৈর্যধারণ করবো। তবে দু'আ করুন, যেন উলঙ্গ না হয়ে যাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য সেই দু'আ করলেন।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৭৩৬)

عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ اَنَّهُ رَاحَ اِلَى مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَهَجَّرَ بِالرَّوَاحِ فَلَقِيَ شَدَّادَ بْنَ اَوْسٍ وَالصُّنَابِحِيُّ مَعَهُ فَقُلْتُ اَيْنَ تُرِيْدَانِ يَرْحَمُكُمَا اللّٰهُ قَالَا نُرِيْدُ هٰهُنَا اِلَى اَخٍ لَنَا مَرِيْضٍ نَعُوْدُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتّٰى دَخَلَا عَلَى ذٰلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَا لَهُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ قَالَ اَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ فَقَالَ لَهُ شَدَّادٌ اَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اِنِّيْ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِيْ عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَاِنَّهُ يَقُوْمُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِيْ وَابْتَلَيْتُهُ وَاَجْرُوْا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُوْنَ لَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ.

অর্থ : আবুল আসআস আস-সানআনী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। একদা দুপুর বেলায় তিনি দামিশকের মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। এ সময় শাদ্দাদ ইবনে আওস ও আস-সুনাবিহ এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। আমি বললাম, আল্লাহ আপনাদের উপর রহমত করুন! আপনারা কোথায় যাচ্ছেন। তারা বললো, এইতো এখানে আমাদের এক অসুস্থ ভাইকে দেখতে যাচ্ছি, ফলে আমিও তাদের সাথে চললাম। অতঃপর তারা লোকটির নিকট প্রবেশ করে তাকে বললেন : তুমি কেমন সকাল কাটালে? লোকটি বললো : আমি নিয়ামতের সাথেই সকাল অতিবাহিত করেছি। শাদ্দাদ তাকে বললেন : তুমি ভুলত্রুটি কাফফারাহ হওয়ার ও গুনাহসমূহ ক্ষমার সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা বলেন : "আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্যকার কোন মুমিন বান্দাকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করি, আর আমার এ বান্দা বিপদগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও সে আমার প্রশংসা করে, সে তার এ রোগশয্যা থেকে উঠবে এমন পূতঃ পবিত্র হয় সে দিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছে।" আর মহিয়ান রব আরো বলেন : "আমি আমার বান্দাকে

আটকে রেখেছি এবং তাকে পরীক্ষায় ফেলেছি। কাজেই তোমরা (ফেরেশতারা) তার জন্য ঐরূপ নেকী লিখতে থাকো যেমন লিখতে সে সুস্থ থাকা অবস্থায়। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৭১১৮)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ عِظْمُ الْجُزَاءِ مَعَ عِظْمِ الْبَلَاءِ . اِنَّ اللهَ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ . فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ .

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বড় বিনিময় বড় বিপদের বিনিময়েই হয়ে থাকে। আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে এতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য (আল্লাহর) সন্তুষ্টিই রয়েছে। আর যে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য অসন্তুষ্টিই রয়েছে। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-৪০৩১)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ قَالَ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তায়ালা বলেন : আমি যখন আমার কোন বান্দাকে তার দুটি প্রিয় বস্তু সম্পর্কে বিপদগ্রস্ত করি, তখন সে যদি তাতে ধৈর্য অবলম্বন করে তাহলে আমি তাকে এর পরিবর্তে জান্নাত দান করবো। ঐ প্রিয় বস্তু দুটি দ্বারা দু' চোখ বুঝানো হয়েছে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৫৬৫৩)

রোগী দেখার ফযিলত

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ.

অর্থ : সাওবান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলিম যখন তার কোন অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। (মুসলিম : হাদীস-৬৭১৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন : হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু আমাকে দেখতে আসো নি। সে বলবে, হে আমার রব! (আপনি কীভাবে অসুস্থ হলেন আর) আমি আপনাকে কেমন করে দেখতে আসবো, আপনি তো সারা জাহানের প্রতিপালক? আল্লাহ বলবেন : তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল আর তুমি তাকে দেখতেও যাওনি? তুমি কি জানো না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে নিশ্চয় আমাকে তার কাছে পেতে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৭২ ১)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً اِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنْ عَادَهٗ عَشِيَّةً اِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهٗ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ.

অর্থ : আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে মুসলিম অপর কোন মুসলিমকে সকাল বেলায় দেখতে যায় তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়। যদি সে তাকে সন্ধ্যা-বেলায় দেখতে যায়, তাহলে তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ না সকাল হয় এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরি করা হয়। (আবু দাউদ : হাদীস-৩১০০)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوْضُ فِى الرَّحْمَةِ حَتّٰى يَجْلِسَ فَاِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيْهَا.

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে রওয়ানা হয়, সে আল্লাহর রহমতের সাগরে সাঁতার কাটতে থাকে যতক্ষণ না সেখানে গিয়ে বসে। যখন সে সেখানে গিয়ে বসে তখন (সে রহমতের সাগরে) ডুব দিলো। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস- ১৪২৬০)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ عَادَ مَرِيْضًا وَمَعَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ وَعْكٍ كَانَ بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَبْشِرْ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ نَارِى اُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِى الْمُؤْمِنِ فِى الدُّنْيَا لِتَكُوْنَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِى الْاٰخِرَةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ আবু হুরায়রা ﷺ-কে সাথে নিয়ে জ্বরাক্রান্ত এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, এটা আমার আগুন। দুনিয়াতে আমি একে আমার মুমিন বান্দার উপর প্রেরণ করি, যাতে কিয়ামতে এটি তার জাহান্নামের আগুনের বিকল্প হয়ে যায়।
(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৯৬৭৬)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ اَجَلُهُ فَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسْاَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ اِلَّا عُوْفِىَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যখন কোন মুসলিম বান্দা এমন কোন রোগীকে দেখতে যায় যার মৃত্যুক্ষণ আসেনি, সে তাকে সাতবার এ বলে দুআ করবে : "আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যিনি আরশের অধিপতি, তিনি যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন।" এতে সে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করবে যদি না তার মৃত্যু উপস্থিত হয়। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২১৩৭)

লাশের অনুগমন ও জানাযা সালাত আদায়ের ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلِّىَ عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় কোন মুসলিমের জানাযায় অনুগমন করেছে এবং জানাযা সালাত আদায় পর্যন্ত তার সাথেই রয়েছে এবং তাকে দাফন করেছে, সে দু কীরাত সাওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর প্রত্যেক কীরাত হচ্ছে ওহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করেছে এবং দাফন করার আগেই ফিরে এসেছে, সে এক কীরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরে এসেছে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৪৫)

জানাযার সালাতে তাওহীদপন্থী লোক উপস্থিত হওয়ার ফযিলত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّىْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ اِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত এমন একদল মুসলিম আদায় করে যাদের সংখ্যা একশ পর্যন্ত পৌছে এবং প্রত্যেকে তার জন্য সুপারিশ করে, নিশ্চয় তার সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করা হবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-২২৪১)

আরেক বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যদি কোন ব্যক্তির জানাযার সালাত

এমন চল্লিশজন লোক অংশগ্রহণ করে যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করে না, সে মৃত ব্যক্তির পক্ষে তাদের সুপারিশ আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করবেন। (সহীহ মুসলিম : হাদীস- ২২৪২)

ঈমানদার কর্তৃক মৃতের প্রশংসা করার ফযিলত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُوْلُ مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرَى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ مَا وَجَبَتْ قَالَ هَذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِى الْاَرْضِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা কোন একটি লাশের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মৃত ব্যক্তিকে ভালো বলে প্রশংসা করলো। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : ওয়াজিব হয়ে গেছে। অতঃপর লোকেরা আরেকটি লাশের নিকট দিয়ে অতিক্রমের সময় মৃত লোকটি খারাপ ছিল বলে কুৎসা করলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ কথা শুনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : হে আল্লাহ রাসূল! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : ঐ ব্যক্তি, যার প্রশংসা তোমরা করলে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর ঐ ব্যক্তি, তোমরা যার কুৎসা করলে, তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে গেছে। তোমরা (মুমিন বান্দারা) হচ্ছো দুনিয়াতে আল্লাহর সাক্ষী। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১৩৬৭)

মৃতকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও কবর খননের ফযিলত

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ ﷺ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَلَهُ اللهُ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً . وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَاَجَلَّهُ اُجْرِىَ عَلَيْهِ

كَاَجْرِ مَسْكَنٍ اَسْكَنَهُ اِيَّاهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَفَنَّهُ كَسَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ.

অর্থ : আবু রাফি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে গোসল দিবে অতঃপর মৃত ব্যক্তির গোপনীয় বিষয় গোপন রাখবে, আল্লাহ্ ঐ গোসল দানকারীকে চল্লিশবার ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য কবর খনন করবে, অতঃপর তাকে দাফন করবে, তাকে বিনিময়ে দেয়া হবে কোন মিসকীনকে বাসস্থান দেয়ার সমতুল্য সওয়াব। মহান আল্লাহ্ বিশেষ করে তাকে কিয়ামতের দিন বাসস্থান দান করবেন। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে দাফন কাফন পরাবে, মহান আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিন পাতলা মিহি রেশমী ও পুরু স্বর্ণ খচিত জান্নাতী রেশমী কাপড় পরাবেন। (সুনানে কুবরা বায়হাকী : হাদীস ৬৯০)

রোগ ও রোগীর দেখার ফযীলত সম্পর্কে যঈফ ও দুর্বল হাদীসসমূহ

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় কোন অপরাধের কারণেই বান্দার প্রতি দুঃখ পৌঁছে থাকে, চাই তা বড় হোক বা ছোট। আর আল্লাহ যা ক্ষমা করে দেন তা এর চাইতেও অধিক। এর সমর্থনে নবী ﷺ এর আয়াত পাঠ করেন : "তোমাদের প্রতি যে বিপদ আসে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে, আর আল্লাহ তো ক্ষমা করে দেন অনেক।" (সূরা শূরা, আযাত ৩০)

দুর্বল : তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। অর্থাৎ দুর্বল। এর দোষ হচ্ছে এটি 'উবাইদুল্লাহ ইবনুল ওয়াযা'এর রিওয়ায়াত। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বনী মাররাহর জনৈক শায়খ। তারা দু' জনেই অজ্ঞাত। তাহক্বীক মিশকাত হা/১৫৫৮।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে সওয়াবের আশায় তার কোন মুসলিম ভাইকে দেখতে যায় তাকে জাহান্নাম থেকে ষাট বছরের পথ দূরে রাখা হবে।

সনদ দুর্বল : আবূ দাউদ। আলবানী বলেন, এর সনদ দুর্বল। সনদে ফাযল ইবনে দালহাম ওয়াসিতী রয়েছে। তিনি হাদীস বর্ণনায় শিথিল, যেমনটি হাফিয 'আত-তাকরীব' গ্রন্থে বলেছেন। তাহক্বীক মিশকাত হা/১৫৫২।

৩. যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, আকাশ থেকে একজন ফিরিশতা তাকে লক্ষ্য করে বলেন : মোবারক হও তুমি এবং মোবারক হোক তোমার এ পথ চলা। তুমিতো জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করে নিলে।

দুর্বল : ইবনে মাযাহ। এর সনদ দুর্বল। সনদে আবূ সিনান হাদীস বর্ণনায় শিথিল। তারই সূত্রে এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব। তাহক্বীক মিশকাত হা/১৫৭৫।

৪. কোন বান্দার গুনাহ যখন অধিক হয় এবং সেগুলোর কাফফারাহ দেয়ার মত কোন নেক আমল না থাকে, তখন আল্লাহ তাকে

বিপদ দ্বারা চিন্তিত করেন যাতে তার সেসব গুনাহের কাফফারাহ হয়ে যায়।

দুর্বল : আহমাদ। এর সনদে লাইস ইবনে আবূ সুলাইম দুর্বল রাবী। তাহক্বীক মিশকাত হা/১৫৮০।

৫. যখন তুমি কোন রোগীর নিকট যাবে তখন তাকে তোমার জন্য দোয়া করতে বলবে। কেননা তার দোয়া ফিরিশতাদের দোয়ার মতো।

দুর্বল মুনকার : ইবনে মাযাহ, বায়হাক্বী। এর সনদ খুবই দুর্বল। সনদে মাসলামাহ ইবনে আলী সন্দেহভাজন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, এ হাদীসটি বাতিল, জাল। তাহক্বীক মিশকাত হা/১৫৮৮, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১৪৫।

৬. যে রুগ্ন অবস্থায় মারা গেছে সে শহীদ হয়ে মারা গেছে, তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাকে জান্নাতের রিযিক্ব দেয়া হবে।

খুবই নিকৃষ্ট : এর সনদ খুবই বাজে। সনদে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ সন্দেহভাজন। ইবনুল জাওযী এ হাদীসটি তার মাওযুআত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাহক্বীক মিশকাত হা/১৫৯৫।

৭. যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার বাবা-মায়ের কিংবা তাদের কারো একজনের কবর যিয়ারাত করবে তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং নেকি লিখা হবে।

বানোয়াট।

৮. তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে নেককার সম্প্রদায়ের মাঝে দাফন করো। কেননা খারাপ প্রতিবেশীর কারণে মৃতদেহকে কষ্ট দেয়া হয়। যেমন জীবিতরা খারাপ প্রতিবেশীর কারণে কষ্ট পায়।

বানোয়াট।

৯. সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর কাছে, শুক্রবারে নবীগণ ও বাবা-মায়ের কাছে আমলনামা পেশ করা হয়। তাদের (আত্মীয় বা সন্তানদের) আমল ভালো দেখলে তারা খুশি হন এবং তাদের চেহারা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

বানোয়াট।

১০. তোমাদের আমলনামাসমূহ তোমাদের মৃত আত্মীয়দের কাছে পেশ করা হয়। তারা তোমাদের আমল ভালো দেখলে খুশি হয় আর খারাপ দেখলে বলে : হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের যেভাবে হিদায়াত দিয়েছো সেভাবে তাদেরকেও হিদায়াত দান না করা পর্যন্ত মৃত্যু দিও না।

দুর্বল।

১১. কেউ কবরস্থান অতিক্রমকালে ১১ বার সূরা ইখলাস পড়ে মৃতদেহে এর সওয়াব পৌঁছে দিলে কবরবাসীদের পরিমাণ সওয়াব তাকেও দেয়া হয়।

বানোয়াট।

১২. যে কবরস্থানে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হয় সেদিন কবরবাসীর আযাব হালকা করা হয় এবং তার আমলনামায় ঐরূপ নেকি লিখা হয়।

বানোয়াট।

ফাযায়িলে লিবাস

(পোশাক ও সাজসজ্জার ফযিলত)

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ۭ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

অর্থ : হে বানী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোষাক দিয়েছি এবং তাকওয়ার পোষাক, এটাই সর্বোত্তম। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-২৬)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ. وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۠ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۠ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۭ وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : মু'মিনদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

আর মু'মিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের

মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

(সূরা নূর : আয়াত-৩০-৩১)

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অর্থ : হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে এবং মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়; এতে সহজেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে, ফলে তারা লাঞ্ছিতা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমতাশীল ও করুণাময়।

(সূরা আহযাব : আয়াত-৫৯)

হাদীস

সাদা কাপড়ের ফযিলত

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلْبَسُوْا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ.

অর্থ : সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কেননা তা সবচেয়ে পবিত্র ও সর্বাধিক উত্তম। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-৩৫৬৭)

সাদাসিদে অনাড়ম্বর পোশাক পরার ফযিলত

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ اَيِّ حُلَلِ الْاِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا.

অর্থ : সাহল ইবনে মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেবল বিনয়ের কারণে মূল্যবান পোশাক বর্জন করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডাকবেন এবং তাকে যেকোন ঈমানী পোশাক পরার সুযোগ দিবেন। (তিরমিযী : হাদীস-২৪৮১)

সামর্থ্য অনুযায়ী পোশাক পরার ফযিলত

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رضي الله عنه عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ اللهَ يُحِبُّ اَنْ يَرٰى اَثَرَ نِعْمَتِهٖ عَلٰى عَبْدِهٖ.

অর্থ : আমর ইবনে শুআইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার উপর তাঁর নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন। (সুনানে তিরমিযী : হাদীস-২৮১৯)

عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِىْ ثَوْبٍ دُوْنٍ فَقَالَ اَلَكَ مَالٌ. قَالَ نَعَمْ. قَالَ مِنْ اَىِّ الْمَالِ. قَالَ قَدْ اٰتَانِىَ اللهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ. قَالَ فَاِذَا اٰتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهٖ.

অর্থ : আবুল আহওয়াস হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট নিম্নমানের পোষাক পরে আসলাম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, তোমার সম্পদ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : কিরূপ সম্পদ? তিনি বললেন, প্রত্যেক ধরনের সম্পদ, আল্লাহ আমাকে উট, ছাগল, ঘোড়া, দাস সবই দিয়েছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ যেহেতু তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন সেহেতু তোমার মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত ও সম্মানের নিদর্শন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। (আবু দাউদ : হাদীস-৪০৬৩)

যে ব্যক্তির চুল পাকে তার ফযিলত

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِى الْاِسْلاَمِ. قَالَ عَنْ سُفْيَانَ اِلَّا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ يَحْيَى اِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ اِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ.

অর্থ : আমর ইবনে শু'আইব ﷺ হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "তোমরা পাকা চুল উপড়ে ফেলো না। কেননা কেউ মুসলিম থাকাবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তিনি বলেন সুফয়ান হতে ঐ বার্ধক্য কিয়ামতের দিন তার জন্যে জ্যোতিতে পরিণত হবে।" তিনি বলেন, ইয়াহইয়ার হাদীসে আছে। আল্লাহর তার বিনিময়ে তার জন্য একটি নেকী লিখবেন এবং একটি গুনাহ মুছে দিবেন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, পাকা চুল হলো মুসলমানের জ্যোতি। (আবু দাউদ : হাদীস-৪২০৪)

সূরমা ব্যবহারের ফযিলত

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اكْتَحِلُوْا بِالْاِثْمِ فَاِنَّهُ يَجْعَلُوْا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা ইসমিদ' সুরমা চোখে লাগাও। কেননা এটা দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে এবং পশম উদগত করে। (তিরমিযিঃ হাদীস-১৭৫৭)

ফাযায়িলে আতইমা
খাদ্য বিষয়ক ফযিলত

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

অর্থ : তোমরা আল্লাহর রিযিক্ব হতে খাও এবং পান কর। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরূপে বিচরণ করো না। (সূরা বাকারা : আয়াত-৬০)

হাদীস

বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করার ফযিলত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْكُلُ طَعَامًا فِيْ سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَاَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا اِنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ لَكَفَاكُمْ فَاِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنْ نَسِيَ اَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَوَّلِهٖ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খাবার ছয়জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে খেতেন। একদিন এক বেদুঈন (গ্রাম্যলোক) এসে মেহমান হলো। সে ঐ খাবার দুই গ্রাসে খেয়ে ফেললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা শোন, এ বেদুঈন যদি বিসমিল্লাহ বলতো, তাহলে ঐ খাবার তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হতো। কাজেই তোমাদের কেউ খাবার খাওয়ার সময় যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে । যদি খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায় তাহলে সে যেন বলে "বিসমিল্লাহি ফী আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহ"। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস- ২৫১০৬/২৫১৪৯)

প্লেটের/থালার এক পাশ থেকে খাওয়ার ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِيَ بِقَصْعَةٍ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا. وَدَعُوْا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيْهَا.

৬০৭. আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি পাত্র আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বাসনের এক পাশ থেকে খাও, মাঝখানটা বাদ রাখো। তাহলে আল্লাহ এ খাবার তোমাদের জন্য বরকত দিবেন। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-৩২৭৫)

একত্রে বসে খাবার খাওয়ার ফযিলত

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ وَحْشِيِّ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ . قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُوْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ ؟ قَالُوْا نَعَمْ . قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ.

অর্থ : ওয়াহ্শী হতে বর্ণিত। একবার লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাওয়া দাওয়া করি, কিন্তু তৃপ্তি পাই না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা একসাথে খাও? না-কি আলাদা আলাদাভাবে? তারা বললো : আলাদা আলাদাভাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সকলে একসাথে খাবে এবং বিসমিল্লাহ বলে খাবে, তাহলে তাতে বরকত হবে।
(ইবনে মাযাহ : হাদীস-৩২৮৬)

আঙ্গুল ও খাবারের পাত্র ভাল করে চেটে খাওয়ার ফযিলত

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهٗ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ اَصَابِعَهٗ فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ.

অর্থ : জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (খাওয়ার সময়) যদি তোমাদের কারো লোকমা বরতনের বাইরে পড়ে যায় তবে সে যেন তা তুলে নিয়ে এর ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে। আর খাওয়া শেষ করে আঙ্গুলগুলো চেটে না খাওয়া পর্যন্ত যেন রুমালে হাত না মুছে। কেননা সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫৪২১/২০৩৩)

খাওয়া শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলার ফযিলত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَأْكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدَهٗ عَلَيْهَا اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهٗ عَلَيْهَا.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন বান্দা কিছু খেয়ে বা পান করে আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ তার উপর খুবই খুশি হন। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭১০৮/২৭৩৪)

সমাজ বিষয়ক ফাযায়িল

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا. وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا.

অর্থ : তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও 'ইবাদাত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বলও না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলও।

মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনতিত করও এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-২৩-২৪)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ؗ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থ : তারপর সে যখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল তখন ইব্‌রাহীম (আঃ) বললেন ঃ হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি; এখন তুমি বল, তোমার মত কি? সে বলল ঃ হে আমার বাবা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা পূর্ণ করুন। ইন্‌শাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।

(সূরা সফফাত : আয়াত-১০২)

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ.

অর্থ : আর আমি মানুষকে তার বাবা-মা সম্পর্কে আদেশ দিয়েছি (তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে)। তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দু'বছরে তার স্তন পান ছাড়ানো হয়। সুতরাং আমার কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার মাতা-পিতার। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ.

অর্থ : আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যার পার্থিব জীবন সংক্রান্ত কথা তোমাকে অবাক করে তুলে। আর সে তার মনের বিষয়ের উপর আল্লাহকে সাক্ষী বানায়। মূলত সে হচ্ছে ভীষণ ঝগড়াটে ব্যক্তি।

(সূরা বাকারা : আয়াত-২০৪)

হাদীস

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের ফযিলত

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِمِيْقَاتِهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম কাজ কোনটি? রাসূল (সাঃ) বললেন, সালাতকে তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। (মুসনাদে আহমদ-৪৩১৩)

পিতা-মাতার সন্তুষ্টির ফযিলত :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেন, পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (সুনানে তিরমিযী : হাদীস-১৮৯৯)

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ﷺ اَنَّ رَجُلًا اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ لِى امْرَاَةً وَاِنَّ اُمِّى تَاْمُرُنِىْ بِطَلَاقِهَا قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوَالِدُ اَوْسَطُ

اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاِنْ شِئْتَ فَاَضِعْ ذٰلِكَ الْبَابَ اَوْ اَحْفَظْهُ. قَالَ وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرٍو رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ اِنَّ اُمِّيْ وَرُبَّمَا قَالَ اَبِيْ.

অর্থ : আবুদ দারদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, আমার এক স্ত্রী আছে। আমার মা তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। আবুদ দারদা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, "পিতা হলো জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা। তুমি চাইলে এটা ভেঙ্গেও ফেলতে পারো অথবা এর হিফাযতও করতে পারো।" বর্ণনাকারী সুফিয়ান কখনো মায়ের কথা উল্লেখ করেছেন আবার কখনো পিতার কথা। (তিরমিযী : হাদীস- ১৯০০)

পিতার বন্ধুদের সম্মান প্রদর্শন করার ফযিলত

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُقَلِّبَ.

অর্থ : ইবনে ওমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে পিতার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখা। (আবু দাউদ : হাদীস-৫১৪৫)

খালার সাথে সদ্ব্যবহারের ফযিলত

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ اَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيْرًا فَهَلْ لِيْ تَوْبَةٌ ؟ اِذًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلَكَ وَالِدَانِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَكَ خَالَةٌ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَبِرَّهَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেছি। আমার কি তওবার সুযোগ আছে? নবী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা বাবা জীবিত আছে কি? সে বললো, না। নবী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার খালা আছে কি? সে বললো, হ্যাঁ। নবী বললেন : তাহলে তার সাথে সদ্ব্যবহার করো। (তিরমিযি : হাদীস-১৮২৭)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

অর্থ : বারাআ ইবনে আযিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : খালা হলো মাতৃস্থানীয়। (তিরমিযী : হাদীস- ১৯০৪)

সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহ করার ফযিলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ইবনে আলীকে চুমু খেলেন। এ সময় তার পাশে আল-আকরা ইবনে হাবিস আত-তামীমী رضي الله عنه বসা ছিলেন। আল-আকরা رضي الله عنه বলেন, আমার দশটি সন্তান আছে কিন্তু আমি কখনও তাদের কাউকে চুমু খাইনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে লোক দয়া-অনুগ্রহ করে না সে দয়া-অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় না।

(সহীহ বুখারী : হাদীস- ৫৯৯৭/৫৯৯৭)

কন্যা সন্তানের জন্য ব্যয় করার ফযিলত

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ. وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ.

অর্থ : আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান লালন-পালন করবে, আমি এবং সে একত্রে এভাবে পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করবো। এই বলে তিনি নিজের হাতের দু'টি আঙ্গুল একত্র করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। (তিরমিযী : হাদীস- ১৯১৪)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানের কারণে কোনরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়

(বিপদগ্রস্ত হয়), সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করলে তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। (তিরমিযী : হাদীস- ১৯১৩)

ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তার লালন-পালনের ফযিলত

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى.

অর্থ : সাহল ইবনে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এবং ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এ দু আঙ্গুলের মত একত্রে থাকবো। এ বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখান। (সহীহ বুখারী : হাদীস- ৬০০৫)

মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করার ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللّٰهُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দয়ালুদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। যারা যমীনে, আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। দয়া রহমান থেকে উদগত। যে ব্যক্তি দয়ার বন্ধন বহাল রাখে আল্লাহও তার সাথে নিজ সম্পর্ক বহাল রাখেন। আর যে ব্যক্তি দয়ার বন্ধন ছিন্ন করে, আল্লাহও তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। (তিরমিযী : হাদীস- ১৯২৪)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلَّا مِنْ شَقِيٍّ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কেবল নিষ্ঠুর ও দুর্ভাগা ব্যক্তির উপর থেকেই রহমত ছিনিয়ে নেয়া হয় (দয়ালু থেকে নয়) (আবু দাউদ : হাদীস- ৪৯৪২)

মুসলমানদের সাথে বিনয় ও নম্রতা সুলভ ব্যবহার করার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দান-খয়রাতে সম্পদ কমে না, ক্ষমা করার দ্বারা আল্লাহ কেবল ইজ্জত বৃদ্ধি করেন, আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্য বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস- ৬৭৫৭/২৪৮৮)

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ مُجَاشِعٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَاِنَّ اللهَ اَوْحَى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ وَلَا يَبْغِيْ اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ.

অর্থ : ইয়াদ ইবনে হিমারিন আল-মুজাশিঈ ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আমার কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন, তোমরা পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচরণ করবে। যাতে কেউ কারো উপর ফখর ও গৌরব না করে এবং একজন আরেক জনের উপর বাড়াবাড়ি না করে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭৩৮৯/২৮৬৫)

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

অর্থ : আবু মূসা আল-আশ'আরী ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য একটি সুদৃঢ় অট্টালিকা স্বরূপ, যার একাংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। (তিরমিযী : হাদীস-২০২৯/১৯২৮)

ন্যায় বিচারের ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَدٌّ يُعْمَلُ بِهٖ فِي الْاَرْضِ خَيْرٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ مِنْ اَنْ يُمْطَرُوْا اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়াতে (আল্লাহর দেয়া) একটি হদ কায়িম করা পৃথিবী বাসীর জন্য চল্লিশ দিন বৃষ্টি হওয়ার চাইতে উত্তম। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-২৫৩৮)

অপরাধীকে ক্ষমা করার ফযিলত

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

অর্থ : জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মানুষকে দয়া করে না সে আল্লাহর দয়া পায় না।
(সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৮২৮/৬৯৪১)

মুসলমানের দোষ গোপন রাখার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سِتْرًا مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَةُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَ اللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলিমের দোষ-ক্রটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় লিপ্ত থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য সহযোগিতায় রত থাকেন। (সহীহ মুসলিম : হাদীস- ৭০২৮/২৬৯৯)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتّٰى يَفْضَحَهُ بِهَا فِيْ بَيْتِهِ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গোপনীয় বিষয় ঢেকে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার গোপনীয় বিষয় ঢেকে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গোপনীয়

বিষয় ফাঁস করে দিবে, আল্লাহ তার গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দিয়ে তার বাড়িতেই তাকে অপদস্ত করবেন। (সুনানে ইবনে মাযাহ: হাদীস- ২৫৪৬)

কারো মান-সম্মানের উপর আঘাত প্রতিহত করার ফযিলত

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আবুদ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের মান-ইজ্জতের উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন।

(আহমদ : হাদীস-২৭৫৪৩/২৭৫৮৩)

আগে সালাম দেয়ার ফযিলত

عَنْ اَبِي اَيُّوْبَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَاُ بِالسَّلَامِ.

অর্থ : আবু আইয়ুব ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের অধিক কথাবার্তা ও মেলামেশা ত্যাগ করা বৈধ নয়। তাদের দু'জনের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, অথচ একজন এদিক এবং অপরজন আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের উভয়ের মধ্যে যে আগে সালাম দেয় সে-ই উত্তম। (বুখারী : হাদীস- ৬২৩৭)

দুই মুসলিমের মাঝে সমঝোতা করার ফযিলত

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ. قَالُوْا بَلٰى. قَالَ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ.

অর্থ : আবুদ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা জানাবো না যার মর্তবা সিয়াম, সালাত এবং সদকার চাইতেও অধিক মর্তবা? সাহাবায়ে কিরাম বললেন : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বললেন : দু জনের মাঝে সমঝোতা করে দেয়া। (আবু দাউদ : হাদীস- ৪৯১৯)

প্রতিবেশীর ফযিলত

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ الاَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهٖ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهٖ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কাছে সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম সঙ্গী হলো সে ব্যক্তি যে তার নিজ সঙ্গীর কাছে উত্তম। আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রতিবেশীর মধ্যে উত্তম হলো সে প্রতিবেশী যে তার নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।

(সুনানে তিরমিযী : হাদীস- ১৯৪৪)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ.

অর্থ : ইবনে ওমর ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জিবরাঈল ﷺ আমাকে অবিরত প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। এতে আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই হয়তো তাকে ওয়ারিস বানানো হবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস- ৬০১৫)

টিকটিকি মারার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِيْ اَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهٗ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে, ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই টিকটিকি মারতে পারবে তার জন্য রয়েছে ১০০টি সওয়াব। দ্বিতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চেয়ে কম সাওয়াব এবং তৃতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চেয়েও কম সাওয়াব।

(সহীহ মুসলিমঃ হাদীস- ৫৯৮৪/২২৪০)

মেহমানদারীর ফযিলত

عَنْ اَبِىْ شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعَتْ اُذُنَاىَ وَاَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ.

অর্থ : আবু শুরাইহ আল-আদাবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু' কান শুনেছে এবং দু' চোখ দেখেছে যখন নবী ﷺ কথা বলেছেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানকে সম্মান করে, তাকে জাইযা দেয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন জাইযা কী? রাসূল ﷺ বলেন : একদিন ও এক রাতের পাথেয় সাথে দেয়া। রাসূল ﷺ আরো বলেন, মেহমানদারী তিনদিন পর্যন্ত। এরপর অতিরিক্ত (যা খরচ করা হবে) তা সদকাহ হিসেবে গণ্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভয়ে কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস- ৬০১৯)

মিসকীন ও বিধবাকে ভরণ-পোষণের ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : স্বামীহীনা ও মিসকীনদের ভরণ–পোষণের জন্য চেষ্টাকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারী অথবা সারারাত সালাত আদায়কারী ও সারাদিন সওম পালনকারী সমান সাওয়াবের অধিকারী। (সহীহ বুখারী : হাদীস- ৫৩৫৩)

সত্যকথা বলার ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা অবশ্যই সত্য অবলম্বন করবে। কেননা সততা মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। আর কল্যাণ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কোন মানুষ সদা সত্য কথা বলতে থাকলে এবং সত্যের প্রতি মনোযোগী থাকলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর দরবারে পরম সত্যবাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। আর তোমরা অবশ্যই মিথ্যা পরিহার করবে। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে পথ দেখায়, পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন বান্দা সদা মিথ্যা কথা বলতে থাকলে এবং মিথ্যার প্রতি ঝুঁকে থাকলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর কাছে ডাহা মিথ্যাবাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস- ৬৮০৫/২৬০৭)

লজ্জাশীলতার ফযিলত

عَنْ أَبِى السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِى إِلَّا بِخَيْرٍ.

অর্থ : আবুস সাওয়ার আল-আদাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন : লজ্জাশীলতার ফল সর্বদাই ভালো হয়ে থাকে। (সহীহ বুখারী : হাদীস- ৬১১৭)

فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ أَوْ قَالَ اَلْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ.

অর্থ : ইমরান ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লজ্জা শরমের পুরোটাই ভালো। (সহীহ মুসলিম: হাদীস-৩৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : ঈমানের ষাটের অধিক শাখা রয়েছে। লজ্জাশীলতা ঈমানেরই একটি শাখা।

(সহীহ বুখারী : হাদীস- ৯)

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا زَانَهُ.

অর্থ : আনাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা কোন বস্তুর কদর্যতাই বৃদ্ধি করে। আর লজ্জা কোন জিনিসের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে। (তিরমিযি : হাদীস-১৯৭৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ، وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লজ্জা ঈমানের অঙ্গ, আর ঈমানের স্থান হলো জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা যুলুমের অঙ্গ, আর যুলুমের স্থান জাহান্নাম।

(তিরমিযী : হাদীস- ২০০৯)

আত্মীয়তার সম্পর্কে বজায় রাখার ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَلَّمُوْا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهٖ اَرْحَامَكُمْ فَاِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الْاَهْلِ مَثْرَاةٌ فِى الْمَالِ مَنْسَاةٌ فِى الْاَثَرِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা নিজেদের বংশধারা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন কর। যাতে তোমাদের বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারো। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক

অটুট থাকলে নিজেদের মধ্যে মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং ধন-সম্পদ ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়। (তিরমিযী : হাদীস- ১৯৭৯)

ভালোকথা বলার ফযিলত

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا. فَقَامَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلّٰهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

অর্থ : আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতের মধ্যে একটি বালাখানা রয়েছে। যার ভেতর থেকে বাইরের এবং বাইরে থেকে ভেতরের দৃশ্য দেখা যায়। এক বেদুইন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই বালাখানা কার জন্য? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি মানুষের সাথে ভালকথা বলে, অনাহারীকে খাবার দেয়, নিয়মিত রোযা রাখে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সলাত আদায় করে। (তিরমিযী -১৯৮৪)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে। (আবু দাউদ : হাদীস- ৫১৫৪)

মন্দ কাজের পরক্ষণেই ভালোকাজ করার ফযীলত

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

অর্থ : আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন : তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় কর, খারাপ কাজের পরপরই ভালো কাজ করো, তাতে খারাপ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম কথা ব্যবহার করো। (সুনানে তিরমিযী : হাদীস- ১৯৮৭)

ঈমান আনা এবং অহংকার বর্জন করার ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ . وَلا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান রয়েছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। (সুনানে তিরমিযী : হাদীস-১৯৯৮)

ধীর-স্থিরতার ফযিলত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِاَشَجِّ اَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন দুটি অভ্যাস রয়েছে, যা স্বয়ং আল্লাহও পছন্দ করেন। একটি হলো ধৈর্য ও সহনশীলতা, অপরটি হলো ধীর-স্থিরতা। (সুনানে তিরমিযী : হাদীস-২০১১)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسِ الْمُزَنِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস আল-মুযানী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, উত্তম আচরণ, ধীর-স্থিরতা ও মধ্যমপন্থা নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের একভাগ। (সুনানে তিরমিযী : হাদীস-২০১০)

সৎ চরিত্রের ফযিলত

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الاَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

অর্থ : নাওয়াস ইবনে সামআন আল-আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছি, নেকী ও গুনাহ সম্পর্কে। তিনি বলেন, নেকী হচ্ছে উত্তম চরিত্র আর গুনাহ হচ্ছে যা তোমার অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং অন্য কেউ তা জেনে ফেলুক, এটা তোমার কাছে খারাপ লাগে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-২৫৫৩)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অশ্লীলতা পছন্দ করতেন না এবং তিনি অশ্লীল ভাষীও ছিলেন না। তিনি বলতেন : তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম লোক তারাই, যাদের চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৩৫৫৯)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.

অর্থ : আবুদ্ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মুমিন ব্যক্তির আমলনামায় সচ্চরিত্রের চাইতে ভারী আর কোন আমলই হবে না। (আবু দাউদ : হাদীস-৪৭৯৯)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ : اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো : কোন জিনিস মানুষকে সর্বাধিক পরিমাণে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। তাকে আরো জিজ্ঞেস করা হলো : কোন জিনিস মানুষকে সর্বাধিক পরিমাণে জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন : মুখ ও লজ্জাস্থান।

(সুনানে তিরমিযী : হাদীস-২০০৪)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঈমানের দিক দিয়ে সর্বাধিক কামিল মুমিন হচ্ছে সে ব্যক্তি যার চরিত্র ভালো। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে। (তিরমিযী : হাদীস-১১৬২)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.

অর্থ : আয়েশা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মুমিন তার সুন্দর স্বভাব ও উত্তম চরিত্র দ্বারা দিনে সওম পালনকারী ও রাতে তাহাজ্জুদ গুজারীর ওপর মর্যাদা লাভ করতে পারে।

(আবু দাউদ : হাদীস-৪৮০০/৪৭৯৮)

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِي الْمِيْزَانِ اَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ ، وَاِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.

অর্থ : আবুদ্‌ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মীযানের পাল্লায় যে বস্তুই রাখা হোক না কেন তা সৎ চরিত্রের চাইতে ভারী হবে না। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও সদাচারী ব্যক্তি তার সদাচার ও চরিত্র মাধুর্য দ্বারা সওম পালনকারী ও সালাত আদায়কারী পর্যায়ে পৌঁছে যায়। (তিরমিযী : হাদীস-২০০৩)

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ ﷺقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَاِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِيْ اَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

অর্থ : আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমি এমন লোকের জন্য জান্নাতের পার্শ্ববর্তী এক ঘরের যামিন, যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও দেখানো কাজ পরিহার করে। আর আমি এমন লোকের জন্য জান্নাতের মধ্যকার একটি ঘরের যামিন, যে ঠাট্টাচ্ছলে হলেও মিথ্যাকে পরিহার করে। আর আমি এমন লোকের জন্য জান্নাতের শীর্ষস্থানের অবস্থিত একটি ঘরের যামিন, যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো। (আবু দাউদ : হাদীস-৪৮০২/৪৮০০)

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنَكُمْ اَخْلَاقًا وَاِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَيَّ وَاَبْعَدَكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ.

অর্থ : জাবির (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে থেকে আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় ও মজলিসের দিকে থেকে আমার খুবই নিকটে থাকবে সে ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন আমার থেকে বহুদূরে অবস্থান করবে তারা হলো : বাচাল, নির্লজ্জ এবং অহংকারে স্ফীত ব্যক্তিরা। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বাচাল ও নির্লজ্জ তো বুঝলাম কিন্তু মুতাফাইহিকুন' কারা? তিনি বলেন : অহংকারী। (সুনানে তিরমিযী : হাদীস-২০১৮)

লোকদের সাথে মিলেমিশে থাকা ও কোমল ব্যবহার করার ফযিলত

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْاَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

অর্থ : আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইয়াহুদীদের একটি দল নবী ﷺ-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলো এবং তারা তাঁকে আস্-সামু আলাইকা (আপনার মৃতু হোক) বলে অভিবাদন জানালো। তখন আমি (আয়েশা) বললাম, বরং তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হোক। নবী ﷺ বললেন, হে আয়েশা। আল্লাহ নিজে কোমল ও মেহেরবান। তিনি প্রত্যেক কাজে কোমলতা ও মেহেরবানীর নীতি পছন্দ করেন।" আমি বললাম, আপনি কি শুনেননি তারা কী বলেছে? নবী ﷺ বললেন, আমি তো জবাবে বলেছি ওয়া আলাইকুম (এবং তোমাদের উপর) (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৯২৭)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ « يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ.

অর্থ : নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আয়েশা! আল্লাহ নিজে কোমল ও সহানুভূতিশীল। তিনি কোমলতা ও সহানুভূতিশীলতাকে ভালোবাসেন। তিনি কোমলতা দ্বারা ঐ জিনিস দান করেন, যা কঠোরতা দ্বারা দান করেন না। তথা কোমলতা ছাড়া অন্যকিছু দ্বারাই তিনি তা দেন না। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৭৬৬/২৫৯৩)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ.

অর্থ : নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে জিনিসের কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেয়। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেয়া হয় সেটাই দোষযুক্ত হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৭৬৭/২৫৯৪)

عَنْ جَرِيْرٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ.

অর্থ : জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। (আবু দাউদ : হাদীস-৪৮০৯)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ ؟ اَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ ، هَيِّنٍ ، سَهْلٍ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করবো না, কোন ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম অথবা কার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? (তবে শোনো) : জাহান্নামের আগুন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম যে মানুষের নিকটে থাকে বা তাদের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং যে কোমলমতি, নম্র মেজাজ ও বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট।

(তিরমিযী : হাদীস-২৪৮৮)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَلْمُسْلِمُ اِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ.

অর্থ : ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন ঐ ব্যক্তি যে মানুষের সাথে মিশে এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে। ইনি ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধরে না। (তিরমিযী : হাদীস-২৫০৭)

সাক্ষাতে হাসিমুখে উত্তম কথা বলার ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুন্দর কথাও একটি সদকাহ। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৮১১১/৮৫৯৩)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

অর্থ : আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, ভালো কাজের ছোট অংশকেও অবজ্ঞা করো না। যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ এর মত বিষয় হয়।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৬৮৫৭/২৬২৬)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

অর্থ : আদী ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জাহান্নামের উল্লেখ করলেন, তাঁর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, তারপর (আবার জাহান্নামের উল্লেখ করলেন, চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা জাহান্নামের আগুনকে ভয় করো। এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো। কেউ এরূপ করতেও সক্ষম না হলে অন্তত ভালো ও মধুর কথার দ্বারা যেন সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬০৭৮)

মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার ফযিলত

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا اَوْ زَارَ اَخًا لَهُ فِى اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ اَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজের ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যায়, একজন ঘোষক (ফেরেশতা) তাকে ডেকে বলতে থাকেন, কল্যাণময় তোমার জীবন, কল্যাণময় তোমার এ পথ চলা। তুমি তো জান্নাতের মধ্যে একটি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে নিলে।

(সুনানে তিরমিযী : হাদীস-২০০৮)

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবাসা

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى : الْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَابِرِ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

অর্থ : মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন, আমার মর্যাদা ও পরাক্রমের টানে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য রয়েছে নূরের মিম্বার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং শহীদগণ পর্যন্ত তাদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবেন। (সুনানে তিরমিযী : হাদীস-২৩৯০)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ الْاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন। একজন হলো ন্যায়পরায়ণ নেতা, দ্বিতীয়জন হলো ঐ যুবক যে নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল রাখে, তৃতীয়জন হলো ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে এবং চতুর্থজন হলো– এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরে ভালোবাসা স্থাপন করে, তারা এই সম্পর্কে একত্রিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হয়। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬২০/৬২৯)

রাগ নিয়ন্ত্রণ করার ফযিলত

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَا شَاءَ.

অর্থ : সাহল ইবনে মু'আয ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রাগ বাস্তবায়ন করার

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ন্ত্রণ করে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে এনে জান্নাতের যেকোন হুরকে নিজের ইচ্ছামত বেছে নেয়ার অধিকার দিবেন। (আবু দাউদ : হাদীস-৪৭৭৭)

সালাম দেয়ার ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَاُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﵄ হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলো, ইসলামের কোন কাজটি সব চাইতে উত্তম? রাসূল ﷺ বললেন, ক্ষুধার্তকে আহার করানো এবং চেনা-অচেনা নির্বিশেষে সকলকে সালাম করা। (সহীহ বুখারী : হাদীস-১১/১২)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوا اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং পরস্পরকে না ভালোবাসা পর্যন্ত তোমাদের ঈমানের পূর্ণতা লাভ করবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দিব না যা করলে তোমাদের একে অপরের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রসার করো। (মুসলিম : হাদীস-২০৩/৫৪)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَشْرٌ. ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُوْنَ. ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُوْنَ.

অর্থ : ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, আসসালামু 'আলাইকুম। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। লোকটি বসার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : দশটি সাওয়াব লিখা হয়েছে। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে বললো, আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ'। তিনি তার জবাব দিলেন। লোকটি বসে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বিশটি সাওয়াব লিখা হয়েছে। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে বললো, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। তিনি তার জবাব দিলেন এবং লোকটি বসে পড়লে তিনি বললেন : ত্রিশটি সাওয়াব লিখা হয়েছে।

(আবু দাউদ : হাদীস- ৫১৯৫)

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَاَهُمْ بِالسَّلَامِ.

অর্থ : আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তি শ্রেয়, যে আগে সালাম দেয়।

(আবু দাউদ : হাদীস- ৫১৯৭)

মুসাফাহ্ করার ফযিলত

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ اِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَفْتَرِقَا.

অর্থ : বারা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন দু' জন মুসলিম মিলিত হওয়ার পর মুসাফাহ করে, তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ : হাদীস- ৫২১২/১০২৯৪)

রাস্তার কষ্টদায়ক বস্তু দূর করার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ عَلَى طَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَقَالَ لَاَرْفَعَنَّ هٰذَا لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْفِرُ لِيْ بِهٖ فَرَفَعَهُ فَغَفَرَ اللهُ لَهُ بِهٖ وَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন. এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলাচলের পথে কাঁটাযুক্ত ডাল পেলো। সে বললো, আমি অবশ্যই এটিকে উঠিয়ে ফেলে দিবো, হয়তো আল্লাহ এর কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর সে তা উঠিয়ে ফেলে দিলো। এতে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস- ১০২৮৯)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ شَجَرَةٌ تُؤْذِيْ اَهْلَ الطَّرِيْقِ فَقَطَعَهَا رَجُلٌ عَنَحَّاهَا عَنِ الطَّرِيْقِ فَاُدْخِلَ بِهَا الْجَنَّةَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক ব্যক্তি গাছের একটি ডাল বা গাছের মূলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। সেটি পথচারীদেরকে কষ্ট দিতো। লোকটি সেদিক দিয়ে অতিক্রমকালে সেটিকে কেটে ফেলে দেয়। অতঃপর তার কাছ থেকে এর হিসাব নেয়া হয় এবং তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। (ইবনে মাজাহ-৩৬৮২)

মন্দ কাজে বাধা প্রদানের ফযিলত

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ.

অর্থ : আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ মন্দ কাজ করতে দেখলে সে যেন স্বীয় হাতের দ্বারা (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) তা পরিবর্তন করে দেয়। যদি তার এ ক্ষমতা না থাকে, তবে সে মুখ দ্বারা (প্রতিবাদ করে) তা পরিবর্তন করবে। আর যদি এ সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা প্রতিহত করার প্রচেষ্টা চালাবে, তবে এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক। (মুসলিম-৪৯)

ফাযায়িলে যুহদ

[পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তির ফযিলত]

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ : বল হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো- আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার : আয়াত-৫৩)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ. وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ. وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ. وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ.

১. অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ।
২. যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে।
৩. যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে।
৪. যারা যাকাতদানে সক্রিয়।
৫. যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। (সূরা মুমিনূন : আয়াত-১-৫)

হাদীস

আল্লাহর কাছে আশা ও সুধারণা করার ফযিলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَاَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِيْ وَ اللّٰهِ لَلّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِذَا اَقْبَلَ اِلَيَّ يَمْشِيْ اَقْبَلْتُ اِلَيْهِ اُهَرْوِلُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, "আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ীই আছি (অর্থাৎ সে আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা রাখে, আমিও তার সাথে সেরূপ ব্যবহার করি)। সে আমাকে যেখানেই স্মরণ করে আমি সেখানেই তার সাথে আছি।" আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ বিশাল প্রান্তরে তার

হারানো বস্তু পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়, আল্লাহ বান্দা তাওবাহ করলে তার চাইতে বেশি আনন্দিত হন। (আল্লাহ আরো বলেন) : যে ব্যক্তি আমার কাছে আসতে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত এগিয়ে যাই, আর যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দু' হাত অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে যাই।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস- ৭১২৮/২৬৭৫)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ اَيَّامٍ يَقُوْلُ لاَ يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِا للهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর ইন্তেকালের তিনদিন পূর্বে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন মহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে মারা না যায়। (সহীহ মুসলিম : হাদীস- ৭৪১২/২৮৭৭)

আল্লাহর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়ার ফযিলত

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُوْلُ اِنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا.

অর্থ : ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হতে, তাহলে পাখিদের যেভাবে রিযিক দেয়া হয় তোমাদেরকেও সেভাবে রিযিক দেয়া হবে। এরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২০৫)

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ اَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ اَحَدُهُمَا يَاْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَالْاٰخَرُ يَحْتَرِفُ . فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ اَخَاهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে দুইভাই ছিল। তাদের একজন নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত থাকতো আর অপরজন উপার্জনে লিপ্ত থাকতো। একদা ঐ উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে নবী ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলো। তিনি তাকে বললেন, হয়তো তার কারণে তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছো।)

(তিরমিযী : হাদীস-২৩৪৫)

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করার ফযিলত

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَلِجُ النَّارَ اَحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত দুধ স্তনে ফিরে না যায় (অর্থাৎ দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমন তারও জাহান্নামে প্রবেশ করা অসম্ভব।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১০৫৬০/১০৫৬৭)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا...وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ সাত শ্রেণির লোককে সেদিন তার ছায়াতলে স্থান দিবে, সেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়াই থাকবে না। (তাদের সপ্তম ব্যক্তি হলেন) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং দু' চোখের পানি ফেলে (কাঁদে)। (বুখারী : হাদীস-৬৬০)

وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ اَحَبَّ اِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَاَثَرَيْنِ : قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِيْ خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاَمَّا الْاَثَرَانِ فَاَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى وَاَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

অর্থ : আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহর কাছে দুটি ফোঁটা ও দুটি নিদর্শনের চাইতে প্রিয় বস্তু আর কিছু নেই। ফোঁটা দুটি হলো : আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুবিন্দু এবং আল্লাহর পথে প্রবাহিত রক্তবিন্দু। আর নিদর্শন দুটি হলো : আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষত এবং আল্লাহর ফরযসমূহের কোন ফরয আদায় করতে গিয়ে যে ক্ষত হয় (যেমন কপালে সেজদার দাগ) (সুনানে তিরমিযী : হাদীস-১৬৬৯)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, দু' ধরনের চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

১. যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে

২. যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দিয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটায়।

(তিরমিযী : হাদীস-১৬৩৯)

দরিদ্র জীবনযাপন ও দুনিয়াবী বস্তুর প্রতি মোহ কম থাকার ফযিলত

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُوْنَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى اَكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ.

অর্থ : সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। এ সময় আমরা খন্দক খনন করছিলাম এবং কাঁধে মাটি বহন করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আল্লাহ! পরকালের জীবনই তো প্রকৃত জীবন, আপনি মুহাজির ও আনসারদেরকে ক্ষমা করে দিন। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৪০৯৮)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ اٰدَمَ

هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَ اللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِى بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যহতে দুনিয়াতে যে সবচাইতে ধনী ছিল, তাকে উপস্থিত করা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে : হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোন কল্যাণ দেখেছো? তুমি কি কখনো শান্তিতে জীবন যাপন করেছো? সে বলবে : না, আল্লাহর শপথ করে বলছি, হে আমার প্রতিপালক! কখনোই না। অতঃপর জান্নাতের মধ্যহতেও একজনকে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচাইতে অভাবগ্রস্ত ছিল। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি কখনো অভাব দেখেছো? তুমি কি কখনো অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করেছো? সে বলবে, না, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি কখনো অভাব অনটন দেখিনি এবং আমার উপর দিয়ে তেমন কোন দুর্দশার সময়ও অতিবাহিত হয়নি। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭২৬৬/২৮০৭)

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ اَخِىْ بَنِىْ فِهْرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا كَمَثَلِ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ هٰذِهٖ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ

অর্থ : বনি ফিহরের ভাই মুসতাওরিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর শপথ! দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় অতটুকুই, যেমন তোমাদের কেউ তার এ আঙ্গুলটি সমুদ্রে ভিজিয়ে দেখল যে, এতে কি পরিমাণ পানি লেগেছে। এ সময় বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করেছেন। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৮০০৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اُنْظُرُوْا اِلَى مَنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوْا اِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لاَ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের চাইতে নিচু মর্যাদা সম্পন্ন লোকের দিকে তাকাও এবং উচ্চ মর্যাদাশীলের দিকে তাকিও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে ছোট মনে না করার জন্য এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭৬১৯/২৯৬৩)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ اِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِى اللهُ وَاَحَبَّنِى النَّاسُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيْمَا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ يُحِبُّوْكَ.

অর্থ : সাহল ইবনে সা'দ আস-সাঈদী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের কাছে যা কিছু আছে সেদিকে লোভ করো না, মানুষও তোমাকে ভালোবাসবে।

(ইবনে মাযাহ : হাদীস-৪১০২)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَاءِ بِنَصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গরীব ঈমানদাররা ধনীদের চাইতে অর্ধেক দিন তথা পাঁচশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৭৯৪৬/৯৮২২)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُوْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ اَطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি জান্নাতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলাম। আমি দেখতে পেলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র আর আমি জাহান্নাম দেখতে পেলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭১১৪/২৭৩৭)

عَنْ أُسَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ.

অর্থ : উসামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, এতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই নিঃস্ব ও দরিদ্র। আর সম্পদশালীদের আটকে রাখা হয়েছে। আর ইতঃপূর্বে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে ঢুকানোর নির্দেশ হয়ে গেছে। আর আমি জাহান্নামের দরজায় তাকিয়ে দেখলাম, তাতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই নারী। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৫১৯৬)

নিষিদ্ধ জিনিস ত্যাগকারীর ফযিলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ يَأْخُذُ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ قَالَ قُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّهُنَّ فِيهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : এমন কে আছে যে, আমার নিকট হতে এ কথাগুলো গ্রহণ করবে এবং সেই অনুযায়ী নিজেও 'আমল করবে এ কথাগুলো গ্রহণ করবে এবং সে অনুযায়ী নিজেও আমল করবে অথবা এমন কাউকে শিক্ষা দেবে যে অনুরূপ আমল করবে? আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন আমি বললাম, হে

আল্লাহর রাসূল! আমি আছি। অতঃপর নবী ﷺ আমার হাত ধরলেন এবং গুণে গুণে পাঁচটি কথা বললেন : তুমি হারামসমূহ হতে বিরত থাকলে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আবেদ বলে গণ্য হবে। তোমাদের ভাগ্যে আল্লাহ যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তাতে খুশি থাকলে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বনির্ভর হিসেবে গণ্য হবে। প্রতিবেশির সাথে ভদ্র আচরণ করলে প্রকৃত মুমিন হতে পারবে। যা নিজের জন্য পছন্দ কর তা অন্যের জন্যও পছন্দ করতে পারলে প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে এবং অধিক হাসা থেকে বিরত থাকবে। কেননা অতিরিক্ত হাসা অন্তরকে মেরে ফেলে।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৮০৯৫/৮০৮১)

সন্দেহমূলক জিনিস পরিহার ও খোদাভীতি অবলম্বনের ফযিলত

عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَاَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ اَنْ يُوَاقِعَهُ اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلَا اِنَّ حِمَى اللهِ فِى اَرْضِهِ مَحَارِمُهُ اَلَا وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

অর্থ : নু'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে কিছু সংশয়পূর্ণ জিনিস। যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোকেই জানে না। যে ব্যক্তি এমন সংশয়পূর্ণ জিনিস থেকে দূরে থাকবে সে তার দ্বীন ও ইজ্জত সম্মানকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ জিনিস হতে বিরত থাকবে না ﷺ ঐ রাখালের ন্যায় যে চারণ ভূমির আশেপাশে তার ছাগল বা মেষপাল চরায়। এরূপ অবস্থায় সর্বদাই উক্ত প্রাণী তাতে ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। জেনে রাখো, প্রত্যক বাদশাহরই একটি নির্দ্দিষ্ট সীমানা আছে। আর আল্লাহর নির্ধারিত সীমা হচ্ছে তার হারাম করা জিনিসসমূহ। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৫০/৫২)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ قَالَ لَوْلَا أَنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا.

অর্থ : আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা অতিক্রমের সময় পথে একটি খেজুর পেলেন। তখন তিনি বললেন : এটি যদি সদকাহর মাল হওয়ার আশংকা না থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই এটা খেতাম। (সহীহ বুখারী : হাদীস-২৪৩১)

মানুষের ফিতনা ও অন্যায় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ফযিলত

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ.

অর্থ : সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ মুত্তাকী, প্রশস্ত অন্তরের অধিকারী ও আত্মগোপনকারী বান্দাকে ভালোবাসেন।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭৬২১/২৯৯৫)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক সবচেয়ে উত্তম? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঐ মুজাহিদ মুমিন, যে তার মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারা জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তারপর ঐ ব্যক্তি যে পাহাড়ের কোন গিরিপথে নির্জনে 'ইবাদতে নিমগ্ন থাকে, তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে এবং লোকদের তার অনিষ্টকারিতা থেকে সংরক্ষিত রাখে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-২৭৮৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ فِيْ رَاْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ اَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هٰذِهِ الْاَوْدِيَةِ يُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اِلَّا فِيْ خَيْرٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোকদের মধ্যে ঐ লোকের জিন্দেগী উৎকৃষ্ট, যে কয়েকটি ছাগল নিয়ে পাহাড়ের মত কোন এক পাহাড়ের চূড়ায় অথবা উপত্যকাসমূহের কোন এক উপত্যকায় অবস্থান করে, সালাত কায়িম করে, যাকাত দেয় এবং আমৃত্যু তার প্রতিপালকের ইবাদতে নিমগ্ন থাকে। লোকদের সাথে সদাচরণ ছাড়া আর কিছুকেই প্রশ্রয় দেয় না। (মুসলিম : হাদীস-৪৯৯৭)

স্বল্পভাষী হওয়া এবং অনর্থক কথা না বলার ফযিলত

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ قِلَّةُ الْكَلَامِ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ.

অর্থ : আলী ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তির ইসলামে অন্যতম সৌন্দর্য হলো, অনর্থক আচরণ ত্যাগ করা। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৭৩৩/১৭৩২)

عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : বিলাল ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কখনো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা বলে, যার সম্পর্কে সে ধারণাও করে না যে,

তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, অথচ আল্লাহ তার এ কথার কারণে তার সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য স্বীয় সন্তুষ্টি লিখে দেন। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কখনো আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা বলে, যার সম্পর্কে সে ধারণাও করে না যে, তা কোন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে । অথচ এ কথার কারণে আল্লাহ তার সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-৩৯৬৯)

মুমিন ব্যক্তির দীর্ঘায়ু ও সুন্দর আমলের ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ﷺ يَقُوْلُ جَاءَ اَعْرَابِيَّانِ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ اَحَدُهُمَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهٗ وَحَسُنَ عَمَلُهٗ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র ﷺ হতে বর্ণিত। একদা এক গ্রাম্যলোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং তার 'আমলও সুন্দর হয়েছে।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৭৬৯৮/১৭৭৩৪)

অল্পে তুষ্ট থাকার ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهٗ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছে এবং তার নিকট ন্যূনতম রিযিক্ব রয়েছে এবং তাকে মহান আল্লাহ অল্পেতুষ্ট থাকার তাওফিক দিয়েছেন, সে সফলকাম হলো। (তিরমিযী : হাদীস-২৩৪৮)

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﷺ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ اِلَى الْاِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهٗ كَفَافًا وَقَنَعَ.

অর্থ : ফাদালাহ ইবনে উবাইদ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : সে ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান যাকে ইসলামের পথে হিদায়াত করা হয়েছে এবং তার জীবিকা নূন্যতম প্রয়োজন মাফিক এবং সে তাতেই খুশি। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২৩৯৪৪/২৩৯৮৯)

আল্লাহ ও তাঁর মুমিন ব্যক্তিকে ভালবাসার ফযিলত

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه اَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتٰى قِيَامُ السَّاعَةِ ؟ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا ؟ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيْرَ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ اِلَّا اَنِّىْ اُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ وَاَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ فَمَا رَاَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهٰذَا.

অর্থ : আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কবে হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর সালাত শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? তখন লোকটি বললো, আমি, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর জন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তেমন দীর্ঘ (নফল) সালাত ও (নফল) রোযাও রাখিনি, তবে আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন সে তার সাথেই অবস্থান করবে। তুমিও যাকে ভালোবাসো তার সাথেই অবস্থান করবে। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীরা এ কথায় এতো খুশি হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিমদেরকে অন্য কোন বিষয়ে এতো খুশি হতে দেখিনি।

(তিরমিযী : হাদীস-২৩৮৫)

কঠিন অবস্থায় আল্লাহর 'ইবাদত করার ফযিলত

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه رَدَّهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعِبَادَةُ فِى الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ اِلَيَّ.

অর্থ : মা'কাল ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কঠিন পরিস্থিতিতে ইবাদত করা আমার নিকট হিজরত করে আসার সমতুল্য (সওয়াব রয়েছে)। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭৫৮৮/২৯৪৮)

ফাযায়িলে
তাওবাহ ও ইস্তিগফার

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ : বল হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো- আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না , আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার : আয়াত-৫৩)

তাওবা হলো অতীতের গুনাহের অনুশোচনা। দুনিয়ার কোন উপকারিতা অর্জন অথবা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য নয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই সার্বক্ষণিকভাবে সে গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। জবরদস্তির মাধ্যমে নয় বরং শরী'আতের বিধি-নিষেধ তার উপর বহাল থাকাকালীন সময়ে স্বেচ্ছায় এ প্রতিজ্ঞা করবে। ইবাদতসমূহের মধ্যে তাওবা অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাওবার আবশ্যকীয়তা, ব্যাপকতা ও তাতে নিয়মানুবর্তিতার পরিমণ্ডল থেকে পাপী-তাপী যেমন বহির্ভূত নয়, তেমনি আল্লাহর ওলীগণ ও নবীগণও তার পরিসীমা থেকে বাইরে নন। এটি সর্বাবস্থায় সর্বত্র সকলের জন্য প্রযোজ্য। তাওবা মানুষের জীবনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তাওবার পরিচয়

তাওবা (تَوْبَةٌ) শব্দের তা (تَا) বর্ণে যবর ওয়া (واو) বর্ণে সুকুন যোগে গঠিত হয়। আভিধানিক অর্থ পাপ থেকে ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা, প্রত্যাগমন করা ইত্যাদি। বিশেষ পদে অর্থ অনুতাপ, অনুশোচনা।

ড. মুহাম্মদ ও ড. হামিদ সাদিক বলেন:

اَلتَّوْبَةُ: مَصْدَرٌ مِنْ تَابَ . اَلرُّجُوْعُ عَنِ الذَّنْبِ النَّدَمُ عَلٰى فِعْلِ الذَّنْبِ . وَعَقْدُ الْعَزْمِ عَلٰى عَدَمِ الْعَوْدَةِ اِلَيْهِ وَالتَّوَجُّهُ اِلَى اللّٰهِ طَلَبًا لِلْمَغْفِرَةِ.

('তাবা (تَابَ) ক্রিয়া হতে তাওবা (تَوْبَةٌ) হলো মাসদার। অর্থ পাপ থেকে ফিরে আসা, কৃতপাপের অনুশোচনা করা, পুনরায় না করার দৃঢ়সংকল্প করা, আল্লাহর ক্ষমা কামনায় তার দিকে মনোনিবেশ করা।'

শব্দটি মহান সৃষ্টিকর্তার সত্তা ও তাঁর সৃষ্টিকুল বান্দাগণ উভয়ের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার জন্য এ মর্মে যে, তিনি স্বীয় মাগফিরাত (মার্জনা) ও রাহমাত (করুণা) সহকারে বান্দাহদের প্রতি করুণা দৃষ্টি প্রদান করেন অর্থাৎ তিনি বান্দাদের তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ.

অর্থ : 'তিনি স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবুল করেন।' (সূরা শুরা : আয়াত-২৫)

এতে এ অর্থের প্রকাশ ঘটায় মূলত আল্লাহ তা'আলার সাথে এই ক্রিয়াটির সম্বন্ধ স্থাপন তাঁর ক্ষমা-মাগফিরাত ও দয়া-রাহমাতের বহিঃপ্রকাশ। তবে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্বন্ধিত হলে আল-কুরআনে তা عَلٰى সংযোজক صِلَةٌ সহকারে ব্যবহৃত হয়। যাতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সমুন্নত অবস্থান প্রকাশ পায়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ.

অর্থ : 'অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়ে তাদের তাওবা কবুল করলেন।' (সূরা মায়েদা : আয়াত-৭১)

কারও কারও মতে তাওবা অর্থ অনুতাপের সাথে পাপ পরিহার করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : 'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' (সূরা নূর : আয়াত-৩১)

মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বলেন:

اَلتَّوْبَةُ: هُوَ الرُّجُوْعُ اِلَى اللّٰهِ بِحَلِّ عَقْدِ الْاِصْرَارِ عَنِ الْقَلْبِ ثُمَّ الْقِيَامُ بِكُلِّ حُقُوْقِ الرَّبِّ.

অর্থ : 'অন্তর হতে গোনাহ না করার সংকল্পের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। অতঃপর প্রতিপালকের যাবতীয় বিধানকে পালন করা।'

'আইনুল ই'লম' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

اَلتَّوْبَةُ تَنْزِيْهُ الْقَلْبِ عَنِ الذَّنْبِ وَقِيْلَ الرُّجُوْعُ مِنَ الْبُعْدِ اِلَى الْقُرْبِ وَفِى الْحَدِيْثِ: اَلنَّدَمُ هِيَ التَّوْبَةُ.

অর্থ : 'তাওবার সংজ্ঞা হলো অন্তরালে পাপ মুক্ত করা। কারও কারও মতে দূরত্ব হতে নিকটে প্রত্যাবর্তন করা। হাদীসে আছে, 'অনুশোচনাই' তাওবা।

মুহাম্মাদ আলী আত-থানভী (রহ.) বলেন:

اَلنَّدَمُ عَلٰى مَعْصِيَةٍ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَعْصِيَةٌ، مَعَ عَزْمٍ اَنْ اَلَّا يَعُوْدُ اِلَيْهَا اِذَا قُدِرَ عَلَيْهَا.

অর্থ : কোনো পাপকাজে সেটি যে পাপ এ অনুভূতিতে অনুশোচনা করার সাথে সাথে সুযোগ পেলেও আর কখনোও না করার দৃঢ় সংকল্প করা।

মাজমা'উস সুলুক গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

اَلتَّوْبَةُ شَرْعًا هِيَ الرُّجُوْعُ اِلَى اللهِ تَعَالٰى مَعَ دَوَامِ النَّدَمِ وَكَثْرَةِ الْاِسْتِغْفَارِ.

অর্থ : শরী'আতের পরিভাষায় তাওবা হলো স্থায়ী অনুশোচনা ও অধিক ক্ষমা প্রার্থনার সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা।

কারও কারও মতে তাওবা মূলত অনুশোচনা অর্থাৎ তাওবার বৃহৎ স্তম্ভই হলো অনুশোচনা।

তওবার শর্তাবলী

ওলামায়ে কেরাম কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসের আলোকে তওবার শর্তাদি বর্ণনা করেন। কেননা তওবা নিছক মুখে উচ্চারণের মত বিষয় নয় বরং এর থেকে এমন আমল বিকাশ হবার বিষয় যা তওবাকারীর সত্যতার উপর ইঙ্গিতবহ। গোনাহটি যদি আল্লাহ ও বান্দার মাঝে হয় অর্থাৎ হাক্কুল্লাহ বিষয়ক হয়; তাহলে এখানে তিনটি শর্ত প্রণিধানযোগ্য:

ক. গোনাহটি মূলোৎপাটিত করতে হবে। গুনাহের স্বীকৃতি দিতে হবে।

খ. কৃত গোনাহটির প্রতি অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে।

গ. এই পরিপক্ক সংকল্প করা যে, ভবিষ্যতে আর এ ধরনের কাজ করব না।

উপরোক্ত তিনটি শর্তের যদি কোনও একটি শর্ত ছুটে যায় তাহলে তওবা শুদ্ধ হয়নি বলে মনে করতে হবে।

ঘ. পক্ষান্তরে যদি গোনাহটি হাক্কুল ইবাদ সম্পর্কিত হয় তখন এক্ষেত্রে ৪টি শর্ত লক্ষণীয়। উপরিউক্ত তিনটি তো আছে। অপরটি হল, কোনো ভাইয়ের মাল হলে তা আদায় করে দিতে হবে। যদি অপরকে অপবাদ দেয়া হয়, আর এ জন্য দণ্ড আসে (হদ্দে কযফ) তাহলে তার সেই অপবাদ দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে কিংবা তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। পরচর্চাজনিত গোনাহ্ হলে তাকে বলে মাফ চেয়ে নিবে। আর এ সকল গোনাহ্ থেকে তওবা করে নিবে।

ঙ. তওবা নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে, 'তওবাটি হতে হবে নিছক আল্লাহকে রাযী-খুশি করানোর উদ্দেশ্যে- ভিন্ন কোনও উদ্দেশ্যে নয় । যেমনটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.

অর্থ : 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা খালিছ আমল কিংবা তাকে উদ্দেশ্য করে করা আমল ছাড়া কিছুই কবুল করেন না।' (নাসায়ী-৩১৪০)

সুতরাং তাওবার পর্যায়গুলো নিম্নরূপ-

১. গুনাহের স্বীকৃতি।

২. গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া।

৩. তাওবা করা ও মাফ চাওয়া।

৪. পুনরায় সে গুনাহ্ না করার ওয়াদা করা।

৫. সকল পর্যায়ে পূর্ণ এখলাস ও আন্তরিকতা থাকা।

৬. ওয়াদার উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা।

হাদীস

তওবা করা ও গুনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়ার ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَللهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ اَحَدِكُمْ مِنْ اَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ اِذَا وَجَدَهَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবাতে তোমাদের ঐ লোকের চাইতে বেশি খুশি হন মরুভূমিতে যার উট হারিয়ে যাওয়ার পর তা সে ফিরে পেলো। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭১২৯/২৬৭৫)

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

অর্থ : আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত মহান আল্লাহ প্রতিরাতে তাঁর হাত প্রসারিত করেন যাতে দিনের গুনাহগার তাওবাহ করে। আর তিনি প্রতিদিনই তাঁর হাত প্রসারিত করেন যেন রাতের গুনাহগার তওবা করে।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭১৬৫/২৭৫৯)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه اَنَّ امْرَاَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اَتَتْ نَبِىَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِىَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنٰى فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللهِ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ فَدَعَا نَبِىُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيَّهَا فَقَالَ اَحْسِنْ اِلَيْهَا فَاِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِىْ بِهَا. فَفَعَلَ فَاَمَرَ بِهَا نَبِىُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّىْ عَلَيْهَا يَا نَبِىَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ تَعَالٰى.

অর্থ : ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। জুহায়নাহ গোত্রের এক মহিলা যিনার কারণে গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনার গুনাহ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন। তার অভিভাবককে ডেকে এনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এর সাথে ভাল ব্যবহার করবে। সে সন্তান প্রসব করার পর তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। এ ব্যক্তি তাই করলো। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে যিনার শাস্তির আদেশ করলেন। তার শরীরের সাথে কাপড় ভালোভাবে বেঁধে দেয়া হলো এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : হে আল্লার রাসূল! এতো যিনা করেছে, আপনি তবুও এর জানাযার সালাত আদায় করছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : সে এমন তওবা করেছে যা সত্তরজন মদীনাবাসীর মাঝে বণ্টন করে দিলেও তাদের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যেত। আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণকে যে মহিলা স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেয় তার এমন তওবার চাইতে উত্তম কোন কাজ তোমার কাছে আছে কি?

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৪৫২৯/১৬৯৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَ اللهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদিন সত্তর বারের অধিক ক্ষমা চাই এবং তওবা করি। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৩০৭)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ نَبِىَّ اللهِ ﷺ قَالَ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَاَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الاَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ فَقَالَ لاَ. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَاَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الاَرْضِ فَدَلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ اِلَى اَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَاِنَّ بِهَا اُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللهَ

فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ. وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوْهُ فَوَجَدُوْهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِيْ أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ. قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بِصَدْرِهِ.

অর্থ : আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের আগের যুগের এক ব্যক্তি নিরানব্বইজনকে হত্যা করার পর পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। তাকে এক খৃষ্টান দরবেশের খোঁজ দেয়া হলো। সে তার কাছে গিয়ে বললো যে, সে নিরাব্বইজন লোককে হত্যা করেছে, তার জন্য এখন তওবার সুযোগ আছে কি? দরবেশ বললো, নেই। ফলে দরবেশকে হত্যা করে সে একশ সংখ্যা পূর্ণ করলো। অতঃপর পুনরায় সে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের খোঁজে বেরিয়ে পড়লে তাকে এক আলিমের খোঁজ দেয়া হলো। তার কাছে গিয়ে সে বললো, সে একশ লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তাওবার সুযোগ আছে কি? আলিম বললো, হ্যাঁ, তওবার সুযোগ আছে। তাওবার বাঁধা কে হতে পারে? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর ইবাদত করছে। তাদের সাথে তুমিও ইবাদত করো। আর তোমার দেশে ফিরে যেও না। কারণ ওটা মন্দ এলাকা। ফলে নির্দেশের স্থানের দিকে লোকটি চলতে থাকলো। অর্ধেক রাস্তা গেলে তার মৃত্যুর সময় এসে পড়লো। তখন রহমতের ফেরেশতা বললেন, এ লোক তাওবাহ করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আযাবের ফেরেশতা বললেন, লোকটি কখনো কোন সৎ কাজ করেনি। এমন সময় মানুষের রূপ ধারণ করে আরেক ফেরেশতা তাদের কাছে এলেন। তারা এ বিষয়ে তাদের মধ্যে তাকেই বিচারক মেনে নিলেন। বিচারক বললেন : তোমরা উভয় দিকের রাস্তার দূরত্ব মেপে দেখো। যে দিকটি নিকটে হবে

সে সেটিরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই জায়গা পরিমাপের পর যে দিকের উদ্দেশ্যে সে এসেছিল তাকে সে দিকটির নিকটে পাওয়া গেলো। ফলে রহমতের ফেরেশতাগণ তার জান কবয করলেন। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭১৮৪/২৭৬৬)

عَنْ اَبِي اَيُّوْبَ الاَنْصَارِيِّ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَوْ اَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوْبٌ يَغْفِرُهَا اللهُ لَكُمْ لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوْبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ.

অর্থ : আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা অপরাধ না করতে তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহ সরিয়ে নিতেন, অতঃপর এমন এক জাতি প্রেরণ করতেন যারা অপরাধ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতো এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭১৪০/২৭৪৮)

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا اِبْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلاَ اُبَالِيْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ اُبَالِيْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ لَوْ اَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তায়ালা বলেন : হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কাছে দু'আ করতে থাকবে এবং আমার কাছে প্রত্যাশা করবে ততক্ষণ আমি তোমার গুনাহ ক্ষমা করতে থাকবো, তোমার গুনাহের পরিমাণ যত বেশিই এবং যত বড়ই হোক না কেন। এ ব্যাপারে আমি কোন তোয়াক্কা করবো না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি আসমান পর্যন্ত পৌছে যায় এবং তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিবো। এ ব্যাপারে আমি কোন পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার কাছে পৃথিবীর সমান গুনাহসহ উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাকো, তাহলে আমিও ঠিক পৃথিবীর সমান ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে এগিয়ে যাবো। (সুনানে তিরমিযী : হাদীস-৩৫৪০)

ফাযায়িলে নিকাহ

বিবাহের উপকারিতা

নিকাহের পরিচিতি

اَلرَّائِدُ নামক সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধানে نِكَاحٌ (শব্দ) সম্বন্ধে আছে:

نِكَاحٌ مص. نَكَحَ. ٢. زَوَاجٌ

১. نِكَاحٌ শব্দটি نَكَحَ শব্দের اِسْمِ مَصْدَرٍ বা ক্রিয়ামূল বিশেষ্য

২. এর অর্থ বিয়ে বা বিবাহ।

اَلْمُنْجِدُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ নামক অভিধানে আছে :

نِكَاحٌ : زَوَاجٌ وَقِرَانٌ (عَقْدُ نِكَاحٍ)

নিকাহ অর্থ হল বিবাহ ও বিবাহ-বন্ধন।

মুফরাদাতে ইমাম রাগেব ইস্পাহানিতে আছে :

اَصْلُ النِّكَاحِ لِلْعَقْدِ ثُمَّ اسْتُعِيْرَ لِلْجِمَاعِ.

নিকাহ শব্দের প্রকৃত অর্থ হল বিবাহ-বন্ধন; অতপর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যৌন সঙ্গম।

اَلْقَامُوْسُ الْمُحِيْطُ নামক প্রামাণ্য আরবি অভিধানে আছে:

اَلنِّكَاحُ : اَلْوَطْئُ وَالْعَقْدُ لَهُ.

নিকাহ হলো যৌন সঙ্গম এবং যৌন সঙ্গমের জন্য বৈবাহিক চুক্তি।

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۚ وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓئًا مَّرِيْٓئًا.

অর্থ : আর যদি তোমরা ভয় কর যে ইয়াতীমদের (মেয়েদের) প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীগণের মধ্য হতে তোমাদের মনমত দু'টি ও তিনটি ও চারটিকে বিয়ে কর; কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, (একাধিক স্ত্রীর মধ্যে) ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে মাত্র একটি

(বিয়ে কর) অথবা তোমাদের ডান হাত যার অধিকারী হয় (ক্রীতদাসী) এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী।

আর নারীগণকে তাদের দেন-মোহর প্রদান কর কিন্তু পরে যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু অংশ তোমাদেরকে প্রদান করে তবে তৃপ্তির সাথে ভোগ কর।
(সূরা নিসা : আয়াত-৩-৪)

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۚ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা 'আয়্যিম' তাদের বিবাহ্ সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অবাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভামুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর : আয়াত-৩২)

হাদীস

দৃষ্টি সংযত রাখার ফযিলত

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوْا اِذَا وَعَدْتُمْ وَاَدُّوْا اِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ.

অর্থ : উবাদাহ্ ইবনে সামিত ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা আমাকে ছয়টি জিনিসের নিশ্চয়তা দিলে আমি তোমাদেরকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিবো।

১. যখন কথা বলবে সত্য বলবে,

২. ওয়াদা করলে তা পালন করবে,

৩. তোমাদের কাছে কোন আমানত রাখা হলে তা রক্ষা করবে,

৪. তোমাদের সতিত্ব রক্ষা করবে,

৫. তোমাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং

৬. তোমাদের হাত (কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে) বিরত রাখবে।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২২৭৫৭/২২৮০৯)

বিবাহ করার ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ لِمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, হে যুবক সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে দৃষ্টি ও লজ্জাস্থান হিফাযতের জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক। আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন সওম (রোযা) পালন করে, কেননা সওম যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৪০০)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلْمُكَاتِبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءِ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব। আল্লাহর পথের মুজাহিদ, যে ধার গ্রহীতা তা পরিশোধের চেষ্টা করে এবং যে ব্যক্তি সততা বজায় রাখার জন্য (চরিত্রে হিফাযতের জন্য) বিয়ে করে। (সুনানে নাসায়ী : হাদীস-৩১২০)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ . فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ . وَتَزَوَّجُوْا فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ . فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ .

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিবাহ করা আমার সুন্নাত। যে আমার সুন্নাত অনুসরণ করলো না, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে করো, কেননা আমি তোমাদের নিয়ে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবো। যে সক্ষম হয় সে যেন বিবাহ করে

আর যে সক্ষমতা রাখে না, তার জন্য রোজা রাখা আবশ্যক। কেননা রোজা যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী। (ইবনে মাজাহ : হাদীস-১৮৪৬)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمْ يَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'জনের পারস্পরিক ভালোবাসার জন্য বিবাহের মত আর কিছু মনে করি না। (ইবনে মাজাহ : হাদীস-১৮৪৭)

সর্বোত্তম বিবাহ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ النِّكَاحِ اَيْسَرُهُ.

অর্থ : উকবাহ ইবনে আমির ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে বিবাহ সহজে ও কম খরচে সম্পাদিত হয়, সে বিবাহই হলো উত্তম বিবাহ। (আবু দাউদ : হাদীস-২১১৭)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلَى اِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثَةٍ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلَى مَالِهَا وَتُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلَى جَمَالِهَا وَتُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلَى دِيْنِهَا فَخُذْ ذَاتَ الدِّيْنِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ.

অর্থ : আবু সাঈদ আল খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। তাকে বিয়ে করা হয় তার সম্পদকে প্রাধান্য দিয়ে, তাকে বিয়ে করা হয় তার সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিয়ে, তাকে বিয়ে করা হয় তার ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে। তুমি তার ধার্মিকতা ও চরিত্রকে প্রাধান্য দিবে। অন্যথায় তোমার ডান হাত মাটি মিশ্রিত হোক।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১১৭৬৫/১১৭৮২)

সতী ও নেককার স্ত্রীর ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সমগ্র দুনিয়াটাই সম্পদ। এর মধ্যে সবচাইতে উত্তম সম্পদ হলো পরহেযগার স্ত্রী। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৩৭১৬/১৪৬৭)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَزَقَهُ اللّٰهُ امْرَاَةً صَالِحَةً فَقَدْ اَعَانَهُ عَلٰى شَطْرِ دِيْنِهٖ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِى الشَّطْرِ الثَّانِىْ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যাকে একজন সৎ স্ত্রী দান করেছেন, তাকে ইসলামের অর্ধেক সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন। বাকী অর্ধেক সম্পর্কে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। (মুসতাদরেকে হাকেম : হাদীস-২৬৮১)

স্বামীর ফযিলত

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি যদি (আল্লাহর ছাড়া) কাউকে সেজদা করতে আদেশ দিতাম তাহলে আমি অবশ্যই স্ত্রীকে স্বামীর উদ্দেশ্যে সেজদা করার আদেশ দিতাম। (তিরমিযী : হাদীস- ১১৫৯)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظِيْمِ حَقِّهٖ عَلَيْهَا وَلَا تَجِدُ امْرَاَةٌ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ حَتّٰى تُؤَدِّىْ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَاَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلٰى ظَهْرِ قَتَبٍ.

অর্থ : মু'আয ইবনে জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমি যদি কাউকে কারোর উদ্দেশ্যে সেজদার আদেশ দিতাম তাহলে আমি

অবশ্যই স্ত্রীকে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে সেজদা করার আদেশ দিতাম, স্ত্রীর উপর স্বামীর বিরাট হক হিসেবে। আর কোন স্ত্রীই ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করে। স্বামী যদি স্ত্রীকে কাছে পেতে চায়, আর সে পালনের উপরেও থাকে তখনও সে নিষেধ করবে না। (মুসতাদরেকে হাকেম : হাদীস-৭৩২৫)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

অর্থ : মু'আয ইবনে জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : "যখন দুনিয়াতে কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে তার হুর স্ত্রীগণ বলতে থাকেন, ওহে! আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন! ওকে কষ্ট দিও না। সেতো তোমার কাছে অল্পদিনের মেহমান! অতি সত্ত্বর সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে। (তিরমিযী : হাদীস- ১১৭৪)

স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করার ফযিলত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ.

অর্থ : আয়েশা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চাইতে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম। (তিরমিযী : হাদীস- ৩৮৯৫)

স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি অর্থ ব্যয়ের ফযিলত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি যে দীনারটি আল্লাহর পথে খরচ করেছো। যে দীনারটি দাস

মুক্তির জন্য খরচ করেছো। যে দীনারটি মিসকীনদের জন্য খরচ করেছো এবং যে দীনারটি তোমাদের পরিবারের জন্য খরচ করেছো। এগুলোর মধ্যে তুমি তোমার পরিবারের জন্য যে দীনারটি খরচ করেছো সেটাই অধিক সওয়াবপূর্ণ। (সহীহ মুসলিম : হাদীস- ২৩৫৮/৯৯৫)

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رضي الله عنه اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللهِ اِلَّا اُجِرْتَ بِهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِيْ امْرَاَتِكَ.

অর্থ : সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যে সম্পদ ব্যয় করো, তার জন্য তুমি পুরস্কৃত হবে। এমনকি তুমি যে খাবার তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও, তার জন্যও তুমি পুরস্কৃত হবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস- ৫৮৯৬)

সন্তানের সাথে সদাচরণ করার ফযিলত

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ فَاَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : উক্ববাহ ইবনে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা রয়েছে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে, সাধ্যমত তাদের পানাহার ও বস্ত্রের সংস্থান করে, তাহলে তারা তার জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে। (ইবনে মাযাহ : হাদীস- ৩৬৬৯)

যার শিশু সন্তান মারা যায় তার সাওয়াব

عَنْ حَبِيْبَةَ رضي الله عنها اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلَّا جِيْءَ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُوْقَفُوْا عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ

لَهُمْ اَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُوْنَ حَتّٰى يَدْخُلَ اٰبَاؤُنَا فَيُقَالُ لَهُمْ ادْخُلُوْا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمُ الْجَنَّةَ.

অর্থ : হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট ছিলেন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং আয়েশার নিকট প্রবেশ করে বললেন, কোন মুসলিম পিতা-মাতার যদি তিনটি শিশু সন্তান মারা যায় বালেগ হওয়ার পূর্বে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাদেরকে জান্নাতের দরজার সামনে এনে দাঁড় করানো হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তারা বলবে, আমাদের বাবা-মা যতক্ষণ না প্রবেশ করবে (ততক্ষণ আমরাও প্রবেশ করব না)। তখন বলা হবে, তোমরা তোমাদের বাবা-মাকে নিয়ে এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করো। (মু'জামুল কাবীর : হাদীস-৫৭১)

ফাযায়িলে নিকাহ্ সম্পর্কে যঈফ ও দুর্বল হাদীসসমূহ

২৫৩. বিবাহিত ব্যক্তির দুই রাক'আত অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাক'আতের চাইতে উত্তম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : বিরাশি রাক'আতের চাইতে উত্তম।

বাতিল ও বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৬৩৯, ৬৪০।

২৫৪. যে কোন যুবক অল্প বয়সে বিয়ে করলে তাকে শয়তান চিল্লিয়ে বলে হায় অপমান! সে তার দীনকে আমার থেকে বাঁচিয়ে নিলো।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৬৫৯।

২৫৫. তোমরা নীল বর্ণ বিশিষ্ট নারীকে বিয়ে করো। কেননা তাদের মধ্যে বরকত রয়েছে।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৭৩৮।

২৫৬. তোমরা কুমারী মেয়েকে বিয়ে করো। কেননা তারা কথাবার্তার দিক দিয়ে বেশি মিষ্ট, রেহেমকে বেশি প্রশস্তকারী এবং ভালবাসার দিক দিয়ে অধিক স্থায়ী।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৭৩৬।

২৫৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ঘন্টা ন্যায় বিচার করা ষাট বছর যাবৎ রাতে নফল সালাত আদায় ও দিনে সওম পালনের চাইতে উত্তম।

মুনকার : ইসবাহানী, যঈফ আত-তারগীব।

২৫৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ সে আড়ম্বরহীন ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে নিজের পোশাকের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না (বরং সাদামাটা পোশাক পরে)।

দুর্বল : বায়হাক্বী। যঈফ আত-তারগীব হা/১২৬১।

২৫৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যাশা করে যে, আল্লাহ তার ঘরে কল্যাণ বাড়িয়ে দিন, সে যেন দিনের খাওয়ার পূর্বে ও পরে উযু করে (অর্থাৎ হাত ধুয়ে নেয়)।

দুর্বল : ইবনে মাজাহ, বায়হাক্বী। যঈফ আত-তারগীব হা/১৩০৫।

২৬০. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি খাবার খাচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ লক্ষ্য করলেন যে, সে বিসমিল্লাহ না বলেই খাবার শুরু করেছে। অতঃপর খাওয়ার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে লোকটি বললো : বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু। এ দেখে নবী ﷺ বললেন : এ লোক বিসমিল্লাহ না বলা পর্যন্ত শয়তান তার সাথে খাচ্ছিল। এখন শয়তানের পেটে যেসব খাবার ঢুকেছে তা সে বমি করে বের করে দিয়েছে।

দুর্বল : যঈফ সুনানে আবূ দাউদ, নাসায়ী, হাকিম।

ফাযায়িলে তিজারাত

ব্যবসার উপকারিতা

তিজারাতের পরিচিতি

اَلرَّائِدُ নামক সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধানে تِجَارَةٌ (শব্দ) সম্বন্ধে আছে :

تِجَارَةٌ. مص. تَجَرَ ٢. بِضَاعَةٌ. يُتَّجَرُ بِهَا. ٣. بَيْعٌ وَشِرَاءٌ لِغَرْضِ الرِّبْحِ. ٤. حِرْفَةُ التَّاجِرِ.

তিজারত (শব্দটি) হলো

১. تَجَرَ ক্রিয়ার اِسْمِ مَصْدَرِ বা ক্রিয়ামূল বিশেষ্য।

২. যে মালামাল দিয়ে ব্যবসা করা হয়।

৩. লাভের আশায় ক্রয়-বিক্রয়।

৪. ব্যবসায়ীর পেশা।

এখানে ৩নং অর্থটি আমাদের আলোচ্য বিষয়।

اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ নামক সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধানে আছে :

اَلتِّجَارَةُ: مَا يُتَّجَرُ فِيْهِ وَتَغْلِيْبُ الْمَالِ لِغَرْضِ الرِّبْحِ وَحِرْفَةُ التَّاجِرِ.

তিজারত অর্থ হলো,

১. ব্যবসার পণ্য (মালামাল) অর্থাৎ যে সব দ্রব্য দ্বারা ব্যবসা করা হয়,

২. লাভের (মুনকার) আশায় সম্পদের (পণ্যের) আদান-প্রদান,

৩. ব্যবসায়ীর পেশা।

এখানে ২নং অর্থ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মুফরাদাতে ইমাম রাগেব ইস্পাহানিতে আছে:

اَلتِّجَارَةُ. اَلتَّصَرُّفُ فِيْ رَأْسِ الْمَالِ طَلَبًا لِلرِّبْحِ

তিজারত হলো লাভ অন্বেষণে মূলধন-বিনিয়োগ।

اَلْمُنْجِدُ فِي اللُّغَةِ وَالْاَعْلَامِ নামক সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধানে আছে:

اَلتِّجَارَةُ: اَلْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِغَرْضِ الرِّبْحِ. مَا يُتَّجَرُ بِهِ.

তিজারত অর্থ হলো

১. লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়।

২. ব্যবসার পণ্য।

এখানে ১নং অর্থ উদ্দেশ্য।

اَلْمُنْجِدُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ নামক একটা ভালো আরবী অভিধানে আছে :

تِجَارَةٌ: مَا يُتَّجَرُ بِهِ.....مُمَارَسَةُ اَعْمَالِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ ...حِرْفَةُ التَّاجِرِ.

তিজারত অর্থ :

১. ব্যবসার পণ্য

২. লাভে উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজের চর্চা।

৩. ব্যবসায়ীর পেশা।

২নং অর্থ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ۭ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۭ وَ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অর্থ : যারা সুদ খায় তারা ঐ ব্যক্তির ন্যায় উঠবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা দিশেহারা করে দেয়। এটা এজন্য যে তারা বলে, বেচাকেনা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসবে অতঃপর সে সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকবে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তার এবং তার ব্যাপারে ফায়সালার দায়িত্ব আল্লাহর কাছে। আর যারা (উপদেশ শোনার পরেও) সুদের লেনদেন করবে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৭৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۭ وَ لْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠ وَ لَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ

فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ
يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ
اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۗ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا
تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ
اَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۚ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَ
يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন কর তখন তা লিখে রাখ আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে যেন তা লিখে দেয়। লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না যেভাবে আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন লিখে দেয়। আর ঋণগ্রহীতা লিখার বিষয় বলে দেবে এবং তার রবকে ভয় করবে এবং কোন কিছু কমতি করবে না। যদি ঋণগ্রহীতা নির্বোধ হয় অথবা দূর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা বলে দেয় আর সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা সন্তুষ্ট তাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী রাখ। যদি দুইজন পুরুষ না পাও, তবে একজন পুরষ এবং দুইজন মহিলা। আর তা এইজন্য যে, তাদের একজন ভুলে গেলে অপরজন তা স্মরণ করিয়ে দেবে। আর সাক্ষীদেরকে ডাকা হলে তারা যেন অস্বীকার না করে। বিষয়টি ছোট হোক অথবা বড় হোক নির্দিষ্ট সময়সহ লিখে রাখতে তোমরা অলসতা কর না। এটা আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য সঠিক পন্থা এবং সাক্ষ্যের জন্য মজবুত এবং সন্দেহে না পড়ার কাছাকাছি। তবে যদি পরস্পরের মধ্যে

হাতে হাতে নগদ লেনদেন হয় তাহলে তোমরা লিখে না রাখলে কোন গুনাহ হবে না। আর যখন তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন সাক্ষী রাখবে। লেখক ও সাক্ষীর কাউকে ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না। যদি কেউ এমনটা করে তবে তা গুনাহের কাজ হবে। আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেন। আর তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী।

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৮২)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

(সূরা আন নিসা : আয়াত-২৯)

হাদীস

অর্থ উপার্জনের ফযিলত

عَنِ الْمِقْدَامِ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

অর্থ : মিকদাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি নিজ হাতে উপার্জনের খাবারের চাইতে উত্তম কোন খাবার খায় না। নবী দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। (বুখারী : হাদীস-২০৭২-১৯৬৬)

মধ্যম পন্থায় সৎভাবে জীবিকা উপার্জন

عَنْ اَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْمِلُوْا فِيْ طَلَبِ الدُّنْيَا فَاِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

অর্থ : আবু হুমাইদ আস-সাঈদী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দুনিয়ার সম্পদ উপার্জনে উত্তম পন্থা অবলম্বন করো। প্রত্যেকের জন্য তাই সহজ করা হয়েছে যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (ইবনে মাজাহ : হাদীস-২১৪২)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ فَاِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَوْفِىْ رِزْقَهَا وَاِنْ اَبْطَاَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ . خُذُوْا مَا حَلَّ وَدَعُوْا مَا حَرُمَ .

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং বৈধ পন্থায় জীবিকা উপার্জন করো। কেননা, কোন প্রাণীই তার নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ না করে মৃত্যুবরণ করবে না, যদিও কিছু বিলম্ব ঘটতে পারে। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো এবং সৎভাবে জীবিকা উপার্জন করো। যা হালাল তা গ্রহণ করো এবং যা হারাম তা বর্জন করো। (ইবনে মাযাহ : হাদীস-২১৪৪)

ক্রয় বিক্রয়ে নমনীয় ব্যবহারের ফযিলত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرَى وَاِذَا اقْتَضَى .

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ সে বান্দার উপর রহমত বর্ষণ করুন, যে বিক্রয় করার সময় নমনীয়তা প্রদর্শন করে, ক্রয় করার সময় নমনীয়তা প্রদর্শন করে এবং পাওনা আদায় করার সময়ও নমনীয়তা প্রদর্শন করে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-২০৭৬)

যে কর্মচারী/গোলাম আল্লাহ এবং মুনীবের হক আদায় করে তার সওয়াব

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاَيُّمَا مَمْلُوْكٍ اَدّٰى حَقَّ مَوَالِيْهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ اَجْرَانِ .

অর্থ : আবু বুরদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন পরাধীন মানুষ যখন তার মুনিবের হক

আদায় করে এবং তার রবের (আল্লাহর) আনুগত্যও সঠিকভাবে পালন করে, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৫০৮৩)

দাসদাসী মুক্ত করার ফযিলত

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً اَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتّٰى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম দাসকে মুক্ত করবে, আল্লাহ ঐ মুক্ত ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন এমনকি লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থান। (বুখারী : হাদীস-৬৭১৫)

বচাকেনায় উদারতার ফযিলত

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضی الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَدْخَلَ اللهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا.

অর্থ : উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, লোকটি ক্রয় ও বিক্রয়ের সময় সরলতা প্রকাশ করতো। (ইবনে মাজাহ : হাদীস-২২০২)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضی الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ سَمْحًا اِذَا اشْتَرٰى سَمْحًا اِذَا اقْتَضٰى.

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বিক্রয় কালেও উদার এবং তাগাদা করার সময়ও উদারতা প্রদর্শন করে।

(ইবনে মাজাহ : হাদীস-২২০৩)

সকাল বেলা বরকতময় হওয়া প্রসঙ্গে

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی الله عنه اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِیْ فِیْ بُكُوْرِهَا.

অর্থ : ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! দিনের শুরুতে আমার উম্মতের জন্য বরকত দান করুন। (মুসনাদে আহমদ : ১৫৪৪৩)

সততার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করার ফযিলত

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا.

অর্থ : হাকীম ইবনে হিযাম ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের) অবকাশ থাকে। তারা সততার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করলে এবং বিক্রিত মালের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং বিক্রিত বস্তুর দোষ গোপন করে তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত দূর হয়ে যাবে। (আবু দাউদ : হাদীস-৩৪৫৯)

বাজারে প্রবেশের সময় যে দু'আ পড়া ফযিলতপূর্ণ

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَدْخُلُ السُّوْقَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَتَبَ اللهُ لَهُ اَلْفَ اَلْفَ حَسَنَةٍ وَمُحَا عَنْهُ اَلْفِ اَلْفِ سَيِّئَةَ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

অর্থ : সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﷺ হতে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের সময় বলে : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হামদু য়ুহয়ী ওয়ায়ূমিতু ওয়াহুয়া হাইয়ুন লা ইয়ামূতু বিইয়াদিহিল খাইরু কুল্লুহু ওয়া হুয়া আলা কুল্লী শাইয়িন ক্বদীর।"– আল্লাহ তার আমলনামায় দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন এবং তার দশ লক্ষ গুনাহ মাফ করে দেন। আর তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন। (ইবনে মাজাহ : হাদীস-২২৩৫)

ফাযায়িলে তিজারাত সম্পর্কে যঈফ ও দুর্বল হাদীসসমূহ

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ যেকোন মুমিন পেশাদার ব্যক্তিকে পছন্দ করেন।

দুর্বল : ত্বাবারানী, বায়হাক্বী। তারগীব হা/১০৪৩।

২. হালাল উপার্জন অন্যান্য ফরযের পর অন্যতম ফরয।

দুর্বল : ত্বাবারানী, বায়হাক্বী, যঈফ জামি'উস সাগীর।

৩. হালাল মাল তালাশ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব।

দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আল-জামি।

৪. আবূ সাঈদ খুদরী হতে মারফূভাবে বর্ণিত। যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ উপার্জন করে নিজের খাওয়া ও পরায় ব্যয় করে অথবা আল্লাহর অন্য কোন সৃষ্টিকে খাওয়ায় কিংবা পরায় তবে সেটা তার জন্য যাকাত হিসেবে গণ্য।

দুর্বল : ইবনে হিব্বান, যঈফ আল-জামি।

৫. সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার উপার্জন পবিত্র।

দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আল-জামি।

৬. যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সন্ধ্যা করলো যে, কাজ করতে করতে সে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে এমন অবস্থায় সন্ধ্যা করলো যেন তার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে গেছে।

দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আল-জামি'।

৭. তোমরা সকাল বেলায় রিযিক অন্বেষণ করো। কেননা সকাল বেলায় বরকত ও নাজাত রয়েছে।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব।

৮. সকালের ঘুম রিযিকের প্রতিবন্ধক।

খুবই দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব।

৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে তিনজন সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা হলো : শহীদ, সচ্চরিত্রবান এবং আল্লাহর ইবাদতকারী ও মুনিবের হিতাকাঙ্খি পরাধীন ব্যক্তি।

দুর্বল : তিরমিযী, ইবনে হিব্বান।

১০. সত্যবাদী ব্যবসায়ী আরশের ছায়ার নীচে থাকবে।

বানোয়াট : আনাস হতে বর্ণিত হাদীস। যঈফ আত-তারগীব।

বার (১২) চন্দ্রের ফযিলত ও আমল

মাস, সপ্তাহ ও দিনের পরিচয়

১. আরবি ১২টি মাস পেলাম যেভাবে

মানুষ তার জীবনের স্মৃতিময় দিনগুলোকে স্মৃতি হিসেবে পালন করার জন্য বিভিন্নভাবে দিন, মাস ও সময় গণনা করে থাকে। চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমে সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। হিজরী সাল প্রবর্তনের পূর্বে আরবরা তাদের বিভিন্ন স্মরণীয় ঘটনার উপর নির্ভর করে দিন গণনা করত। যেমন : রাসূল ﷺ-এর আগমনের প্রায় ৪০ দিন পূর্বে সংঘটিত আবরাহা কর্তৃক কাবা ঘর ধ্বংস করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা দিন গণনা করত। এ গণনার জন্য হিজরী সন অন্যতম ইসলামী পদ্ধতি।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে একটি নির্দিষ্ট তারিখ হিসাব করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ বিভিন্ন সাহাবীদের পরামর্শে একটি নির্দিষ্ট সন গণনার পরামর্শ চলে। এতে কেউ রাসূল ﷺ-এর জন্ম থেকে সাল গণনা করার কথা বলেন, কেউ বা তার ওপর ওহী আসার দিন থেকে, কেউ আবার তার ওফাত থেকে সাল গণনা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর হিজরতের ঘটনা থেকে সাল গণনার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, এতে সকল সাহাবীগণ ঐক্যমত পোষণ করেন। কেননা, হিজরত সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

২. হিজরী সনের ইতিহাস

"আল-উকদুদ দিরায়া" নামক গ্রন্থে রয়েছে– ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট একটি চুক্তিপত্র উপস্থিত করা হলো। সেখানে শা'বান মাসের কথা উল্লেখ ছিল। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটা কি গত শা'বান না আগামী শা'বান মাস? অতঃপর তিনি তারিখ গণনার নির্দেশ প্রদান করলেন এবং রাসূল ﷺ-এর মদীনায় হিজরতকে কেন্দ্র করে হিজরী সন গণনার সূচনা করেন। আর মুহাররমকে প্রথম মাস হিসেবে গণ্য করা হয়। রাসূল ﷺ হিজরত করেন ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই। সে দিনকে মুহাররম মাসের শুক্রবার হিসেবে ধরে হিজরী সাল গণনা শুরু হয়। উক্ত হিজরী হিসেবের প্রথম প্রয়োগ ঘটে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলের ৩০ জমাদিউল উখরা। ১৭ই হিজরী অর্থাৎ, ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই থেকে। এরই ধারাবাহিকতায় আজও হিজরী সন চলে আসছে।

৩. হিজরী মাসের নামকরণ

হিজরী সন গণনার পূর্বে আরবরা আরবী মাসসমূহকে ব্যবহার করত। অন্যান্য সকল সনের মতো হিজরী সনেরও ১২টি মাস। কেননা, আল্লাহর কাছেও ১২ মাসে এক বছর।

যেমন, তিনি ঘোষণা করেন–

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ڧ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ.

"নিশ্চয় আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনার বারোটি মাস, তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত।" এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। কাজেই এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। (সূরা তাওবাহ : আয়াত-৩৬)

মহানবী ﷺ যখন হিজরত করেন তখন ছিল রবিউল আউয়াল মাস। প্রশ্ন দেখা যায়, তাহলে ঐ মাস প্রথম না হয়ে মুহাররম মাসে হলো কিভাবে? মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনার মাস বারোটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। কাজেই এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না।" (সূরা তাওবা : আয়াত-৩৬)

এ আয়াতের চারটি সম্মানিত মাসকে চিহ্নিত করতে গিয়ে নবী করীম ﷺ বিদায় হজ্জের সময় মিনা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বলেন, তিনটি মাস হলো জিলক্বদ, জিলহাজ্জ ও মুহাররম এবং অপরটি হলো রজব। (তাফসীরে ইবনে কাসির)

এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তাফসীরে মাআ'রেফুল কুরআনে লিখেছেন– উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসের যে ধারাবাহিকতা ইসলামী শরীয়তে প্রচলিত রয়েছে, তা মানব রচিত নয়; বরং মহান রাব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই মাসের তারতীব ও বিশেষ মাসের সাথে

সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে শরীয়তের আহকামের ক্ষেত্রে চন্দ্র মাসই নির্ভরযোগ্য। চন্দ্র মাসের হিসাব মতেই রোযা, হজ্জ ও যাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। তবে কুরআন মাজীদ চন্দ্রের ন্যায় যেমন, তেমনি সূর্যকেও সাল এবং তারিখ ঠিক করার মানদণ্ডরূপে অভিহিত করেছে। সুতরাং চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সাল-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েয। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহর নিকট অধিকতর পছন্দনীয়। তাই শরীয়তের বিধি-বিধানকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্য চন্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরযে কেফায়া। সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গোনাহগার হিসেবে গণ্য হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রে হিসাব ব্যবহার করা জায়েয আছে।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইমাম বাগাভী (রহ) তাঁর গ্রন্থ তাফসীরে বাগাভীতে উল্লেখ করেছেন–

وَهِيَ الْمُحَرَّمُ وَصَفَرَ وَرَبِيْعُ الْاَوَّلِ رَبِيْعُ الثَّانِيْ وَجُمَادَى الْاُوْلَى وَجُمَادِيُ الْاُخْرَةَ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ رَمَضَانُ وَشَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ مِنَ الشُّهُوْرِ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ وَهِيَ : رَجَبُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ.

"বারো মাস হলো, মুহাররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস ছানী, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানী, রজব শা'বান, রমজান, শাওয়াল, জিলকাদ এবং জিলহজ্ব। আর হারাম বা সম্মানিত চারটি মাস হলো– মুহাররম, রজব, জিলক্বাদ ও জিলহাজ্ব।

(তাফসীরে বাগাভী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৪) ও (শ্যামেলা) (www.qurancomplex.com)

৪. আরবি বারো মাসের নামকরণের কারণ

اَلْمُحَرَّمُ মুহাররম : মুহাররম -এর অর্থ হলো পবিত্র, সম্মানিত। যেহেতু, এটি হারাম মাসের একটি। তাই একে মুহাররম হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

صَفَرَ সফর : সফর শব্দের অর্থ খালি হওয়া। কেননা, হারাম মাস মুহাররমের পরে সবাই ঘর ছেড়ে যুদ্ধে বের হতো, তাই একে সফর বা খালি নামে নামকরণ করা হয়েছে।

رَبِيْعُ الْاَوَّلُ, رَبِيْعُ الثَّانِىْ রবিউল আউয়াল ও রবিউস সানী : এ দুই মাস নামরকণের সময় রবি তথা বসন্তকাল আরম্ভ হয়। তাই এ দুই মাসকে প্রথম বসন্ত ও দ্বিতীয় বসন্ত অর্থাৎ, রবিউল আউয়াল ও রবিউস সানী নামে নামকরণ করা হয়েছে।

وَجُمَادَى الْاُوْلٰى وَجُمَادِىْ الْاُخْرَةَ জমাদিউল উলা, জমাদিউল উখরা : জমদ শব্দের অর্থ হলো– বরফে জমাট বাধা। যেহেতু, এ দু মাসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়া হওয়ার কারণে বরফ জমাট বাধে, তাই মাসদ্বয়ের নাম জমাদিউল উলা ও জমাদিউল উখরা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

رَجَبْ রজব : রজব শব্দের অর্থ সম্মান করা। যেহেতু এ মাসকে সম্মান করে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকা হয়, তাই এ মাসকে রজব নামে নামকরণ করা হয়েছে।

شَعْبَانَ (শাবান) : এর অর্থ হলো বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়া। যেহেতু হারাম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকার পর আরবরা 'শাবান' মাসে আবার তাদের আক্রমণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হতো, তাই একে 'শাবান' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

رَمَضَانُ (রমযান) : 'রমজান' শব্দের অর্থ– দগ্ধ হওয়া। রমযান মাসে গরমের প্রচণ্ডতার কারণে এ মাসকে রমযান নামে নামরকণ করা হয়েছে। এ মাসের নাম মহাগ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখ আছে।

شَهْرُ رَمَضَانُ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ.

شَوَّالُ (শাওয়াল) : শাওয়াল শব্দের অর্থ– কর্মে যাওয়া। যেহেতু, সে সময়ে আরবের উটের দুধ নানা কারণে কমে যেত। তাই এ মাসকে শাওয়াল নামে নামকরণ করা হয়েছে।

ذُو الْقَعْدَةِ (জিলক্বদ) : 'কদ' শব্দের অর্থ বসে থাকা। যেহেতু, সম্মানিত ও হারাম মাস হওয়ার কারণে আরবরা যুদ্ধ-বিগ্রহে না গিয়ে বসে থাকতো, তাই একেজ্বিলক্বদ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

ذُو الْحَجَّةِ (যুলহজ্ব) : যিলহজ্ব শব্দের অর্থ হজওয়ালা। যেহেতু এ মাস হজ্জের মাস। তাই একে যিলহজ্জ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

(أَسْمَاءُ الشُّهُوْرِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ www.ahlalhdeeth.com)

৫. চন্দ্রমাস বা হিজরী সনের গুরুত্ব

১. আল্লাহর আদেশ : হিজরী সন হলো চন্দ্রমাস। আর আল্লাহর তায়ালা চন্দ্রকে সময় নির্ধারণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি সম্মানার্থে হিজরী সন গণনা করা অপরিহার্য ও কর্তব্য।

মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী–

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ؕ

অর্থাৎ, লোকেরা আপনাকে নবচন্দ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন তা হলো মানুষের এবং হজের জন্য সময় নির্ধারণকারী। (সূরা বাকারা-১৮৯)

এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের হিসাব-নিকাশের সুবিধার্থে পঞ্জিকাস্বরূপ চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য, চন্দ্রমাস তথা হিজরী সনের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. আল্লাহর নিদর্শন : মহান আল্লাহ চন্দ্রমাস সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَ جَعَلْنَا الَّيْلَ وَ النَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَاۤ اٰيَةَ الَّيْلِ وَ جَعَلْنَاۤ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ وَ كُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿۱۲﴾

অর্থাৎ, আমি রাত ও দিনকে করেছি দুটি নিদর্শন, রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকজ্জ্বল করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে সক্ষম হও এবং

রাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যাও হিসাব করতে পার এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। (সূরা ইসরা : আয়াত-১২)

এ আয়াত থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহস্বরূপ তাঁর বান্দাদের সাল গণনা ও অন্যান্য হিসাব-নিকাশের জন্যে দিন-রাতকে সৃষ্টি করেছেন।

৩. রাসূল ﷺ-এর স্মৃতিচারণ : হিজরী সাল গণনা করা হয় রাসূল ﷺ-এর হিজরতের সে ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ফলে হিজরী সন ব্যবহার ও গণনার ফলে রাসূল ﷺ ও আবু বকর ؓ-এর সে হিজরতের হৃদয়স্পর্শী ঘটনা মুসলিম হৃদয়ে বার বার দোলা দেয়।

৪. ইবাদত-বন্দেগী আদায় : ইসলামের অধিকাংশ ইবাদত-বন্দেগী যেমন : রোযা, হজ্জ, কুরবানী, শবে-কদর, শবে-বরাত, আশুরা ইত্যাদি ইবাদত হিজরী সনের সাথে সম্পৃক্ত। ফলে হিজরী সনের ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক সময়ে ইবাদাত-বন্দেগী পালন করতঃ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন লাভ করা সম্ভব হয়। এজন্য তাফসীরে মাআ'রেফুল কুরআনে, হিজরী সন তথা চন্দ্রমাস গণনাকে ফরযে কেফায়া হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যদি উম্মতের একজনও এর হিসেবে না করে তাহলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ গোনাহগার সাব্যস্ত হবে।

৫. খোলাফায়ে রাশেদার অনুকরণ : হিজরী সন হলো উমর ؓ-এর শাসন আমলে প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্নাত। আর, রাসূল ﷺ এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আকঁড়ে ধরার জন্য আদেশ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ.

"তোমাদের উচিত আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আকঁড়ে ধরা। (মুশকিলুল আসার লিত তহাবী, হাদীস-৯৯৮)

৬. মুসলিম ঐতিহ্যের অনুকরণ : হিজরী সন গণনা ইসলামী সংস্কৃতির অনুসরণ এজন্য চন্দ্রমাস হিসেবে হিজরী সন গণনা করা প্রতিটি মুসলমানদের জন্য কর্তব্য।

৭. ইহুদী ও নাসারাদের বিরোধিতা : হিজরী সন ইসলামী ঐতিহ্যের বাস্তব নমুনা। যা অন্যান্য জাতির ঐতিহ্য বিরোধিতা করতে শেখায়, শেখায় নিজ ঐতিহ্যকে অনুসরণ, অনুকরণ করতে।

কেননা, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِ نَا لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارٰى.

'সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে অন্যান্য জাতির সাথে সাদৃশ্যতা বজায় রাখে। তোমরা ইহুদী অথবা নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য রাখবে না।"

(জামে তিরমিযী, হাদীস-২৬৯৫)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্রমাস গণনা তথা হিজরী সন গণনা করা আল্লাহর বিধান ও মুসলিম ঐতিহ্য অনুসরণ করা। কাজেই একজন মুসলমান হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ইংরেজি সনের পাশাপাশি হিজরী সনের ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক। (মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান)

আরবি সপ্তাহের ৭ দিনের নাম ও অর্থ

সপ্তাহের নাম	আরবি	উচ্চারণ	অর্থ
রবিবার	يَوْمُ الْاَحَدِ	ইয়াওমুল আহাদি	১ম দিন
সোমবার	يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ	ইয়াওমুল ইছনাইনি	২য় দিন
মঙ্গলবার	يَوْمُ الثُّلٰثَاءِ	ইয়াওমুল ছুলাছা-ই	৩য় দিন
বুধবার	يَوْمُ الْاَرْبَعَاءِ	ইয়াওমুল আরবা'আ-ই	৪র্থ দিন
বৃহস্পতিবার	يَوْمُ الْخَمِيْسِ	ইয়াওমুল খামিসি	৫ম দিন
শুক্রবার	يَوْمُ الْجُمُعَةِ	ইয়াওমুল জুম'আতি	৬ষ্ঠ দিন
শনিবার	يَوْمُ السَّبْتِ	ইয়াওমুস সাবতি	৭ম দিন

১. ইহুদিদের মতে বিশ্ব সৃষ্টির দিন হলো শনিবার।

২. খ্রিস্টানরা মনে করে বিশ্বসৃষ্টির দিন হলো রবিবার।

তাই ইহুদীদের বন্ধের দিন শনিবার আর খ্রিস্টানদের হলো রবিবার।

আল্লাহ তায়ালা ৬ দিনে তাঁর সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করেন।

কুরআন মাজীদের ৭টি সূরার ৭টি আয়াতে বিস্তারিত আছে–

১. ৭- সূরা আ'রাফ : আয়াত-৫৪

২. ১০- সূরা ইউনুস : আয়াত-৩

৩. ১১- সূরা হূদ : আয়াত-৭

৪. ২৫- সূরা ফুরকান : আয়াত-৫৯

৫. ৩২- সূরা সিজদাহ : আয়াত-৪

৬. ৫০- সূরা ক্বাফ : আয়াত- ৩৮

৭. ৫৭- সূরা হাদীদ : আয়াত-৪

এ হিসেবে ১ম দিন হলো রবিবার আর শেষ দিন জুমাবার এবং বিশ্রামের দিন শনিবার। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের অন্তত ৬টি সূরায় উল্লেখ আছে–

১. ৭-সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৬৩

২. ২-সূরা বাকারা : আয়াত-৬৫

৩. ৪-সূরা আন নিসা : আয়াত ৪৭, ১৫৪

৪. ১৬-সূরা নাহল : আয়াত -১২৪

৫. ২৫-সূরা ফুরকান : আয়াত-৪৭

৬. ৭৮-সূরা নাবা : আয়াত-৯

৮. ইসলামী তারিখের শুভ সূচনা

ইমাম যুহরী (রহ) বলেন, ওই দিন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে ইসলামী তারিখ গণনার সূচনা হয়। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন, তখন রবিউল আউয়াল মাস থেকে তারিখ লিখার নির্দেশ প্রদান করেন। মুহাদ্দিস হাকিম এ বর্ণনাটি তাঁর 'ইকলীল' নামক কিতাবে উল্লেখ করেন, কিন্তু বর্ণনাটি মু'দাল مُعْضَلٌ বা জটিল।

প্রসিদ্ধ বর্ণনা হলো, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতকালে ইসলামী তারিখ গণনার সূচনা হয়। ইমাম শা'বী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে লিখে পাঠান, আপনার নির্দেশসমূহ আমাদের নিকট এসে পৌঁছে; কিন্তু এতে তারিখ উল্লেখ নেই। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৭ হিজরীতে তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সহযোগিতা কামনা করেন।

উপস্থিতিদের মধ্যে কেউ বলেন, তারিখের সূচনা নবুওয়াতের সূচনা থেকে করা হোক। কেউ বলেন, হিজরত থেকে আবার কেউ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের দিন থেকে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারিখের সূচনা হিজরতের দিন থেকেই গণনা করা উচিত। এজন্যে যে, হিজরতের মাধ্যমেই সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সূচিত হয়। সম্মিলিতভাবে উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কেরাম এ সিদ্ধান্ত সাদরে গ্রহণ করেন। যুক্তিকতার দাবি তো এটাই ছিল যে, রবিউল আউয়াল মাসই হিজরী সালের প্রথম মাস হওয়া উচিত।

কেননা এ মাসেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন; কিন্তু রবিউল আওয়ালের পরিবর্তে মুহাররম মাসকে প্রথম মাস এজন্যে করা হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাররম মাস থেকেই হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। মদিনার আনসারগেণ দশই যিলহাজ্জ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং যিলহাজ্জের শেষ তারিখে তাঁরা মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাদের প্রত্যাবর্তনের কয়েক দিন পরেই হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দেন। এ কারণে হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমকে করা হয়েছে। এছাড়া উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে পরমার্শ দেন যে, হিজরী সনের সূচনা মুহাররম মাস থেকেই হওয়া উচিত। কেউ কেউ বললেন, রমযানুল মুবারক থেকেই বছরের সূচনা হওয়া উচিত। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, মুহাররম মাসই উপযুক্ত মাস, কারণ হজ্জ থেকে মানুষ মুহাররম মাসেই প্রত্যাবর্তন করে। এর ওপরই সকলেই একমত হন। (বাবুত তারীখ, ফাতহুল বারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২০৯, তারীখে তাবারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫২, যারকানী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫২, উমদাতুল কারী, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১২৮)

ইমাম সারখসী (রহ) 'সিয়ারুল কাবীর' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তারিখ নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করেন, তখন কেউ পরমার্শ দেন যে, তারিখের সূচনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ জন্ম থেকে হওয়া উচিত; কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ প্রস্তাব পছন্দ করলেন না। কেননা এটাতে খ্রিস্টানদের অনুরূপ হয়ে যায় যে, তাদের তারিখ ঈসা আলাইহিস সালাম-এর শুভ জন্ম থেকে গণনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের তারিখ থেকে নির্দিষ্ট করা হোক। এটাও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অপছন্দ করলেন এ জন্যে যে, তাঁর ওফাত তো একটি বড় দুর্ঘটনা এবং বড় ধরনের মুসিবত, এদিন থেকে তারিখ সূচনা করা আদৌ ঠিক নয়।

আলোচনা-পর্যালোচনার পর সবাই এ ব্যাপারে ঐক্যমত হন যে, হিজরতের বছর থেকেই তারিখ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। ফারুকে আযম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর রায়টি পছন্দ করলেন এজন্যে যে, হিজরতের দ্বারাই হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং ইসলামের প্রসার অর্থাৎ দুই ঈদ এবং জুমুআ প্রকাশ্যে আদায় করা সম্ভব হয়েছে। (যেমনটি শরহে সিয়ারুল কাবীর বর্ণিত হয়েছে, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৩)

৯. বাংলা সন

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর সম্রাট আকবর দ্বিতীয় পানি পথের যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করে সিংহাসন লাভ করেন। তখন থেকেই রাজস্ব আদায়কে সহজ ও তার বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি তারিখ-ই প্রবর্তন এলাহি সনটির প্রবর্ত্যন করেন। প্রথমে এটি তারিখ-ই এলাহি নামে পরিচিত লাভ করে এবং পরে তা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত হয়। সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে তার রাজত্বের উনত্রিশতম বর্ষে বাংলা বর্ষপুঞ্জি প্রবর্তন করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ বা ১১ মার্চ নতুন এ সালটি তারিখ-ই এলাহি থেকে বঙ্গাব্দে পরিচিত পায়।

বাংলা বর্ষপঞ্জি প্রবর্তনের ফলে বাংলায় এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। এর আগে মোগল সম্রাটরা রাজস্ব আদায়ের জন্য হিজরী বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করতেন। কিন্তু এতে কৃষকরা বিপাকে পড়তেন। আবুল ফজল 'আকবরনামা' গ্রন্থে বলেন, হিজরী বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করা কৃষকদের জন্য খুবই সাংঘর্ষিক ছিল। কারণ চন্দ্র ও সৌর বর্ষের মধ্যে ১১ থেকে ১২

দিনের ব্যবধান ছিল, ফলে দেখা যায় ৩০ সৌরবর্ষ ৩১ চন্দ্রবর্ষের সমান ছিল। তখন কৃষকরা সৌরবর্ষ অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ করত কিন্তু চন্দ্রবর্ষ অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো।

ফলে এটি কৃষকদের জন্য শুধুই বিড়ম্বনার ছিল। তাই আকবর তার রাজত্বের শুরু থেকেই দিন-তারিখ গণনার সুবিধার্থে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, আধুনিক ও যুগোপযোগী বর্ষপঞ্জির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। এ জন্য আকবর জ্যোতির্বিদ ও বিজ্ঞানী আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে হিজরী বর্ষপঞ্জি সংস্কার করে তা যুগোপযোগী করে তোলার দায়িত্ব অর্পন করে। সে সময় বঙ্গে শক বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করা হতো আর চৈত্র ছিল শক বর্ষের প্রথম মাস।

বিজ্ঞানী শিরাজী ৯৬৩ হিজরী সালের শুরু থেকে বাংলা বর্ষ ৯৬৩ অব্দের সূচনা করেন। ৯৬৩ অব্দের পূর্বে বাংলা বর্ষে আর কোনো সন বিদ্যমান ছিল না। আরবি মুহাররম মাসের সাথে বাংলা বৈশাখ মাসের সামঞ্জস্য থাকায় বাংলা অব্দে চৈত্রের পরিবর্তে বৈশাখকে প্রথম মাস করা হয়। তারিখ-ই-এলাহি'র সূচনা থেকে ৪৫৬ বছর পর বাংলা (১৪১৯) ও হিজরী ১৪৩৩) বর্ষপঞ্জিতে প্রায় ১৪ বছরের ব্যবধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ হিজরী সাল বাংলা সন থেকে প্রায় ১৪ বছর এগিয়ে। তার কারণ হিজরী বর্ষ হচ্ছে চন্দ্রনির্ভর আর বাংলা বর্ষ হচ্ছে সূর্যনির্ভর। চন্দ্রবর্ষ হয় ৩৫৪ দিনে, আর সৌরবর্ষ হয় ৩৬৫ বা ৩৬৬ দিনে।

অর্থাৎ চন্দ্রবর্ষ থেকে সৌরবর্ষ ১১ বা ১২ দিন এগিঁয়ে। তবে উভয়ই সৌরবর্ষ ভিত্তিক হওয়ায় বাংলা ও গ্রেগরিয়ান বর্ষের মধ্যে পার্থক্য নিতান্তই কম। তারিখ-ই-এলাহি'র সূচনার সময় বাংলা ও গ্রেগরিয়ান বর্ষের মধ্যে পার্থক্য ছিল ১৫৫৬-৯৬৩ = ৫৯৩ বছর যা বর্তমানেও (২০১৪-১৪২১ = ৫৯৫ একই। অর্থাৎ বাংলা সনের সাথে ৫৯৫ যোগ করলে খ্রিস্টীয় সন পাওয়া যায়।

১০. বাংলা মাসের নামকরণ

বঙ্গাব্দের বারো মাসের নামকরণ করা হয়েছে নক্ষত্রমণ্ডলের চন্দ্রের আবর্তনে বিশেষ তারার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে। এ নামসমূহ গৃহীত হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ 'সূর্যসিদ্ধান্ত' থেকে।

বাংলা মাসের এ নামগুলো হচ্ছে–

মাসের নাম	নামকর
বৈশাখ	বিশাখা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
জ্যৈষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
আষাঢ়	উত্তর ও পূর্ব আষাঢ়া নক্ষত্রের নাম অনুসারে
শ্রাবণ	শ্রবণা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
ভাদ্র	উত্তর ও পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের নাম অনুসারে
আশ্বিন	আশ্বিনী নক্ষত্রের নাম অনুসারে
কার্তিক	কৃত্তিকা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
অগ্রহায়ণ (মার্গশীর্ষ)	মৃগশিরা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
পৌষ	পুষ্যা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
মাঘ	মঘা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
ফাল্গুন	উত্তর ও পূর্ব ফালগুনী নক্ষত্রের নাম অনুসারে
চৈত্র	চিত্রা নক্ষত্রের নাম অনুসারে

সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত তারিখ-ই-ইলাহীর মাসের নামগুলো প্রচলিত ছিল ফার্সি ভাষায়, যথা–

১. ফারওয়াদিন
২. আর্দি
৩. ভিহিসু
৪. খোরদাদ
৫. তির
৬. আমারদাদ
৭. শাহরিয়ার
৮. আবান
৯. আযুর
১০. দাই
১১. বহম
১২. ইসকনদার মিজ।

১১. সপ্তাহের সাতদিনের বাংলা নামকরণ

বাংলা সন অন্যান্য সনের মতোই সাত দিনেকে গ্রহণ করেছে এবং এ দিনের নামগুলো অন্যান্য সনের মতোই তারকামণ্ডলীর ওপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে।

দিনের নাম	নামকরণ
শনিবার	শনি গ্রহের নাম অনুসারে
রবিবার	রবি বা সূর্য দেবতার নাম অনুসারে
সোমবার	সোম বা শিব দেবতার নাম অনুসারে
মঙ্গলবার	মঙ্গল গ্রহের নাম অনুসারে
বুধবার	বুধ গ্রহের নাম অনুসারে
বৃহস্পতিবার	বৃহস্পতি গ্রহের নাম অনুসারে
শুক্রবার	শুক্র গ্রহের নাম অনুসারে

বাংলা সন হয়ে দিনের শুরু ও শেষ হয় সূর্যোদয়। ইংরেজি বা গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির শুরু হয় যেমন মধ্যরাত হতে।

১২. ইংরেজি মাসের নামকরণ

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের আগে ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের প্রচলন। জুলিয়ান ক্যালেন্ডারেরও আগে রোমানরা গ্রিক পঞ্জিকা অনুযায়ী বছর গুণত ৩০৪ দিনে। যাকে ১০ মাসে ভাগ করা হয়েছিল। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির জন্ম তখনও হয়নি। মার্চ ছিল বছরের প্রথম মাস। এক সময় রাজা পম্পিলিয়াস দেখলেন ৩০৪ দিন হিসাবে বছর করলে প্রকৃতি সঙ্গে মিলছে না। খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সালে তিনি বছরের সাথে যোগ করলেন আরও ৬০ দিন। বছরের দিন বৃদ্ধি পেল ঠিকই সাথে সমস্যাও বৃদ্ধি পেল ঋতুর চেয়ে সময় এগিয়ে তিন মাস। তখনই জুলিয়াস সিজার ঢেলে সাজালেন বছরকে। নতুন দুটি বছর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে এলেন বছরের প্রথম দিকে।

১. January (জানুয়ারি) : রোমে 'জানুস' নামক এক দেবতা ছিল। রোমবাসী তাকে সূচনার দেবতা বলে মানত। যে কোন কিছু শুরু করার আগে তারা এ দেবতার নাম স্মরণ করত। তাই বছরের প্রথম নামটিও তার নামে রাখা হয়েছে।

২. February (ফেব্রুয়ারি) : রোমান দেবতা 'ফেবরুস' এর নাম অনুসারে ফেব্রুয়ারি মাসের নামকরণ করা হয়েছে।

৩. March (মার্চ) : রোমান যুদ্ধ দেবতা 'মরিস' এর নামানুসারে তারা মার্চ মাসের নামকরণ করেন।

৪. April (এপ্রিল) : বসন্তের দ্বার খুলে দেয়াই এপ্রিলের কাজ। তাই কেউ কেউ ধারণা করেন ল্যাটিন শব্দ 'এপিরিবি' (যার অর্থ খুলে দেয়া) হতে এপ্রিল এসেছে।

৫. May (মে) : রোমানদের আলোক-দেবী 'মেইয়ার'-এর নামানুসারে।

৬. June (জুন) : রোমানদের নারী, চাঁদ ও শিকারের দেবী ছিলেন 'জুনো'। তার নামেই জুনের সৃষ্টি।

৭. July (জুলাই) : জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে জুলাই মাসের নামকরণ। মজার ব্যাপার হচ্ছে বছরের প্রথমে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিকে স্থান দিয়ে তিনি নিজেই দূরে সরিয়ে নেন।

৮. August (আগস্ট) : জুলিয়াস সিজার বছরকে ঢেলে সাজানোর পর আগস্ট মাসটি তার নিজের নামে রাখার জন্য সিনেটকে নির্দেশ দেন। সেই থেকে শুরু হয় আগস্ট মাসের পথচলা।

৯. September (সেপ্টেম্বর) : সেপ্টেম্বর শব্দের শাব্দিক অর্থ সপ্তম মাস। কিন্তু সিজার বর্ষ পরিবর্তনের পর তা এসে দাঁড়ায় নবম মাসে। তারপর এটা কেউ পরিবর্তন করেনি।

১০. October (অক্টোবর) : 'অক্টোবরের' শাব্দিক অর্থ বছরের অষ্টম মাস। সে অষ্টম মাস আমাদের ক্যালেন্ডারে এখন স্থান পেয়েছে দশম মাসে।

১১. November (নভেম্বর) : 'নভেম' শব্দের অর্থ নয়। সে অর্থানুযায়ী তখন নভেম্বর ছিল নবম মাস। জুলিয়াস সিজারের কারণে আজ নভেম্বরের স্থান এগারতে।

১২. December (ডিসেম্বর) : ল্যাটিন শব্দ 'ডিসেম' অর্থ দশম। সিজারের বর্ষ পরিবর্তনের আগে অর্থানুযায়ী এটি ছিল দশম মাস। কিন্তু আজ আমাদের কাছে এ মাসের অবস্থান ক্যালেন্ডারের শেষ প্রান্তে।

১৩. সপ্তাহে সাত দিনের ইংরেজি নামকরণ

প্রত্যেকটি দিনের নামের অর্থ বিভিন্নরকম। আমাদের সকলের নখদর্পণে সাতদিনের নাম। কিন্তু এ সাতদিনের নামের উৎপত্তিস্থল কোথায়, কিভাবে হলো তা আমাদের সকলের অজানা বা আমরা এর সম্পর্কে অবগত নই। তাহলে চলুন, আমরা নামগুলোর ইতিহাস থেকে ঘুরে আসি।

১. **শনিবার : ইংরেজিতে বলা হয়** Saturday : সে অনেক পুরনো কথা। রোমান সাম্রাজ্যের আমলের লোকেরা এ বলে বিশ্বাস করত যে, চাষাবাদের জন্য 'স্যাটান' নামের একজন দেবতা আছেন। যার হাতে আবহাওয়া ভালো খারাপ করা লেখাটি আছে। তাই তাকে সম্মান করার জন্যই তার নামে একটি গ্রহের সাথে সপ্তাহের একটি দিনের নাম স্যাটনি ডেইজ রাখা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে স্যাটানের দিন। বর্তমানে তা 'সাটারডেয়' নামেই পরিচিত।

২. **রবিবার : ইংরেজিতে বলা হয়** Sunday : অনেকদিন আগের কথা, দক্ষিণ ইউরোপের সাধারণ লোকেরা বিশ্বাস করত এবং ভাবত যে একজন দেবতা রয়েছেন, যিনি শুধুমাত্র আকাশে গোলাকার আলোর বল অংকন করেন। ল্যাটিন ভাষায় যাকে বলা হয় 'সলিছ'। এর থেকেই সলিছ ডে অর্থাৎ সূর্যের দিন। উত্তর ইউরোপের লোকেরা এ দেবতাকে ডাকত 'স্যানেল ডেইজ' নামে। যা পরবর্তীতে বর্তমান সান ডে-তে রূপান্তরিত হয়।

৩. **সোমবার : ইংরেজিতে বলা হয়** Munday : এ নামের সাথেও দক্ষিণ ইউরোপের লোকেরা জড়িত। রাতের বেলায় আকাশের গায়ে রূপালী বল দেখে তারা ডাকল 'লুনা' নামে। ল্যাটিন শব্দ নুলা ডেইস। উত্তর ইউরোপের লোকেরা ডাকত মোনান ডেইজ। এ মানডে কিন্তু মোনান ডেজ থেকে রূপান্তরিত হয়।

৪. **মঙ্গলবার : ইংরেজিতে বলা হয়** Tuesday : আগেকার রোমান রাজ্যের লোকেরা বিশ্বাস করত যে, টিউ নামক একজন দেবতা আছেন যিনি যুদ্ধ দেখাশুনা করেন। তারা ভাবত যারা টিউকে আশা করত টিউ তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে সাহায্য-সহযোগিতা করবে এবং যারা পরোলোকে গমন করেছে তাদেরকে টিউ পাহাড় থেকে

নেমে একজন মহিলা কর্মী নিয়ে বিশ্রামের জায়গা ঠিক করত। তারা একে ডাকত 'ডুইস' নামে। যার ইংরেজি অর্থ টুইস ডে।

৫. **বুধবার : ইংরেজিতে বলা হয়** Wednesday : দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী 'উডেন' বলে দক্ষিণ ইউরোপের লোকেরা ভাবত। তিনি সারাদিন ঘুরে জ্ঞান লাভ করতেন যার জন্য তার একটি চোখ হারাতে হয়েছিল। এ হারানো চোখকে তিনি সবসময় লম্বাটুপি দিয়ে আবৃত করে রাখতেন। দুটো পাখি উডেনের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করত, তারা উডেনের কাঁধে বসে থাকত। রাতে তারা সারা পৃথিবীর ঘটনাবলি উডেনকে শুনাত। এভাবেই উডেন সারা পৃথিবীর খবর শুনতে সক্ষম হন। এ জন্য লোকেরা নাম রাখল ওয়েডনেস ডেইস। যা বর্তমান ওয়েনেস ডে নামে পরিচিত।

৬. **বৃহস্পতিবার : ইংরেজিতে বলা হয়** Thursday : বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানোর সম্পর্কে না জানার ফলে মানুষ মনে করত যে, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানোর জন্য একজন দেবতা দায়ী। তারা শুধু আলো জ্বলতে ও বিদ্যুৎ চমকাতে দেখত। তারা দেবতার নাম রাখে থর। তাদের মধ্যে এ অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, দেবতা থর যখন রাগান্বিত হন তখন তিনি রাগে আকাশে একটা হাতুড়ি নিক্ষেপ করেন দুটি ছাগলের গাড়িতে বসে। ছাগলের গাড়ি চাকার শব্দ হচ্ছে বজ্রপাত ও হাতুড়ির আঘাত হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকানো। থরের প্রতি সম্মান রক্ষার্থে তারা সপ্তাহের একটি দিনের নাম রাখেন থার্স ডেইস। যাকে আজ আমরা থার্স ডে বা বৃহস্পতিবার বলে ডাকি।

৭. **শুক্রবার : ইংরেজিতে বলা হয়** Friday : ওডিন একজন শক্তিশালী দেবতা। তার স্ত্রী দেবী ফ্রিগ ছিলেন ভদ্র এবং সুন্দরী। ওডিনের পাশে সব সময় তার স্ত্রী থাকতেন। পৃথিবীকে দেখতেন, প্রকৃতিকে উপভোগ করতেন, প্রকৃতির দেবী ভালোবাসা ও বিবাহের দেবীও ছিলেন ফ্রিগ। এ জন্য লোকেরা বাকি একটি দিনের নাম 'ফ্রিগ ডেইজ' বা ফ্রাইডে রাখেন।

১৪. মুসলমানদের নববর্ষ

প্রিয় পাঠকগণ! ইতোপূর্বে জেনেছেন যে, খ্রিস্টানদের নববর্ষ যিশুখ্রিস্টের জন্ম থেকেই সূচনা হয়েছে। তাই তারা অতি আমোদ-প্রমোদে তা যথাযথ উদযাপন করে থাকে। আর বাংলা সন গণনার উৎপত্তি মোগল শাসকদের মধ্যে বাদশাহ আকবরের যুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে। তাই বাঙালি জাতি পহেলা বৈশাখকেই ধুমধামের সাথে পালন করে আসছে; সে মর্মে বর্তমান ১৪২১ বঙ্গাব্দ হয়। কিন্তু মুসলমানদের নববর্ষ হলো ১ মুহাররম। সে মতে বর্তমান ১৪৩৫ হিজরী সাল চলছে। আফসোস! অনেক মুসলমান তা জানেও না। অথচ কুরআন মাজীদের সূরা তাওবার ৩৫ নম্বর আয়াতে–

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ

“নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনার বারোটি মাস, তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত।” (তাওবাহ-৩৬)

এর তাফসীরে জনাব মুফতী শফী (র) লেখেন, সকল মুসলমানদের জন্য আরবি তারিখ জানা ওয়াজিব আলাল কিফায়া। যদি এলাকার কেউ আরবি তারিখ না জানে তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। আরবি তারিখ জানার পর অন্য তারিখ (বাংলা-ইংরেজি) জানা বৈধ হবে, অন্যথা নয়।

আফসোস! আজকাল মুসলমানগণ আরবি তারিখ পরিত্যাগ করে বাংলা-ইংরেজি তারিখ নিয়ে ব্যস্ত। শুধুমাত্র ১০ মুহাররম, ১লা রবিউল আউয়াল, রমযান, ১০ই যিলহজ্জ, ২৭ শে রজব, ১৫ই শাবান ইত্যাদির তারিখ জানে। কারণ এতে খাওয়া-দাওয়া ও ইফতারী ভোজনের সুবিধা রয়েছে। তাই এগুলো ছাড়া অন্য কোনো আরবি তারিখ জানতে ও মানতে রাজী নয়। যদি মুসলমানের অবস্থা এরূপ হয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে ইসলামী যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে মুসলমানগণ বঞ্চিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। অথচ ইবাদতের সব বিষয়ের সম্পর্ক আরবি তারিখ এবং চন্দ্র-সূর্যের উদয় অস্ত-এর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

তাই সকল মুসলমান ভাই-বোনদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি যে, আপনারা প্রথমে মুসলমান হয়েছেন, পরে বাঙালি হয়েছেন। তাই আরবি

তারিখগুলো গুরুত্ব সহকারে সংগ্রহ করার পাশাপাশি বাংলা-ইংরেজি তারিখও সংরক্ষণ করতে পারেন এবং মুহাররম মাস থেকে নিজেদের অফিস-আদালত, কোর্ট, কাচারী, স্কুল-কলেজ, ডায়েরিতে আরবি তারিখ লেখার প্রচলন জারি করুন।

মুহাররম

হিজরী সনের প্রথম মাস হচ্ছে মুহাররম মাস। চারটি হারাম মাসের অন্যতম এ মাস। এ মাসের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এ মাসে যুদ্ধ ও মারামারি নিষেধ। অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা বিজড়িত এ মাসটি। এ মাসেই মহান আল্লাহ নবী মূসা আলাইহিস সালাম-কে ফিরাউনের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং ফিরাউনের বাহিনীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরে ছিলেন। মুহাররম মাসের বিশেষ ফযিলতপূর্ণ আমল হলো, এ মাসের ৯ এবং ১০ অথবা ১০ ও ১১ তারিখ সওম পালন করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আশা করি, আশুরার সওম বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারাহ হবে।

(সহীহ মুসলিম-১১৬২, আবু দাউদ, বায়হাকী, আহমাদ)

উল্লেখ্য আশুরার সওম পালনের ফযিলত সম্পর্কিত হাদীস ইতিপূর্বে অধ্যায়ে গত হয়েছে।

সফর

হিজরী সনের দ্বিতীয় মাস হচ্ছে সফর। এ মাসে নির্দিষ্ট কোন ফযিলত ও আমলের কথা হাদীসে পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন পুস্তক ও পঞ্জিকায় এ মাসের মধ্যে আখেরি চাহার শোম্বা বলে একটি দিবসের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং সে দিন সওম পালন ও দান-খয়রাত করার অনেক ফযিলতের কথাও সেখানে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। খুব ভালভাবে মনে রাখা দরকার যে, কুরআন ও হাদীসের কোথাও আখেরী চাহার শোম্বা বলে কোন কিছু নেই এবং কোন সাহাবীগণের আমল দ্বারাও এ দিনের বিশেষ কোন আমলের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং আখেরী চাহার শোম্বা পালন কোন ফযিলতের আমল নয়। বরং এটি একটি নিকৃষ্ট বিদআত ও গোমরাহী।

রবিউল আওয়াল

হিজরী সনের তৃতীয় মাস হচ্ছে রবিউল আওয়াল। মাসটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং তার মৃত্যুও

হয়েছে এ মাসে। তবে এ মাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন ফযিলতের আমল কুরআন হাদীসে পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, এ মাসটিকে কেন্দ্র করে সাওয়াবের আশায় অনেকেই এমন কিছু কাজ করে থাকেন ইসলামী শরীআতে যার কোন ভিত্তি নেই। বরং তা মনগড়া বিদআত। যেমন নবী ﷺ-এর জম্মদিন তথা ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা, এ উপলক্ষে শিরনী বিতরণ, মিলাদের আয়োজন, র‍্যালি ইত্যাদি। এ ধরনের কোন কাজই নবী ﷺ করেননি, বরং সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈগণ, বিশিষ্ট চার ইমাম ও তাদের পরবর্তী নেককার ইমামগণ কেউই এরূপ করেননি। সুতরাং এগুলো বিদআত, যা বর্জন করা অপরিহার্য। ইসলাম কোন অনুষ্ঠান ও প্রথা পালনের ধর্ম নয় বরং আমলের ধর্ম। নবী ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা দেখাতে হলে নবী ﷺ-এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ অপরিহার্য।

রবিউস সানী

হিজরী সনের রবিউস সানী মাসেও বিশেষ কোন আমলের কথা হাদীসে বর্ণিত হয় নি।

উল্লেখ্য রবিউস সানি মাসে কেউ কেউ ফাতেহা-ই-ইয়াযদাহম নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। ঐ দিন নাকি আবদুল কাদের জিলানী (রহ) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই তার ঈসালে সাওয়াবের জন্য ফাতেহা ইয়াযদাহম পালন করা হয়। মনে রাখা দরকার যে, ইসলামী শরীআতে ফাতেহা ইয়াযদাহম বলে কোন জিনিস নেই। কোন নবী, রাসূল, সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গদের এমনকি সাধারণ মানুষের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা ইসলামী শরীআতে অনুমোদিত নয়। এগুলো বিদআত, এগুলো কোন সওয়াবের কাজ নয় বরং গুনাহের কাজ। সুতরাং এগুলো বর্জন করা অপরিহার্য।

জুমাদাল উলা

এ মাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন ফযিলতপূর্ণ আমলের কথা হাদীসে পাওয়া যায় না। তাই অন্যান্য মাসের মত এ মাসে স্বাভাবিকভাবেই ইবাদত বন্দেগী পালন করা উচিত।

জুমাদাল উখরা

এ মাসেও নির্দিষ্ট কোন ফযিলতপূর্ণ আমলের কথা হাদীসে নেই। সুতরাং অন্যান্য দিনের মত এ মাসের প্রতিটি দিন স্বাভাবিকভাবে ইবাদত বন্দেগী পালন করবে।

রজব

হিজরী সনের সপ্তম মাস রজব। এ মাসের বিশেষ আমল সম্পর্কে হাদীসে এসেছে : এ মাস আসলে নবী ﷺ এ দুআ পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

অর্থ : "হে আল্লাহ আমাদেরকে রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রমযান মাসে পৌঁছে দিন।" তবে এ হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মতভেদ আছে।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ এ মাসের ২৭ তারিখে শবে মিরাজ পালন করেন। আর কেউ কেউ এ রাতকে শবে কদরের মত ফযিলতপূর্ণও মনে করেন। অথচ ২৭শে রজব শবে মেরাজ পালন করা একটি ভিত্তিহীন আমল। আর শবে কদরের সাথে এর তুলনা করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা। খুব ভালো করে মনে রাখা দরকার, ইসলামী শরীআতে শবে মিরাজ পালন করার কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া ইতিহাসবিদগণের মধ্যে শবে মিরাজের সঠিক তারিখ নিয়েই তো মতভেদ রয়েছে। তাই ২৭ তারিখেই এটা সংঘটিত হয়েছে কেউ তা নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। শুধু তাই নয়, শবে মিরাজ রজব মাসে হয়েছে কিনা এ নিয়েও মতভেদ আছে। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, তা রবিউল আওয়াল মাসে হয়েছিল। মোট কথা, এ দিনকে কেন্দ্র করে কোন অনুষ্ঠান পালন বা ইবাদতের কথা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই। আর যা নেই তা ইসলামী শরীআতের কোন অংশ নয়। অতঃপর মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল এর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে, এছাড়া একে কেন্দ্র করে কোন মনগড়া ইবাদত চালু করা জায়েয নয়।

শাবান

এ মাসে বেশি বেশি নফল সওম পালন করা যেতে পারে। বিশেষ করে মাসের প্রথম দিকে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "নবী ﷺ শাবান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে এতো বেশি সওম পালন করতেন না।" (সহীহুল বুখারী,

আবু দাউদ, বায়হাকী, আহমদে।) এ বিষয়ের হাদীসাবলী এ গ্রন্থের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ মাসের ১৫ই শাবানের রাতটি ভারতীয় উপমহাদেশে শবে বরাত নামে আখ্যায়িত ও উদযাপিত হয়ে থাকে। কিন্তু ১৫ই শা'বানের রাত বা দিনকে কেন্দ্র করে কৃত বিশেষ আমল সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোর সনদ দুর্বল ও জাল হওয়ায় এবং এ দিনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কুসংস্কার, শিরক ও বিদআত প্রকাশ পাওয়ায় গবেষক উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে এসব থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। (বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন– "শবেবরাত সমাধান"– রচনায় : আকরামুয যামান বিন আবদুস সালাম।)

রমযান

এ মাসের বিশেষ আমল ও ফযিলতপূর্ণ বহু দিক রয়েছে।

ফযিলতের মাস হিসেবে রমযান

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযান মাস আসলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। (মুসলিম-১০৭৯)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِيْ فِيْهِ فَاِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ حَجَّةٌ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযান মাস এলে তোমরা উমরাহ করো। কেননা রমযানের একটি উমরাহ একটি হজ্জের সমান। (সহীহ বুখারী : হাদীস- ১৭৮২)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের সামনে রমযান মাস সমাগত। তা বরকতময় মাস। আল্লাহ তোমাদের উপর সে মাসের সওম পালন ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহীম (নামক) দোযখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। (সুনানে নাসায়ী : হাদীস- ২১০৫/২১০৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا كَانَتْ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, রমযান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট জিনদের বেঁধে রাখা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এর একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং এর একটি দরজাও তখন আর বন্ধ করা হয় না। এ মাসে একজন ঘোষাণাকারী এ বলে ঘোষণা দিতে থাকেন : হে কল্যাণ অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত! বিরত হও। আর এ মাসে মহান আল্লাহর বিশেষ দয়ায় জাহান্নাম থেকে বহু লোককে মুক্তি দেয়া হয় এবং প্রতি রাতেই এরূপ হতে থাকে। (তিরমিযী : হাদীস- ৬৮২)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : রমযান মাসে রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস- ২৫৪৮/১০৭৯)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرِ فَقَالَ اٰمِيْنٌ اٰمِيْنٌ اٰمِيْنٌ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّكَ حِيْنَ صَعِدْتَّ الْمِنْبَرَ قُلْتَ : اٰمِيْنٌ اٰمِيْنٌ اٰمِيْنٌ قَالَ : اِنَّ جِبْرِيْلَ اَتَانِيْ فَقَالَ : مَنْ اَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ : اٰمِيْنٌ فَقُلْتُ : اٰمِيْنٌ وَمَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يُبَرَّهُمَا فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ : اٰمِيْنٌ فَقُلْتُ : اٰمِيْنٌ وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ : آمِيْنٌ فَقُلْتُ : اٰمِيْنٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। একদা নবী মিম্বরে উঠেই বললেন : আমীন, আমীন, আমীন! নবী -কে বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মিম্বরে উঠে আমীন! আমীন! আমীন! বললেন , আপনি এমনটি করলেন কেন? তখন রাসূল বললেন : (মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখতেই) জিবরাঈল আমার কাছে এসে বললেন : 'ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে রমযান মাস পেলো অথচ তার জীবনের সমস্ত গুনাহের ক্ষমার ব্যবস্থা করতে পারল না এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করলো, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ (রহমত থেকে) বঞ্চিত করুন।' অতঃপর জিবরাঈল বললেন, বলুন, আমীন। আমি বললাম, আমীন তাই হোক। জিবরাঈল বললেন : যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা উভয়ের একজনকে পেলো অথচ তাদের খেদমত করলো না এবং এরূপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামে গেলো, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ (রহমত থেকে) বঞ্চিত করুন। জিবরাঈল বললেন, বলুন, আমীন। আমি বললাম, আমীন তাই হোক। এরপর জিবরাঈল বললেন : যে ব্যক্তির নিকট আপনার (মুহাম্মদ) নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আপনার উপর দরূদ পড়লো না এবং সে মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামে প্রবেশ করলো, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ (রহমত থেকে) বঞ্চিত করুন। অতঃপর জিবরাঈল বললেন, বলুন, আমীন। আমি বললাম : আমীন তাই হোক। (ইবনে হিব্বান-৯০৭)

রমযান মাসের তারাবীহ্ সালাতের ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমযান মাসে কিয়াম করবে তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস- ৩৭)

রমযান মাসের ইতিকাফ

নবী ﷺ রমাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। (আবু দাউদ, আহমদ, হাদীসটি সহীহ। ইতিকাফের বিশেষ ফযিলত সম্পর্কে কতিপয় দুর্বল হাদীস রয়েছে। সামনে যঈফ ফাযায়িলে আমল অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ)

লাইলাতুল ক্বদর

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় ক্বদরের রাতে ইবাদত করবে তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সহীহুল বুখারী-২০১৪, সহীহ মুসলিম-৭৬০)

উল্লেখ্য, এ সম্পর্কিত হাদীস অধ্যায়ে গত হয়েছে।

রমযান মাসে ফিতরাহ্

এ সম্পর্কিত সহীহ হাদীস ফাযায়িলে অধ্যায়ে গত হয়েছে। তাই এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

শাওয়াল

শাওয়ালের প্রথম তারিখ হলো ঈদের দিন। ঈদের দিন হচ্ছে পুরস্কার প্রদানের দিন। তবে ঈদের রাতই ফযিলতপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো দুর্বল। এ বিষয়ে কোন সহীহ হাদীস আছে বলে জানা নেই। দুর্বল হাদীসগুলো এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হবে।

এছাড়া শাওয়াল মাসের বিশেষ আমল বলতে হাদীসে ছয়টি নফল রোযা রাখার কথা এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রমযানের রোযা

রাখলো এবং এর পরপরই শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযাও রাখলো সে যেন সারা বছরই রোযা রাখলো।

(সহীহ মুসলিম-১১৬৪, তিরমিযী-৭৫৯। এ হাদীস অধ্যায়ে গত হয়েছে।

জিলক্বদ

হিজরী সনের একাদশ মাস এটি। এ মাসে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ কোন ইবাদাতের কথা হাদীসে পাওয়া যায় না। তবে যারা হজ্জ করার ইচ্ছা করেন তারা এ মাসে হজ্জের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

জিলহজ্জ

আরবি বছরের শেষ মাস এটি। এ মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেকী অর্জনের জন্য এ মাসে রয়েছে অপূর্ব সুযোগ। হজ্জ ও কুরবানীর মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এ মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ মাসটি গুরুত্বের সাথেই অতিবাহিত করা দরকার। এ মাসের কয়েকটি ফযিলতপূর্ণ দিক হলো–

জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের বিশেষ আমল : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোন দিন নেই যে দিনসমূহের সৎ আমল আল্লাহর নিকট জিলহজ্জ মাসের এ দশ দিনের সৎ আমল অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (তিরমিযী-৭৫৭)

এ হাদীস ফাযায়িলে হজ্জ অধ্যায় গত হয়েছে।

হজ্জের ফযিলত : এ বিষয়ে ফযিলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ফাযায়িলে হজ্জ অধ্যায়ে গত হয়েছে। তাই এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

কুরবানীর ফযিলত : কুরবানী করা আমাদের মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সুন্নাত যা মুহাম্মাদ ﷺ হতে স্বীকৃত। মহান আল্লাহ কেবল মুত্তাকী লোকদের কুরবানী কবুল করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করলো না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।

(ইবনে মাজাহ-৩১২৩, আলবানী একে হাসান বলেছেন : কারো মতে, এটি হাসান মাওকুফ)

কাজেই কুরবানি করা মুসলিমের বিশেষ একটি ইবাদত। তবে হাদীস বিশারদগণের নিকট কুরবানীর বিশেষ ফযিলত সম্পর্কিত হাদীসমূহ দুর্বল। সামনে পরিশিষ্টে সেগুলো উল্লেখ করা হবে।

আরাফাহ দিবসের ফযিলত : এ বিষয়ে ফযিলত সম্পর্কিত হাদীসমূহ ফাযায়িলে হজ্জ অধ্যায়ে গত হয়েছে। তাই এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

আরাফাহর দিনে সওম পালনের ফযিলত : এ দিনে যারা আরাফাহর বাইরে অবস্থান করবেন তাদের জন্য সওম পালন খুবই ফযিলতের আমল। ফাযায়িলুল হজ্জ অধ্যায়ে এ বিষয়ের ফযিলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ গত হয়েছে।

আইয়্যামে তাশরীকের বিশেষ আমল : ঈদুল আযহা ও তার পরের তিনদিন হলো তাশরীকের দিন। এ দিনগুলোতে কুরবানি করার পাশাপাশি বিশেষ আমল হলো ৯ই জিলহজ্জ হতে ১৩ই জিলহজ্জ আসর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা। তবে সাহাবীদের আমল থেকে জিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পর থেকে ১৩ঈ জিলহজ্জ আসর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। (সহীহুল বুখারী)

তাকবির হলো :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।" (সহীহুল বুখারী)

উল্লেখ্য, বার চন্দ্রের প্রত্যেকটিতেই আইয়ামে বীযের অর্থাৎ প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে তিনটি নফল রোযা রাখা বিশেষ ফযিলতপূর্ণ আমল। এ বিষেয়ে অধ্যায়ে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাযায়িলে
দু'আ ও যিকির

দু'আর পরিচিতি

اَلرَّائِدُ নামক সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধানে আছে :

دُعَاءٌ : مص. دَعَا ٢. مَا يُدْعٰى بِهٖ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ شَرٍّ اَوْلَهُ مِنْ خَيْرٍ.

১. দোয়া শব্দটি دَعَا ক্রিয়ার اِسْمِ مَصْدَرَ বা ক্রিয়ামূল বিশেষ্য।

২. যার দ্বারা কারো ভালো অথবা মন্দের দোআ করা হয় তাকে দোআ বলে।

ذِكْرٌ ج ذُكُوْرٌ. ١. مص. ذَكَرَ. ٢. تَلَفُّظُ بِالشَّيْءِ ٣. صِيْتٌ ٤. ثَنَاءٌ

জিকির ذِكْرٌ শব্দের বহুবচন হলো ذُكُوْرٌ এবং এর অর্থ হলো

১. এটি ذَكَرَ ক্রিয়া اِسْمُ مَصْدَرَ বা ক্রিয়ামূল বিশেষ্য।

২. কোনো কিছুকে মুখে উচ্চারণ করা।

উল্লেখ্য যে, اَلذِّكْرُ এর বহুবচন اَذْكَارٌ এটি বহুল প্রচলিত বহুবচন।

৩. সুনাম।

৪. প্রশংসা।

اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ নামক সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধানে আছে:

اَلدُّعَاءُ : مَا يُدْعٰى بِهِ اللّٰهُ مِنَ الْقَوْلِ.

যে বাক্য দ্বারা আল্লাহকে ডাকা (আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করা হয়) তাকে দোয়া বলে।

اَلذِّكْرُ : اَلصِّيْتُ. وَالصَّلَاةُ لِلّٰهِ وَالدُّعَاءُ اِلَيْهِ....

জিকির অর্থ

১. সুনাম

২. আল্লাহর জন্য নামাজ

৩. আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। এই শেষোক্ত ৩নং অর্থটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

'যিকর' (ذِكْرٌ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ স্মরণ করা, উল্লেখ করা, বর্ণনা করা । যখন যিকর নীরবে হয় তখন এর অর্থ হয় স্মরণ করা। আর

যিকর যদি সরবে হয় তখন এর অর্থ হয় বর্ণনা করা বা উল্লেখ করা। পরিভাষায় যিকর বলা হয় আল্লাহ তা'য়ালার ভয় ও ভালোবাসা হৃদয়ে সদা-সর্বদা জাগ্রত রেখে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের ঐকান্তিক কামনায় মন ও মুখে একনিষ্ঠ চিত্তে কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, চিন্তা-চেতনায় তথা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তাঁর বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা।

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ

فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ.

অর্থ : আর যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন তাদেরকে বলে দাও, নিশ্চয় আমি নিকটেই রয়েছি; কোন আহবানকারী যখনই আমাকে ডাকে তখনই আমি তার আহবানে সাড়া দিয়ে থাকি। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে। এতে করে তারা সঠিক পথে চলতে পারবে। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৬)

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِیْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِیْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ

الْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِیْنَ.

অর্থ : তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীন হবে না।

(সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত-২০৫)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ

اٰیٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِیْمَانًا وَّ عَلٰی رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ.

অর্থ : মু'মিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন সেটা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। (সূরা আনফাল : আয়াত-২)

হাদীস

ফাযায়িলে দু'আ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহর নিকট দু'আ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত আর কিছুই নেই।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস- ৮৭৪৮/৮৭৩৩)

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِىْ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ.

অর্থ : সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নিশ্চয়ই তোমাদের বরকতময় সুমহান আল্লাহ অধিক লজ্জাশীল এবং সম্মানিত। বান্দা তার দিকে দুই হাত উঠিয়ে কিছু চাইলে বঞ্চিত করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (সহীহ তিরমিযী-২৮২৩)

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ اِلَّا الْبِرُّ.

অর্থ : সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুআ ছাড়া কোন কিছুই তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং সৎ আমল ছাড়া কোন কিছুই বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস- ২২৪১৩/২২৪৬৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ اللهَ يَقُوْلُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِىْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি আমার বান্দার সাথে তেমনই ব্যবহার করি যেমন সে আমার প্রতি ধারণা রাখে। আর সে যখন আমার কাছে দু'আ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি। (সহীহ মুসলিম : হাদীস- ৭০০৫/২৬৭৫)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ دَاخِرِيْنَ.

অর্থ : নুমান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দু'আ হচ্ছে ইবাদত, অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : "তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। কেননা যারা আমার ইবাদত করতে অহংকার করে (বিরত থাকে) তারা অতি শীঘ্রই লাঞ্ছনার সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

(তিরমিযী : হাদীস- ৩৩৭২)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوْا : إِذًا نُكْثِرُ قَالَ : اللهُ أَكْثَرُ.

অর্থ : আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যমীনের বুকে যে কোন মুসলিম মহান আল্লাহর নিকট যদি এমন দু'আ করে যাতে কোনরূপ গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা নেই, তাহলে আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি প্রদান করবেন। হয়তো তার দুআ তাৎক্ষণিক কবুল করবেন কিংবা আখিরাতে উক্ত দু'আর পরিমাণ সাওয়াব তার জন্য জমা করে রাখবেন অথবা উক্ত দুআ অনুপাতে তার কোন কষ্ট তার থেকে দূর করে দিবেন। সাহাবীগণ বললেন, আমি যখন বেশি বেশি দু'আ করবো (তখনও কি এরূপ প্রতিদান দেয়া হবে?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ তো অনেক বেশি দানকারী।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস- ১১১৩৩/১১১৪৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে আল্লাহর কাছে চায় না আল্লাহ তার প্রতি রাগন্বিত হন।

(তিরমিযী : হাদীস- ৩৩৭৩)

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﵁ مَا شَيْءٌ اَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

অর্থ : আবুদ দারদা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করব না, যা তোমাদের মুনীবের কাছে সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খয়রাত করার চাইতে অধিক উত্তম এবং তোমাদের শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংঘাত করা এবং তোমাদেরকে তাদের সংঘাত করার চাইতে উত্তম? তারা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আল্লাহর যিকির। মুআয ইবনে জাবাল ﵁ বলেন, আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিকিরের চাইতে অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই। (সুনানে তিরমিযী : হাদীস- ৩৩৭৭)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِيْ اِذَا هُوَ ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ شَفَتَاهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, মহা মহিয়ান আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে তার ঠোঁট নড়াচড়া করতে থাকে তখন আমি তার সাথে থাকি।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস- ১০৯৬৮/১০৯৮১)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ ﵁ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَاَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهٖ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! শরীআতের বহু হুকুম রয়েছে। আমাকে এমন কিছু বলে দিন যা আমি নিজের অযীফা বানিয়ে নিবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।

(সুনানে তিরমিযী : হাদীস- ৩৩৭৫)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيْرٍ اَنَّ مَالِكَ بْنَ يُخَامِرٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمْ اِنَّ اٰخِرَ كَلَامٍ فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَنْ قُلْتُ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللهِ ؟ قَالَ : اَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

অর্থ : মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায়কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমার যে কথা হয়েছে তা হচ্ছে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, আল্লাহর নিকট কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন অবস্থায় তোমার মৃত্যু হওয়া যে, তোমার জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে। (মুজামুল কাবীর : হাদীস- ১৬৯৬৫/২০৮)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةً وَاِنَّ صَقَالَةَ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ اَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ قَالُوْا : وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَلَوْ اَنْ تَضْرِبَ بِسَيْفِكَ حَتّٰى يَنْقَطِعَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, নিশ্চয় প্রতিটি জিনিসের মসৃণতা ও চাকচিক্যতা রয়েছে। আর অন্তরের মসৃণতা হচ্ছে আল্লাহর যিকির করা। আল্লাহর যিকির অপেক্ষা অন্য কোন জিনিস কবরের আযাব থেকে অধিক রক্ষাকারী নেই। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তরবারী দিয়ে লড়াই করতে করতে এক পর্যায়ে তা ভেঙ্গে যায়, তার কথা ভিন্ন।

(সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-১৪৯৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তাকে আমার বান্দার সাথে তেমনই ব্যবহার করি যেমনটি সে আমার প্রতি ধারণা রাখে। সে যখন আমাকে যিকির করে আমি তার সাথে থাকি। আমাকে যদি সে নিজ অন্তরে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে নিজ মনে স্মরণ করি, যদি আমাকে সে জন সমাগমে স্মরণ করে তাহলে আমি উক্ত জন সমাগম থেকে উত্তম (ফেরেশতাদের) মজলিসে স্মরণ করি। সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হলে আমি তার প্রতি একহাত অগ্রসর হই। সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হলে আমি তার প্রতি দুই হাত অগ্রসর হই এবং সে আমার দিকে হেঁটে আসলে আমি তার প্রতি দৌড়ে যাই। (সহীহ বুখারী : হাদীস- ৭৪০৫)

عَنْ اَبِىْ مُوسَى ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِى يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

অর্থ : আবু মূসা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে আল্লাহর যিকির করে আর যে যিকির করে না তাদের উভয়ের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (সহীহ বুখারী : হাদীস- ৬৪০৭)

যিকিরের মজলিস এবং তাতে উপস্থিত হওয়ার ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا

اِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ
فَيَسْاَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِيْ قَالُوْا تَقُوْلُوْنَ
يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَاَوْنِيْ
قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللهِ مَا رَاَوْكَ قَالَ فَيَقُوْلُ وَكَيْفَ لَوْ رَاَوْنِيْ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ
رَاَوْكَ كَانُوْا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَاَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَاَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا قَالَ
يَقُوْلُ فَمَا يَسْاَلُوْنِيْ؟ قَالَ يَسْاَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ : وَهَلْ رَاَوْهَا قَالَ
يَقُوْلُوْنَ لَا وَ اللهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا؟ قَالَ
يَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَاَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَاَعْظَمَ
فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ: مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ
رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا وَ اللهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا قَالَ
يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَاَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُوْلُ
فَاُشْهِدُكُمْ اَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيْهِمْ فُلَانٌ
لَيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফেরেশতাদের এমন একটি দল রয়েছে যারা মহান আল্লাহর যিকিরকারীদেরকে খুঁজে বেড়ায়। তারা যখন এমন সম্প্রদায় খুঁজে পান যারা আল্লাহর যিকিররত আছেন তখন তারা একে অন্যকে ডেকে বলেন, এসো এখানে তোমাদের প্রত্যাশিত বস্তু রয়েছে। অতঃপর ঐ ফেরেশতাগণ একত্র হয়ে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সেসব লোকদেরকে নিজেদের পাখা দিয়ে বেষ্টন করে ফেলে। মহান আল্লাহ ঐ ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তাদের সম্পর্কে তিনি তাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত, আমার বান্দা কি বলছে? জবাবে ফেরেশতাগণ

বলেন, তারা আপনার মহত্ত্বের বর্ণনা করছে। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? জবাবে ফেরেশতাগণ বলেন, না, আল্লাহর শপথ! তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ বলেন, যদি তারা আমাকে দেখতো তাহলে কিরূপ অবস্থা হতো? জবাবে ফেরেশতাগণ বলেন, তারা আপনাকে দেখতে পেলে আপনার আরো অধিক ইবাদত করতো এবং এর চাইতেও বেশি মহত্ত্ব বর্ণনা করতো। আল্লাহ বলেন, তারা আমার কাছে কি চায়? জবাবে ফেরেশতাগণ বলেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। আল্লাহ্ বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, না, আল্লাহর শপথ! হে রব! তারা জান্নাত দেখেনি। আল্লাহ্ বলেন, তারা যদি জান্নাত দেখতো তাহলে কিরূপ অবস্থা হতো? ফেরেশতাগণ বলেন, তারা যদি জান্নাত দেখতে পেতো তাহলে তারা এর প্রতি আরো বেশি আগ্রহী হতো, এর জন্য অধিক আকাঙ্ক্ষা রাখতো এবং একে পাওয়ার জন্য অধিক চেষ্টা করতো। আল্লাহ্ বলেন, তারা কোন বস্তু থেকে আশ্রয় চাচ্ছে? জবাবে ফেরেশতাগণ বলেন, জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ্ বলেন, তারা কী জাহান্নাম দেখেছে? জবাবে ফেরেশতাগণ বলেন, না, আল্লাহর শপথ! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ বলেন, তারা যদি জাহান্নাম দেখতো তাহলে কিরূপ অবস্থা হতো? জবাবে ফেরেশতাগণ বলেন, তারা যদি জাহান্নাম দেখতে পেতো তাহলে তারা এর থেকে পলায়নের জন্য আরো অধিক চেষ্টা করতো এবং একে আরো বেশি ভয় করতো। আল্লাহ্ বলেন তোমরা (ফেরেশতারা) সাক্ষী থাকো, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের মধ্যকার এক ফেরেশতা বলে, তাদের মধ্যে তো এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে তাদের (যিকিরকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সে তার কোন প্রয়োজনে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, তারা তো এমন মজলিসওয়ালা যে, তাদের সাথে কেউ বসলে সেও বঞ্চিত হয় না। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৪০৮)

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ يَعْنِىْ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَدْعُو اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِيْنِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ قَالَ اٰللهُ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلَّا ذٰلِكَ قَالُوا اٰللهُ مَا اَجْلَسَنَا اِلَّا

ذَلِكَ قَالَ اَمَا اِنِّي لَمْ اَسْتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَاِنَّمَا اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ.

অর্থ : মুআবিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌঁছে বলেন, কিসে তোমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে? তারা বলেন, আমরা এখানে বসে আল্লাহর যিকির করছি এবং তার প্রশংসা করছি, (কেননা তিনিই আমাদেরকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং ইসলামের দ্বারা আমাদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন) রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহর শপথ! এটাই কী তোমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে? তারা বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা কেবল এ উদ্দেশ্যেই বসে আছি। রাসূল ﷺ বলেন, আমি মিথ্যা বলার সন্দেহে তোমাদেরকে শপথ দেইনি। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ তোমাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করছেন। (সুনানে নাসায়ী : হাদীস-৫৪৪১)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوْا يَذْكُرُوْنَ اللهَ لَا يُرِيْدُوْنَ بِذَلِكَ اِلَّا وَجْهَهُ اِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ قُوْمُوْا مَغْفُوْرًا لَكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সমস্ত লোক মহান আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হয় এবং কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তারা তাতে সমবেত হয়। তাদেরকে আকাশ থেকে এক ঘোষক (ফেরেশতা) এ বলে ঘোষণা দিতে থাকেন যে, তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে উঠে যাও। তোমাদের গুনাহগুলো নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১২৪৫৩/১২৪৭৬)

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَبْعَثَنَّ اللهُ اَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ وُجُوْهِهِمُ النُّوْرُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ لَيْسُوْا بِاَنْبِيَاءِ وَلاَ شُهَدَاءِ قَالَ فَجَثَا اَعْرَابِيٌّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ

حُلَّهُمْ لَنَا نَعْرِفْهُمْ قَالَ هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللهِ مِنْ قَبَائِلِ شَتَّى وِبِلَادٍ شَتَّى يَجْتَمِعُوْنَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُوْنَهُ.

অর্থ : আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন কোন কোন লোককে এমনভাবে উত্থিত করবেন যে, তাদের চেহারায় নূর চমকাতে থাকবে। তারা মতির মিম্বারে বসে থাকবেন। অন্যান্য লোকেরা তাদেরকে ঈর্ষা করবে। তারা নবীগণও নন এবং শহীদগণও নন। জনৈক গ্রাম্য সাহাবী হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের অবস্থা বর্ণনা করুন যেন আমরা তাদেরকে চিনতে পারি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তারা বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন শহরের ঐসব লোক যারা আল্লাহর জন্যই পরস্পরকে ভালোবাসে; তারা সমবেত হয়ে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে।

(সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-১৫০৯)

মজলিসের কাফফারা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جَلَسَ فِيْ مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ اِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا كَانَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ.

অর্থ : হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি মজলিসে বসে অনেক অনর্থক কথাবার্তা বলেছে, সে মজলিস থেকে ওঠে যাওয়ার পূর্বে বলবে, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা আনতা আস্‌তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক"– তাহলে উক্ত মজলিসে সে যা কিছু বলেছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১০৪১৫/১০৪২০)

তাসবীহ্, তাকবীর, তাহমীদ ও তাহ্লীলের ফযীলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, এমন দুটি কালেমা আছে যা জিহ্বা (উচ্চারণে) হালকা এবং (ওজনের) পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং কালেমা দুটি রহমানের কাছেও খুব প্রিয়। ঐ দুটি কালেমা হলো : "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযীম।" (সহীহ বুখারী : হাদীস)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ غُرِسَتْ لَهٗ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদীহি" পাঠ করে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপন করা হয়। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-১৫৩৯)

عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ غُرِسَتْ لَهٗ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ : জাবির ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদীহি" পাঠ করে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হয়। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-১৫৪০)

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكَ بِاَحَبِّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ بِاَحَبِّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ اَحَبَّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ.

অর্থ : আবু যর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, আমি কি তোমাকে জানাবো না যে, আল্লাহর কাছে কোন কালামটি অধিক পছন্দনীয়? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় কালাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল বললেন, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় কালাম হচ্ছে : "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদীহি"। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭১০২/২৭৩১)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْكَلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ اَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

অর্থ : আবু যর হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ -কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম কালাম কোনটি? রাসূল বললেন : সর্বোত্তম কালাম সেটাই যা আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা অথবা বান্দাদের জন্য পছন্দ করেছেন। তা হলো : "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদীহি।"
(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭১০১/২৭৩১)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে একশো বার "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদীহি" পাঠ করে তার সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়; যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা রাশির সমতুল্য হয়। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৪০৫)

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ اَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَاَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا اَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ اَلْفُ حَسَنَةٍ اَوْ يُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ خَطِيْئَةٍ.

অর্থ : মুসআব ইবনে সাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একদা আমরা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে ছিলাম। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের কেউ কী দৈনিক একহাজার সাওয়াব উপার্জন করতে সক্ষম? নবী ﷺ -এর কাছে বসে থাকা লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বললো, আমাদের কেউ কিরূপে একহাজার সাওয়াব উপার্জন করবে? রাসূল ﷺ বললেন, একশ বার "সুবহানাল্লাহ" পাঠ করলে একহাজার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে অথবা তার থেকে এক হাজার গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭০২৭/২৬৯৮)

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ اَنْ يُّكَابِدَهُ اَوْ بَخِلَ بِالْمَالِ اَنْ يَّنْفِقَهُ اَوْ جَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ اَنْ يُّقَاتِلَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ فَاِنَّهَا اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ : আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাতের অন্ধকার যাকে ভীত করে অথবা সম্পদ খরচে যাকে কৃপণতা পেয়ে বসে কিংবা দুশমনের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে যাকে কাপুরুষতা পায় সে যেন অধিক পরিমাণ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" পাঠ করে। কেননা এটা আল্লাহর পথে স্বর্ণের পাহাড় দান করার চাইতেও অধিক প্রিয়। (সহীহ আত-তারগীব : হাদীস-১৫৪১)

عَنْ جُوَيْرِيَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ.

অর্থ : জুওয়াইরিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ ফজর সালাতের সময় তার কাছ থেকে চলে গেলেন, আর তিনি (জুয়াইরিয়াহ) স্বীয়

সালাতের স্থানে বসে যিকিরে মশগুল থাকলেন। অতঃপর নবী ﷺ সালাতুয যুহা আদায়ের পর ফিরে এলেন। তখনও জুওয়াইরিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ঐরূপ অবস্থায় বসে ছিলেন। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাকে যেরূপ অবস্থায় রেখে গেছি তুমি কি এখনও সে অবস্থায়ই রয়েছো? তিনি বললেন : হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর চারটি কালেমা তিনবার পাঠ করেছি। যদি (এতক্ষণ পর্যন্ত) তুমি যা কিছু পাঠ করেছো সেগুলোকে এ কালেমাগুলোর মোকাবিলায় ওজন করা হয় তাহলে এ কালেমাগুলোই ভারী হবে। তা হলো "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী 'আদাদা খালক্বিহি ওয়া রিয়া নাফসিহি ওয়া যিনাতা 'আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি।" (সহীহ মুসলিম : হাদীস-২৭২৬)

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا جَالِسٌ اُحَرِّكُ شَفَتَيَّ فَقَالَ : بِمَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ ؟ قُلْتُ : اَذْكُرُ اللهَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ : اَلَا اُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ اِذَا قُلْتَهُ ثُمَّ دَابَتَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَمْ تَبْلُغْهُ ؟ قُلْتُ : بَلٰى فَقَالَ : تَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا اَحْصٰى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِيْ كِتَابِهٖ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا اَحْصٰى خَلْقِهٖ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا فِيْ خَلْقِهٖ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ سَمَاوَاتِهٖ وَاَرْضِهٖ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ وَتُسَبِّحُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَتُكَبِّرُ مِثْلَ ذٰلِكَ.

অর্থ : আবু উমামাহ আল-বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বসা অবস্থায় আমার ঠোঁট নাড়াচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন। তিনি ﷺ আমাকে বললেন, তোমার ঠোঁট নাড়াচ্ছো কেন? হে আল্লাহর রাসূল! আমি বললাম, আল্লাহর যিকির করছি। তিনি বললেন. আমি কি তোমাকে এমন কিছু জানাবো না, যখন তুমি তা বলবে তোমার রাত-দিনের অনবরত যিকির পাঠও এর সাওয়াব পর্যন্ত পৌছাতে পারবে না? আমি বললাম হ্যাঁ, বলুন। তিনি ﷺ বললেন, তুমি বলবে : "আলহামদুলিল্লাহি 'আদাদা মা আহসা কিতাবুহু,ওয়াল হামদুলিল্লাহি

আদাদা মা ফী কিতাবিহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আদাদা মা আহস-খালকিহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি মিলআ মা ফী খালকিহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি মিলআ সামাওয়াতিহি ওয়া আরদিহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আদাদা কুল্লি শাইয়িন, ওয়াল হামদুলিল্লাহি মিলআ কুল্লি শাইয়িন"- অনুরূপভাবে "সুবহানাল্লাহ" এবং "আল্লাহু আকবার" দিয়েও তা পাঠ করবে। (মুজামুল কাবীর : হাদীস-৮১৩৮/৮১২১)

عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ. وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ اَوْ تَمْلَاُ مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا.

অর্থ : আবু মালিক আল-আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উযু ঈমানের অর্ধেক। 'আল-হামদুলিল্লাহ' দাঁড়িপাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আল-হামদুলিল্লাহ' একত্রে আকাশমণ্ডলী ও যমীনের মধ্যমর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়। সালাত হলো নূর, সদক্বাহ হলো (মুক্তির) সনদ এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা হলো আলোকবর্তিকা। কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উপনীত হয়ে নিজেকে বিক্রয় করে। সে হয় নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫৫৬/২২৩)

"সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার" বলার ফযিলত

عَنْ اَنَسٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ غُصْنًا فَنَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ ثُمَّ نَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ ثُمَّ نَفَضَهُ فَانْتَفَضَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ سُبْحَانَ

اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ تَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছের ডাল ধরে ঝাকুনি দিলেন কিন্তু কোন পাতা ঝরলো না। অতঃপর আবার ঝাকুনি দিলেন এবারও কোন পাতা ঝরলো না। অতঃপর আবার ঝাকুনি দিলেন এবং এবার পাতা ঝরে পড়লো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার” পাঠ করার মাধ্যমে গুনাসমূহ এমনভাবে ঝরে যায় যেমন (শীতকালে) গাছের পাতা ঝরে পড়ে। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১২৫৩৪/১২৫৫৬)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَحَبُّ الْكَلَامِ اِلَى اللهِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِاَيِّهِنَّ بَدَاْتَ.

অর্থ : সামুরাহ ইবনে জুনদুব ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট অত্যধিক প্রিয় কালেমা চারটি “সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার” তুমি এগুলোর যেটাকেই প্রথমে পড়ো না কেন কোন সমস্যা নেই। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৫৭২৪/১৫৪৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (خُذُوْا جُنَّتَكُمْ) قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ عَدُوٍّ قَدْ حَضَرَ قَالَ لَا جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ قُوْلُوْا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ فَاِنَّهَا يَاْتِيْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْجِيَاتٌ وَمُقَدِّمَاتٌ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা আত্মরক্ষার জন্য ঢাল গ্রহণ করো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দুশমন উপস্থিত

হয়েছে কী? রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল নিয়ে নাও। তোমরা বলো : "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার" কেননা কিয়ামতের দিন এগুলো তার পাঠকের সামনে, পিছন, ডান ও বাম দিক দিয়ে আসবে, তার জন্য নাজাতকারী হবে এবং এগুলোই তার অবশিষ্ট নেক আমল হিসেবে থেকে যাবে। (মুসতাদরেকে হাকেম : হাদীস-১৯৮৫)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاَنْ اَقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার" বলা আমার কাছে ঐসব বস্তুর চাইতে অধিক প্রিয় যার উপর সূর্য উদিত হয়। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭০২২/২৬৯৫)

عَنْ اَبِي سَلْمٰى رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ بَخْ بَخْ بِخَمْسٍ مَا اَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفّٰى لِلْمُسْلِمِ فَيُحْتَسِبُهُ.

অর্থ : আবু সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, বাহ! বাহ! পাঁচটি বস্তু আমলের পাল্লায় কতই না অধিক ভারী। (তা হলো) "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার।" কোন মুসলিমের নেক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। (মুসতাদরেকে হাকেম : হাদীস-১৮৮৫)

عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ رضي الله عنهم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الْكَلَامِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ.

অর্থ : নবী ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, সর্বোত্তম কালাম হচ্ছে : "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার।" (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৬৪১২/১৬৪৫৯)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى مِنَ الْكَلَامِ اَرْبَعًا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ فَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عِشْرِيْنَ حَسَنَةً اَوْ حَطَّ عَنْهُ عِشْرِيْنَ سَيِّئَةً وَمَنْ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُوْنَ سَيِّئَةً.

অর্থ : আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহর কালামসমূহ হতে চারটি কালাম বাছাই করেছেন। (তা হলো) "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার।" যে ব্যক্তি একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলে তার জন্য বিশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার বিশটি গুনাহ হ্রাস করা হয়। আর যে ব্যক্তি 'আল্লাহু আকবার' বলে তার জন্যও অনুরূপ রয়েছে। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে তার জন্যও অনুরূপ সাওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি অন্তরে গভীর থেকে বলে 'আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' তার জন্য ত্রিশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার থেকে ত্রিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-৭৯৯৯)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلَى الْاَرْضِ اَحَدٌ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যমীনের বুকে যে কেউ এ কালেমা পাঠ করলে তার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়া হয় যদিও গুনাহের পরিমাণ সমুদ্রের ফেনা রাশির সমতুল্য হয়। (তা হলো) : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।" (তিরমিযী : হাদীস-৩৪৬০)

“লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” বলার ফযিলত

عَنْ مُعَاذٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

অর্থ : মুআয ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যকার একটি দরজার কথা অবহিত করবো না? মুআয ﷺ বলেন, সেটা কী? নবী ﷺ বললেন, “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।” (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২১৯৯৬/২২০৪৯)

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَكُنَّا اِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا وَلَكِنْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ثُمَّ اَتَى عَلَيَّ وَاَنَا اَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ فَاِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ اَوْ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

অর্থ : আবু মূসা ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা যখনই কোন উঁচু স্থানে উঠতাম তখন ‘আল্লাহু আকবার’ বলে তাকবীর দিতাম। নবী ﷺ বললেন, “হে মানবমণ্ডলী! তোমরা নিজেদের উপর দয়া করো। কেননা তোমরা কোন বধির এবং অনুপস্থিত কাউকে আহ্বান করছো না। বরং তোমরা এমন সত্তাকে আহ্বান করছো যিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।” অতঃপর নবী ﷺ আমার কাছে আসলেন এ সময় আমি মনে মনে “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” বলছিলাম। নবী ﷺ বললেন : হে আবদুল্লাহ বিন কাইস! তুমি বলো : “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” কেননা এটি জান্নাতের

ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডার।" অথবা নবী ﷺ বলেছেন, "আমি কি তোমাকে এমন একটি কালেমার সংবাদ দিব না যা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যকার একটি ভাণ্ডার? তা হলো : লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"। (সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৩৮৪)

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু" বলার ফযিলত

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فَهُوَ كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ.

অর্থ : বারাআ ইবনে আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লী শাইয়িন ক্বদীর" সে যেন কোন ব্যক্তিকে আযাদ করলো। (মুসনাদে আহমদ : হাদীস-১৮৫১৬/১৮৫৩৯)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلَّا اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ.

অর্থ : হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে একশ বার বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর" তাঁর জন্য দশজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব রয়েছে। তার জন্য একশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়, তার থেকে একশটি গুনাহ মুছে ফেলা হয় এবং তার জন্য ঐ দিন শয়তান থেকে নিরাপত্তা বিধান করা হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত। ঐদিন

তার চাইতে আমলের দিক দিয়ে অধিক উত্তম আর কেউ হতে পারে না ঐ লোক ব্যতীত যিনি এ আমল তার চাইতেও বেশি করেন।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৩২৯৩)

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مِرَارٍ. كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ اَرْبَعَةَ اَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ.

অর্থ : আমর ইবনে মায়মুন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর"- দশবার পাঠ করবে সে যেন ঐ ব্যক্তির মত যে ব্যক্তি ইসমাঈলের বংশ হতে চারজন গোলাম আযাদ করলো। (সহীহ মুসলিম : হাদীস-৭০২০/২৬৯৩)

শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যা বলতে হয়

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْتِي الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট শয়তান এসে বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছেন? এমনকি এক পর্যায়ে সে বলে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কারো কাছে এরূপ পৌছলে সে যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং এরূপ চিন্তা থেকে বিরত থাকে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৩২৭৬)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ يَأْتِيْهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَكَ؟ فَيَقُوْلُ اللهُ فَيَقُوْلُ فَمَنْ خَلَقَ اللهُ ؟ فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقْرَأْ اٰمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ فَاِنَّ ذٰلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ.

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারোর নিকটে শয়তান এসে বলে, তোমাকে কে সৃষ্টি করেছেন? সে বলে, আল্লাহ, অতঃপর শয়তান বলেন, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? তোমাদের কারোর মনে এরূপ ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হলে সে যেন বলে, আমানতু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি" এতে তার ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যাবে।

(মুসনাদে আহমদ : হাদীস-২৬২০৩/২৬২৪৬)

ফরয সালাতের পর পঠিতব্য ফযিলতপূর্ণ দু'আ ও যিকির

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর

৩৩ বার "সুবহানাল্লাহু"

৩৩ বার "আল-হামদুলিল্লাহি"

৩৩ বার "আল্লাহু আকবার"

এ নিয়ে মোট ৯৯ বার হলো, অতঃপর ১০০ পূর্ণ করার জন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া

'আলা কুল্লী শাইয়িন ক্বদীর" পাঠ করবে তার গুনাসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা রাশির সমতুল্যও হয়।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৩৮০/৪৯৭)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يُسَبِّحُ اَحَدُكُمْ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَهِيَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ فِي اللِّسَانِ وَاَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ وَاَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهٖ وَاِذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهٖ اَوْ مَضْجَعِهٖ سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ فَهِيَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَاَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ لَا نُحْصِيْهِمَا فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْتِيْ اَحَدَكُمْ وَهُوَ فِيْ صَلَاتِهٖ فَيَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا وَيَاْتِيْهِ عِنْدَ مَنَامِهٖ فَيُنِيْمُهٗ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি দুটি অভ্যাস আয়ত্ব করতে পারে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর অভ্যাস দুটি আয়ত্ত করাও সহজ। অবশ্যই যারা অভ্যাস দুটি আয়ত্ত করে তাদের সংখ্যা খুবই কম। তা হলো : প্রত্যেক সালাতের পর দশবার "সুবহানাল্লাহ" দশবার "আল্লাহু আকবার" এবং দশবার "আল-হামদুলিল্লাহ" পাঠ করা। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এগুলো তাঁর আঙ্গুল দিয়ে গুণে পড়তে দেখেছি। তিনি বলেন, তা মুখ দিয়ে পড়লে হয় একশো পঞ্চাশবার আর আমলের পাল্লায় এর ওজন হয় এক হাজার পাঁচশ বার। আর যখন সে ঘুমাতে যাবে তখন ৩৩ বার

সুবহানাল্লা, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার একশ বার পাঠ করবে। তা মুখে পড়লে হয় একশ বার আর আমলের পাল্লায় হয় একহাজার। কাজেই তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে প্রত্যহ দুইহাজার পাঁচশ গুনাহ করবে? সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ দুটি সর্বদা কেন গণনা করবো না? তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার কাছে এসে বলে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ করো এবং সে তার স্বপ্নের সময় আসে, অবশেষে সে ঘুমিয়ে যায়। (সুনানে নাসায়ী : হাদীস-১৩৪৭)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَاَ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا اَنْ يَمُوْتَ.

অর্থ : উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছু তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা হয়ে থাকবে না। (কানজুল আমালে : হাদীস-২৫৩৪)

ফযিলতপূর্ণ অন্যান্য দু'আ

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ يَعْنِىْ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ يُقَالُ لَهُ كُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি স্বীয় ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যদি বলে : বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতুল 'আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি" তবে তাকে বলা হবে, তোমার জন্য (আল্লাহই) যথেষ্ট, তুমি নিরাপত্তা অবলম্বন করেছো। আর শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়।

(তিরমিযী : হাদীস-৩৪২৬)

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ ﷺ اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً لَعَلَّ اللهَ اَنْ يَّنْفَعَنِيْ بِهٖ قَالَ قُلْ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ.

অর্থ : মুসআব ইবনে সা'দ ﷺ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক গ্রাম্য লোক নবী ﷺ-কে বলেন, আমাকে এমন দু'আ শিক্ষা দিন যদ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি বলো : "আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কুল্লুহু ওয়া ইলাইকা ইয়ারজিউল আমরু কুল্লুহু।"

(কানযুল আমালেঃ হাদীস-৫০৯৭)

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ اغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهٖ قَبْلَ اَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ.

অর্থ : শাদ্দাদ ইবনে আওস ﷺ হতে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দিনে এ দুআ পাঠ করবে সে দিনে মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সন্ধ্যায় পাঠ করলে ঐ রাতে মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তা হলো : "আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা, খালাক্কতানী ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতা'তু, আ'উযুবিকা মিন শাররি মা সনা'তু, আবুউ লাকা বিনিমাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবুউ বিযামবি ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।"

(সহীহ বুখারী : হাদীস-৬৩০৬)

عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِىَ.

অর্থ : উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : "বিসমিল্লাহি লা ইয়াদুররু মাআ ইসমিহি শাইয়্যুন ফিল আরদি ওয়ালা ফিসসামায়ি ওয়াহুয়াস সামিউল 'আলীম ।" যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদিন ভোরে এবং প্রতি রাতে সন্ধ্যায় এ দু'আ তিনবার পাঠ করে তাহলে কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না । (আবু দাউদ : হাদীস-৫০৯০)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ اَلا اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٌ تَقُوْلُهَا اِذَا اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ فَاِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاِنْ اَصْحَبْتَ اَصْبَحْتَ وَقَدْ اَصَبْتَ خَيْرًا تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىَ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ

অর্থ : বারাআ ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখাবো না, যা তুমি বিছানায় ঘুমানোর সময় পাঠ করবে? যদি তুমি ঐ রাতে মৃত্যুবরণ করো তবে তোমার মৃত্যু ইসলামের উপর হবে। আর যদি (জীবিত অবস্থায়) ভোরে উপনীত হও তাহলে কল্যাণ লাভ করবে। তা হলো : "আল্লা-হুম্মা ইন্নী

আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়াজজাহতু ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়া ফাওওয়াআতু আমরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, ওয়া আলজাতু যাহরী ইলাইকা, লা-মালজাআ ওয়ালা-মানজান মিনকা ইল্লা-ইলাইকা, আ-মানতু বিকিতাবিল্লাযী আনযালতা, ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।" (তিরমিযী : হাদীস-৩৩৯৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মহান আল্লাহর নিরাব্বইটি নাম আছে অর্থাৎ এক কম একশ। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্ত করবে(বা পড়বে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-২৭৩৬)

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN- –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
৩.	মা -মুহাম্মদ আল-আমীন	২০০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	২২৫
৫.	আর-রাহেকুল মাখতূম -আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)	৭৫০
৬.	আল কুরআনে নারীদের ২৫ সূরা -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	৬৫০
৭.	মুক্তাফাকুকুন আলাইহি -শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী	১০০০
৮.	রিয়াদুস সালেহীন -মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১২০০
৯.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন-১ -মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন -সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	১২৫
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা -ইকবাল কিলানী	১৬০
১৩.	বুলূগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)	৫০০
১৪.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া -মো ঃ রফিকুল ইসলাম	৩০০
১৫.	Leadership (নেতৃত্ব প্রদান) -সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না -আয়িদ আল করনী	৪০০
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা –মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় –আল্ বাহি আল্ খাওলি	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	আয়েশা (রা) বর্ণিত ৫০০হাদীস -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	৩০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা –মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান -আব্দুল হামীদ ফাইজী	১৩০
২৯.	রাসূল (স)-এর প্রশ্ন সাহাবীদের জবাব, সাহাবীদের প্রশ্ন রাসূল (স)-এর জবাব	৩৫০
৩০.	কুরআন পড়ি কুরআন বুঝি, আল কুরআনের সমাজ গড়ি -ইকবাল কিলানী	২০০
৩১.	লোকমান (আ.)-এর উপদেশ হে আমার সন্তান ! -মোঃ রফিকুল ইসলাম	১৩০
৩২.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন –ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	১০০
৩৩.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ -আবুল কাসেম গাজী	২০০
৩৪.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা –শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	১২০
৩৫.	ড. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র (১-৬) খণ্ড একত্রে	---
৩৬.	আপনিও হতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী নারী -আয়িদ আল করনী	২০০
৩৭.	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স) -মাওঃ আঃ ছালাম মিয়া	২৫০

৩৮.	মদিনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান	-মো: রফিকুল ইসলাম	১৪০
৩৯.	কিতাবুত তাওহীদ	-মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৪০.	সহীহ ফাযায়েলে আমল		৩০০
৪১.	শিক্ষামূলক হাদীস সংকলন-১	-ড. মুহাম্মদ শওকত আলী	৩০০
৪২.	তাওয়াক্কুল	-ডক্টর ইউসুফ কারদাবী	১৫০
৪৩.	প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন	-ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক	৩০০
৪৪.	আল্লাহর ৯৯টি নাম		
৪৫.	ঈমানের ৭৭টি শাখাসমূহ		১২৫
৪৬.	পীর ফকির ও মাজার	-ড. মুহাম্মদ শওকত আলী	২২৫
৪৭.	Enjoy your life	-ড. আব্দুর রহমান বিন আরিকী	৪০০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য
১. বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫	১৮. ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
২. ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৯. আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৩. ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০		
৪. প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-	৫০	২০. মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৫. আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০		
৬. কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০	২১. পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
৭. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২২. ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৮. মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫	২৩. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
৯. ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০	২৪. ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
১০. সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৫. যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
১১. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০	২৬. সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রোযা	৫০
১২. কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	২৭. আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
১৩. সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০	২৮. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
১৪. বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	২৯. জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
১৫. সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০	৩০. ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৬. সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০	৩১. মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
১৭. ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০	৩. আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০